বিশুদ্ধ আহ্নিক-কৃত্য

বা

নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠান

পি, এম বাক্চির ডাইরেক্টরী পঞ্জিকার

প্রধান ব্যবস্থাপক

এবং

বিশুদ্ধ নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতি, বিশুদ্ধ ত্রিবেদীয় সন্ধ্যাবিধি,

বিশুদ্ধ স্তবকবচমালা প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা

পণ্ডিত শ্রীরামদেব স্মৃতিতীর্থ সম্পাদিত

—পাঁচ সিকা—

প্রকাশক :—
শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার
সর্ব্বমঙ্গলা লাইব্রেরী
১৩৩, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রিণ্টার :—
শ্রীপ্রফুল্লেন্দু দত্ত
দামোদর প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১০৬, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নিবেদন

হিন্দুর নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্যে বিশুদ্ধ আহ্নিক-কৃত্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। যদি নিয়মিতরূপে নিত্য-কর্ম্মানুষ্ঠান সুসম্পন্ন করা হয়, তাহা হইলে সর্ব্বকার্য্যেই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ, ব্রাহ্মণগণের সন্ধ্যা অর্থাৎ গায়ত্রীর উপাসনা একান্ত করণীয়। এই পুস্তকখানিতে প্রাতরনুষ্ঠান, স্নানকালীন অনুষ্ঠান, সন্ধ্যা, গায়ত্রী, নানা দেবদেবীর পূজা, ব্রত, ধ্যান, পূজার মন্ত্র, বীজমন্ত্র, প্রণাম, স্তব, কবচাদি এবং যাবতীয় নিত্য-করণীয় কার্য্যের অনুষ্ঠানাদি বিশদভাবে প্রদত্ত হইয়াছে।

আমার সাধ্যানুসারে পুস্তকখানি নির্ভুল করিতে চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। সুধী পাঠকবৃন্দের নিকট নিবেদন এই যে, প্রথম সংস্করণে প্রেসের অসাবধানতায় যদি কোথাও ত্রুটি কিংবা বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইলে আমি বিশেষ বাধিত হইব ও পরবর্ত্তী সংস্করণে তাহা সংশোধিত আকারে প্রকাশ করিব।

পুস্তকখানি সম্পাদন করিতে আমাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। এক্ষণে এই পুস্তকখানি যদি কাহারও উপকারে লাগে, তাহা হইলে নিজকে ধন্য এবং আমার শ্রম সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিব। ইতি—

২৯, বাদুড়বাগান ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।
১৭ই শ্রাবণ, ১৩৪১

বিনীত—
গ্রন্থকার

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

পঞ্চম অধ্যায়

স্তবকবচমালা

বিশুদ্ধ আহ্নিককৃত্য

প্রথম অধ্যায়

——:০:——   ১১৮

প্রাতঃকৃত্য

দিবা বা রাত্রিমানকে আট অংশে বিভক্ত করিলে, তাহার এক একটি অংশকে যামার্দ্ধ বলে। যামার্দ্ধ বা প্রহরার্দ্ধের পরিমাণ প্রায় দেড় ঘণ্টা-কাল। ষোড়শ সংখ্যক যামার্দ্ধে এক দিবারাত্রি শেষ হইয়া থাকে। এই প্রকার দিবা বা রাত্রিমানের পঞ্চদশ অংশের এক একটি অংশকে মুহূর্ত্ত বলে। ত্রিশটি মুহূর্ত্তের সমষ্টিতে এক দিবারাত্র হইয়া থাকে। মুহূর্ত্তের পরিমাণ প্রায় ৪৮ মিনিট (দুই দণ্ড) কাল।

রাত্রেশ্চ পশ্চিমে যামে মুহূর্ত্তো যস্তৃতীয়কঃ।

স ব্রাহ্ম ইতি বিখ্যাতো বিহিতঃ সম্প্রবোধনে॥ পিতামহঃ।

"উদয়াৎ প্রাক্ চতস্রস্ত নাড়িকা অরুণোদয়ঃ।" অরুণোদয়ঃ ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত ইতি স্কন্দপুরাণম্। "নিদ্রাং জহ্যাদ্ গৃহী নাম নিত্যমেবা-রুণোদয়ে।" ইতি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুধ্যেত স্মরেদ্দেববরানৃষীন্। বামনপুরাণম্।

এক প্রহর সময়ে প্রায় চারিটি মুহূর্ত্ত হয়। রাত্রির শেষ প্রহরের তৃতীয় ও চতুর্থ মুহূর্ত্ত বা রাত্রির শেষ যামার্দ্ধের (প্রহরার্দ্ধের) প্রথম ও দ্বিতীয় মুহূর্ত্ত যথাক্রমে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত ও রৌদ্র মুহূর্ত্ত। সচরাচর রাত্রির

ন্যূনাধিক ৪॥ টা হইতে ৬ টা পর্য্যন্ত কালকে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত কহে। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী চারিদণ্ড (১ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট) কালকে অরুণোদয় কাল বলে।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে (প্রায় চারিদণ্ড রাত্রি থাকিতে অর্থাৎ রাত্রির ন্যূনাধিক ৪॥ টা হইতে ৬টার মধ্যে) ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণই শয্যা হইতে উঠিয়া পূর্ব্ব বা উত্তরমুখে উপবেশন করিয়া দেবতা ও ঋষি প্রভৃতির নাম স্মরণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি পাঠ করিবে।

(ওঁ) ব্রহ্মা মুরারি-স্ত্রিপুরান্তকারী, ভানুঃ শশী ভূমিসুতো বুধশ্চ।
গুরুশ্চ শুক্রঃ শনিরাহুকেতু কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতম্॥ ১
লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব, শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং, সংসার-যাত্রা-মনুবর্ত্তয়িষ্যে॥ ২
জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি, র্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥ ৩

প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা দুর্গাক্ষরদ্বয়ম্।
আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা॥ ৪
কর্কোটকস্য নাগস্য দময়ন্ত্যা নলস্য চ।
ঋতুপর্ণস্য রাজর্ষেঃ কীর্ত্তনং কলিনাশনম্॥ ৫
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনো নাম রাজা বাহুসহস্রভৃৎ।
যেন সাগরপর্য্যন্তা ধনুষা নির্জ্জিতা মহী॥ ৬
যস্তস্য কীর্ত্তয়েন্নাম কল্যমুত্থায় মানবঃ।
ন তস্য বিত্তনাশঃ স্যান্নষ্টঞ্চ লভতে পুনঃ॥ ৭
পুণ্যশ্লোকো নলো রাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।
পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ॥ ৮
অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্॥ ৯

এই মন্ত্রগুলি পাঠ করিবার পর দিবাভাগে কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক, ধর্ম্মের অবিরোধী কি কি অর্থ সাধন করিতে হইবে এবং ধর্ম্মার্থের অবিরোধী কি কি কাম্যসাধন করিতে হইবে তাহা আপন মনে চিন্তা করিয়া "(ওঁ) প্রিয়দত্তায়ৈ ভুবে নমঃ" এই বলিয়া পৃথিবীকে প্রণাম করিয়া শয্যা হইতে অগ্রে দক্ষিণপদ (স্ত্রীলোক হইলে বামপদ) ভূমিতে প্রদান করিবে। প্রাতঃকালে উঠিয়া বিদ্বান্ (বা বেদজ্ঞ) ব্রাহ্মণ, ভাগ্যবতী রমণী, অগ্নি ও গাভী দর্শন করিলে সেদিন কোন অমঙ্গল ঘটে না এবং পাপিষ্ঠ, ছিন্ননাসিক, দুর্ভাগা রমণী, মত্ত ও উলঙ্গ ব্যক্তিকে দর্শন করিলে অমঙ্গল ঘটে। সর্ব্বত্র সকল বর্ণেরই স্ত্রীজাতি, অনুপনীত দ্বিজবালক ও শূদ্রকে 'ওঁ', স্বাহা, লক্ষ্মীবীজ (শ্রীং) ও স্বধা উচ্চারণ করিতে নাই; তত্তৎ স্থলে 'নমঃ' উচ্চারণ করিতে হইবে। কি দীক্ষিত, কি অদীক্ষিত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সকলেরই প্রাতঃকৃত্য করা কর্ত্তব্য। দীক্ষিত ব্যক্তিরা পূর্ব্বোক্ত শ্লোক পাঠ সমাপন করিয়া তান্ত্রিক প্রাতঃকৃত্য করিবেন। অনুপনীত দ্বিজবালকের শ্রাদ্ধের সময় বৈদিকমন্ত্র পাঠে অধিকার আছে। চূড়াকরণ সংস্কারের পূর্ব্বে কাহারও পূজা, শ্রাদ্ধ, হোম ও তর্পণে অধিকার নাই। কিন্তু শিবপূজা ও মাতাপিতার শ্রাদ্ধ এবং প্রেত তর্পণে সকলেরই সকল সময়ে অধিকার আছে।

তান্ত্রিক প্রাতঃকৃত্য

দীক্ষিত ব্যক্তিরা ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব বা উত্তরমুখে পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া (কোন কোন মতে রাত্রিবাস ত্যাগান্তে) নিবিষ্টচিত্তে গুরুর ধ্যান করিবে।

গুরুর ধ্যান

ও. শিরসি সহস্রদলকমলকর্ণিকাবস্থিতং শ্বেতবর্ণং দ্বিভুজং বরাভয়করং

শ্বেতমাল্যানুলেপনং স্বপ্রকাশস্বরূপং স্ববামস্থিত-সুরক্তশক্ত্যা স্বপ্রকাশ-স্বরূপয়া সহিতং গুরুং ধ্যায়েৎ।

দীক্ষাগুরু স্ত্রীলোক হইলে—

"সহস্রারে মহাপদ্মে কিঞ্জল্কগণসেবিতে।
প্রফুল্লপদ্মপত্রাক্ষীং ঘনপীনপয়োধরাম্॥
প্রসন্নবদনাং ক্ষীণমধ্যাং ধ্যায়েৎ শিবাং গুরুম্।
পদ্মরাগসমাভাসাং রক্তবস্ত্রসুশোভনাম্॥
রক্তকুঙ্কুমপাণিঞ্চ বক্ষনূপুরশোভিতাম্।
স্থলপদ্মপ্রতীকাশ-পাদপল্লবশোভিতাম্॥
শরদিন্দুপ্রতীকাশ-বক্ত্রোদ্ভাসিতকুণ্ডলাম্।
স্বনাথবামভাগস্থাং বরাভয়করাম্বুজাম্॥"

এই প্রকারে গুরুদেবকে মনে মনে চিন্তা করিয়া সাধ্যমত মানসোপ-চারে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিবে। অনন্তর গুরুদেবকে প্রণাম করিবে।

গুরু প্রণাম মন্ত্র

ওঁ অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

স্ত্রীগুরু প্রণাম মন্ত্র

ব্রহ্মবিষ্ণুশিবত্বাদি-জীবন্মুক্তিপ্রদায়িনী।
জ্ঞানবিজ্ঞানদাত্রী চ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

সমর্থ হইলে গুরুর স্তবকবচ পাঠ করা কর্ত্তব্য। অনন্তর কুলকুণ্ডলিনীর ধ্যান ও মানসপূজা সমাপন করিবে।

কুলকুণ্ডলিনীর ধ্যান

ধ্যায়েৎ কুণ্ডলিনীং সূক্ষ্মাং মূলাধারনিবাসিনীম্।
তামিষ্টদেবতারূপাং সার্দ্ধত্রিবলয়ান্বিতাম্।
কোটিসৌদামিনীভাসাং স্বয়ম্ভুলিঙ্গবেষ্টিতাম্॥

অনন্তর চৌরগণেশ মন্ত্র জপ করিবে; যথা—প্রথমতঃ হৃদয়ে "ক্রোং" এই বীজ দশবার (অসমর্থ পক্ষে একবার) জপ করিবে। এইরূপ দক্ষিণচক্ষুতে, হ্রীঁ হ্রীঁ। বামচক্ষুতে, হ্রীঁ হ্রীঁ। দক্ষিণকর্ণে, হুং হুং। বামকর্ণে, হূঁ হূঁ। দক্ষিণনাসায়, ক্রীং ক্রীং। বামনাসায়, ক্রীং ক্রীং। মুখে, স্ত্রীং স্ত্রীং। নাভিতে, ঐং। লিঙ্গমূলে, হসৌঃ। গুহ্যে, ব্লূঁ। ভ্রূমধ্যে, হুং এই সকল বীজ ন্যাস করিবে। পরে শ্রীগুরুপাদুকা পূজা করিবে। অনন্তর কৃতাঞ্জলিপুটে—

ওঁ ত্রৈলোক্যচৈতন্যময়ি ত্রিশক্তে, শ্রীবিশ্বমাতর্ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃসমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং, সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে॥
জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ, জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশি হৃদিস্থয়া মে, যথানিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥
অহং দেবো নচান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্॥

উপর্য্যুক্ত মন্ত্রগুলি পাঠ করিয়া পরে নিম্নোক্ত মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করিবে—

ওঁ সমুদ্রমেখলে দেবি পর্ব্বতস্তনমণ্ডলে।
বিষ্ণুপত্নি নমস্তুভ্যং পাদস্পর্শং ক্ষমস্ব মে॥
ধারণং পোষণং ত্বত্তো ভূতানাং দেবি সর্ব্বদা।
তেন সত্যেন মাং পাহি পাশান্মোচয় ধারিণি॥

এই মন্ত্রে প্রার্থনা করিয়া "ওঁ প্রিয়দত্তায়ৈ ভুবে নমঃ" উচ্চারণ

করিয়া পৃথিবীকে প্রণাম করিবে। অনন্তর ভূমিতে পাদক্ষেপণপূর্ব্বক বহির্ভাগে গমন করিয়া—

ওঁ নমস্তে কুলবৃক্ষেভ্যঃ সর্ব্বপাপবিমুক্তয়ে।
শুভং বিধেহি মে নিত্যং কুলবৃক্ষায় তে নমঃ॥

এই মন্ত্র বলিয়া কুলবৃক্ষের প্রণাম এবং কুলবৃক্ষ, কুমারী বা শক্তি দর্শনপূর্ব্বক ইষ্টদেবতা প্রণাম মন্ত্রে প্রণাম করিয়া মলমূত্রাদি ত্যাগ ও দন্তধাবন করিবে।

কুলবৃক্ষ।—হরীতকী, বট, উড়ুম্বর, শিম্ব, কদম্ব, বিল্ব, ধাত্রী, অশ্বত্থ, তিন্তিড়ী ও করঞ্জ বৃক্ষ কুলবৃক্ষ নামে কথিত।

মলমূত্র ত্যাগ ও শৌচ বিধি

কোন সময়েই মলমূত্রের বেগ ধারণ করা উচিত নহে। দিবসে উত্তরমুখ, রাত্রিতে দক্ষিণাভিমুখ এবং সন্ধ্যাকালে উত্তরাভিমুখ হইয়া মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক মলমূত্র পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

মলমূত্র পরিত্যাগকালে যজ্ঞোপবীত দক্ষিণ কর্ণে রাখিবে; কারণ মলমূত্র ত্যাগ সময়ে শরীর অপবিত্র হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণের দক্ষিণ কর্ণে প্রভাসাদি তীর্থ ও গঙ্গা প্রভৃতি সর্ব্বদা অবস্থিতি করিয়া থাকেন, সেই হেতু মলমূত্র ত্যাগকালে দক্ষিণ কর্ণে যজ্ঞসূত্র রাখিলে উহা অপবিত্র হয় না। দ্বিবাসা হইলে যজ্ঞোপবীত অবগুণ্ঠিত করিয়া মূত্র পুরীষ ত্যাগ করাই শাস্ত্রীয় বিধি। সূর্য্যাভিমুখ হইয়া কিংবা জল, গরু এবং ব্রাহ্মণের সম্মুখে ও পথের নিকট কোন সময়েই মলমূত্র পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। পথে, গোচারণ মাঠে, ভস্মে, শ্মশানে, কর্ষিত ভূমিতে, পর্ব্বতে, জীর্ণ (ভগ্ন) দেবায়তনে, বল্মীকসঞ্চিত মৃত্তিকোপরি এবং যে সকল গর্ত্তের ভিতরে কোন প্রাণী অবস্থান করে, তাহাতে কখনও মূত্র পুরীষাদি পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে; কারণ ঐ

সকল স্থানে মলমূত্রাদি ত্যাগ করিলে আয়ুঃক্ষয় হয়। পাদুকা ধারণ করিয়া ও দণ্ডায়মান অবস্থায় মলমূত্র ত্যাগ করা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। অধিকন্তু যে স্থানে পরিত্যক্ত মলমূত্রের দুর্গন্ধ কাহারও বাসস্থান পর্য্যন্ত আসিতে না পারে, এরূপ স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। মূত্রপুরীষাদি পরিত্যাগের পর শৌচ করিবার নিমিত্ত নীত জল বা জলপাত্র পুনরায় স্পর্শ করিবে না; এবং জলপাত্র স্পর্শ করিয়া মলমূত্র ত্যাগ নিষিদ্ধ। কারণ উহা মূত্রের ন্যায় অপবিত্র হইয়া থাকে। জলপাত্র ধাতুনির্ম্মিত হইলে, তাহা উত্তমরূপে মার্জ্জিত করিয়া লইবে।

মলমূত্র পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বাগ্রে জলশৌচ করিবে। জলশৌচ দ্বারা মল দূরীভূত হইলে, তদনন্তর মৃত্তিকা দিয়া শৌচ করিতে হয়। লিঙ্গে একবার, মলদ্বারে তিনবার, দুই পায়ে তিনবার করিয়া ছয় বার, বাম হাতে দশবার এবং উভয় হস্তে সাত বার মৃত্তিকা দ্বারা শৌচ করিবে। রাত্রিতে ইহার অর্দ্ধেক করিবে। এইরূপ করিলে মলমূত্রের দুর্গন্ধ দূরীভূত হয় এবং শরীর পবিত্র বোধ হয়। অনন্তর সুপরিষ্কৃত জল দ্বারা পুনরায় হস্তপদাদি ধৌত করিয়া, মুখ প্রক্ষালন করিবে। যথানিয়মে শৌচক্রিয়া না করিয়া কোন কার্য্য করিলে দেহ ও মনের অপবিত্রতা হেতু তাহা কোনরূপেই ফলপ্রদ হইতে পারে না। মূত্র ত্যাগ করিলে লিঙ্গে একবার, বাম হস্তে তিনবার, উভয় হস্তে দুইবার ও পদদ্বয়ে এক একবার করিয়া মৃত্তিকা লেপন করিয়া জল দ্বারা ধৌত করিবে।

মল ত্যাগান্তে শৌচ করিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করা উচিত। মলমূত্র ত্যাগ কালে কাছা খুলিবে। শৌচকার্য্যান্তে শুদ্ধজলে হস্তপদ ধৌত করিবে।

দন্তধাবন

শৌচক্রিয়ার পর বিহিত কাষ্ঠ অর্থাৎ নিম্ব, কদম্ব, করঞ্জ, খদির, বাঁশ, যজ্ঞডুমুর, আম, অপামার্গ (আপাং), আকন্দ, তেঁতুল এবং সকল

প্রকার কণ্টকী বৃক্ষ ও ক্ষীর (আঠা) সংযুক্ত কাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন করা উচিত। সকল দন্ত কাষ্ঠই ত্বকযুক্ত ব্যবহার করিবে। এতদ্ভিন্ন ঘুঁটের ছাই, কয়লার গুঁড়া ও বিশুদ্ধ এঁটেল মৃত্তিকা দ্বারাও দন্তধাবন করিতে পারা যায়। ব্রাহ্মণগণ দ্বাদশাঙ্গুলপ্রমাণ, ক্ষত্রিয়গণ নবাঙ্গুল-প্রমাণ, বৈশ্যগণ অষ্টাঙ্গুল-প্রমাণ, এবং শূদ্রগণ ষড়ঙ্গুল-প্রমাণ এবং সকল বর্ণের স্ত্রীলোক চতুরঙ্গুল-প্রমাণ দন্তকাষ্ঠ দিয়া দন্তধাবন করিবে। কেবল অঙ্গুলি দ্বারা দন্ত ধাবন করিবে না। মৃত্তিকা দিয়া দন্তধাবন করিতে হইলে, মধ্যমা, অনামা ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়া দন্তধাবন করিবে। প্রতিপদ, ষষ্ঠী, অষ্টমী, নবমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তিতে কাষ্ঠ দিয়া দন্তধাবন করিবে না। উপবাস, জন্মদিন ও শ্রাদ্ধদিনে দন্তধাবন করা শাস্ত্র বিরুদ্ধ; কারণ দন্তধাবনকালে যদি কোন প্রকারে রক্তপাত হয়, তাহা হইলে ক্ষতাশৌচ দোষ হইয়া থাকে; সুতরাং কোন প্রকার কাম্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠানে অধিকার থাকে না। শ্রাদ্ধদিনে বা কোন নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠানের দিনে দন্তধাবন না করিয়া দ্বাদশ গণ্ডূষ জল দিয়া মুখ প্রক্ষালন করা উচিত।

গুবাক অর্থাৎ সুপারি, তাল, খেজুর, হিন্তাল (হেতাল) ও নারিকেলের ডগা, বট, অশ্বত্থ, বিল্ব, কেতকী ও আমলকী বৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ, শুরকি, চিল ও পাথরের গুঁড়া দিয়া দন্তধাবন করা উচিত নহে। পূর্ব্বাভিমুখ বা উত্তরাভিমুখ হইয়া দন্তধাবন করা বিধেয়। পশ্চিম ও দক্ষিণাভিমুখ হইয়া দন্তধাবন করা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে দন্তধাবন করা কর্ত্তব্য। সূর্য্যোদয়ের পরে দন্তধাবন করিলে, পূজাদিতে তাহার কোন অধিকার থাকে না। দন্তধাবনের পর বক্তার বঙ্কল দ্বারা জিহ্বা নির্লেখন করা উচিত। স্নান সময়ে বা অপরাহ্ণে দন্তধাবন করা উচিত নহে। তন্ত্রমতে— "ক্লীং কামদেবায় সর্ব্বজনপ্রিয়ায় স্বাহা (নমঃ)" মন্ত্র বলিয়া মুখ প্রক্ষালন করা কর্ত্তব্য।

পুষ্প-চয়ন

কোন আধারে পুষ্প, বিল্বপত্র ও তুলসীপত্র বৃন্তসহ (বোঁটার সহিত) তুলিতে হয়; কিন্তু শেফালিকা, বকুল প্রভৃতি পুষ্প স্বয়ং পতিত হয়, ইহারা বৃন্তহীন হইলেও পূজার্থে ইহাদের ব্যবহার হয়। দেব-দেবীর পূজার নিমিত্ত বাম হস্তে পুষ্পাদি চয়ন শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। বিল্বপত্র ত্রিপত্রান্বিত হওয়া বিধেয়। দূর্ব্বাও ত্রিপত্রান্বিত থাকিবে, অধিকন্তু দূর্ব্বার গর্ভও রাখিতে হইবে; কিন্তু পিত্রাদির শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে দূর্ব্বার গর্ভ থাকিবে না। পরিধেয় বস্ত্রে, মস্তকে ও বামহস্তে ধৃত, শ্মশানে উৎপন্ন, শেফালিকা, বকুল ব্যতীত স্বয়ং পতিত এবং জলে ফেলিয়া প্রক্ষালিত পুষ্প পূজার্থে ব্যবহৃত হয় না। গন্ধহীন বা উগ্রগন্ধ পুষ্প দেবপূজায় ব্যবহৃত হয় না। পর্য্যুষিত (বাসি), শুষ্ক, আঘ্রাত, কীটযুক্ত, ক্রয় করিবার পর যাচ্ঞালব্ধ (কাউ চেয়ে লওয়া) ও গাত্রসংলগ্ন পুষ্প দেবপূজায় অব্যবহার্য্য। পদ্ম প্রভৃতি জলজ পুষ্প, চাঁপা, বকুল, কুন্দ প্রভৃতি পুষ্প, যাহাদের কলি তুলিলে প্রস্ফুটিত হয় ও যাহা মালাকারদের গৃহে থাকে এবং তুলসী পত্র, বিল্বপত্র ও দূর্ব্বা পর্য্যুষিত (বাসি) হইলেও দেবপূজায় ব্যবহার্য্য। দূর্ব্বা, বিল্বপত্র, পদ্ম ও তুলসী ছিন্ন ভিন্ন হইলেও পূজায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্রানীত পুষ্পও পূজায় নিষিদ্ধ; কিন্তু যদি সেই পুষ্প শূদ্রের নিকট হইতে ক্রয় করা হয়, তাহা হইলে পূজায় কোন দোষ হয় না। অশুচি অবস্থায় পুষ্পচয়ন শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। ফলশূন্য বিল্ববৃক্ষের পত্র ব্যবহার্য্য নহে। (বিষ্ণুক্রান্তায় অর্থাৎ এশিয়া মহাদেশে বিল্বপত্রের বজ্র অর্থাৎ বোঁটার গাঁইট ত্যাগ করা নিষিদ্ধ।) পুষ্পাদি চয়নকালে বৃক্ষের শাখা যেন ভগ্ন না হয়। কোন আধার ব্যতীত কেবল হস্তোপরি পুষ্পাদি রাখিবে না।

তুলসী ও বিল্বপত্র দ্বাদশী অমাবস্যা পূর্ণিমা। সংক্রান্তি সায়ংকাল মধ্যাহ্নকাল ও রাত্রিকালে চয়ন করা নিষিদ্ধ। তুলসী চয়ন কালে

তিনবার করতাল দিয়া চয়ন করিবে। স্ত্রীজাতির পক্ষে তুলসীচয়ন নিষিদ্ধ। তৈল মর্দ্দনান্তে কিংবা অশুচি অবস্থায় ও রাত্রিবাস ত্যাগ না করিয়া পুষ্পাদিচয়ন শাস্ত্র-বিরুদ্ধ।

পূজায় নিষিদ্ধ পুষ্পাদি

ধুতুরা, করবী প্রভৃতি পুষ্প শিবপূজায় বিহিত। ভূপতিত কিংবা উগ্রগন্ধ পুষ্প দিয়া শিবপূজা করিও না। অন্যান্য পুংদেবতার সাদা ফুল দিয়া পূজা করিতে হয়, রক্তপুষ্প দ্বারা পূজা নিষিদ্ধ। স্ত্রী দেবতার রক্তপুষ্প দিয়া পূজা করিতে হয়। সূর্য্যকে বিল্বপত্র ও ধুতুরা ফুল, গণেশকে তুলসী এবং শিবকে শ্বেত জবা কখনও দিবে না।

শিব ও সূর্য্যের অর্ঘ্যে শঙ্খ দিতে নাই। রক্তচন্দন ও জবা প্রভৃতি রক্তপুষ্প শক্তি ও সূর্য্যের পূজায় প্রশস্ত। বিষ্ণু, শিব, গঙ্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর পূজায় এবং শ্রাদ্ধে শ্বেতপুষ্প ও শ্বেতচন্দনই বিহিত। শ্যামা পূজায় রক্তপুষ্প (পদ্ম, রক্তজবা প্রভৃতি) প্রশস্ত। বিষ্ণুকে শ্বেতজবা, রক্তপদ্ম, রক্তকরবী ও শ্বেতাপরাজিতাও দিতে পারা যায়। বিষ্ণুপূজা তুলসী না হইলে চলে না, কারণ বিষ্ণুর উপচার সকল তুলসীযুক্ত করিয়া দিতে হয়। শক্তি ও শিবের পূজায় বিল্বপত্র প্রশস্ত। বিল্বপত্র তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ধরিয়া উপুড় করিয়া, তুলসী অনামিকা, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ধরিয়া চিৎ করিয়া এবং পুষ্প যে ভাবে গাছে উৎপন্ন হয়, সেইভাবে ধরিয়া দেবতাকে নিবেদন করিতে হয়। একসঙ্গে বহুপুষ্প দানকালে কোন নিয়ম নাই। মালতী, জাতি, যুথী (যুঁই), বকুল, জবা, শেফালিকা (শিউলি), কাঠ-টগর ও কুন্দ পুষ্পে পার্থিব শিবপূজা করা চলে, কিন্তু পাষাণাদি গঠিত শিবের পূজা চলে না। শ্রাদ্ধে দূর্ব্বার গর্ভ অর্থাৎ কোঁক ফেলিয়া দিবে। বাম হস্তে পুষ্পাদি লইয়া দেবতার পূজা করিতে নাই। লক্ষ্মীর নিকট ঘণ্টা, দুর্গার নিকট বাঁশী, শিবের নিকট করতাল এবং ব্রহ্মার নিকট ঢাক বাজাইতে নাই। দেবতাকে নির্ম্মাল্যযুক্ত

করিয়া রাখিও না এবং পূজা শেষ না হইলে নৈবেদ্য ভাঙ্গিতে নাই। পূজা গৃহে কোনরূপ উচ্ছিষ্ট ফেলিতে নাই। মনসাপূজায় ধূনা দিতে নাই। নির্ম্মাল্য মাড়াইতে বা ডিঙ্গাইতে নাই, উহা বৃক্ষমূলে বা জলে ফেলিয়া দিতে হয়। নির্ম্মাল্য ও আশীর্ব্বাদী পুষ্প মাথায় করিয়া লইতে হয়।

জল, কুশ, তিল, মৃত্তিকা

গঙ্গাজল ভিন্ন পর্য্যুষিত অর্থাৎ বাসি জল ও নিবেদিত জল দ্বারা কোন সময়েই সন্ধ্যা পূজা ইত্যাদি দৈব ও শ্রাদ্ধ প্রভৃতি পৈতৃক কার্য্য করিবে না। যদি কলসী হইতে জল গড়াইয়া লইতে হয়, তাহা হইলে বাম হস্তে কলসী ও দক্ষিণ হস্তে অন্য জলপাত্র লইবে। হাত উপুড় করিয়া বা নাভির নিম্নদেশে হস্ত রাখিয়া কোন সময়ই দৈবাদি কার্য্যের জন্য জল আনিবে না। বৃষ্টির জল ও নদীর প্রথম বেগের জল কোন কালেই ব্যবহার করিবে না। হরিশয়নে কুশ, কেশে ও মৃত্তিকা বাসি করিয়া ব্যবহার করিবে না; কিন্তু গঙ্গামৃত্তিকা ও শ্রাবণী অমাবস্যায় কুশ তুলিয়া রাখিয়া তাহা বাসি হইলেও ব্যবহার করিতে পারা যায়। সধবা স্ত্রীলোক কুশ, কেশে, তিল ও কুশাসন ব্যবহার করিবে না, সকল কার্য্যেই কুশ ও কেশের পরিবর্ত্তে দূর্ব্বা, তিলের পরিবর্ত্তে যব এবং কুশাসনের পরিবর্ত্তে কম্বলাসনাদি ব্যবহার করিবে। পুরুষগণ পিতার জীবদ্দশায় মাতৃশ্রাদ্ধের সময়ে কৃষ্ণ তিল ব্যবহার না করিয়া শ্বেত তিল ব্যবহার করিবে। কোন কার্য্যেই পর্য্যুষিত (বাসি) পুষ্প ব্যবহার করা উচিত নহে। প্রমাণ—

বর্জ্জ্যং পর্য্যুষিতং পুষ্পং বর্জ্জ্যং পর্য্যুষিতং জলম্।
ন বর্জ্জ্যং তুলসীপত্রং ন বর্জ্জ্যং জাহ্নবী-জলম্॥ [নারদঃ]

তুলসীচয়ন মন্ত্র

তুলস্যমৃতনামাসি সদা ত্বং কেশবপ্রিয়ে।
কেশবার্থে চিনোমি ত্বাং বরদা ভব শোভনে॥

স্বদঙ্গসম্ভবৈঃ পত্রৈঃ পূজয়ামি যথা হরিম্।
তথা কুরু পবিত্রাঙ্গি কলৌ মলবিনাশিনী॥

স্নান করিয়া এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তে বোঁটা সহিত পত্র ও মঞ্জরী ছিঁড়িয়া কোন পাত্রে রাখিবে। দ্বাদশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা, সায়ংকাল, সংক্রান্তি ও রাত্রিকালে তুলসী চয়ন করিবে না। তুলসী ও বিল্ববৃক্ষের শাখা ভাঙ্গিবে না।

বিল্বপত্র চয়ন

ওঁ পুণ্যবৃক্ষ মহাভাগ মালূর শ্রীফল প্রভো।
মহেশপূজনার্থায় ত্বৎপত্রাণি চিনোম্যহম্।

উপর্য্যুক্ত মন্ত্র বলিয়া বৃক্ষের শাখা ভগ্ন না হয় এইরূপ ভাবে দক্ষিণ হস্তদ্বারা এক একটী করিয়া বিল্বপত্র তুলিতে হয়।

বিল্বপত্র ত্রিপত্রান্বিত, বৃন্তযুক্ত, নিশ্ছিদ্র ও চক্রহীন প্রশস্ত।

তৈলমর্দ্দন

প্রাতঃস্নানে, গ্রহণদিনে, দ্বাদশী তিথিতে, পিতৃশ্রাদ্ধে, তর্পণ করিবার পূর্ব্বে, ব্রতদিবসে রবিবারে, পর্ব্বদিনে অর্থাৎ অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে এবং সংক্রান্তিতে তৈলমর্দ্দন শাস্ত্রনিষিদ্ধ। কিন্তু এই নিষেধ তিল-তৈল বিষয়ক। অধিকন্তু তিল তৈল হইলেও পক্ব তৈল অর্থাৎ পাক করা তৈল বা পুষ্পবাসিত (সুগন্ধি) তৈল এবং সর্ষপতৈল বা নারিকেল তৈল মর্দ্দন করা নিষিদ্ধ নহে। কুশাসনে বা কম্বলাসনে বসিয়া তৈল মর্দ্দন করা উচিত নহে। তৈল মর্দ্দন করিতে বসিয়া প্রথমেই মধ্যমাঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা সামান্য তৈল গ্রহণ পূর্ব্বক "ওঁ অশ্বত্থায়ে নমঃ" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ভূমিতে সেই তৈলবিন্দু নিক্ষেপ করিবে। পরে ব্রাহ্মণ হইলে বাম পদে, ক্ষত্রিয় হইলে দক্ষিণ কর্ণে, বৈশ্য হইলে দক্ষিণ পদে এবং শূদ্র হইলে মস্তকে তৈল মর্দ্দন করিতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে সর্ব্বাঙ্গে তৈল মর্দ্দন

করিবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ের পক্ষে মস্তকে তৈল মর্দ্দন করিবার পরে অবশিষ্ট তৈল অন্যান্য অঙ্গে দেওয়া নিষিদ্ধ। মাথায়, কাণে ও পায়ের তলদেশে উত্তমরূপে তৈলমর্দ্দন করা উচিত।

যদিও শাস্ত্রে বারবিশেষে তৈলমর্দ্দন বিশেষরূপে নিষিদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু নিষিদ্ধ বারে তৈলমর্দ্দনে যে সকল দোষ জন্মে, তৎক্ষালনার্থ শাস্ত্রে যে সকল দ্রব্যের উল্লেখ আছে, তৎসংযোগে তৈল ব্যবহার করিলে আর কোনরূপ দোষ থাকে না। যে যে বারে তৈল মর্দ্দনে যে যে দোষ হইতে পারে এবং সেই সকল দোষের নিরাকরণার্থ যে যে দ্রব্য ব্যবহার করা উচিত, নিম্নে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

বার	দোষ	দোষশান্তিকর দ্রব্য
রবি	পুত্রনাশ	ফুল
সোম	কীর্ত্তিলাভ	
মঙ্গল	মৃত্যু	মৃত্তিকা
বুধ	রত্নলাভ	
বৃহস্পতি	শোক	দূর্ব্বা
শুক্র	অর্থহানি	গোময়
শনি	দীর্ঘায়ুঃ	

স্নানপ্রকরণ

সকল বর্ণেরই প্রাতঃস্নান (অরুণোদয় কালে স্নান) একান্ত কর্ত্তব্য। প্রাতঃস্নানের পর পুনরায় তৈলস্নান ও অন্যান্য যোগবিশেষে স্নান করিবে।

স্নান সাত প্রকার; যথা—মান্ত্র, ভৌম, আগ্নেয়, বায়ব্য, দিব্য, বারুণ ও মানস। "শন্ন আপো" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক মার্জ্জন স্নানকে

মাত্র স্নান, গঙ্গাদি মৃত্তিকালেপন দ্বারা ভৌম, হোমাগ্নির ভস্ম লেপন দ্বারা আগ্নেয়, গোপদরজঃ প্রবহমাণ বায়ু দ্বারা বায়ব্য, সাতপবৃষ্টিপাত দ্বারা দিব্য, সলিলে মজ্জন দ্বারা বারুণ ও বিষ্ণুচিন্তন দ্বারা স্নানকে মানস স্নান বলে।

স্নানকালীন সঙ্কল্প

অরুণোদয়-স্নানসঙ্কল্প

বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা দাসো বা পূর্ব্বাহ্নকৃতজ্ঞাতাজ্ঞাতপাপক্ষয়কামঃ প্রাতঃস্নানমহং (অরুণোদয়স্নানমহং) করিষ্যে। (অমুক স্থলে যে মাস ও যে তিথি এবং স্নানকর্ত্তার যে গোত্র ও নাম তাহা উল্লেখ করিতে হয়)।

স্ত্রী ও শূদ্রগণ প্রণব (ওঁ) উচ্চারণ করিবে না, 'ওঁ' স্থলে 'নমঃ' বলিবে।

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া প্রাতঃস্নান প্রকরণের মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক প্রাতঃ-স্নান করিবে।

স্নানবিধি

প্রাতঃস্নান—সকল বর্ণেরই প্রাতঃস্নান অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তেই স্নান করা উচিত। শরীর অসুস্থ থাকিলে কুশাগ্র দ্বারা মস্তকে জলের অভ্যুক্ষণ দিবে। এক বস্ত্রে কখনও স্নান করা উচিত নহে, গামছা থাকা চাই। পরিধেয় বস্ত্র দ্বারা গাত্রমার্জ্জন নিষিদ্ধ। স্নানের পর মস্তক কাঁপাইবে না কিংবা স্নানুবস্ত্র জলে নিঙ্গড়াইবে না। প্রাতঃস্নান সময়ে তৈলমর্দ্দন করিতে নাই। স্রোতোজলে, স্রোতের অভিমুখে, স্রোতো-রহিত জলাশয়ে সূর্য্যের অভিমুখে, নাভিমগ্নজলে দাঁড়াইয়া স্নান করিবে। শরীর অসুস্থ থাকিলে আর্দ্র বস্ত্র দ্বারা গাত্র মার্জ্জন করিবে। (জলাশয় অপরের হইলে জলাশয় হইতে তিনটী বা পাঁচটী মৃৎপিণ্ড উঠাইয়া তীরে

ফেলিয়া "ওঁ উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ গচ্ছ ত্বং ত্যজ পুণ্যং পরস্ব চ। পাপানি বিলয়ং যান্তু শান্তিং দেহি সদা মম ॥" এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ডুব দিবে)।
ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে প্রথমে অবগাহনপূর্ব্বক অর্থাৎ ডুব দিয়া স্নান করিয়া, নাভি পর্য্যন্ত জলে দাঁড়াইয়া যথানিয়মে আচমনপূর্ব্বক মাস তিথির উল্লেখ করিয়া সঙ্কল্প করিবে। (সঙ্কল্প পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে)। তৎপরে "ওঁ নমো নারায়ণায়" এই মন্ত্র বলিয়া চারিদিকে এক হস্ত পরিমিত স্থান লইয়া চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া জল শুদ্ধ করিবে। নিম্নলিখিত মন্ত্রে জল শুদ্ধ করিতে হয় ; যথা :—

ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥

অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়াগঙ্গাপ্রভাসপুষ্করাণি চ। তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি প্রাতঃস্নানকালে ভবন্তিহ ॥" এই মন্ত্র বলিয়া তীর্থাবাহন করিবে। স্নানকালে চতুষ্কোণ মণ্ডলস্থ জল তীর্থজল মনে করিয়া হাত যোড় করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে।

ওঁ বিষ্ণোঃ পাদ-প্রসূতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণুপূজিতা।
পাহি নস্ত্বেনসস্তস্মাদাজন্ম-মরণান্তিকাৎ ॥ ১
তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধকোটী চ তীর্থানাং বায়ুরব্রবীৎ।
দিবি ভুব্যন্তরীক্ষে চ তানি তে সন্তি জাহ্নবি ॥ ২
নন্দিনীত্যেব তে নাম দেবেষু নলিনীতি চ।
বৃন্দা পৃথ্বী চ সুভগা বিশ্বকায়া শিবা সিতা ॥৩।
বিদ্যাধরী সুপ্রসন্না তথা লোকপ্রসাদিনী।
ক্ষেমা চ জাহ্নবী চৈব শান্তা শান্তিপ্রদায়িনী ॥৪
এতানি পুণ্যনামানি স্নানকালে প্রকীর্ত্তয়েৎ।
ভবেৎ সন্নিহিতা তত্র গঙ্গা ত্রিপথগামিনী ॥ ৫

অনন্তর জল হইতে অল্প মৃত্তিকা তুলিয়া লইয়া গাত্রে লেপন করিবে।

গাত্রে মৃত্তিকালেপন-মন্ত্র

ওঁ অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে।
মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্॥
উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেণ শতবাহুনা।
আরুহ্য মম গাত্রাণি সর্ব্বং পাপং প্রমোচয়।
নমস্তে সর্ব্বভূতানাং প্রভবারিণি সুব্রতে॥

অতঃপর অঙ্গুলী দ্বারা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও মুখ আবৃত করিয়া পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া তিনবার ডুব দিবে। অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে :—

স্নানানন্তর পাঠ্য মন্ত্র

ওঁ গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রূয়াদ্ যোজনানাং শতৈরপি।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥
ওঁ সদ্যঃ পাতকসংহন্ত্রী সদ্যোদুঃখবিনাশিনী।
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ॥
ওঁ পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বপাপহরো হরিঃ॥
ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥
ওঁ নমো ভগবতে শ্রীসূর্য্যায়।

স্নান সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা

যাহাদের স্নান করিলে স্বাস্থ্যের হানি হইবে, তদ্ভিন্ন প্রত্যেকেরই প্রত্যহ স্নান করা উচিত। অসুস্থ ব্যক্তিগণ কুশাগ্র দ্বারা মস্তকে জল দিয়া গাত্র মুছিয়া পরে বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিবে। স্নান বলিলে অবগাহন

স্নান বুঝিতে হইবে। প্রাতঃস্নানে পূর্ব্বদিন-কৃত পাপরাশি দূরীভূত হয় এবং পূজাদি পবিত্র কার্য্যে অধিকার জন্মে। তৈলমর্দ্দন করিয়া মধ্যাহ্ন স্নান স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপকারী। নৈমিত্তিক স্নান অর্থাৎ কোনরূপ বিশেষ যোগ উপলক্ষে স্নান করিতে হইলে, এবং সেই স্নানকাল পর্য্যন্ত সময় উপবাসে অক্ষম হইলে অর্থাৎ স্নানকাল পর্যান্ত না খাইয়া থাকিলে যদি মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে দুগ্ধ, জল, ইক্ষু, তাম্বূল অর্থাৎ পান, ফল ও ঔষধ খাইয়া স্নান করা চলিতে পারে, তাহাতে কোন প্রকার পাপ হয় না। অশুচি ব্যক্তি কোন যোগে কামনাপূর্ব্বক করিলে তাহাকে অগ্রে একবার স্নান করিয়া পরে স্নান প্রকরণে লিখিত নিয়মানুযায়ী স্নান করিতে হয়। যদি স্রোতোজলে স্নান করিতে হয়, তাহা হইলে স্রোতোঽভিমুখ হইয়া স্নান করিতে হইবে এবং অন্যত্র সূর্য্যাভিমুখ হইয়া স্নান করিবে। গ্রন্থিযুক্ত বস্ত্র পরিয়া কিংবা উলঙ্গ অর্থাৎ বিবস্ত্র হইয়া স্নান করিবে না। রাত্রিতে গ্রহণ দিন ব্যতিরেকে ও বিশেষ যোগ ভিন্ন স্নান সম্পূর্ণরূপে শাস্ত্র-বিরুদ্ধ।

রজঃস্বলা, শব, চণ্ডাল, মূত্র ও পুরীষাদি স্পর্শ করিবামাত্র স্নান করা আবশ্যক। কোনরূপ নৈমিত্তিক স্নানে তৈলমর্দ্দন করিতে নাই। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের স্নানমন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান করিতে হইবে; শূদ্র মন্ত্রপাঠ না করিলেও স্নানফল লাভ করিতে পারিবে।

গঙ্গাস্নানে বিশেষ মন্ত্র

ওঁ স্বর্গারোহণ-সোপানং ত্বদীয়মুদকং শুভে।
অতঃ স্পৃশামি পাদাভ্যাং গঙ্গে দেবি নমোঽস্তু তে।

এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে গঙ্গাকে প্রণাম করিয়া সামান্য গঙ্গাজল মস্তকে দিবে, তারপর জলে নামিবে।

ওঁ বিষ্ণুপাদার্ঘ্য-সম্ভূতে গঙ্গে ত্রিপথগামিনি।
ধর্ম্মদ্রবীতি বিখ্যাতে পাপং মে হর জাহ্নবি।

শ্রদ্ধয়া ভক্তিসম্পন্নে শ্রীমাতর্দ্দেবি জাহ্নবি।
অমৃতেনাম্বুনা দেবি ভাগীরথি পুনীহি মাম্॥

হাত যোড় করিয়া এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক অঙ্গুলি দিয়া চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা এবং মুখ আচ্ছাদন করিয়া স্রোতোঽভিমুখে তিনবার ডুব দিবে। পরে—

ওঁ গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রূয়াদ্ যোজনানাং শতৈরপি।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥
ওঁ পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বপাপহরো হরিঃ॥

এই মন্ত্রগুলি পাঠ করিবে, তৎপরে গঙ্গাস্তব পাঠ করিয়া গঙ্গাকে প্রণাম করিবে। তোলা জলে সূর্য্যের অভিমুখ হইয়া স্নান করিবে।

নিত্য গঙ্গাস্নান

সঙ্কল্প:—(বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ) বিষ্ণুর্নমঃ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে, অমুকতিথৌ, অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা দাসো বা সর্ব্বপাপ ক্ষয়কামঃ অস্যাং গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে।

মন্ত্রস্নান

দীক্ষা দ্বিবিধ—বৈদিকী ও তান্ত্রিকী। যাহাদের তান্ত্রিকী দীক্ষা হইয়াছে তাহারা নিত্য-স্নান বা কাম্যস্নান করিবার পর মন্ত্র-স্নান করিবে। মন্ত্র-স্নানও নিত্য কর্ত্তব্য; অতএব প্রত্যহ নদী, পুষ্করিণী, তড়াগ প্রভৃতির জলে নিত্য স্নান করিবার পর গাত্র মুছিয়া বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক শুদ্ধাসনে উপবেশন ও তান্ত্রিক প্রকরণানুসারে আচমন করিয়া তাম্রপাত্রে কিঞ্চিৎ জল, দূর্ব্বা ও তিল লইয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা—

(বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ) অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ অমুকদেবতা (নিজের ইষ্টদেবতা) প্রীতয়ে মন্ত্র-স্নানমহং করিষ্যে।

পরে হ্রীঁ এই মন্ত্রে জল আলোড়িত করিয়া জলমধ্যে হস্ত-পরিমিত

চতুষ্কোণমণ্ডল বা ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কিত করিয়া অঙ্কুশমুদ্রায় তীর্থ আবাহন করিবে; যথা,—ওঁ নমঃ। ক্রোঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু। পরে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিবে; যথা,—ব্রহ্মাণ্ডে যানি তীর্থানি করৈঃ স্পৃষ্টানি তে; রবে। তেন সত্যেন মে দেব তীর্থং দেহি দিবাকর॥ পরে গঙ্গাতেই হউক বা অন্য জলাশয়েই হউক এইরূপে গঙ্গাকে আবাহন করিবে; যথা,—ওঁ আবাহয়ামি ত্বাং দেবি স্নানার্থমিহ সুন্দরি। ত্রাহি গঙ্গে নমস্তভ্যং সর্ব্বতীর্থসমন্বিতে॥ ইতি। পরে বং এই মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা, হুং এই মন্ত্রে অবগুণ্ঠনমুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক চক্রমুদ্রায় রক্ষা ও ফট্ এই মন্ত্রে ছোটিকা দ্বারা দশদিগ্‌বন্ধন করিয়া মৎস্যমুদ্রায় আচ্ছাদনপূর্ব্বক মূলমন্ত্র একাদশবার জপ করিয়া সূর্য্যাভিমুখে দ্বাদশ অঞ্জলি জল নিক্ষেপ করিবে, এবং সেই মণ্ডল মধ্যগত জলে বহ্নিমণ্ডল, সূর্য্যমণ্ডল ও সোমমণ্ডল চিন্তা করিয়া এবং নিজ ইষ্টদেবতার চরণারবিন্দনিঃসৃত জলে স্নান করিতেছি এইরূপ মনে করিয়া ইষ্টদেবতা ধ্যানপূর্ব্বক ইষ্টমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে কর্ণনাসিকাদি সপ্তচ্ছিদ্র রোধপূর্ব্বক তিনবার জলে মস্তক পর্য্যন্ত নিমগ্ন করিবে। আচমন ও ষড়ঙ্গন্যাস পূর্ব্বক জলের উপরি তিনবার মূলমন্ত্র জপ করিয়া 'অমুকীং দেবীং (অমুকং দেবং) অভিষিঞ্চামি স্বাহা' ইষ্টদেবতার নামোল্লেখে এই মন্ত্রে কলসমুদ্রা দ্বারা আপনার মস্তক দশবার সাতবার বা তিনবার অভিষিক্ত করিবে। পরে ইচ্ছামত পিতা, পিতামহ প্রভৃতির তর্পণ করিয়া জল হইতে উত্থিত হইবার সময়, ওঁ অসুরা ভূত-বেতালাঃ কুষ্মাণ্ডা ব্রহ্মরাক্ষসাঃ। তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তু ময়া দত্তেন বারিণা॥ এই মন্ত্রে তীরে তিন অঞ্জলি জল নিক্ষেপ করিবে। পরে ভূমিতে উত্থিত হইয়া গাত্রজল মার্জ্জন করিবে। অনন্তর বিশুদ্ধবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক জলাশয়তীরেই হউক অথবা গৃহে আসিয়াই হউক তিলকধারণ, রুদ্রাক্ষ, তুলসীমালা প্রভৃতি ধারণ করিয়া সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিবে।

পাদপ্রক্ষালন

স্বয়ং যদি পাদপ্রক্ষালন করিতে হয়, তাহা হইলে অগ্রে বাম পদ, তারপর দক্ষিণ পদ প্রক্ষালন করিবে। কিন্তু কোন সময় যদি কোন ব্রাহ্মণ বা অপর কোন জাতি কোন ব্রাহ্মণের পদপ্রক্ষালন করিয়া দেয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি অগ্রে দক্ষিণ পদ ও তারপরে বাম পদ প্রক্ষালন করিয়া দিবে। দৈবকার্য্যে (অর্থাৎ পূজা প্রভৃতিতে) পূর্ব্বাভিমুখ বা উত্তরাভিমুখ হইয়া এবং পিতৃকার্য্যে (শ্রাদ্ধাদিকার্য্যের অনুষ্ঠান কালে) দক্ষিণাভিমুখ হইয়া এবং অন্যান্য সকল সময়ে পশ্চিমাভিমুখ হইয়া পাদপ্রক্ষালন করাই শাস্ত্রীয় বিধি। কাংস্যপাত্রে কখনও পাদপ্রক্ষালন করিবে না। জানু হইতে পাদদ্বয়ের তলভাগ পর্য্যন্ত এবং মণিবন্ধ হইতে করতল পর্য্যন্ত প্রক্ষালন করা কর্ত্তব্য, কারণ ইহাতে শরীরের ও মনের অপেক্ষাকৃত পবিত্রতা সাধিত হয়।

বস্ত্র পরিধান

দৈব ও পিতৃকার্য্য অনুষ্ঠান করিবার সময় সকলেরই তসর, গরদ ইত্যাদি বস্ত্র ও উত্তরীয় পরিধান করা কর্ত্তব্য। তসর বা গরদ সম্ভব না হইলে কার্পাস সূত্র নির্ম্মিত শুক্ল বস্ত্র পরিধান করিবে। দৈব ও পিতৃকার্য্য প্রভৃতি সকল প্রকার কার্য্যে "ত্রিকচ্ছ" করিয়া বস্ত্র পরিধান করিবে এবং কাপড়ের কসি কখনও বাহিরের দিকে গুঁজিবে না। সেলাই করা, ইঁদুরে কাটা, ছিন্ন, দগ্ধ, পরকীয়, মলিন ও অপবিত্র বস্ত্র কখনও পরিধান করিবে না। রজকালয় হইতে আনীত বস্ত্র পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ জলে না কাচিয়া ব্যবহার করিবে না। জামা কিংবা সেলাই করা পরিধেয় বা উত্তরীয় ব্যবহার করিবে না। পরিহিত ত্যক্ত বস্ত্র অর্থাৎ ছাড়া কাপড়, রাত্রিবাস ও যে বস্ত্র পরিধান করিয়া মৈথুন ও মলমূত্র ত্যাগ করা হয় সেই সকল বস্ত্রই অপবিত্র জানিবে; অতএব উপরি উক্ত বস্ত্রসকল

পরিধান করিয়া কোন দৈবকর্ম্ম বা পিতৃকর্ম্ম করা একেবারে শাস্ত্রনিষিদ্ধ। নাভির নিম্নভাগে বস্ত্র পরিধান করিবে না।

দৈব বা পিতৃকর্ম্মের প্রত্যেক কার্য্যেই উত্তরীয় ব্যবহার করিবে। স্ত্রী ও শূদ্রাদির পক্ষেও সর্ব্ববিধ দেবকার্য্যেই উত্তরীয় ব্যবহার করা একান্ত আবশ্যক। উত্তরীয় ও পরিধেয় বস্ত্র এক জাতীয় অর্থাৎ এক জাতীয় সূত্রে নির্ম্মিত হওয়া উচিত; কেবল নামাবলী ভিন্ন সূত্রে প্রস্তুত হইলেও চলিতে পারে। উত্তরীয় বস্ত্র যজ্ঞসূত্রের ন্যায় ধারণ করিবে। পিতৃকার্য্য ভিন্ন সকল কার্য্যেই উপবীতী হইয়া (অর্থাৎ উত্তরীয় ও যজ্ঞোপবীত বাম স্কন্ধের উপর রাখিয়া) কার্য্য সম্পাদন করিবে। কেবল পিতৃকার্য্যে প্রাচীনাবীতী হইয়া (অর্থাৎ উত্তরীয় ও যজ্ঞোপবীত দক্ষিণ স্কন্ধের উপর রাখিয়া) কার্য্য সম্পাদন করিবে। মনুষ্য তর্পণে নিবীতী হইয়া (অর্থাৎ উত্তরীয় ও যজ্ঞোপবীত মালার ন্যায় রাখিয়া) কার্য্য সমাপন করিবে। দ্বিজাতি ভিন্ন অন্য জাতি কেবল উত্তরীয় উপরি লিখিত নিয়মানুসারে ব্যবহার করিবে।

জলের উপর দাঁড়াইয়া কার্য্য করিতে হইলে সিক্ত (অর্থাৎ ভিজা) কাপড়ে ও স্থলে বসিয়া কার্য্য করিতে হইলে শুষ্কবস্ত্র পরিধান করিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিবে। যদি কখনও জলে ও স্থলে কার্য্য করা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে শুষ্কবস্ত্র পরিধান করিয়া এক পা জলে ও এক পা স্থলে রাখিয়া কার্য্য সম্পাদন করিবে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ের যদি তিনটী (ত্রিদণ্ডীযুক্ত) যজ্ঞোপবীত থাকে, তাহা হইলে উত্তরীয়ের দরকার হইবে না। স্ত্রী ও শূদ্রের পক্ষে সকল সময় সকল কার্য্যেই উত্তরীয় ব্যবহার করা আবশ্যক।

তিলকধারণ

প্রাতঃস্নানান্তে মৃত্তিকা দ্বারা, মধ্যাহ্ন স্নানের পর চন্দন দ্বারা এবং হোমকর্ম্ম সমাপনান্তে ভস্ম দ্বারা তিলক ধারণ করিতে হয়। বৈষ্ণবগণ মৃত্তিকা

অথবা গোপীচন্দনে (তিলকমাটী দিয়া) তিলক ধারণ করিয়া থাকেন। স্নানের সময় মৃত্তিকার অভাব হইলে কেবল জলদ্বারা তিলক করিলেও চলিবে। যথাক্রমে মস্তকে, কণ্ঠদেশে, ললাটে, বাহুদ্বয়ের মূলে, হৃদয়ে, নাভিদেশে এবং পৃষ্ঠে এক একটি ও উভয় পার্শ্বে দুইটী করিয়া ফোঁটা অর্থাৎ তিলক দিবে। যাঁহার পিতা জীবিত আছেন, তিনি কেবল কপালে একটীমাত্র ফোঁটা বা তিলক দিবেন, দ্বাদশটী তিলক করিবেন না। সধবা স্ত্রীলোকগণ মৃত্তিকাতিলক না দিয়া কেবলমাত্র কপালে গোলাকৃতি সিন্দূরের ফোঁটা দিবেন।

ব্রাহ্মণগণ ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র (দীপশিখাকৃতি) তিলকধারণ করিবেন, ক্ষত্রিয়গণ ত্রিপুণ্ড (৩টী অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি), বৈশ্যগণ একটী অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি এবং স্ত্রী ও শূদ্রগণ গোলাকৃতি তিলকধারণ করিবেন। ব্রাহ্মণগণ চন্দন ও ভস্মদ্বারা ত্রিপুণ্ড্র ও গোলাকৃতি যেরূপ তাঁহাদের ইচ্ছা সেইরূপই তিলকধারণ করিতে পাবেন। বৈষ্ণবগণের পিতা জীবিত থাকিলেও দ্বাদশ তিলক ধারণের ব্যবস্থা আছে। কেবল ঊর্দ্ধপুণ্ড্র তিলকের মধ্যে ছিদ্র অর্থাৎ হরির মন্দির করিতে হইবে। তিলক ধারণে অঙ্গুলীর কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই, তবে অঙ্গুলীসকলের মধ্যে অঙ্গুষ্ঠ পুষ্টিপ্রদ, মধ্যমা আয়ুষ্করী, অনামিকা অর্থপ্রদা ও তর্জ্জনী মুক্তিপ্রদায়িনী বলিয়া কথিত আছে।

তিলকধারণমন্ত্র

ওঁ কেশবানন্ত গোবিন্দ বরাহ পুরুষোত্তম।
পুণ্যং যশস্যমায়ুষ্যং তিলকং মে প্রসীদতু॥

চন্দন দ্বারা—

কান্তিং লক্ষ্মীং ধৃতিং সৌখ্যং সৌভাগ্যমতুলং মম।
দদাতু চন্দনং নিত্যং সততং ধারয়াম্যহম্॥

শূদ্রের পক্ষে বিশেষ

ললাটে কেশবকে ধ্যান করিবে (নমঃ কেশবায় নমঃ), কণ্ঠে শ্রীপুরুষোত্তমকে ধ্যান করিবে (শ্রীপুরুষোত্তমায় নমঃ), নাভিদেশে নারায়ণকে ধ্যান করিবে (নমঃ নারায়ণায় নমঃ), হৃদয়ে মাধবকে ধ্যান করিবে (নমঃ মাধবায় নমঃ), দক্ষিণ পার্শ্বে গোবিন্দদেবকে ধ্যান করিবে (নমঃ গোবিন্দায় নমঃ), বামপার্শ্বে ত্রিবিক্রমকে ধ্যান করিবে (নমঃ ত্রিবিক্রমায় নমঃ) ঊর্দ্ধদেশে বিষ্ণুকে ধ্যান করিবে (নমঃ বিষ্ণবে নমঃ), কর্ণদ্বয়ের মূলে মধুসূদনকে ধ্যান করিবে (নমঃ মধুসূদনায় নমঃ), ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে হৃষীকেশকে ধ্যান করিবে (নমঃ হৃষীকেশায় নমঃ), পৃষ্ঠদেশে পদ্মনাভকে ধ্যান করিবে (নমঃ পদ্মনাভায় নমঃ), দক্ষিণ বাহু-মূলে বাসুদেবকে ধ্যান করিবে (নমঃ বাসুদেবায় নমঃ), বাম বাহুমূলে দামোদরকে ধ্যান করিবে (নমঃ দামোদরায় নমঃ) এইরূপে মন্ত্র পাঠ করিয়া তিলক ধারণ করিবে ।

বৈষ্ণবগণের তিলকধারণমন্ত্র

তিলক ধারণ করিবার সময়ে যে স্থানে তিলক ধারণ করা বিধেয়রূপে কথিত হইতেছে, তাহার প্রত্যেক স্থানেই মন্ত্রপাঠ করিয়া ও তত্তদ্দেবতার ধ্যান পূর্ব্বক তিলক ধাবণ করিবে। ললাটে কেশবকে ধ্যান করিয়া (নমঃ কেশবায় নমঃ) তিলক ধারণ করিবে। ঐরূপ উদরে তিলক করিবার সময় নারায়ণকে ধ্যান করিবে (নমঃ নারায়ণায় নমঃ), বক্ষঃস্থলে মাধবকে ধ্যান করিবে (নমঃ মাধবায় নমঃ), কণ্ঠে গোবিন্দকে ধ্যান করিবে (নমঃ গোবিন্দায় নমঃ), দক্ষিণ পার্শ্বে বিষ্ণুকে ধ্যান করিবে (নমঃ বিষ্ণবে নমঃ), দক্ষিণ বাহুতে মধুসূদনকে ধ্যান করিবে (নমঃ মধুসূদনায় নমঃ), দক্ষিণ স্কন্ধে ত্রিবিক্রমকে ধ্যান করিবে (নমঃ ত্রিবিক্রমায় নমঃ), বাম পার্শ্বে বামনকে ধ্যান করিবে (নমঃ বামনায় নমঃ), বাম বাহুতে

শ্রীধরকে ধ্যান করিবে (নমঃ শ্রীধরায় নমঃ), বাম স্কন্ধে হৃষীকেশকে ধ্যান করিবে (নমঃ হৃষীকেশায় নমঃ), পৃষ্ঠদেশে পদ্মনাভকে ধ্যান করিবে (নমঃ পদ্মনাভায় নমঃ), কটিদেশে (কোমরে) দামোদরকে (নমঃ দামোদরায় নমঃ) বলিয়া ধ্যান করিয়া তিলক ধারণ করিবে এবং সেই হস্ত প্রক্ষালিত জল "নমো বাসুদেবায় নমঃ" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া মস্তকের উপর ধারণ করিবে।

শিখাবন্ধনের আবশ্যকতা

সদোপবীতিনা ভাব্যং সদা বদ্ধশিখেন তু।
বিশিখো ব্যুপবীতশ্চ যৎ করোতি ন তৎকৃতম্ ॥

ছান্দোগ্যপরিশিষ্ট)

সর্ব্বদা যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া ও শিখাবন্ধন করিয়া সন্ধ্যোপাসনা প্রভৃতি কার্য্য করিবে। শিখাবন্ধন ও যজ্ঞোপবীত ধারণ না করিয়া যাহা করা যায়, তাহা না করারই সমান অর্থাৎ তাহাতে কোন ফল হয় না।

ব্রহ্মচারীর এবং প্রয়াগে ও প্রায়শ্চিত্তের পূর্ব্বাহকৃত্যে শিখাসহ মুণ্ডনের বিধি থাকায় তত্তৎ অবস্থায় দোষ হয় না।

এব রিক্তো বা অনপিহিতস্তস্যৈব তদেব পিধানং যচ্ছিখা। (শ্রুতি)

পুরুষের শিখাই আবরণ, যাহার শিখা নাই, সে অনাবৃত বা রক্ষক শূন্য। এই কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, শিখা ধারণ দ্বারা স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, শিখা না থাকিলে মৃত্যুর দূত স্বরূপ বহুবিধ ব্যাধি আক্রমণ করিয়া থাকে।

শিখাবন্ধন

তিলকধারণ করিবার পর দ্বিজাতিগণ গায়ত্রী পাঠপূর্ব্বক শিখাবন্ধন করিবেন।

স্ত্রী ও শূদ্রের শিখাবন্ধন-মন্ত্র

নমঃ ব্রহ্মবাণী-সহস্রেণ শিববাণী-শতেন চ।
বিষ্ণোর্নামসহস্রেণ শিখাবন্ধং করোম্যহম্॥

শিখাবন্ধন, আচমন ও বিষ্ণু স্মরণ করিয়া সকল প্রকার দৈব ও পৈত্র কার্য্য করিতে হয়। তৈলমর্দ্দন সময়ে এবং অশুচি স্পর্শে শিখামোচন করিয়া স্নানাদির পর পুনরায় শিখাবন্ধন করিবে।

শিখামোচনমন্ত্র

ওঁ গচ্ছন্তু সকলা দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
তিষ্ঠত্বত্রাচলা লক্ষ্মীঃ শিখামুক্তং করোম্যহম্॥

আচমন

কোন দৈব কর্ম্মে বা পিতৃকর্ম্মে আচমন একান্ত বিধেয়; কারণ আচমন না করিয়া কোন কার্য্য করিলে তাহা নিষ্ফল হয়। সকল কার্য্যের প্রথমে আচমন করার ব্যবস্থা আছে। মোহবশতঃ আচমন না করিয়া যদি কোন কার্য্য করা যায়, তাহা হইলে সেই কার্য্যে কোন ফল হয় না। কর্ম্ম সমাপ্তির পরেও আচমন করার বিধি আছে।

বৈধ কর্ম্মানুষ্ঠানের পূর্ব্বে তিনবার জলপান করিয়া অষ্টাঙ্গ স্পর্শরূপ কার্য্যেরই নাম আচমন। আচমন সময়ে হস্তপদাদি প্রক্ষালনপূর্ব্বক বামহস্তে কুশী ধারণ করিয়া তদ্দ্বারা কোশা প্রভৃতি তাম্র পাত্র হইতে দক্ষিণহস্ত গোকর্ণাকৃতি * করিয়া তন্মধ্যে ব্রাহ্মতীর্থে † একটি মাষকলাই

* হস্তস্থিত মধ্যের তিনটী অঙ্গুলিকে মিলিত ও ঊর্দ্ধমুখ করিয়া অঙ্গুষ্ঠ এবং কনিষ্ঠাকে বিস্তার করার নাম গোকর্ণাকৃতি।

† দক্ষিণ করতলে অঙ্গুষ্ঠের নিম্নভাগে যে দীর্ঘরেখা আছে, তাহারই নাম ব্রাহ্মতীর্থ।

মাত্র ডুবিতে পারে, এই পরিমাণ জল * লইয়া তাহা দেখিতে দেখিতেও বিষ্ণুস্মরণ মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে তিনবার ঐ পরিমাণ জল পান করিবে।

দ্বিজাতিগণ নিম্নোক্ত মন্ত্রে আচমন করিবেন। মন্ত্র যথা—

ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণুঃ।

ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং, সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্। †

অতঃপর হস্ত প্রক্ষালনপূর্ব্বক অঙ্গুষ্ঠমূল দ্বারা ওষ্ঠাধর দুইবার মার্জ্জন করিয়া পুনরায় তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা সংমিলিত করিয়া তাহাদের অগ্রভাগ দ্বারা মুখ স্পর্শ করিবে। পরে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী সংমিলিত করিয়া অগ্রভাগ দ্বারা নাসিকার বিবরদ্বয় অর্থাৎ অগ্রে দক্ষিণ নাসাপুট, তাহার পর বাম নাসাপুট স্পর্শ করিবে। তৎপরে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার অগ্রভাগ দ্বারা দক্ষিণ নেত্র ও বাম নেত্র এবং সেই অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা দক্ষিণ ও বাম কর্ণ এবং অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠার অগ্রভাগ দ্বারা নাভিদেশ স্পর্শ পূর্ব্বক হস্ত প্রক্ষালন করিয়া করতল দ্বারা হৃদয় ও সমস্ত অঙ্গুলীর দ্বারা মস্তক এবং সকল অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা দক্ষিণ ও বাম স্কন্ধ স্পর্শ করিবে। ইহাতে কেবল একবার আচমন করা হয়।

স্ত্রী ও শূদ্রাদির আচমন এবং অনুপবীত বিপ্র-তনয়ের আচমন প্রণালী একরূপ। ইহারা দক্ষিণ হস্তের সমস্ত অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা জল লইয়া "নমো বিষ্ণুঃ" মন্ত্রে ওষ্ঠে তিনবার ছিটাইয়া পূর্ব্বের ন্যায় ওষ্ঠাধর মার্জ্জন প্রভৃতি করিবে।

আচমনান্তে বিষ্ণুস্মরণ করিতে হয়।

---

* যতটুকু জল ব্রাহ্মণের হৃদয় পর্য্যন্ত, ক্ষত্রিয়ের কণ্ঠ পর্য্যন্ত এবং বৈশ্যের তালু অর্থাৎ টাক্‌রা পর্য্যন্ত যাইতে পারে, ততটুকু জল।

† আকাশে সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় সর্ব্বত্র প্রকাশমান বেদাদিশাস্ত্র প্রসিদ্ধ পরমেশ্বরের উৎকৃষ্ট তত্ত্ব জ্ঞানিরা সর্ব্বদা দর্শন করিয়া থাকেন।

সাধারণের বিষ্ণুস্মরণমন্ত্র

(নমঃ) সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভম্।
নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ॥
(নমঃ) শঙ্খচক্রধরং বিষ্ণুং দ্বিভুজং পীতবাসসম্।
প্রারম্ভে কর্ম্মণাং বিপ্রঃ পুণ্ডরীকং স্মরেদ্ধরিম্॥
(নমঃ) অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ॥
(নমঃ) মাধবো মাধবো বাচি মাধবো মাধবো হৃদি।
স্মরন্তি সাধবঃ সর্ব্বে সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবঃ॥

কার্য্য কবিতে করিতে অন্য কথা কহিলে "নমো বিষ্ণুঃ" মন্ত্রে বিষ্ণু স্মরণ করিবে। দ্বিজগণ "নমঃ" স্থলে 'ওঁ' উচ্চারণ কবিবেন।

আচমনের কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে প্রমাণ

দক্ষ বলিয়াছেন—

বৈধকর্ম্মণঃ পূর্ব্বং ত্রির্জলপানানন্তরং যথাক্রমাদষ্টাঙ্গশুদ্ধিজনিকা ক্রিয়া।
প্রক্ষাল্য পাণী পাদৌ চ ত্রিঃ পিবেদম্বু বীক্ষিতম্।
সংবৃত্যাঙ্গুষ্ঠমূলেন দ্বিঃ প্রমৃজ্যাৎ ততোমুখম্॥
সংহৃত্য ত্রিস্তৃভিঃ পূর্ব্বমাস্যমেবমুপস্পৃশেৎ।
অঙ্গুষ্ঠেন প্রদেশিন্যা ঘ্রাণং পশ্চাদনন্তরম্॥
অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাঞ্চ চক্ষুঃশ্রোত্রে পুনঃ পুনঃ।
নাভিং কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠেন হৃদয়ন্তু তলেন বৈ॥
সর্ব্বাভিশ্চ শিরঃ পশ্চাদ্ বাহূ চাগ্রেণ সংস্পৃশেৎ॥

আচমন সময়ে হস্তে জলধারণাদি প্রমাণ

ভরদ্বাজ বলিয়াছেন—

আয়তং পর্ব্বণাং কৃত্বা গোকর্ণাকৃতিবৎ করম্।
সংহৃতাঙ্গুলিনা তোয়ং গৃহীত্বা পাণিনা দ্বিজঃ॥

মুক্তাঙ্গুষ্ঠকনিষ্ঠাভ্যাং শেষেণাচমনং চরেৎ।
মাষমজ্জনমাত্রাস্তু সংগৃহ্য ত্রিঃ পিবেদপঃ॥

শ্রেণীভেদে আচমন ব্যবস্থা। মনু –

হৃদ্‌গাভিঃ পূয়তে বিপ্রঃ কণ্ঠগাভিশ্চ ভূমিপঃ।
বৈশ্যোঽদ্ভিঃ প্রাশিতাভিস্তু শূদ্রঃ পৃষ্ঠাভিরন্ততঃ॥
স্ত্রিয়াস্ত্রৈদশিকং তীর্থং শূদ্রজাতে স্তথৈব চ।
সকৃদাচমনাচ্ছুদ্ধিরেতয়োরেব চোভয়োঃ॥

তান্ত্রিক আচমন

তান্ত্রিক আচমন তিন প্রকার; যথা,—(১) শাক্তাচমন, (২) বৈষ্ণবাচমন, (৩) কল্যাচমন। যাহারা শক্তির অর্থাৎ স্ত্রী দেবতার উপাসক তাহাদিগকে শাক্তাচমন করিতে হয় এবং যাহারা বিষ্ণুর উপাসক তাহাদিগকে বৈষ্ণবাচমন করিতে হয়। যাহারা কালীর উপাসক তাহাদিগকে কাল্যাচমন করিতে হয়। শাক্তদিগের মধ্যে দশমহা-বিদ্যার প্রত্যেকেরই পৃথক্ পৃথক্ আচমন তন্ত্রশাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে; কিন্তু সেই সেই প্রকরণে লিখিত আচমন করিতে অক্ষম ব্যক্তিগণ শাক্তাচমন করিলেও তাহাদের আচমন করা সিদ্ধ হইবে। বৈষ্ণব-গণের বৈষ্ণবাচমনই করা উচিত; অন্য আচমন করা উচিত নহে। কালীপূজায় কাল্যাচমন কর্ত্তব্য। তান্ত্রিক আচমন দ্বিজাতি, শূদ্র, স্ত্রী সকলের পক্ষেই এক প্রকার; অঙ্গুলী স্পর্শ পূর্ব্বের নিয়মানুযায়ী করিতে হইবে।

শাক্তাচমন।—ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা। এই তিনটী মন্ত্র বলিয়া তিনবার জল পান করিয়া পূর্ব্বলিখিত আচমন নিয়মানুসারে ওষ্ঠাধর মার্জ্জনাদি কার্য্য সমাপন করিবে।

বৈষ্ণবাচমন।—ওঁ কেশবায় নমঃ, ওঁ নারায়ণায় নমঃ, ওঁ মাধবায় নমঃ। এই তিনটী মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক তিনবার জল পান করিয়া পূর্ব্বলিখিত নিয়মানুযায়ী হস্ত প্রক্ষালন ও অঙ্গুল্যাদি স্পর্শ বক্ষ্যমাণ মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক করিবে। ওঁ গোবিন্দায় নমঃ, ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এই মন্ত্রদ্বয় পাঠপূর্ব্বক হস্ত প্রক্ষালন; ওঁ মধুসূদনায় নমঃ, ত্রিবিক্রমায় নমঃ এই মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিয়া ওষ্ঠাধর মার্জ্জন, ওঁ বামনায় নমঃ, ওঁ শ্রীধরায় নমঃ এই মন্ত্রদ্বয় পাঠপূর্ব্বক মুখ মার্জ্জন; ওঁ হৃষীকেশায় নমঃ এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করিবে। অনন্তর ওঁ পদ্মনাভায় নমঃ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পদে জলের অভ্যুক্ষণ দিবে। অনন্তর ওঁ দামোদরায় নমঃ বলিয়া মস্তকে জল প্রোক্ষণ করিয়া ওঁ সঙ্কর্ষণায় নমঃ এই মন্ত্রে মুখস্পর্শ, ওঁ বাসুদেবায় নমঃ এই মন্ত্র বলিয়া দক্ষিণ নাসাপুট, ওঁ প্রদ্যুম্নায় নমঃ এই মন্ত্র বলিয়া বাম নাসাপুট স্পর্শ করিবে। ওঁ অনিরুদ্ধায় নমঃ, ওঁ পুরুষোত্তমায় নমঃ এই মন্ত্রদ্বয় যথাক্রমে পাঠ করিয়া দক্ষিণ নেত্র ও বাম নেত্র স্পর্শ, ওঁ অধোক্ষজায় নমঃ, ওঁ নৃসিংহায় নমঃ এই মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিয়া যথাক্রমে দক্ষিণ কর্ণ ও বাম কর্ণ স্পর্শ করিয়া ওঁ অচ্যুতায় নমঃ এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক নাভি স্পর্শ করিবে। পরে ওঁ জনার্দ্দনায় নমঃ এই মন্ত্র বলিয়া হৃদয় স্পর্শ পূর্ব্বক ওঁ উপেন্দ্রায় নমঃ এই মন্ত্র বলিয়া মস্তক স্পর্শ করিবে। পরে ওঁ হরয়ে নমঃ মন্ত্র বলিয়া দক্ষিণ বাহুমূল স্পর্শ, ওঁ বিষ্ণবে নমঃ এই মন্ত্র বলিয়া বাহুমূল স্পর্শ করিবে।

কাল্যাচমন

ক্রীং এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া তিনবার জলপান করিতে হইবে। (ওঁ) কাল্যৈ নমঃ, (ওঁ) কপালিন্যৈ নমঃ, এই দুইটী মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দুইবার ওষ্ঠাধর মার্জ্জন করিতে হইবে। (ওঁ) কুল্বায়ৈ নমঃ বলিয়া হস্ত ধৌত করিতে হইবে; (ওঁ) কুরুকুল্বায়ৈ নমঃ বলিয়া মুখস্পর্শ করিতে হইবে; (ওঁ) বিরোধিন্যৈ নমঃ বলিয়া দক্ষিণ নাসিকা ও (ওঁ) বিপ্রচিত্তায়ৈ

নমঃ বলিয়া বাম নাসিকা স্পর্শ করিতে হইবে ; (ওঁ) উগ্রায়ৈ নমঃ বলিয়া দক্ষিণ নেত্র এবং (ওঁ) উগ্রপ্রভায়ৈ নমঃ বলিয়া বাম নেত্র স্পর্শ করিতে হইবে ; ওঁ দীপ্তায়ৈ নমঃ বলিয়া দক্ষিণ কর্ণ এবং (ওঁ) নীলায়ৈ নমঃ বলিয়া বাম কর্ণ স্পর্শ করিতে হইবে ; ওঁ ঘনায়ৈ নমঃ বলিয়া নাভি স্পর্শ এবং (ওঁ) বলাকায়ৈ নমঃ বলিয়া হৃদয় স্পর্শ করিবে ; (ওঁ) মাত্রায়ৈ নমঃ বলিয়া মস্তক স্পর্শ এবং (ওঁ) মুদ্রায়ৈ নমঃ বলিয়া দক্ষিণ বাহুমূল স্পর্শ করিবে ; (ওঁ) মিতায়ৈ নমঃ বলিয়া বাম বাহুমূল স্পর্শ করিবে।

আচমন সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, একাসনে উপবেশন করিয়া ধর্ম্ম বিষয়ক বহুকার্য্য সমাপন করিতে হইলে কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে ও কার্য্যের পরে আচমন করিলেই হয়। ব্রহ্মপুরাণে প্রমাণিত হইয়াছে যে :—

হোম-ভোজনকালে চ সন্ধ্যয়োরুভয়োরপি।
আচান্তঃ পুনরাচামেদ্ অন্যত্রাপি সকৃৎ সকৃৎ।
দ্বিরাচম্য চ ততঃ শুদ্ধঃ স্মৃত্বা বিষ্ণুং সনাতনম্॥

প্রত্যেক কার্য্যে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আচমন করিবার আবশ্যক হয় না। তবে বৈদিক ও তান্ত্রিক কার্য্য যথাক্রমে করিলে প্রত্যেক কার্য্যের পূর্ব্বে ও শেষে আচমন করা কর্ত্তব্য। আচমনের উদ্দেশ্য কেবল অঙ্গের পবিত্রতা সাধন। জলে বসিয়া আচমন করিলে জলেই শুদ্ধি এবং স্থলে আচমন করিলে স্থলেই শুদ্ধিলাভ হয়।

একই কালে জল ও স্থল উভয় স্থানে বসিয়া কার্য্য করার আবশ্যক হইলে, এক পা জলে ও এক পা স্থলে রাখিয়া আচমন করিবে। হোমারম্ভে, ভোজনারম্ভে এবং বৈদিক সন্ধ্যারম্ভে দুই বার আচমন করা প্রয়োজন ; অন্যান্য কর্ম্মে কেবল একবার আচমন করিলেই শুদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। আচমন জল হৃদ্গত হইলে ব্রাহ্মণ পবিত্র হয় এবং কণ্ঠগত হইলে ক্ষত্রিয়, মুখান্তর্গত হইলে বৈশ্য, ওষ্ঠ পৃষ্ট হইলে শূদ্র ও স্ত্রীলোক পবিত্র

হয়। স্ত্রীলোক ও অনুপনীত বিপ্রতনয়ের আচমনাদি সকল কর্ম্মেই শূদ্রের ন্যায়।

পথে চলিতে চলিতে, দাঁড়াইয়া, কথা কহিতে কহিতে, কোঁচার কাপড় গায়ে দিয়া, হাসিতে হাসিতে, কাঁদিতে কাঁদিতে অথবা প্রৌঢ়পাদে * বসিয়া আচমন করা উচিত নহে। জলে আচমন করা আবশ্যক হইলে জানুর ঊর্দ্ধ ও নাভির নিম্ন জলে দাঁড়াইয়া আচমন করা আবশ্যক। নির্ম্মল জলে আচমন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। উষ্ণ জলে বা ফেন ও বুদ্‌বুদ্‌যুক্ত জল দ্বারা আচমন করা নিষিদ্ধ। লৌহপাত্র, কাঁসা, পিত্তল ও টিনে জল লইয়া আচমন করিবে না; কিন্তু ঐ সকল পাত্রের জল বামহস্ত হইতে দক্ষিণ হস্তে লইয়া আচমন করা যাইতে পারে। আচমন সময়ে জল-পানের শব্দ করা উচিত নহে। রোগাদির জন্য আচমন করিতে অক্ষম হইলে বা জলের অভাব সংঘটিত হইলে কেবল বিষ্ণুস্মরণপূর্ব্বক আচমনাদি সম্ভূত সকল কার্য্য করিবে। কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার সময় হাঁচি আসিলে, নিদ্রাভিভূত হইলে, থুথু ফেলিলে, নাভির নিম্নাঙ্গ স্পর্শ বা অশ্রুমোচন করিলে, কসির কাপড় স্পর্শ করিলে, উদ্গার (ঢেঁকুর) তুলিলে পুনরায় আচমন করিবে ও দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিবে; এইরূপ

---

* পদতল আসনের উপর স্থাপন করিয়া বসার নাম প্রৌঢ়পাদে বসা। প্রৌঢ়পাদে উপবেশন করিয়া স্নান, আচমন, দেবপূজা, দান, বেদপাঠ, ভোজন ও পিতৃতর্পণ করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। যদি বাধ্য হইয়া বসিতে হয়, তাহা হইলে পদতল ভূমিতে রাখিতে হইবে, এই জন্য বিবাহের সময় বরকে এই প্রকারে বসিতে হয়। প্রৌঢ়পাদে ভূমির উপর বসিয়া ঐ সমস্ত কার্য্য করা চলিতে পারে। সঙ্কীর্ণ ইষ্টক অর্থাৎ গাঁথুনি করা ইট, অনেকের বহনীয় প্রস্তর ও কাষ্ঠ ভূমির ন্যায়; সুতরাং ঐ সকল দ্রব্যের উপর বসিয়া প্রৌঢ়পাদে কার্য্য করা যাইতে পারে।

করিলে সকল পাপ দূরীভূত হইয়া এবং শরীরের অপবিত্রতা নষ্ট হইয়া পবিত্রতা আবির্ভূত হয়। কারণ প্রভাসাদি তীর্থ, গঙ্গা প্রভৃতি নদী ধর্ম্মকর্ম্ম নিরত বিপ্রের দক্ষিণ কর্ণে বাস করে। ইহার প্রমাণ যথা—

প্রভাসাদীনি তীর্থানি গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা।
বিপ্রস্য দক্ষিণে কর্ণে বসন্তি মনুরব্রবীৎ॥ (মনু)

এই নিমিত্ত দ্বিজাতিগণ মলমূত্রাদিত্যাগ সময়ে শরীর কলুষিত হয় বলিয়া দক্ষিণ কর্ণে যজ্ঞোপবীত রাখিয়া থাকেন।

অধিকন্তু কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া ইতস্ততঃ দর্শন, মিথ্যাপ্রলাপ, উচ্চহাস্য, অধোবায়ু নিঃসরণ, মার্জ্জার ও মূষিক স্পর্শ এবং অন্যান্য অস্পৃশ্য স্পর্শ হইলে বা তিরস্কার বচন এবং ক্রোধ সম্ভাবিত হইলে পুনরায় আচমন বা জলস্পর্শ করিয়া বিষ্ণুস্মরণ করিবে।

হস্ত-নিয়ম :—হাঁটুর বাহিরে হাত লইয়া আচমন, পূজার দ্রব্যাদি সংগ্রহ, চন্দনঘর্ষণ প্রভৃতি কোন কার্য্য করা উচিত নহে।

আসন ও উপবেশন

কার্পাসবস্ত্র নির্ম্মিত আসন, কুশাসন, উলনির্ম্মিত আসন, চর্ম্মাসন এবং ঊর্ণানির্ম্মিত আসনই অর্থাৎ কম্বলাসনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিয়া কোনরূপ দৈব বা পিতৃকার্য্য করিবে না। যদিও সকল প্রকার কাষ্ঠাসনই বৈধকার্য্যে অপ্রশস্ত, তথাপি আহারাদি কালে কুশাসনাদির অভাবে কাষ্ঠাসন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পরন্তু নিম্ব, আম্র ও কদম্ব কাষ্ঠের আসনে কখনও উপবেশন করা উচিত নহে, উহাতে বংশ নাশ হয়। প্রৌঢ় পাদে, প্রস্তরে ও ইষ্টকে উপবেশন করিয়া কার্য্য করিবে না। জানুর ঊর্দ্ধ ও নাভির নিম্ন জলে দাঁড়াইয়া কর্ম্ম করা যাইতে পারে।

দৈবকার্য্যে দক্ষিণ পদের উপর বাম পদ স্থাপন করিয়া ও পিতৃকার্য্যে

বাম পদের উপর দক্ষিণ পদ স্থাপন করিয়া কার্য্য করিবে। কার্য্য বিশেষে আসনাদির ও উপবেশনাদির ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা আছে; তাহা আসন প্রকরণে লিখিত হইবে।

অঙ্গুরীয়

নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য এই ত্রিবিধ কর্ম্মেই তর্জ্জনীতে রৌপ্য অঙ্গুরীয়, অনামিকার মূলপর্ব্বে স্বর্ণাঙ্গুরীয় ও মধ্যম পর্ব্বে কুশাঙ্গুরীয় ধারণ করিতে হয়। স্বর্ণ ও রৌপ্য অঙ্গুরীয় না থাকিলে কেবল কুশাঙ্গুরীয় ব্যবহার করিলেও চলিতে পারে, একান্ত অভাবে নিত্যকর্ম্ম স্থলে অঙ্গুরীয় না হইলেও চলিতে পারে। কাম্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মে অঙ্গুরীয় একান্ত প্রয়োজনীয়, অন্যথায় কার্য্য সিদ্ধ হয় না। পিতা জীবিত থাকিলে তর্জ্জনীতে রৌপ্য অঙ্গুরীয় ধারণ করিবে না, কিন্তু কেবলমাত্র ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিবার সময় ধারণ করিতে পারা যায়। সাধারণতঃ দুই হাতের জন্য তিন গাছি কুশে অঙ্গুরীয় প্রস্তুত করিতে হয়। বিশেষ করিয়া করিতে হইলে বাম হস্তের জন্য বহুকুশ এবং দক্ষিণ হস্তের জন্য দুই, তিন বা চারি গাছি কুশ অঙ্গুরীয় করিবে। সধবার পক্ষে দূর্ব্বার অঙ্গুরীয় করিতে হয়।

স্নান-সঙ্কল্প-প্রকরণ

সৌর বৈশাখে প্রাতঃস্নান

সঙ্কল্প ঃ—(বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ) অদ্য বৈশাখে মাসি মেষরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে, অমুকতিথাবারভ্য মেষরাশিস্থ-রবিং যাবৎ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা দাসো বা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ প্রত্যহং প্রাতঃস্নানমহং করিষ্যে। গঙ্গাস্নানসময়ে—"অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ" পর্য্যন্ত উল্লেখ করিয়া "অর্দ্ধপ্রসূতগবীলক্ষদানজন্যফলসমফলপ্রাপ্তিকামো গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে" বলিবে।

বিশেষ মন্ত্র ঃ—স্নানবিধিতে লিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে ; যথা—

ওঁ বৈশাখং সকলং মাসং মেষসংক্রমণে রবেঃ।
প্রাতঃ সনিয়মঃ স্নাস্যে প্রীয়তাং মধুসূদনঃ॥
মধুহন্তঃ প্রসাদেন ব্রাহ্মণানামনুগ্রহাৎ।
নির্ব্বিঘ্নমস্তু মে পুণ্যং বৈশাখস্নানমন্বহম্॥
মাধবে মেষগে ভানৌ মুরারে মধুসূদন।
প্রাতঃস্নানেন মে দেব যথোক্তফলদো ভব॥
যথা তে মাধবো মাসো বল্লভো মধুসূদন।
প্রাতঃস্নানেন মে নিত্যং ফলদো ভব পাপহন্॥

দশহরা স্নান *

কেবল দশমীতিথিতে—

সঙ্কল্প ঃ—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য (বিষ্ণুর্ম্মোহদ্য) জ্যৈষ্ঠে মাসি শুক্লে

* দশপ্রকার পাপ হরণ করেন বলিয়া ইঁহার নাম দশহরা।

পক্ষে দশম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ দশবিধপাপক্ষয়কামো গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে"।

হস্তানক্ষত্রযুক্ত দশমী তিথিতে—"বিষ্ণুর্নমোঽস্য জ্যৈষ্ঠে মাসি শুক্লে পক্ষে হস্তানক্ষত্রযুক্তদশম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ দশজন্মার্জ্জিত-দশবিধপাপক্ষয়কামো গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে।"

হস্তানক্ষত্র ও মঙ্গলবারযুক্ত দশমীতিথিতে—"বিষ্ণুর্নমোঽস্য জ্যৈষ্ঠে মাসি শুক্লে পক্ষে কুজবারাধিকরণকহস্তানক্ষত্রযুক্তদশম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ দশজন্মার্জ্জিতদশবিধপাপক্ষয়শতগুণবাজিমেধাযুতজন্যপুণ্যসমপুণ্য-প্রাপ্তিকামো * গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে।"

দশহরাস্নানে বিশেষ মন্ত্র

ওঁ অদত্তানামুপাদানং হিংসা চৈবাবিধানতঃ।
পরদারোপসেবা চ কায়িকং ত্রিবিধং স্মৃতম্॥
পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ।
অসম্বদ্ধ-প্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ং স্যাচ্চতুর্ব্বিধম্॥
পরদ্রব্যেষ্বভিধ্যানং মনসানিষ্টচিন্তনম্।
বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্ম্ম মানসম্॥
এতানি দশপাপানি প্রশমং যান্তু জাহ্নবি।
স্নাতস্য মম তে দেবি জলে বিষ্ণুপদোদ্ভবে॥

যথা ভবিষ্যে—

জ্যৈষ্ঠে শুক্লদশম্যান্তু হস্তযোগেন জাহ্নবী।
হরতে দশপাপানি তস্মাদ্দশহরা স্মৃতা॥

পরাশরভাষ্যে যমঃ—
জ্যৈষ্ঠে মাসি সিতে পক্ষে দশম্যাং হস্তযোগতঃ।
দশজন্মাঘহা গঙ্গা দশপাপহরা স্মৃতা॥

* বাজিমেধ (অশ্বমেধ যজ্ঞ) ; অযুত (দশসহস্র)।

শ্রদ্ধয়া ভক্তিসম্পন্নে শ্রীমাতর্দেবি জাহ্নবি।
অমৃতেনাম্বুনা দেবি ভাগীরথি পুনীহি মাম্॥

তৎপরে "বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতে" প্রভৃতি প্রাতঃস্নান-প্রকরণে লিখিত মন্ত্রসকল পাঠ করিবে।

কার্ত্তিকমাসে প্রাতঃস্নান

সঙ্কল্প :—(বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ) অদ্য কার্ত্তিকে মাসি তুলারাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ শ্রীবিষ্ণু-প্রীতিকামঃ প্রত্যহং প্রাতঃস্নানমহং করিষ্যে। গঙ্গাস্নানে "গঙ্গাস্নানমহং" করিষ্যে।

বিশেষ মন্ত্র।—কার্ত্তিকেঽহং করিষ্যামি প্রাতঃস্নানং জনার্দ্দন।
প্রীত্যর্থং তব দেবেশ দামোদর ময়া * সহ।

পরে প্রাতঃস্নান প্রকরণে লিখিত মন্ত্রসকল পাঠ করিবে।

গঙ্গাসাগর স্নান

সঙ্কল্প।—(বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ) অদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ সর্ব্বপাপক্ষয়কামঃ অস্মিন্ গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে স্নানমহং করিষ্যে।

বিশেষ মন্ত্র।—ওঁ ত্বং দেব সরিতাং নাথ ত্বং দেবি সরিতাং বরে।
উভয়োঃ সঙ্গমে স্নাত্বা মুঞ্চামি দুরিতানি বৈ॥

অনন্তর "বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতে" প্রভৃতি প্রাতঃস্নান-প্রকরণের মন্ত্রসকল পাঠ করিবে।

মাঘমাসে প্রাতঃস্নান

সঙ্কল্প :—(বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ) অদ্য মাঘে মাসি মকররাশিস্থে ভাস্করে

---

* মা লক্ষ্মীঃ তয়া সহ।

অমুকে পক্ষে অমুকতিথাবারভ্য মকরস্থরবিং যাবৎ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ প্রত্যহং প্রাতঃস্নানমহং করিষ্যে। গঙ্গাস্নানে—শ্রীঅমুকঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ প্রত্যহং গঙ্গায়াং প্রাতঃ-স্নানকর্ম্মাহং করিষ্যে।

বিশেষ মন্ত্র।—ওঁ মাঘমাসমিমং পুণ্যং স্নাম্যহং দেব মাধব।

তীর্থস্যাস্য জলে নিত্যং প্রসীদ ভগবন্ হরে॥
দুঃখদারিদ্র্যনাশায় শ্রীবিষ্ণোস্তোষণায় চ।
প্রাতঃস্নানং করোম্যস্য মাঘে পাপবিনাশনম্॥
মকরস্থে রবৌ মাঘে গোবিন্দাচ্যুত মাধব।
স্নানেনানেন মে দেব যথোক্তফলদো ভব॥

দ্রষ্টব্য—প্রত্যেক স্নানেই প্রাতঃস্নান প্রকরণ লিখিত মন্ত্রাদি পাঠ্য ও ক্রমানুষ্ঠান কর্ত্তব্য।

রটন্তী স্নান

সঙ্কল্প :—(বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ) অদ্য মাঘে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে রটন্ত্যাং চতুর্দ্দশ্যাং তিথৌ অরুণোদয়বেলায়াং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ যমা-দর্শনকামঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে।

দ্রষ্টব্য—স্নানমন্ত্রসকলই পূর্ব্বের ন্যায়; কেবলমাত্র স্নানের শেষে চতুর্দ্দশ যমতর্পণ (তর্পণে দ্রষ্টব্য) করিতে হয়।

মাকরী সপ্তমী স্নান

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে (অরুণোদয় কালে) সাধারণ কূপজলাদিতে স্নান করিতে হইলে সঙ্কল্প :—(বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ) অদ্য মাঘে মাসি মকররাশিস্থে ভাস্করে শুক্লে পক্ষে সপ্তম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ অরুণোদয়-বেলায়াং সূর্য্যগ্রহণ-কালীন-গঙ্গা-স্নান-জন্য-ফল-সমফল-প্রাপ্তিকামঃ স্নানমহং করিষ্যে।

গঙ্গাস্নান সঙ্কল্প—অরুণোদয়-বেলায়াং বহুশত-সূর্য্যগ্রহণ-কালীন-স্নানজন্য-ফল-সমফল-প্রাপ্তিকামো গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে।

প্রথমে একবার স্নান করিয়া সাতটী বদরীপত্র (কুলের পাতা), সাতটি অর্কপত্র অর্থাৎ আকন্দের পাতা মস্তকের উপর স্থাপন করিয়া পূর্ব্বমুখে হাত যোড় করিয়া দাঁড়াইয়া—

ওঁ যদ্‌যৎপুরাকৃতং পাপং ময়া সপ্তসু জন্মসু।
তন্মে রোকঞ্চ শোকঞ্চ মাকরী হন্তু সপ্তমী॥

এই মন্ত্র পাঠ করিবার পর অবগাহনপূর্ব্বক ডুব দিয়া স্নান করিয়া সূর্য্যোদয়ের পরে সূর্য্যার্ঘ্য দিবে।

সূর্য্যার্ঘ্যের মন্ত্র, যথা—(বিষ্ণুরোম্) তৎসৎ অদ্য মাঘে মাসি মকর-রাশিস্থে ভাস্করে শুক্লপক্ষে সপ্তম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ আয়ুরা-রোগ্যসম্পৎকামঃ শ্রীসূর্য্যায় অর্ঘ্যমহং সম্প্রদদে। (অপরের নিমিত্ত হইলে দদানি) এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া পূর্ব্বসংগৃহীত অর্কপত্র, কুলপত্র ও কুল, ধান, তিল, দূর্ব্বা এবং আতপ চাউল একসঙ্গে লইয়া উহাতে রক্তচন্দন প্রদান পূর্ব্বক তাম্রপাত্রে (কোশায়) জল ও ঐ অর্ঘ্য লইয়া—

এষোঽর্ঘঃ ওঁ এহি সূর্য্য সহস্রাংশো তেজোরাশে জগৎপতে।
অনুকম্পয় মাং ভক্তং গৃহাণার্ঘং দিবাকর॥
ওঁ জননী সর্ব্বভূতানাং সপ্তমী সপ্তসপ্তিকে।
সপ্তব্যাহৃতিকে দেবি নমস্তে রবিমণ্ডলে॥

"ওঁ নমো ভগবতে শ্রীসূর্য্যায় নমঃ" বলিয়া সূর্য্য উদ্দেশ্যে অর্পণ করিবে। পরে—

ওঁ সপ্তসপ্তিবহপ্রীত সপ্তলোক-প্রদীপন।
সপ্তম্যাং হি নমস্তভ্যং নমোঽনন্তায় বেধসে॥
ওঁ জবাকুসুম-সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

ওঁ নমঃ সবিত্রে জগদেকচক্ষুষে, জগৎপ্রসূতি-স্থিতি-নাশ-হেতবে।
ত্রয়ীময়ায় ত্রিগুণাত্মধারিণে, বিরিঞ্চি-নারায়ণ শঙ্করাত্মনে॥
এই সকল মন্ত্র পাঠ করিয়া সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিবে।

বারুণীস্নান *

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে প্রাতঃস্নান করিয়া সন্ধ্যোপাসনা ইত্যাদি নিত্যকর্ম্ম শেষ করিয়া বারুণীস্নান করিবে।

সঙ্কল্প ঃ—(বিষ্ণুবোম্ তৎসৎ) অদ্য চৈত্রে মাসি কৃষ্ণপক্ষে শতভিষা-নক্ষত্র-যুক্ত-ত্রয়োদশ্যাং তিথৌ বারুণ্যাং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ বহুশত-সূর্য্যগ্রহণ-কালীনগঙ্গাস্নান-জন্য-ফল-সমফল-প্রাপ্তিকামঃ স্নানমহং করিষ্যে।

[গঙ্গাস্নানে—গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে]

শতাভিষাযোগ না ঘটিলে "মধুকৃষ্ণত্রয়োদশ্যাং তিথৌ শ্রীবিষ্ণু প্রীতিকামঃ।"

প্রাতঃস্নানে লিখিত নিয়মানুযায়ী স্নান মন্ত্রাদি পাঠ করিতে হইবে।

মহাবারুণী ও মহামহাবারুণী

মহাবারুণী স্নান সঙ্কল্প—(বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ) অদ্য চৈত্রে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে শনিবারাধিকরণক-শতভিষানক্ষত্রযুক্ত-ত্রয়োদশ্যাং তিথৌ মহাবরুণ্যাং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ বহুকোটিসূর্য্যগ্রহণ-কালীন-গঙ্গা স্নানজন্যফল-সমফল-প্রাপ্তিকামঃ অস্যাং গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে।

[অন্য জলে স্নানকালে কেবল "স্নানমহং করিষ্যে"]

মহামহাবারুণীস্নান সঙ্কল্প ঃ—(বিষ্ণুবোম্ তৎসৎ) অদ্য চৈত্রে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে শনিবারাধিকরণক-শুভযোগ-শতভিষানক্ষত্রযুক্ত-ত্রয়োদশ্যাং

* বরুণ অধিপতি, সেই হেতু শতভিষা নক্ষত্রের নাম 'বারুণী।' মধু-কৃষ্ণ-ত্রয়োদশী তিথিতে অর্থাৎ গৌণ চৈত্র মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে শতভিষা নক্ষত্র যোগ হইলে তাহার নাম বারুণীর যোগ।

তিথৌ মহামহাবারুণ্যাং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ ত্রিকোটিকুলোদ্ধরণকামো গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে।

[কূপাদি জলে স্নানকালে—বিষ্ণুর্যোঽদ্যেত্যাদি...অস্মিন্ জলে স্নানমহং করিষ্যে।]

ব্রহ্মপুত্র স্নান ও অশোক কলিকাপান

চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষে পুনর্ব্বসু নক্ষত্রযুক্তাষ্টমীতে (অশোকাষ্টমীতে) ব্রহ্মপুত্র নদে স্নান করিতে হয়। স্নানের সঙ্কল্প—

(বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ) অদ্য চৈত্রে মাসি শুক্লে পক্ষে পুনর্ব্বসুনক্ষত্রযুক্তাষ্টম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ সর্ব্বপাপক্ষয়-পূর্ব্বক-সর্ব্বতীর্থ-স্নান-জন্য-ফল-সমফলপ্রাপ্তিকামঃ অস্মিন্ ব্রহ্মপুত্রে স্নানমহং করিষ্যে। পুনর্ব্বসুনক্ষত্রযোগ না হইলে—চৈত্রে মাসি শুক্লে পক্ষে অষ্টম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ ব্রহ্মপদপ্রাপ্তিকামঃ অস্মিন্ ব্রহ্মপুত্রনদে স্নানমহং করিষ্যে। স্নানমন্ত্র—

ওঁ ব্রহ্মপুত্র মহাভাগ শান্তনোঃ কুলনন্দন।
অমোঘা-গর্ভসম্ভূত পাপং লৌহিত্য মে হর॥

চৈত্রশুক্লাষ্টমীতে বুধবার ও পুনর্ব্বসুনক্ষত্রযোগ হইলে স্রোতোমাত্র জলে স্নান করিবে।

স্রোতোজলে স্নানসঙ্কল্প—(বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ) অদ্য চৈত্রে মাসি শুক্লে পক্ষে বুধবারাধিকরণকপুনর্ব্বসুনক্ষত্রযুক্তাষ্টম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ বাজপেয়যজ্ঞজন্যফল-সমফল-প্রাপ্তিকামঃ অস্মিন্ স্রোতোজলে স্নানমহং করিষ্যে।

স্নানান্তে পূর্ব্ব লিখিত স্নানমন্ত্র পাঠ করা আবশ্যক।

তৎপরে সন্ধ্যাদি সমাপন করিয়া মধ্যাহ্নে বিষ্ণুচরণামৃত পান ও আটটী অশোককলিকা অর্থাৎ অশোকের কুঁড়ি ভক্ষণ করিবে। অশোক-কলিকাগুলি একটি একটি করিয়া পর পর বিষ্ণুচরণামৃতসহ গিলিয়া ফেলিবে, কখনও চিবাইয়া খাইবে না। পানমন্ত্র—

ওঁ ত্বামশোক হরাভীষ্ট মধুমাস-সমুদ্ভব।
পিবামি শোকসন্তপ্তো মামশোকং সদা কুরু ॥

করতোয়াস্নান

সঙ্কল্প—(বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ) অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ সর্ব্বপাপ-ক্ষয়কামঃ অস্যাং করতোয়ায়াং স্নানমহং করিষ্যে।

যদি সোমবারে অমাবস্যাযোগে স্নান করা যায়, তাহা হইলে এইপ্রকার সঙ্কল্প করিবে।—(বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ) অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে সোমবারাধিকরণকামাবস্যায়াং তিথৌ অরুণোদয়বেলায়াং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ শতসূর্য্যগ্রহণকালীন-স্নানজন্যফল-সমফলপ্রাপ্তিকামঃ অস্যাং করতো-য়ায়াং স্নানমহং করিষ্যে। স্নানমন্ত্র—

ওঁ করতোয়ে সদা নীরে সরিচ্ছ্রেষ্ঠে সুবিশ্রুতে।
পৌণ্ড্রান্ প্লাবয় মে পাপং নিত্যং হর করোদ্ভবে।

গ্রহণস্নান

প্রাতঃস্নানে লিখিত নিয়মানুযায়ি প্রাতঃস্নান করিয়া পরে যখন গ্রহণ-স্নান করিবে অর্থাৎ যখন গ্রহণ হইবে তখন নিম্নলিখিত সঙ্কল্প অনুযায়ী সঙ্কল্প করিবার পর স্নান করিবে।

সূর্য্যগ্রহণ সঙ্কল্প—(বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ) অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ রাহুগ্রস্ত-দিবাকরে অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ দশ-কোটিগুণ-গঙ্গাস্নানজন্য-ফল-সমফল-প্রাপ্তিকামঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা অস্যাং গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে।

চন্দ্রগ্রহণ সঙ্কল্প—(বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ) অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ রাহুগ্রস্তে নিশাকরে অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ কোটিগুণ-

গঙ্গাস্নানজন্য-ফলসম-ফলপ্রাপ্তিকামঃ (ত্রিকোটীকুলোদ্ধরণকামঃ শ্রীবিষ্ণু-প্রীতিকামো বা) অস্যাং গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে।

পুষ্করিণ্যাদিসাধারণ-জলস্নানে—"গঙ্গাস্নানজন্য-ফল-সমফল-প্রাপ্তিকামঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা অস্মিন্‌জলে" ইতি বিশেষঃ। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত স্নান প্রকরণে লিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে।

গ্রহণস্নান করিলেই মুক্তিস্নান করিতে হইবে। অতএব মুক্তিস্নান পূর্ব্বক হাতযোড় করিয়া বলিবে :—

সূর্য্যগ্রহণে মুক্তি-স্নানমন্ত্র—

ওঁ উত্তিষ্ঠ গম্যতাং রাহো ত্যজ্যতাং সূর্য্যসঙ্গমঃ।
কর্ম্মচাণ্ডালযোগোত্থং কুরু পাপক্ষয়ং মম॥

চন্দ্রগ্রহণে মুক্তি-স্নানমন্ত্র—

ওঁ উত্তিষ্ঠ গম্যতাং রাহো ত্যজ্যতাং চন্দ্রসঙ্গমঃ।
কর্ম্মচাণ্ডালযোগোত্থং কুরু পাপক্ষয়ং মম॥

চূড়ামণিযোগ

রবিবারে সূর্য্যগ্রহণ ও সোমবারে চন্দ্রগ্রহণ হইলে চূড়ামণি যোগ হয়।

সূর্য্যগ্রহণ জন্য চূড়ামণিযোগে স্নানসঙ্কল্প—(বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ) অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ রবিবারাধিকরণক-রাহুগ্রস্ত-দিবাকরে চূড়ামণি-যোগে অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ অনন্তগঙ্গাস্নানজন্যফলসমফলপ্রাপ্তি-কামো গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে।

চন্দ্রগ্রহণজন্য চূড়ামণিযোগে স্নান-সঙ্কল্প—(বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ) অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ সোমবারাধিকরণক-রাহুগ্রস্ত-নিশাকরে অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ অনন্তগঙ্গাস্নানজন্যফলসমফল-প্রাপ্তিকামো গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে।

[কূপাদি সাধারণজলে চূড়ামণিযোগের স্নান-সঙ্কল্প—(বিষ্ণুরোম্

তৎসৎ) অদ্য অমুকে মাসি ইত্যাদি . ...প্রাপ্তিকামঃ অস্মিন্ জলে স্নানমহং করিষ্যে।

তৎপরে প্রাতঃস্নান প্রকরণ লিখিত মন্ত্রসকল পাঠ করিবে।

অর্দ্ধোদয়যোগস্নান

সঙ্কল্প—(বিষ্ণুবোম্ তৎসৎ) অদ্য মাঘে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে রবিবারাধিকবণক-ব্যতীপাতযোগ-শ্রবণানক্ষত্রযুক্তামাবস্যায়াং তিথৌ অর্দ্ধোদয়যোগে অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ কোটিসূর্য্যগ্রহণকালীন-গঙ্গাস্নান-জন্যফলসমফল-প্রাপ্তিকামো গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে।

কূপাদিজলে বা স্রোতোজলে স্নানকালে সঙ্কল্প—"...প্রাপ্তিকামঃ অস্মিন্ জলে স্নানমহং করিষ্যে"।

অতঃপর প্রাতঃস্নানোল্লিখিত বিধি অনুযায়ী স্নান করিবে ও মন্ত্র পাঠ করিবে।

কাল নির্ণয়

দিনমানকে তিন ভাগে বিভক্ত করিলে প্রথম ভাগকে পূর্ব্বাহ্ণ, দ্বিতীয় ভাগকে মধ্যাহ্ন ও তৃতীয় ভাগকে অপরাহ্ণ কহে। প্রাতঃকৃত্য দেবপূজা ও আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের কাল পূর্ব্বাহ্ণ; মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা, একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ ও ভোজনের কাল মধ্যাহ্ন এবং পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ ও সপিণ্ডীকরণের কাল অপরাহ্ণ।

দিবাভাগ অর্থাৎ সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত যত দণ্ড হইবে, তাহার চারিভাগের এক এক ভাগের নাম 'যাম'। আবার ঐ এক এক ভাগকে দুই ভাগ করিলে প্রত্যেক ভাগের নাম যামার্দ্ধ। দিবাভাগের পঞ্চদশ ভাগের এক এক ভাগের নাম মুহূর্ত্ত। কোন্ কোন যামার্দ্ধে কি কি কার্য্য করিতে হয়, তাহা বিস্তৃতভাবে লিখিত হইতেছে।

প্রথম যামার্দ্ধ কৃত্য

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া নিজ নিজ ইষ্টদেবতা ও ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব নবগ্রহ স্মরণপূর্ব্বক গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া নিজ নিজ নিষ্পাদ্য কার্য্যসকল মনে মনে চিন্তা করিবে। অতঃপর প্রাতঃকৃত্য হইতে প্রাত স্নান পর্য্যন্ত কার্য্যসকল সমাপন করিয়া সন্ধ্যা, তর্পণাদি কার্য্য করিবে। তদনন্তর দর্পণ ও দধি দূর্ব্বাদি মাঙ্গলিক দ্রব্যসকল স্পর্শ করিবে।

দ্বিতীয় যামার্দ্ধ কৃত্য

বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ এবং শ্রবন। পূজোপকরণ, সমিধ এবং পুষ্পাদি আহরণ।

তৃতীয় যামার্দ্ধ কৃত্য

স্ব স্ব বৃত্তি অনুসারে আত্মীয়-পরিজনদিগের ভরণ-পোষণার্থ চিন্তা প্রভৃতি। বৃদ্ধ পিতা মাতা, সাধ্বী ভার্য্যা ও শিশুসন্তানগণকে শত অকার্য্য করিয়াও ভরণপোষণ করিবে।

চতুর্থ যামার্দ্ধ কৃত্য

মধ্যাহ্ন স্নান, মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা, ব্রহ্মযজ্ঞ ও দেবতাসকলের ভোগদানাদি অর্চ্চনা, দেবতার চরণামৃত ও বিপ্রচরণামৃত পান করিতে হয়। কি প্রাতঃ-স্নান, কি মধ্যাহ্নস্নান সকল স্নানই যদি অপরের জলাশয়ে সম্পাদন করিতে হয়, তাহা হইলে প্রথমে সেই জলাশয় হইতে ৭টী, ৫টী অথবা ৩টী মৃৎপিণ্ড ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিয়া কুশ হস্তে ডুব দিয়া স্নান করিবে। অনন্তর প্রাতঃস্নান প্রকরণানুসারে সঙ্কল্প করিয়া তিনটী ডুব দিয়া স্নান করিবে। তৎপরে তিলকধারণ, মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা এবং তর্পণ করিবে। স্নান করিতে অক্ষম

হইলে ভিজা গামছা অর্থাৎ গাত্রমর্দ্দনী দ্বারা গা মুছিয়া ফেলিতে হয়।

পঞ্চম যামার্দ্ধ কৃত্য

বলিবৈশ্বকর্ম্ম, কাম্যবলিকর্ম্ম, বেদগান বা ত্রিবার পাঠ, গোগ্রাসদান, নিত্যশ্রাদ্ধ এবং অতিথি ভোজন এই সকল কায্য সমাপন করিয়া স্বয়ং আহারাদি করিয়া আচমন ও মুখ-শুদ্ধি করিবে। অনন্তর দ্রব্যের পরিপাকের নিমিত্ত একশত পদ বেড়াইয়া তাম্বুলাদি চর্ব্বণ করিয়া কিছু সময় বিশ্রাম করিবে।

ষষ্ঠ ও সপ্তম যামার্দ্ধ কৃত্য

ইতিহাস পুরাণাদি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিবে। পাঠে অক্ষম হইলে শ্রবণ কবিবে।

অষ্টম যামার্দ্ধ কৃত্য

লৌকিক চিন্তা, সায়ং সন্ধ্যার উপাসনা, যথাশক্তি ইষ্টমন্ত্র জপ ও ইষ্টদেবতা স্মরণ করিবে। সায়ংসন্ধ্যা বায়ুকোণাভিমুখ হইয়া করি’ব।

রাত্রিকৃত্য

দেবাদির স্তবপাঠ ও ধর্ম্মবিষয়ক চিন্তা করিবে। অতঃপর গৃহে অতিথি উপস্থিত হইলে তাহাকে ভোজন করাইয়া অন্ততঃ দেড় প্রহর রাত্রির মধ্যেই নিজে আহারাদি সমাপন পূর্ব্বক মুখশুদ্ধি করিয়া শয়ন করিবে। আর্দ্রবস্ত্রে কিংবা উলঙ্গ হইয়া শয়ন করিবে না। সূর্য্য অস্তগমন না করিলে শয্যা পাতন করিবে না এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই শয্যা উত্তোলন করিবে। পরিষ্কৃত শয্যায় শয়নই ব্যবস্থা, নিদ্রার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইষ্টদেবতার চরণ ধ্যান করিবে। বিবাহিত ব্যক্তি শয়নের কিয়ৎকাল পরে শাস্ত্রীয় নিয়মানুসারে দারোপগমন করিবে।

অনন্তর তিনবার আচমন পূর্ব্বক ভিন্ন শয্যায় শয়ন করিবে। স্বগৃহে পূর্ব্ব বা দক্ষিণ দিকে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিতে হয়। প্রবাসে পশ্চিমশিরাঃ হইয়া শয়ন করিবে। উত্তর শিরাঃ হইয়া কদাচ শয়ন করিবে না।

অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি প্রভৃতি পর্ব্বদিনে, প্রভাতে, দিবাভাগে, সায়ংকালে, শ্রাদ্ধদিনে ও ব্রতদিনে পীড়িতাবস্থায় রজস্বলা ও গর্ভাবস্থায় স্ত্রী-সংসর্গ করা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ। স্ত্রী-সংসর্গকালে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই দেহ পবিত্র ও মন ভগবানের চিন্তায় নিরত থাকা একান্ত কর্ত্তব্য।

বৈদিক ও তান্ত্রিক কৃত্য

বেদবিহিত কার্য্যকে বৈদিক কার্য্য এবং তন্ত্রবিহিত কার্য্যকে তান্ত্রিক কার্য্য বলে। যাহাদের বৈদিক কার্য্যে অধিকার আছে, অর্থাৎ উপনীত দ্বিজাতি অগ্রে বৈদিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তান্ত্রিক কার্য্যে অধিকারী হইলে, তত্তৎ প্রকার তান্ত্রিক কার্য্য করিবে অর্থাৎ বৈদিক সন্ধ্যা সমাপন করিয়া তান্ত্রিক সন্ধ্যা করিবে। বৈদিক ও তান্ত্রিক সম্পূর্ণ সন্ধ্যা করিতে অক্ষম হইলে বৈদিক সন্ধ্যার অনুকল্প দশবার গায়ত্রী জপপূর্ব্বক সূর্য্যার্ঘ প্রদান করিবে, কারণ সূর্য্যার্ঘ প্রদান না করিলে পূজাদি কর্ম্মে অধিকার জন্মে না। ঐরূপ তান্ত্রিক সন্ধ্যার স্থলে দশবার ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া ইষ্ট-দেবতাকে স্মরণ করিবে। সায়ংকালে সায়ংসন্ধ্যা, সায়ং সমিধাধান, দেবতাদিগকে দ্রব্যাদি নিবেদন (শীতল দেওয়া) ভিন্ন অন্য কিছুর অধিকার নাই, কারণ ভোজন করিয়া দৈব ও পৈতৃক কোন কার্য্যই করা উচিত নহে। রুগ্ন ব্যক্তিগণ ঔষধ সেবন করিয়া এবং অত্যন্ত অক্ষম অর্থাৎ জীবন-নাশসময়ে ইক্ষুজল, দুগ্ধ, তাম্বুল ও ফল প্রভৃতি খাইয়া সন্ধ্যাদি নিত্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারে। প্রমাণ—

ইক্ষুমাপঃ পয়শ্চৈব তাম্বূলং ফলমৌষধম্।
ভক্ষয়িত্বা তু কর্ত্তব্যাঃ স্নানদানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ॥

দিঙ্‌নির্ণয়

সন্ধ্যা বা দেবদেবী-পূজা পূর্ব্ব বা উত্তরমুখ হইয়া করাই শাস্ত্রসঙ্গত। শিবপূজা উত্তরাভিমুখী হইয়া করিতে হয়। কেবল হোম যে কোন সময়েই করিতে হউক না কেন পূর্ব্বমুখী হইয়াই সম্পন্ন করিবে। তান্ত্রিক বিধি অনুযায়ী যে সকল পূজার অনুষ্ঠান করা হয়, তৎসমুদায় উত্তরাভিমুখী হইয়া করিবে। সকলপ্রকার পূজার সঙ্কল্প উত্তরাভিমুখ হইয়া এবং স্নান ও জলাশয়োৎসর্গ করিবার সময়ে পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া সঙ্কল্প করিবে। কোন কর্ম্মানুষ্ঠান বা ধর্ম্মচর্চ্চা করিবার কালে পশ্চিমাভিমুখ হইয়া উপবেশন করা কর্ত্তব্য নহে। দানাদিকালে পূর্ব্বাভিমুখই প্রশস্ত, কন্যাদান উত্তরাভিমুখ হইয়া কবিতে হয়। পিতৃ শ্রাদ্ধাদি কার্য্য দক্ষিণমুখে করিতে হয়।

অশৌচ

সর্ব্বদা শুচি হইয়া সকল কর্ম্ম করাই শাস্ত্রীয় বিধি। জননাশৌচে ও মরণাশৌচে গায়ত্রীজপ, ইষ্টমন্ত্র জপ, মানসে ইষ্টপূজা ও শিবপূজা ব্যতীত সন্ধ্যাদি নিত্য নৈমিত্তিক কোন প্রকার কার্য্যই করিতে নাই। ক্ষতাশৌচ অর্থাৎ রক্তপাত হইলে, সন্ধ্যা ভিন্ন অন্য কোনও কর্ম্ম সে দিনে করিতে নাই। গ্রহণে, মহাতীর্থে এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতে ক্ষতাশৌচ হয় না। রজস্বলা রমণী তিন দিন অশুচি থাকে, কিন্তু নিত্য, নৈমিত্তিক বা কাম্য কোন কর্ম্মই চতুর্থ দিন পর্য্যন্ত করিতে নাই। পঞ্চম দিন হইতে ঐ সমস্ত কার্য্যে অধিকারিণী হইয়া থাকে। যদি ১৭ দিনের ভিতরে পুনরায় ঋতুমতী হয়, তাহা হইলে অশুচি হয় না, কিন্তু ১৮ দিনে ঋতুমতী হইলে ১ দিন অশুচি, ১৯ দিনে ঋতুমতী হইলে ২ দিন অশুচি এবং ২০ দিনে কিংবা তৎপরে ঋতুমতী হইলে পূর্ব্বের ন্যায় ৩ দিন

অশৌচ হইয়া থাকে। পুরুষের, অনূঢ়া কন্যার মাতাপিতাবিয়োগে এবং বিবাহিতা রমণীর কেবল পতি মরণে সপিণ্ডীকরণ না হওয়া পর্য্যন্ত দেহা-শুদ্ধি থাকে। পাঁচ মাসের পর হইতে গর্ভবতী নারী * নিত্য কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কোনও দেব কার্য্য বা পিতৃকর্ম্ম করিতে পারে না। পূর্ব্বসঙ্কল্পিত ব্রতাদির নিমিত্ত কায়িক উপবাসাদি সকল প্রকার অশৌচেই করিতে পারা যায়, কিন্তু ব্রত প্রতিষ্ঠা স্বয়ংও করিতে পারে না এবং অন্য প্রতিনিধি দ্বারাও করাইতে পারা যায় না; কারণ ব্রত প্রতিষ্ঠা ক্রিয়া পৃথক সঙ্কল্পার্হ কার্য্য। দুর্গোৎসবাদি নিয়মিত কর্ম্ম ও পূর্ব্বসঙ্কল্পিত ব্রতাদি কর্ম্ম পুরোহিত বা গুরু স্বয়ং বৃত হইয়া যজমানের নামে সঙ্কল্প করিয়া কার্য্য করিবেন। অশৌচে স্নান ও আচমন করিতে কোন দোষ নাই, কিন্তু সঙ্কল্পপূর্ব্বক বৈধ স্নান করিতে নাই।

প্রতিনিধি

রোগাদিবশতঃ কোনও কার্য্য করিতে যদি কেহ অক্ষম হয়, তাহা হইলে পুত্র, গুরু, পুরোহিত, সহোদর ভ্রাতা, জামাতা বা ভাগিনেয়কে শুচি অবস্থায় কার্য্য করিবার ভার দিলে সেই কার্য্য নিজেরই করা হয়; কিন্তু অশুচি অবস্থায় কাহাকেও ভার দেওয়া শাস্ত্র বিরুদ্ধ; অশুচি অব-স্থায় পুরোহিত বা গুরুকে স্বয়ংবৃত (স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত) হইয়া সেই কার্য্য করিতে হইবে। মধুর প্রতিনিধি গুড়, সর্ব্বদ্রব্যের প্রতিনিধি যব, ঘৃতের প্রতিনিধি তিল-তৈল, সমস্তফুলের প্রতিনিধি দূর্ব্বা বা আতপ তণ্ডুল, কুশের প্রতিনিধি কেশে, সর্ব্ববাদ্যের প্রতিনিধি ঘণ্টা এবং সর্ব্ব উপচারের

---

* যতিধর্ম্মে বর্ণিত আছে—রসস্রাব হইতে আরম্ভ হইলে কোনরূপ নিত্য কর্ম্ম করিতে নাই।

প্রতিনিধি জল *। প্রতিনিধি দ্রব্য নিবেদন করিবার সময় মূল দ্রব্যেরই নাম উল্লেখ করিতে হয়। যথা—ঘৃতের প্রতিনিধি স্থলে 'ইদং তিল-তৈলম্' না বলিয়া 'ইদং ঘৃতম্' বলিতে হইবে।

নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্ম

যে কর্ম্মের অকরণে প্রত্যবায় জন্মে তাহাকে নিত্যকর্ম্ম বলে। যথা—প্রাতঃকৃত্য, প্রাতঃস্নান, সন্ধ্যা, পিতৃতর্পণ প্রভৃতি। কোন মাস, তিথি বা নক্ষত্রে বিহিত নহে, অথচ পিত্রাদি মরণ নিমিত্তক বা গ্রহাদিসূচিত দুঃসহ রোগাদি নিমিত্তক যে কার্য্য করা হয়, তাহাকে নৈমিত্তিক কর্ম্ম বলে। নিত্যকর্ম্ম সাধারণতঃ ছয় ভাগে বিভক্ত; যথা—প্রাতঃকৃত্য, পূর্ব্বাহ্নকৃত্য, মধ্যাহ্নকৃত্য, অপরাহ্নকৃত্য, সায়াহ্নকৃত্য ও রাত্রিকৃত্য। কেবল কোন অভীষ্টসিদ্ধির জন্য অর্থাৎ কোন কামনা করিয়া যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাকে কাম্য কর্ম্ম বলে।

---

* সর্ব্বোপচারদ্রব্যাণামলাভে ভাবনৈব হি।
নির্ম্মলেনোদকেনাথ পূর্ণতেত্যাহ নারদঃ॥

(রাঘবভট্টধৃত)।

অলাভে সর্ব্বদ্রব্যাণামুদকেনাপি পূজিতঃ।
যো দদাতি স্বকং স্থানং স ময়া কিংন পূজিতঃ॥

(নৃসিংহপুরাণ)।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সন্ধ্যাবিধি

সম্যক্‌রূপে পরব্রহ্মের ধ্যান অর্থাৎ চিন্তা বা উপাসনা করার নাম সন্ধ্যা। দিন ও রাত্রি, দ্বিধাবিভক্ত দিবার পূর্ব্বাহ্ণ ও অপরাহ্ণ এতদুভয়ের সন্ধিস্থলে (মিলন সময়ে) উপাসনা করা হয় বলিয়াই ইহার নাম সন্ধ্যা *। সন্ধ্যা ত্রিকালব্যাপী। প্রথমতঃ

---

* ঋষিগণ সন্ধ্যা শব্দের অর্থ তিন প্রকারে প্রতিপাদন করিয়াছেন। যথা—

মহামুনি ব্যাসদেব বলিয়াছেন—

উপাস্তে সন্ধিবেলায়াং নিশায়া দিবসস্য চ।
তামেব সন্ধ্যাং তস্মাত্তু প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥

অর্থাৎ দিন রাত্রির সন্ধি সময়ে যে উপাসনা করা হয়, মনীষিগণ তাহাকেই সন্ধ্যানামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

মুনিশ্রেষ্ঠ দক্ষ বলিয়াছেন—

অহোরাত্রস্য যঃ সন্ধিঃ সূর্য্যনক্ষত্রবর্জ্জিতঃ।
সা চ সন্ধ্যা সমাখ্যাতা মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।

অর্থাৎ দিবাভাগ ও রাত্রির নক্ষত্রশূন্য সন্ধিস্থলকেই ঋষিগণ সন্ধ্যা বলিয়া থাকেন।

যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

সন্ধৌ সন্ধ্যামুপাসীত নাস্তগে নোদগতে রবৌ।

অর্থাৎ সন্ধ্যার উপাসনা সন্ধি সময়েই করা কর্ত্তব্য। সূর্য্য অস্তগমন করিলে এবং সূর্য্যোদয় হইবার পর সন্ধ্যা করিতে নাই।

রাত্রির শেষ একদণ্ড ও দিবার প্রথম একদণ্ড এই প্রথম সন্ধি, এই সময়ে প্রাতঃসন্ধ্যার উপাসনা করা হয় বলিয়া ইহার নাম প্রাতঃ সন্ধ্যাকাল। দ্বিধাবিভক্ত দিবার পূর্ব্বাহ্ণ ও অপরাহ্ণের সংযোগ ক্ষণের পূর্ব্বাপর দুইদণ্ড কাল মধ্যাহ্ন সময়—মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার উপাসনা করা হয় বলিয়াই ঐ সময়টীকে মধ্যাহ্ন সন্ধ্যাকাল বলা হয় এবং দিবসের শেষভাগে অর্থাৎ সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে একদণ্ড ও পরে একদণ্ড এই দুই দণ্ড সায়ংকালীন সন্ধিস্থল, এই সময়ে সায়ংসন্ধ্যা করা হয় বলিয়াই ইহাকে সায়ংসন্ধ্যা কাল বলে। সন্ধ্যাকালে উপাস্য দেবতাকে (সবিতৃরূপ পরব্রহ্মকে) সন্ধ্যা বলা হয়। যদিও ঈশ্বর সর্ব্বদা সকল পদার্থের অন্তরে বিদ্যমান আছেন, যদিও মনুষ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদি সকলপ্রকার জঙ্গম ও পর্ব্বত, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি সমুদায় স্থাবরই তন্ময়, তথাপি তাঁহার উপাসনা করার প্রয়োজন আছে। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

গবাং সর্পিঃ শরীরস্থং ন করোত্যঙ্গপোষণম্।
নিঃসৃতং কর্ম্মসংযুক্তং পুনস্তাসাং তদৌষধম্॥
এবং স হি শরীরস্থঃ সর্পিবৎ পরমেশ্বরঃ।
বিনা চোপাসনাদেব ন করোতি হিতং নৃষু॥

অর্থাৎ দুগ্ধের অন্তর্গত ঘৃত গাভীর শরীরে সকল সময় বর্ত্তমান থাকিয়াও তাহাদের অঙ্গপুষ্টি করে না, কিন্তু ঐ দুগ্ধ তাহার শরীর হইতে কার্য্য-বিশেষ দ্বারা বহির্গত হইয়া ঘৃতরূপে পরিণত হইয়া ক্ষতাদি রোগের শান্তির নিমিত্ত ঔষধরূপে পরিণত হইলে তাহাদের যেরূপ উপকারক হয়, সেইরূপ জগদীশ্বর সর্ব্বজীবের শরীরে অবস্থিত থাকিলেও উপাসনা ভিন্ন মানব সকলের হিতসাধন করিতে সক্ষম নহেন অর্থাৎ মঙ্গলসাধন করেন না।

অতএব প্রাতঃকালীন, মধ্যাহ্নকালীন এবং সায়ংকালীন সন্ধ্যা,

প্রাতর্মধ্যাহ্নসায়ং-কালভেদে যথাক্রমে তিনবার উপাসনা করা একান্ত কর্ত্তব্য। সকলেরই নির্দ্দিষ্টকালে সন্ধ্যা করা উচিত। নিয়মিত সময়ে সন্ধ্যা না করিতে পারিলে প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ দশবার গায়ত্রী জপ করিবার পর সন্ধ্যা করিবে। সংক্রান্তি, পূর্ণিমা, অমাবস্যা, দ্বাদশী এবং শ্রাদ্ধবাসরে সায়ংসন্ধ্যা করা উচিত নহে, ব্রাহ্মণ্যশক্তি নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, এইজন্য সাধ্যানুসারে তদনুকল্প অন্ততঃ দশবার গায়ত্রী জপ করা কর্ত্তব্য। জননাশৌচ ও মরণাশৌচ হইলে সন্ধ্যা করিবে না, কিন্তু ঐরূপ সাধ্যানুসারে মনে মনে গায়ত্রী জপ করা কর্ত্তব্য। তান্ত্রিক সন্ধ্যা কোনদিনই নিষিদ্ধ নহে। দ্বিজাতিগণ সন্ধ্যার সময় অতিবাহিত হইলে বৈদিক সন্ধ্যায় দশবার গায়ত্রী জপ রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। যাঁহারা কেবল তান্ত্রিক সন্ধ্যার অধিকারী তাঁহারা সন্ধ্যার সময় উত্তীর্ণ হইলে ইষ্টদেবতার গায়ত্রী দশবার জপ করিবার পরে সন্ধ্যা করিবেন। বেদব্যাস সংহিতায় প্রমাণিত হইয়াছে যে,—

সন্ধ্যাকালে ব্যতীতে তু ন চ সন্ধ্যাং সমাচরেৎ।
গায়ত্রীং দশধা জপ্ত্বা পুনঃ সন্ধ্যাং সমাচরেৎ॥

অর্থাৎ সন্ধ্যাকাল উত্তীর্ণ হইলে সন্ধ্যার অনুষ্ঠান করা উচিত নহে, কিন্তু দশবার গায়ত্রী জপ করিবার পর সন্ধ্যা করিবে।

যখন সন্ধ্যা করিবে তখন কাহারও সহিত কথা কহিবে না, কথা বলিলে বা হাই তুলিলে, হাঁচি বা থুথু ফেলিলে, অধোবায়ু পরিত্যাগ করিলে, নিদ্রাকর্ষণ হইলে, বিষ্ণুনাম স্মরণ করিয়া দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিবে। ভ্রমবশতঃ পূর্ব্ব সন্ধ্যায় বিঘ্ন হইলে পরে সেই সন্ধ্যা সম্পন্ন করিবার পর তৎকালীন অন্য সন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিবে। যদি কোনক্রমে একদিন সন্ধ্যা করা না হয়, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ উপবাস করিবে ও যথাশক্তি গায়ত্রী জপ করিবে এবং ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে; অথবা ভোজন দ্রব্যের উচিত মূল্য ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে।

পূর্ব্বমুখ হইয়া প্রাতঃসন্ধ্যা, পূর্ব্ব বা উত্তর মুখ হইয়া মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা এবং বায়ুকোণাভিমুখ হইয়া সায়ংসন্ধ্যা করিবে।

ওঁ উচ্চারণ

সর্ব্বমন্ত্রপ্রয়োগেষু ওমিত্যাদৌ প্রযুজ্যতে।
তেন সম্পরিপূর্ণানি যথোক্তানি ভবন্তি হি॥
যন্ন্যূনঞ্চাতিরিক্তঞ্চ যচ্ছিদ্রং যদযজ্ঞিয়ম্।
যদমেধ্যমশুদ্ধঞ্চ যাতযামঞ্চ যদ্ভবেৎ।
তদোঙ্কারপ্রযুক্তেন সর্ব্বঞ্চাবিকলং ভবেৎ॥

(যোগী যাঃ)

মন্ত্রোচ্চারণের পূর্ব্বে ওঁকার প্রথমে উচ্চারণ করিতে হয়, কারণ মন্ত্রের আদিতে ওঁকার উচ্চারণ করিলে মন্ত্রগত সকল দোষ বিনষ্ট হয়।

ওঁকার মাহাত্ম্য

ওঁকারের উচ্চারণই ব্রহ্মের চিন্তা বা ধ্যান বলিয়া পরিগণিত। ওঁ এই একাক্ষরই পরব্রহ্ম। যথা—

ওঁ তৎসদিতিনির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা॥
তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্॥ গীতা।

'ওঁ তৎ সৎ' এই তিনটী শব্দ পরব্রহ্মের নাম। ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ ঐ তিনটীর দ্বারা পূর্ব্বেই সৃষ্ট হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মবাদীরা ওঁকার এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া যথাবিধি তপস্যা, যজ্ঞ, দানাদি কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন।

অ, উ, ম্ এই তিন বর্ণের সংযোগে ওঁ শব্দের উৎপত্তি। শ্রুতিতে বর্ণিত আছে—'অ'—ব্রহ্মা, 'উ'—বিষ্ণু এবং 'ম'—মহেশ্বর। অতএব

ওঁ শব্দের অর্থে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বররূপ পরব্রহ্মকে বুঝা যায়। মনু বলিয়াছেন—

অকারঞ্চাপ্যুকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতিঃ।
বেদত্রয়ান্নিরদুহদ্ ভূর্ভুবঃ স্বরিতীতি চ॥

ব্রহ্মা ঋক্, যজুঃ, সাম এই তিন বেদের শ্রেষ্ঠাংশ যথাক্রমে অ, উ, ম্ এই তিনটি ও ভূঃ, ভুবঃ স্বঃ এই তিনটী অক্ষর দোহন দ্বারা বাহির করিয়াছেন, যথা—

একাক্ষরং পরং ব্রহ্ম প্রাণায়ামঃ পরং তপঃ।
সাবিত্র্যাস্তু পরং নাস্তি মৌনাৎ সত্যং বিশিষ্যতে॥

ওঁ এই একাক্ষরই পরব্রহ্ম, প্রাণায়ামই শ্রেষ্ঠ তপস্যা সাবিত্রীই উৎকৃষ্ট মন্ত্র এবং মৌনাবলম্বন হইতে সত্যবাক্য কথনই উত্তম, ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য কিছুই নাই।

সন্ধ্যা করার ফল

যম বলিয়াছেন—

সন্ধ্যামুপাসতে যে তু সততং সংশিতব্রতাঃ।
বিধূতপাপাস্তে যান্তি ব্রহ্মলোকং সনাতনম্॥

যাঁহারা নিয়মাবলম্বী হইয়া সন্ধ্যার উপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অক্ষয় ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন।

মনু বলিয়াছেন—

ন তিষ্ঠতে যঃ পূর্ব্বাং নোপাস্তে যশ্চ পশ্চিমাং।
স শূদ্রবদ্ বহিষ্কার্য্যঃ সর্ব্বথা দ্বিজকর্ম্মণঃ॥

যে প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে সন্ধ্যার উপাসনা না করে, সে ব্রাহ্মণ হইয়াও শূদ্রের ন্যায়। সেই ব্রাহ্মণকে দ্বিজাতির সকল কার্য্য হইতে বাহিরে রাখিবে।

ঋষয়ো দীর্ঘসন্ধ্যত্বাদ্ দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়ুঃ।
প্রাজ্ঞাং যশশ্চ কীর্ত্তিঞ্চ ব্রহ্মবর্চ্চসমেব চ॥

ঋষিগণ অধিকক্ষণ সন্ধ্যার উপাসনা করেন বলিয়াই তাঁহারা দীর্ঘায়ুঃ, বুদ্ধি, ইহলোকে যশ, কীর্ত্তি ও ব্রহ্মতেজ প্রভৃতি পাইয়া থাকেন।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

নিশায়াং বা দিবা বাপি যদজ্ঞানকৃতং ভবেৎ।
ত্রিকালসন্ধ্যাকরণাৎ তৎসর্ব্বং বিপ্রনশ্যতি॥

রাত্রিকালে কিংবা দিনমানে অজ্ঞানকৃত যত কিছু পাপ হউক না কেন, ত্রিকাল সন্ধ্যাদ্বারা অর্থাৎ প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সায়ংসন্ধ্যা উপাসনা দ্বারা সে সকল পাপই বিনষ্ট হইয়া থাকে।

সন্ধ্যা তূপাসিতা যেন তেন বিষ্ণুরুপাসিতঃ।
দীর্ঘমায়ুঃ স বিন্দেত সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ (যোঃ যাঃ)

যে সন্ধ্যা উপাসনা করে, সে ভুবনব্যাপী পরমেশ্বরেরই উপাসনা করিয়া থাকে। সে সন্ধ্যা দ্বারা দীর্ঘ জীবন লাভ করে এবং সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে।

সন্ধ্যা না করার দোষ

শ্রুতিতে বর্ণিত আছে—'অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত' অর্থাৎ প্রত্যহই সন্ধ্যার উপাসনা করিবে। দ্বিজাতিগণ শ্রুতির অনুশাসন মানিয়া না চলিলে, তাঁহাদের ঘোরতর পাপ হয়। অতএব সন্ধ্যা উপাসনা না করিলে পাপ হইবে এবং পাপী ব্যক্তির অমঙ্গল সুনিশ্চিত; পাপীর কোনরূপ উন্নতিই হয় না, বরং তাহার অবনতি অবশ্যম্ভাবী।

অতঊর্দ্ধ্বং প্রবক্ষ্যামি সান্ধ্যোপাসনিকং বিধিম্।
অনর্হঃ কর্ম্মণাং বিপ্রঃ সন্ধ্যাহীনো যতঃ স্মৃতঃ॥

(ছান্দোগ্যপরিশিষ্ট)

যিনি সন্ধ্যা উপাসনা না করেন, তিনি কোনও ধর্ম্মকর্ম্মে অধিকারী হন না।

দক্ষ বলিয়াছেন—

সন্ধ্যাহীনোঽশুচির্নিত্য-মনর্হঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
যদন্যৎ কুরুতে কিঞ্চিন্ ন তস্য ফলভাগ্ ভবেৎ॥

যিনি সন্ধ্যা না করেন তিনি নিয়ত অশুচি; তাঁহার কোন ধর্ম্মকর্ম্মেই অধিকার থাকে না। তিনি কোন ধর্ম্মকর্ম্ম করিলেও তাহার কোন ফল হয় না।

অগ্নিপুরাণে আছে—

সন্ধ্যা যেন ন বিজ্ঞাতা সন্ধ্যা নৈবাপ্যুপাসিতা।
জীবন্নেব ভবেচ্ছূদ্রো মৃতঃ শ্বা চাভিজায়তে॥

যে ব্রাহ্মণ সন্ধ্যার অর্থ জানেন না বা সন্ধ্যা করেন না, তিনি জীবদ্দশাতেই শূদ্রতুল্য থাকিয়া দেহান্তে কুক্কুররূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন।

অব্রাহ্মণাস্তু ষট্ প্রোক্তা ঋষিণা তত্ত্ববেদিনা।
আদ্যো রাজভৃতস্তেষাং দ্বিতীয়ঃ ক্রয়বিক্রয়ী॥
তৃতীয়ো বহুযাজ্যঃ স্যাচ্চতুর্থো গ্রামযাজকঃ।
পঞ্চমস্তু ভৃতস্তেষাং গ্রামস্য নগরস্য চ॥
অনাদিত্যাঞ্চ যঃ পূর্ব্বাং সাদিত্যাঞ্চৈব পশ্চিমাম্।
নোপাসীত দ্বিজঃ সন্ধ্যাং স ষষ্ঠোঽব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ॥

(শাতাতপ)

শাতাতপ্ ছয় প্রকার অব্রাহ্মণের কথা বলিয়াছেন। যথা—(১) রাজানুচর, (২) ক্রয়-বিক্রয়কারী, (৩) বহুযাজ্য অর্থাৎ যাহার অনেক যজমান আছে, (৪) গ্রামযাজী অর্থাৎ যে বারোয়ারির পূজা করিয়া থাকে, (৫) নগরবাসী ও গ্রামবাসীর ভরণীয় অর্থাৎ যে

ব্রাহ্মণ সকল জাতির নিকট বৃত্তিগ্রহণ করে, (৬) যে ব্যক্তি সন্ধ্যা উপাসনা না করে।

উপরি কথিত বচনানুসারে অনেকেই প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যাকে নিত্য কর্ত্তব্যরূপে মনে করিয়া থাকেন এবং মধ্যাহ্ন সন্ধ্যাকে কাম্য বলিয়া থাকেন অর্থাৎ ইহা না করিলেও চলিতে পারে, কারণ কাম্য কর্ম্ম না করিলে কোন দোষ নাই—অধিকন্তু করিলে পুণ্য লাভ হয়। কিন্তু এইরূপ ধারণা করা উচিত নহে, কারণ স্মার্ত্ত শিরোমণি রঘুনন্দন আহ্নিতত্ত্বে তিন প্রকার সন্ধ্যাই যে এক এবং ইহা নিত্যকর্ত্তব্য এ বিষয় সবিশেষ মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। যথা—

তিষ্ঠেদোদয়নাৎ পূর্ব্বাং মধ্যমামপি শক্তিতঃ।
আসীতোড়ুদ্গমাচ্চান্ত্যাং সন্ধ্যাং পূর্ব্বং ত্রিকং জপন্॥
এতৎ সন্ধ্যাত্রয়ং প্রোক্তং ব্রাহ্মণ্যং যদধিষ্ঠিতম্।
যস্য নাস্ত্যাদরস্তত্র ন স ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥

অত্র সন্ধ্যাত্রয়স্য নিত্যত্বাভিধানাৎ—

সর্ব্বকালমুপস্থানং সন্ধ্যায়াঃ পার্থিবেষ্যতে।
অন্যত্র সূতিকাশৌচবিভ্রমাতুরভীতিতঃ॥

ইতি বিষ্ণুপুরাণীয়ে সন্ধ্যায়া ইত্যেকবচনান্তপাঠো যুক্তঃ।

সর্ব্বকালং প্রাতর্ম্মধ্যাহ্নসায়ংরূপকালত্রয়ে, অন্যথা তদুপাদানং ব্যর্থং স্যাৎ। তেন ক্ষতাদাবপি সন্ধ্যামাচরন্তি। অতএব যাজ্ঞবল্ক্যঃ—

সর্ব্বাবস্থোঽপি যো বিপ্রঃ সন্ধ্যোপাসনতৎপরঃ।
ব্রাহ্মণ্যাৎ স ন হীয়েত অন্ত্যজন্মগতোঽপি সন্॥

সর্ব্বাবস্থো নিত্যং সেবাদিকর্ম্মরতোঽপি যথোচিত-শৌচেঽপ্যশক্তোঽপীতি রত্নাকরঃ।

উপাস্তে সন্ধিবেলায়াং নিশায়া দিবসস্য চ।
তামেব সন্ধ্যাং তস্মাত্তু প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥

দিন ও রাত্রির সন্ধিসময়ে যে উপাসনা করা হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকেই সন্ধ্যা বলিয়া থাকেন। সম্যক্ ধ্যান (চিন্তা) অর্থাৎ যথাবিধি পরমেশ্বরের উপাসনা, ইহাই সন্ধ্যা শব্দের অর্থ।

গায়ত্রীর উচ্চারণ

ওঁ ভূ র্ভুবঃ স্বঃ। তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ। এই ঋক্ গায়ত্রীছন্দোবদ্ধ সবিতৃ দেবের উপাসনা মন্ত্র। ইহাকে সাবিত্রী গায়ত্রী কহে। অষ্টাক্ষরী ত্রিপাদেই গায়ত্রীর ছন্দ ; কিন্তু এই সাবিত্রী গায়ত্রী ত্রিপাদ বিশিষ্টা অথচ ইহার প্রথম পাদে সাতটী অক্ষরে নিবদ্ধ আছে। এই জন্য ঐ মন্ত্রস্থিত প্রথম পাদের "বরেণ্যং" স্থলে "বরেণিয়ং" উচ্চারণ করিবার বিধি আছে। কারণ বৈদিক ছন্দোগ্রন্থে মাত্র এইরূপ মন্ত্রের নিমিত্ত স্বতন্ত্র একটী সূত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে "ইয়াদি-পূরণঃ" অর্থাৎ পাদ পূরণের জন্য "য" ফলা স্থলে "ইয়" উচ্চারণ করিতে হইবে এবং "ব" ফলা স্থানে "উব" উচ্চারণ করিতে হইবে। গায়ত্রী কবচেও এইরূপ অক্ষর রহিয়াছে।

গায়ত্রী মাহাত্ম্য

মনু বলিয়াছেন—

ওঙ্কারপূর্ব্বিকাস্তিস্রো মহাব্যাহৃতয়োঽব্যয়াঃ।
ত্রিপদা চৈব সাবিত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণো মুখম্॥
এতদক্ষরমেতাঞ্চ জপন্ ব্যাহৃতিপূর্ব্বিকাম্।
সন্ধ্যয়োর্ব্বেদবিদ্ বিপ্রো বেদপুণ্যেন যুজ্যতে॥
সহস্রকৃত্বস্ত্বভ্যস্য বহিরেতৎ ত্রিকং দ্বিজঃ।
মহতোঽপ্যেনসো মাসাৎ ত্বচাহিরিব মুচ্যতে॥
যোঽধীতেঽহন্যহন্যেতাং ত্রীণি বর্ষাণ্যতন্দ্রিতঃ।
স ব্রহ্ম পরমভ্যেতি বায়ুভূতঃ স মূর্ত্তিমান্॥

জপেনৈব তু সংসিধ্যেদ্ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।
কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যান্ মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥

ওঁকার ও মহাব্যাহৃতি সহ গায়ত্রী ব্রহ্মার মুখ স্বরূপ অর্থাৎ গায়ত্রী জপই ব্রহ্মপ্রাপ্তির দ্বারস্বরূপ।

যে ব্রাহ্মণ সন্ধ্যার সময় প্রণব ও ব্যাহৃতিযুক্ত গায়ত্রীর জপ করেন, তিনিই বেদপাঠ জনিত ফললাভ করেন। সন্ধ্যার সময়ে বা অন্য সময়ে গ্রামের বহির্ভাগে, নদীতীরে অথবা অরণ্যাদি স্থানে প্রত্যহ এক সহস্র গায়ত্রী জপ করিলে এক মাসের ভিতরেই সর্প যেরূপ খোলসমুক্ত হয়, সেইরূপ মহাপাপ হইতে মুক্ত হইতে পারা যায়। যে ব্যক্তি তিন বৎসর কাল আলস্য পরিত্যাগ করিয়া গায়ত্রী জপ করেন, তিনি বায়ুতুল্য যথেচ্ছ বিচরণ করিতে সক্ষম হন এবং পরে ব্রহ্ম স্বরূপ হইয়া পরব্রহ্মকে লাভ করেন। ব্রাহ্মণ যজ্ঞাদি ক্রিয়া করুন আর নাই করুন, কেবলমাত্র গায়ত্রী জপ করিয়াই পরব্রহ্ম সাক্ষাৎ করিতে সক্ষম হন। যে ব্রাহ্মণ এইরূপে পরব্রহ্ম লাভ করেন তিনি মৈত্র ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হন।

কূর্ম্মপুরাণে আছে—

গায়ত্রীঞ্চৈব বেদাংশ্চ তুলয়া সমতোলয়ন্।
দেবা একত্র সাঙ্গাংস্তু গায়ত্রী চৈকতঃ স্থিতা ॥

দেবতাগণ গায়ত্রী এবং চারি বেদকে সমতুল্য জ্ঞান করেন। কারণ যখন গায়ত্রী এক পাল্লায় এবং ষড়ঙ্গসহ চারিবেদ অন্য পাল্লায় তৌল হয় তখন উভয় পাল্লাই সমান হইয়াছিল।

ব্যাসদেব বলিয়াছেন—

দশভির্জন্মজনিতং শতেন তু পুরাকৃতম্।
ত্রিজন্মজং সহস্রেণ গায়ত্রী হন্তি কিল্বিষম্ ॥

গায়ত্রী দশবার জপ করিলে ইহজন্মকৃত, শতবার জপ করিলে

পূর্ব্বজন্মকৃত এবং সহস্রবার জপ করিলে তিন জন্মের যাবতীয় পাপ বিনষ্ট হয়।

তৈত্তিরীয় সংহিতা :—

ঔদ্যন্তমস্তং যান্তমাদিত্যমভিধ্যায়ন্ কুর্ব্বন্ ব্রাহ্মণো বিদ্বান্ সকলং ভদ্রমশ্নুতে। অসাবাদিত্যো ব্রহ্মেতি। ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি য এবং বেদ।

প্রাণায়ামাদিকং কুর্ব্বন্ যথোক্তনামরূপোপেতং সন্ধ্যাশব্দস্য বাচ্যং আদিত্যং ব্রহ্মেতি ধ্যায়ন্ ব্রাহ্মণঃ ঔহিকমামুত্রিকঞ্চ সকলং ভদ্রম্ অশ্নুতে। যঃ এবমুক্ত-ধ্যানেন শুদ্ধান্তঃকরণো ব্রহ্মসাক্ষাৎ কুরুতে স পূর্ব্বমপি ব্রহ্মৈব সন্ প্রজ্ঞাবান্ চিরজীবিত্বং প্রাপ্তো যথোক্তজ্ঞানেন অজ্ঞানোপশমে ব্রহ্মৈব প্রাপ্নোতি ॥ (ভাষ্য)

যে ব্রাহ্মণ প্রাণায়ামপূর্ব্বক যথোক্ত নামরূপ সন্ধ্যা শব্দ বাচ্য আদিত্যকেই ব্রহ্মরূপে ধ্যান বা চিন্তা করেন, তাঁহার ঐহিক এবং পারত্রিক সকল প্রকার মঙ্গল হইয়া থাকে এবং উক্ত প্রকার ধ্যান দ্বারা যিনি ব্রহ্মের সাক্ষাৎ লাভ করেন তিনি স্বয়ং পূর্ব্বেই ব্রহ্ম হন, অনন্তর মহাজ্ঞানবান্ ও চিরজীবী হইয়া ঐ প্রকার জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানতা বিদূরিত হইলে তিনি সেই ব্রহ্মকেই পাইয়া থকেন।

গায়ত্রী শব্দার্থ

প্রতিগ্রহান্নদোষাচ্চ পাতকাদুপপাতকাৎ।
গায়ত্রী প্রোচ্যতে তস্মাৎ গায়ন্তং ত্রায়তে যতঃ ॥

যে ব্যক্তি গান অর্থাৎ জপ করে তাহাকে যিনি প্রতিগ্রহ দোষ (দান গ্রহণ), অন্নদোষ ও উপপাতকাদি পাতক হইতে ত্রাণ করেন, তিনিই গায়ত্রী নামে বিখ্যাতা।

গায়ত্রীর অর্থ

যিনি ওঁ (অ, উ, ম,) অর্থাৎ জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের জন্য ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বররূপ ধারণ করেন, যিনি ভূ র্ভুবঃ স্বঃ অর্থাৎ ত্রিভুবনের যাবতীয় পদার্থই যাঁহার মূর্ত্তি, যিনি বরেণ্য অর্থাৎ তাপত্রয় শান্তির জন্য ও সংসার হইতে নিস্তার লাভের জন্য প্রার্থনীয় এবং যিনি আমাদের বুদ্ধিকে পুরুষার্থবিষয়ে পরিচালনা করিতেছেন, সেই দেব সবিতার অর্থাৎ জগন্নির্ম্মাণাদিরূপ ক্রীড়াশীল পরমেশ্বরের ভর্গঃ অর্থাৎ তেজ আমি চিন্তা করি।

গায়ত্রী কবচ

(গায়ত্রী জপের পর পাঠ করিতে হইবে)

অস্য শ্রীগায়ত্রীকবচস্য ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরা ঋষয়ঃ, ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাণি ছন্দাংসি, পরব্রহ্মরূপিণী শ্রীগায়ত্রীদেবতা, প্রণবো বীজং, ভর্গঃ শক্তিঃ ধিয়ঃ কীলকং, মম নিত্যানন্দৈশ্বর্য্যসৌখ্যদ্বারা ব্রহ্মৈক্যভাবনাসিদ্ধ্যর্থে পাঠে বিনিয়োগঃ।

ওঁ তৎকারঃ পাতু মূর্দ্ধানং সকারঃ পাতু ভালকম্।
চক্ষুষী মে বিকারস্তু শ্রোত্রে রক্ষেত্তু কারকঃ ॥ ১
নাসাপুটে বর্কারস্তু রেকাশ্চ কপোলকৌ।
ণিকার ওষ্ঠদেশে তু অধরে য়ং প্রকল্পয়েৎ ॥ ২
আস্যমধ্যে ভকারস্তু র্গোকারশ্চিবুকং তথা।
দেকারঃ কণ্ঠদেশে তু বকারঃ স্কন্ধদেশতঃ ॥ ৩
স্যকারো দক্ষিণং হস্তং ধীকারো বামহস্তকম্।
মকারো হৃদয়ং রক্ষেদ্‌ হিকারো জঠরং তথা ॥ ৪
ধিকারো নাভিদেশে তু য়োকারস্তু কটিং মম।
গুহ্যং রক্ষতু য়ো-কার ঊরূ রক্ষেন্নঃকারকঃ ॥ ৫

প্রকারো জানুনী রক্ষেজ্জঙ্ঘে চোকারক তথা।
গুল্‌ফৌ রক্ষেদ্দকারস্তু য়াৎকারঃ পাতু পাদকৌ॥ ৬
ইত্যেতৎ কথিতং গুহ্যং বাধাশত-নিবারণম্।
জপারম্ভে চ হৃদয়ং জপান্তে কবচং পঠেৎ॥ ৭
স্ত্রী-গো-ব্রহ্মবধো যস্য পঠিত্বা ক্ষীণপাতকঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ ৮
ইতি গায়ত্রীকবচং সমাপ্তম্। ওঁ তৎসৎ ওঁ॥

গায়ত্রী কবচ (২)

ওঁ গায়ত্রী পূর্ব্বতঃ পাতু সাবিত্রী পাতু দক্ষিণে।
ব্রহ্মসন্ধ্যা তু মে পশ্চাদুত্তরে তু সরস্বতী॥
পাবকী মে দিশং পাতু পাবকী জলশায়িনী।
যাতুধানী দিশং রক্ষেৎ যাতুধানী ভয়ঙ্করী॥
পাবমানী দিশেং রক্ষেৎ পাপানাঞ্চ বিনাশিনী।
দিশং রৌদ্রী সদা পাতু রুদ্রাণী রুদ্ররূপিণী॥
ঊর্দ্ধং ব্রহ্মাণী মে রক্ষেদধস্তাদ্ বৈষ্ণবী তথা।
এবং দশ দিশোরক্ষেৎ সর্ব্বাঙ্গে ভুবনেশ্বরী॥
তৎপদং পাতু মে পাদং জঙ্ঘে মে সবিতুঃ পদম্।
বরেণ্যং কটিদেশন্তু নাভিং ভর্গস্তথৈব চ॥
দেবস্য হৃদয়ং পাতু ধীমহীতি গলং তথা।
ধিয়ো য়ো ইতি মে নেত্রং নঃ পদন্তু ললাটকম্॥
এবং পাদাদিমূর্দ্ধান্তং মূর্দ্ধানং মে প্রচোদয়াৎ।
ইদন্তু কবচং পুণ্যং হত্যাকোটিবিনাশনম্।
চতুঃষষ্টিকলা বিদ্যা পূর্ব্বপাপপ্রণাশিনী॥
জপারম্ভে চ গায়ত্রী জপান্তে কবচং পঠেৎ।

গো-স্ত্রী-ব্রহ্মবধাদীনি মিত্রদ্রোহাদিপাতকৈঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥
ইতি শ্রীনারদ-ব্রহ্ম-সংবাদে গায়ত্রীকবচং সমাপ্তম্।

গায়ত্রী-শাপোদ্ধার

(গায়ত্রী জপের পূর্ব্বে পাঠ্য)

গায়ত্র্যা ব্রহ্মশাপবিমোচনমন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো ব্রহ্ম-দেবতা ব্রহ্মশাপবিমোচনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ গায়ত্রি ত্বং যদ্ ব্রহ্মেতি ব্রহ্মবিদো বিদুস্ত্বাম্। পশ্যন্তি ধীরাঃ সুমনসো বা। গায়ত্রি! ত্বং ব্রহ্মশাপাদ্ বিমুক্তা ভব ॥ ১

গায়ত্র্যা বশিষ্ঠশাপবিমোচনমন্ত্রস্য বশিষ্ঠঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দো ব্রহ্ম-বিষ্ণু-রুদ্রা দেবতা বশিষ্ঠশাপবিমোচনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অর্কজ্যোতিরহং ব্রহ্মা ব্রহ্মজ্যোতিরহং শিবঃ।
শিবজ্যোতিরহং বিষ্ণু-র্বিষ্ণুজ্যোতিরহং শিবঃ।
গায়ত্রি ত্বং বশিষ্ঠশাপাদ্ বিমুক্তা ভব ॥২

গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্রশাপবিমোচনমন্ত্রস্য বিশ্বামিত্র-ঋষি-রনুষ্টুপ্ ছন্দো গায়ত্রী দেবতা বিশ্বামিত্রশাপবিমোচনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অহো দেবি! মহো দেবি! বিদ্যে সন্ধ্যে সরস্বতি।
অজরে অমরে চৈব ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তু তে।
গায়ত্রী ত্বং বিশ্বামিত্রশাপাদ্ বিমুক্তা ভব ॥ ৩

অনন্তর শিখাবন্ধন করা একান্ত আবশ্যক এবং সর্ব্বদা যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবে। কারণ শিখাবন্ধন ও যজ্ঞোপবীত ধারণ না করিয়া যাহা করা যায়, তাহা না করায়ই সমান অর্থাৎ তাহাতে কোন ফল হয় না। (শিখাবন্ধন ২৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

অতঃপর তিলকধারণ আচমন ও বিষ্ণু স্মরণ করা শাস্ত্রবিধি।

কোন দৈব কর্ম্ম কিংবা পিতৃকর্ম্ম করিতে হইলে প্রথমেই আচমন করার বিধি আছে। আচমন না করিলে কোন কার্য্যেই অধিকার জন্মে না এবং করিলেও তাহা নিষ্ফল হয় (আচমন প্রকরণ ২৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

সামবেদি-সন্ধ্যা

(উপনীত সামবেদী ব্রাহ্মণগণ এই সন্ধ্যা করিবেন)।

শুদ্ধাসনে উপবেশনপূর্ব্বক দুইবার আচমন ও বিষ্ণু স্মরণ এবং জলশুদ্ধি ও আসনশুদ্ধি করিয়া নিম্নলিখিত ছয়টী মন্ত্র পাঠ করিয়া মস্তকে এক একবার জলের ছিটা দিবে। এই প্রক্রিয়াকেই মার্জ্জন বলে।

মার্জ্জন

ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ, শমু নঃ সন্ত্বনূপ্যাঃ।
শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ শমু নঃ সন্তু কূপ্যাঃ ॥ ১
ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ, স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব।
পূতং পবিত্রেণেবাজ্য-মাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ ॥ ২
ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুব-স্তা ন উর্জ্জে দধাতন।
মহে রণায় চক্ষসে ॥ ৩

অনুবাদ।—মরুদেশস্থ জল আমাদের মঙ্গলদায়ক হউন। জলময় দেশস্থ জল আমাদের কল্যাণদায়ক হউন। সমুদ্রস্থ জল আমাদিগের মঙ্গলকারক হউন, এবং কূপোদ্ভব জল আমাদের মঙ্গলজনক হউন।১

অনুবাদ।—ঘর্ম্মাক্ত ব্যক্তি বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়া যেরূপ ঘর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হয়, স্নান করিলে যেরূপ শারীরিক মল হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়, সংস্কার বিধি দ্বারা ঘৃত যেরূপ পবিত্র হয়, তদ্রূপ জলসমূহ আমাকে পাপ হইতে পবিত্র করুন।২

অনুবাদ।—হে জল সকল, যেহেতু তোমরা সুখদায়ক হও, সেই

ওঁ যো বঃ শিবতমো রস-স্তস্য ভাজয়তেহ নঃ।
উশতীরিব মাতরঃ॥ ৪
ওঁ তস্মা অরং গমাম বো, যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ।
আপো জনয়থা চ নঃ॥ ৫
ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধা-ত্তপসোঽধ্যজায়ত।
ততো রাত্র্যজায়ত, ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ॥
ওঁ সমুদ্রাদর্ণবাদধি, সংবৎসরো অজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্, বিশ্বস্য মিষতো বশী॥
ওঁ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা, যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবঞ্চ পৃথিবী-ঞ্চান্তরিক্ষ-মথো স্বঃ (সুবঃ)॥ ৬

হেতু তোমরা আমাদিগকে ইহলোকে অন্নভোগে এবং পরলোকে সেই মহৎ ও রমণীয় ব্রহ্মদর্শনে অধিকারী কর।৩

অনুবাদ।—পুত্রহিতৈষিণী জননীসকল যেরূপ স্বীয় স্তন্যরস পান করাইয়া পুত্রের কল্যাণ বিধান করিয়া থাকেন, তদ্রূপ হে জলসকল, ইহকালে তোমরাও আমাদিগকে তোমাদের মঙ্গলময় রসভোগে অধিকারী কর।৪

অনুবাদ।—হে জলসকল, তোমরা তোমাদের যে রস দ্বারা জগতের সকলস্থানে সকল পদার্থকে পরিতৃপ্ত করিতেছ, সেই রসদ্বারা আমরাও যেন পরিতৃপ্ত হই, এবং তোমরাও আমাদিগকে সেইরূপ রসভোগে অধিকারী কর। ৫

অনুবাদ।—মহাপ্রলয়ে ঋত ও সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মই কেবলমাত্র বিদ্যমান ছিলেন এবং সেই সময় সমস্তই গাঢ় অন্ধকারময় ছিল। অনন্তর সর্ব্বতোভাবে ফলোন্মুখ অদৃষ্ট নিবন্ধন (অর্থাৎ জীবের প্রাক্তন কর্ম্মহেতু সৃষ্টির মূল স্বরূপ জলপূর্ণ সমুদ্র উৎপন্ন হইল। তৎপরে সেই প্রলয় পয়োধি জল হইতে প্রকাশমান জগতের নির্ম্মাণে সমর্থ ব্রহ্মা জন্মিলেন।

প্রাণায়াম *

পূরক, কুম্ভক, রেচক এই তিনপ্রকার প্রক্রিয়া করার নামই প্রাণায়াম। দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা দক্ষিণ নাসিকা টিপিয়া ধরিয়া পরে বাম নাসিকা দ্বারা ধীরে ধীরে শ্বাস গ্রহণ করার নাম পূরক। দক্ষিণ নাসিকা টিপিয়া রাখিয়াই অনামা ও কনিষ্ঠা দ্বারা বামনাসা টিপিয়া ধরার নাম কুম্ভক। দক্ষিণ নাসা হইতে অঙ্গুষ্ঠ ছাড়িয়া দিয়া ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়িয়া দেওয়ার নাম রেচক।

আপনার চতুর্দ্দিকে জল বেষ্টন করিয়া—

ওঁকারস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ। সপ্তব্যাহৃতীনাং প্রজাপতির্ঋষি র্গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুব্‌বৃহতী-পঙ্‌ক্তি-ত্রিষ্টুব্‌-জগত্যশ্ছন্দাংসি, অগ্নি-বায়ু-সূর্য্য-বরুণ-বৃহস্পতীন্দ্র-বিশ্বদেবা দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ। গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্রঋষি র্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা

তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব সৃষ্টির ন্যায় দিবাপ্রকাশক সূর্য্য এবং রজনী প্রকাশক চন্দ্রকে সৃষ্টি করিলেন, তাহাতে দিন ও রাত্রি হইতে লাগিল। এই প্রকারে দিন ও রাত্রি হওয়ায় সংবৎসরের সৃষ্টি হইল। অতঃপর ব্রহ্মা ক্রমে ক্রমে পৃথিবী, আকাশ, স্বর্গ এবং মহরাদি লোকের সৃষ্টি করিলেন। ৬

অনুবাদ।—প্রাণায়ামে যে ওঁকার, সপ্তব্যাহৃতি, গায়ত্রী ও গায়ত্রীশির উচ্চারিত হয়, সেই ওঙ্কার মন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা, ছন্দঃ গায়ত্রী,

---

* পূরক, কুম্ভক ও রেচক এই তিন প্রকার প্রাণায়াম। নাসিকা দ্বারা আকৃষ্ট নিঃশ্বাসকে পূরক, শ্বাস-প্রশ্বাস সঞ্চালন না হওয়াকে (নিশ্চল নিঃশ্বাসকে) কুম্ভক ও আকৃষ্ট শ্বাসত্যাগ করাকে রেচক বলে। এরূপভাবে নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিবে যে, যদি হাতে ছাতু থাকে, তাহাও যেন উড়িয়া না যায় অর্থাৎ খুব আস্তে আস্তে শ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ করিবে, বেগে নিঃশ্বাস ত্যাগ করিবে না।

দেবতা, প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ। গায়ত্রীশিরসঃ প্রজাপতি-ঋষির্ব্রহ্ম-বায়্বগ্নি-সূর্য্যাশ্চতস্রো দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ।। ৭

অনন্তর চক্ষু বুজিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠে পৈতা জড়াইয়া সেই অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসিকা টিপিয়া ধরিয়া বাম নাসিকা দ্বারা বায়ুর আকর্ষণপূর্ব্বক পূরক করিতে করিতে মনে মনে এই মন্ত্র পাঠ করিবে ; যথা—

(নাভৌ) রক্তবর্ণং চতুর্ম্মুখং দ্বিভুজং অক্ষসূত্রকমণ্ডলুকরং হংসাসন-সমারূঢ়ং ব্রহ্মাণং ধ্যায়ন্ ।। ৮

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ও স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যম্ ।। ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গোদেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ।। ওঁ আপোজ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্মভূর্ভুবঃ স্বরোম্ (সুবরোম্) ।। ৯

অতঃপর দক্ষিণ নাসা টিপিয়া রাখিয়াই অনামিকা ও কনিষ্ঠা দ্বারা

দেবতা অগ্নি এবং সকল কর্ম্মের প্রারম্ভে প্রয়োগ হয়। (ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ সত্যম্) এই সাতটী ব্যাহৃতির প্রজাপতি ঋষি, যথাক্রমে গায়ত্রী উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী এই সাতটী ছন্দঃ, অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, বরুণ, বৃহস্পতি, ইন্দ্র ও বিশ্বদেব এই সাত দেবতা এবং প্রাণায়ামে প্রয়োগ হয়। গায়ত্রীর বিশ্বামিত্র ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ সবিতা দেবতা এবং প্রাণায়ামে প্রয়োগ হয়। গায়ত্রীর শির (আপো জ্যোতী মন্ত্রের) প্রজাপতি ঋষি, ব্রহ্ম বায়ু অগ্নি ও সূর্য্য এই চারিটী দেবতা এবং প্রাণায়ামে প্রয়োগ হয়। ৭

অনুবাদ।—নাভিদেশে রক্তবর্ণ, চতুর্ম্মুখ, দ্বিভুজ, একহস্তে অক্ষসূত্র (রুদ্রাক্ষের জপমালা) এবং অপর হস্তে কমণ্ডলুধারী, হংসারূঢ় ব্রহ্মাকে ধ্যান করিতে করিতে। ৮

অনুবাদ।—সূর্য্য-মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তি-তেজের প্রাণভূত সৃষ্টিস্থিতি-ধ্বংসকারিণী শক্তির অভিন্ন আধারস্বরূপ সেই পরব্রহ্মকে আমি চিন্তা করি।

বামনাসিকা টিপিয়া শ্বাসবদ্ধ করিয়া কুম্ভক করিতে করিতে মনে মনে নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ করিবে।

(হৃদি) নীলোৎপল-দলপ্রভং চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্তং গরুড়ারূঢ়ং কেশবং ধ্যায়ন্। ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যম্॥ ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গোদেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ ওঁ আপো জ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্ (স্ুবরোম্)॥ ১০

অনন্তর দক্ষিণ নাসিকা হইতে অঙ্গুষ্ঠ ছাড়িয়া দিয়া ধীরে ধীরে বায়ু নিঃসারণ পূর্ব্বক রেচক করিতে করিতে মনে মনে নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ করিবে। যথা—

(ললাটে) শ্বেতং দ্বিভুজং ত্রিশূলডমরুকরং অর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতং

যিনি জন্মমৃত্যু দুঃখাদি বিনাশের নিমিত্ত উপাসনীয় এবং যিনি আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তিকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বিষয়ে প্রেরণ করিয়া থাকেন। তিনি ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য এই সপ্ত লোককে ব্যাপিয়া আপন জ্যোতিতে প্রকাশিত করিতেছেন। তিনিই জগতের কারণভূত জলস্বরূপ, বা তিনিই মণিপ্রস্তরাদি স্থাবরে তেজঃ স্বরূপ এবং তৃণ, বৃক্ষ, ওষধি প্রভৃতির অন্তরে রস স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তিনিই মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীটাদি জঙ্গমের অন্তরে চেতনাত্মা রূপে বিরাজ করিতেছেন; তিনিই ত্রিগুণাতীত পরব্রহ্ম এবং তিনিই পৃথিবী, আকাশ এবং স্বর্গ এই ত্রিলোকস্বরূপ। ৯

অনুবাদ।—হৃদয়ে নীলোৎপলকান্তি সদৃশ চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদাপদ্মধারী গরুড়ারূঢ় শ্রীবিষ্ণুকে ধ্যান করিতে করিতে। (অবশিষ্টাংশ ৯ম মন্ত্রের অনুবাদ দেখ)। ১০

অনুবাদ।—ললাটে শ্বেতবর্ণ দ্বিভুজ ত্রিশূল ডমরুধারী অর্দ্ধচন্দ্র-বিভূষিত ত্রিনয়ন বৃষভারূঢ় শম্ভুকে ধ্যান করিতে করিতে অবশিষ্টাংশ ৯ম মন্ত্রের অনুবাদ (দেখ)। ১১

ত্রিনেত্রং বৃষভারূঢ়ং শম্ভুং ধ্যায়ন্। ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যম্॥ ওঁ তৎসবিতুর্বরেণ্যং, ভর্গোদেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ ওঁ আপো জ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্ (সুবরোম্)॥ ১১

আচমন

গোকর্ণাকৃতি দক্ষিণ হস্তে অল্প পরিমাণ জল লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক আচমন করিবে। একবার মন্ত্রপাঠ করিয়া তিনবার জলপান করিবে। আচমনের শেষে ওষ্ঠমার্জ্জনাদিও আচমন প্রকরণানুসারে অনুষ্ঠান করিবে।

প্রাতঃসন্ধ্যায় আচমনের মন্ত্র

সূর্য্যশ্চ মেতি মন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষিঃ প্রকৃতিশ্ছন্দ আপো দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ সূর্য্যশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ। মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপভ্যো রক্ষন্তাম্। যদ্রাত্রিয়া (যদ্রাত্র্যা) পাপ-মকার্ষিং (মকার্ষং) মনসা

অনুবাদ—'সূর্য্যশ্চ মা' ইত্যাদি মন্ত্রের ব্রহ্মা ঋষি, প্রকৃতি ছন্দঃ, জল দেবতা এবং আচমনে প্রয়োগ হয়।

সূর্য্য, যজ্ঞ এবং যজ্ঞপতি ইন্দ্রাদি দেবগণ অসম্পূর্ণ যজ্ঞবিহিত পাপ হইতে (অথবা ক্রোধ এবং ক্রোধপতি ইন্দ্রিয়গণ ক্রোধজনিত পাপ হইতে) আমাকে রক্ষা করুন (অর্থাৎ আমার যেন এরূপ ক্রোধ না হয় যাহাতে আমি কোন কুকার্য্য করিয়া ফেলি)। আমি রাত্রিকালে (অজ্ঞানে) মন, বাক্য, হস্তদ্বয়, পাদদ্বয় উদর ও লিঙ্গ দ্বারা যে সমুদায় পাপকার্য্য করিয়াছি রাত্র্যধিষ্ঠাত্রী দেবতা তাহা নষ্ট করুন। আমাতে আর যে কিছু পাপ আছে, সেই সমস্ত পাপ এবং সেই পাপের কর্ত্তা আমাকে

বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যা-মুদরেণ শিশ্না। রাত্রিস্তদবলুম্পতু যৎ কিঞ্চ দুরিতং ময়ি। ইদমহং মামমৃতযোনৌ সূর্য্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা॥ ১২

মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় আচমনের মন্ত্র

মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় নিম্নলিখিত মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক আচমন করিবে এবং আচমনপ্রকরণে লিখিত প্রণালীতে ওষ্ঠমার্জ্জনাদি কার্য্য করিবে। মন্ত্র, যথা :—

আপঃ পুনন্ত্বিতি মন্ত্রস্য বিষ্ণুর্ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দ আপো দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ আপঃ পুনন্তু পৃথিবীং পৃথ্বী (পৃথিবী) পূতা পুনাতু মাম্। পুনন্তু ব্রহ্মণস্পতির্ব্রহ্ম পূতা পুনাতু মাম্। যদুচ্ছিষ্টমভোজ্যঞ্চ, যদ্ বা দুশ্চরিতং মম। সর্ব্বং পুনন্তু মামাপোঽসতাঞ্চ প্রতিগ্রহং স্বাহা॥ ১৩

সায়ংসন্ধ্যায় আচমন মন্ত্র

সায়ং সন্ধ্যার সময়ে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক পূর্ব্বলিখিত প্রণালীতে আচমন করিবে। মন্ত্র, যথা :—

আমি জগৎ কারণ সূর্য্যোপাধি জ্যোতিতে অর্থাৎ চৈতন্যশক্তি প্রকাশক পরমাত্মস্বরূপ সূর্য্যে হোম করিলাম; সমস্তপাপ নিঃশেষরূপে দগ্ধ হউক। ১২

অনুবাদ—'আপঃ পুনন্তু' প্রভৃতি মন্ত্রের বিষ্ণু ঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, জল দেবতা, এবং আচমনে ইহার প্রয়োগ হয়।

জল পৃথিবীকে পবিত্র করুন। পৃথিবী পবিত্র হইয়া আমাকে পবিত্র করুন এবং জল বেদাধ্যাপক আচার্য্যকে পবিত্র করুন। সেই বেদ পবিত্র হইয়া আমার জীবাত্মা অর্থাৎ আমাকে পবিত্র করুন। উচ্ছিষ্ট ভোজন, অভক্ষ্য ভক্ষণ, অসদাচরণ ও অসৎ প্রতিগ্রহ জনিত

অগ্নিশ্চ মেতি মন্ত্রস্য রুদ্রঋষিঃ প্রকৃতিশ্ছন্দ আপো দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অগ্নিশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ। মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাম্। যদহ্না পাপমকারিষং (মকার্ষং) মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যা-মুদরেণ শিশ্না। অহস্ত-দবলুম্পতু, যৎ কিঞ্চ দুরিতং ময়ি। ইদমহং মামমৃতযোনৌ সত্যে জ্যোতিষি জুহোমি স্বাহা।। ১৪

পুনর্ম্মার্জ্জন

ওঁ (বলিয়া মস্তকে জলের ছিটা দিবে)। ভূর্ভুবঃ স্বঃ (বলিয়া মস্তকে জলের ছিটা দিবে)। 'তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ' (বলিয়া মস্তকে জলের ছিটা দিবে)।

আমার যে কিছু পাপ আছে, জল সেই সকল পাপ হইতে আমাকে পবিত্র করুন। সেই সমস্ত পাপ নিঃশেষরূপে দগ্ধ হইয়া যাউক।১৩

অনুবাদ।—'অগ্নিশ্চ মা' ইত্যাদি মন্ত্রের রুদ্র ঋষি, প্রকৃতিচ্ছন্দঃ, জল দেবতা এবং আচমনে ইহার প্রয়োগ হয়।

অগ্নি, ক্রোধ ও ক্রোধপতি ইন্দ্রিয় সকল ক্রোধজনিত পাপ হইতে অথবা অগ্নি যজ্ঞ এবং যজ্ঞপতি ইন্দ্রাদিদেবতা সকল অসম্পূর্ণ যজ্ঞ কৃত পাপ হইতে আমাকে রক্ষা করুন। আমি দিবাভাগে (অজ্ঞানে) মন, বাক্য হস্তদ্বয়, পাদদ্বয়, উদর এবং লিঙ্গ দ্বারা যে পাপ করিয়াছি, দিবাধিষ্ঠাত্রী দেবতা তাহা নষ্ট করুন। আমাতে অর্থাৎ আমার শরীরে যে কিছু পাপ আছে, সেই সকল পাপ এবং পাপের কর্ত্তা আমাকে অর্থাৎ আমার লিঙ্গ শরীরকে আমি জগৎকারণ অমৃতযোনি চৈতন্যশক্তি প্রকাশক জ্যোতির্ম্ময় সত্যরূপে অর্থাৎ পরব্রহ্মে হোম করিলাম। ঐ সমস্ত পাপ নিঃশেষে ভস্মীভূত হউক। ১৪

আপো হি ষ্ঠেতি ঋক্‌ত্রয়স্য সিন্ধুদ্বীপঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ আপো দেবতা মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়ো ভুব, স্তা ন উর্জ্জে দধাতন, মহে রণায় চক্ষসে। ওঁ যো বঃ শিবতমোরস,-স্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ। ওঁ তস্মা অরং গমাম বো, যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ॥ (এই মন্ত্র বলিয়া মস্তকে জলের ছিটা দিবে)। ১৫

অঘমর্ষণ

অনন্তর দক্ষিণ হস্ত গোকর্ণাকৃতি করিয়া তাহাতে জলগণ্ডূষ গ্রহণ পূর্ব্বক নাসিকাগ্রে ধরিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র তিনটী পাঠ করিবে। এই সময় মনে মনে চিন্তা করিতে হইবে যে নিঃশ্বাসের সহিত শরীরাভ্যন্তরস্থ পাপরাশি নির্গত হইয়া ঐ জলে মিশিয়াছে, তারপর ঐ জল সজোরে বামপার্শ্বস্থ ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে। এই প্রক্রিয়াকেই অঘমর্ষণ বলে। সক্ষম হইলে এইরূপ তিনবার করিবে, কিন্তু তিনবার করিলে প্রত্যেক বারে মন্ত্রও পড়িতে হইবে।

অঘমর্ষণ মন্ত্র, যথা—

ঋতমিত্যস্য ঋক্‌ত্রয়স্য অঘমর্ষণঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দো ভাববৃত্তি র্দেবতা অশ্বমেধাবভৃথে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধা-ত্তপসোঽধ্যজায়ত।
ততো রাত্র্যজায়ত, ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ॥
ওঁ সমুদ্রাদর্ণবাদধি, সংবৎসরো অজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্‌, বিশ্বস্য মিষতো বশী॥

অনুবাদ—'আপো হি ষ্ঠা' ইত্যাদি মন্ত্রত্রয়ের সিন্ধুদ্বীপ ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, জল দেবতা এবং মার্জ্জনে ইহার প্রয়োগ হয়। [৩।৪।৫ মন্ত্রের অনুবাদ দ্রষ্টব্য।] ১৫

অনুবাদ—'ঋতম্‌' ইত্যাদি মন্ত্রের অঘমর্ষণ ঋষি, অনুষ্টুপ্‌ ছন্দঃ,

ওঁ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা, যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষমথো স্বঃ॥ * ১৬

জলাঞ্জলি

অনন্তর হস্তপ্রক্ষালন পূর্ব্বক আচমন করিয়া, সূর্য্যাভিমুখে দাঁড়াইয়া নিম্নলিখিত গায়ত্রী মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া সূর্য্যের দিকে তিন অঞ্জলি জল নিক্ষেপ করিবে। মধ্যাহ্নে একবার গায়ত্রী পাঠ করিয়া এক অঞ্জলি মাত্র জল নিক্ষেপ করিবে। মন্ত্র, যথা—

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ ১৭

সূর্য্যোপস্থান

অনন্তর সূর্য্যাভিমুখে দাঁড়াইয়া (উভয় পদাগ্রের উপর অঙ্গভার রাখিয়া দাঁড়াইয়া) নিম্নলিখিত মন্ত্র তিনটী উচ্চারণ করিবে। প্রাতঃসন্ধ্যায় ও সায়ংসন্ধ্যায় কৃতাঞ্জলি ও মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় ঊর্দ্ধবাহু হইয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়।

উদুত্যমিত্যস্য প্রস্কণ্ব ঋষির্গায়ত্রীছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ উদু ত্যং জাত-বেদসং, দেবং বহন্তি কেতবঃ।
দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যম্॥ ১৮

ভাববৃত্তি অর্থাৎ রাত্রি প্রভৃতি পদার্থ দেবতা এবং অশ্বমেধ যজ্ঞান্তে স্নান-কার্য্যে প্রয়োগ হয়। [অবশিষ্টাংশ ৬ষ্ঠ মন্ত্রের অনুবাদ দ্রষ্টব্য।] ১৬

অনুবাদ—৬১ পৃঃ গায়ত্রীর অর্থ দ্রষ্টব্য। ১৭

অনুবাদ—'উদুত্যম্' ইত্যাদি মন্ত্রের প্রস্কণ্ব ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ, সূর্য্য দেবতা এবং সূর্য্যোপাসনায় প্রয়োগ হয়।

---

* 'স্বঃ' স্থানে 'সুবঃ' পাঠ করিবে।

চিত্রমিত্যস্য কুৎসঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ চিত্রং দেবানা-মুদগা-দনীকং, চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ। আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং, সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থূষশ্চ ॥ ১৯

ওঁ নমো ব্রহ্মণে, নমো ব্রাহ্মণেভ্যো, নম আচার্য্যেভ্যো, নমঃ ঋষিভ্যো, নমো দেবেভ্যো, নমো বেদেভ্যো, নমো বায়বে চ, মৃত্যবে চ, বিষ্ণবে চ, নমো বৈশ্রবণায় চোপজায়ত ॥ ২০

অঙ্গন্যাস

"ওঁ হৃদয়ায় নমঃ" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামিকার অগ্রভাগ দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিবে। "ভূ শিরসে স্বাহা" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মধ্যমা ও তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা মস্তক স্পর্শ করিবে। "ভুঁ শিখায়ৈ বষট্" এই মন্ত্র বলিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা শিখা স্পর্শ করিবে। "বঃ কবচায় হুং" এই মন্ত্র বলিয়া দক্ষিণ ও বাম হস্তের পঞ্চাঙ্গুলির দ্বারা দক্ষিণ ও বাম বাহু

জগতের প্রকাশনার্থ কিরণসমূহ সেই অগ্নি তুল্য তেজোময় সূর্য্য দেবকে ঊর্দ্ধে ধারণ করিতেছে।১৮

অনুবাদ—'চিত্রম্' ইত্যাদি মন্ত্রের কুৎস ঋষি, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ, সূর্য্য দেবতা এবং সূর্য্যোপাসনায় প্রয়োগ হয়।

মিত্র-বরুণ-অগ্নি প্রভৃতি দেবতার অধিষ্ঠিত অখিল জগতের প্রকাশক, সমগ্র দেবতার সমষ্টিস্বরূপ, স্থাবর ও জঙ্গমের অন্তর্য্যামী সূর্য্য আশ্চর্য্যরূপে উদিত হইয়াছেন; এবং স্বীয় রশ্মিজালে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও আকাশকে পরিপূর্ণ করিয়াছেন। ১৯

অনুবাদ—ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণগণ, বেদাধ্যাপকগণ, ঋষিগণ, দেবগণ, বেদসকল, বায়ু, মৃত্যু, বিষ্ণু ও বৈশ্রবণ ইঁহাদিগকে প্রণাম করি। ২০

স্পর্শ করিবে। "স্বঃ অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্র বলিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা যোগ করিয়া বাম করতলে আঘাত করিয়া তালি দিবে। এইরূপ তিনবার করিবে।

গায়ত্রী আবাহন

কৃতাঞ্জলি হইবা নিম্নলিখিত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া গায়ত্রী দেবীর আবাহন করিবে।

ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
গায়ত্রি চ্ছন্দসাং মাত ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তু তে ॥ ২১

[গায়ত্রী জপের পূর্ব্বে ও পরে গায়ত্রী কবচ পাঠ করিবে এবং গায়ত্রীর শাপোদ্ধার পাঠ করিবার পর গায়ত্রী জপ করিবে]।

গায়ত্রীর ঋষ্যাদি

গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষি র্গায়ত্রী চ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ ॥ ২২

গায়ত্রীর ধ্যান

প্রাতঃসন্ধ্যায়

ওঁ কুমারী মৃগ্‌বেদযুতাং ব্রহ্মরূপাং বিচিন্তয়েৎ।
হংসস্থিতাং কুশহস্তাং সূর্য্যমণ্ডল-সংস্থিতাম্ ॥ ২৩

অনুবাদ—হে বরদাত্রি, হে দেবি, হে অক্ষরত্রয়ময়ি, (প্রণব স্বরূপে), হে বেদপ্রকাশিনি, হে বেদমাতঃ পরব্রহ্মোদ্ভবে গায়ত্রি, তুমি আগমন কর, তোমাকে প্রণাম করি। ২১

অনুবাদ—গায়ত্রীর বিশ্বামিত্র ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, সবিতা (জগৎ প্রসবিতা পরমেশ্বর) দেবতা, এবং জপে ও উপনয়নে প্রয়োগ হয়। ২২

অনুবাদ—প্রাতঃকালে গায়ত্রীদেবীকে কুমারী, ঋগ্বেদধারিণী,

মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায়।

ওঁ মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপাঞ্চ তার্ক্ষ্যস্থাং পীতবাসসম্।
যুবতীঞ্চ যজুর্ব্বেদাং সূর্য্যমণ্ডল -সংস্থিতাম্ ॥২৪

সায়ংসন্ধ্যায়

ওঁ সায়াহ্নে শিবরূপাঞ্চ, বৃদ্ধাং বৃষভবাহিনীম্।
সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থাং, সামবেদ-সমাযুতাম্ ॥ ২৫

গায়ত্রী জপ

ওঁ ভূ র্ভুবঃস্বঃ। তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং,
ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ ॥ ২৬*

গায়ত্রী মন্ত্র অন্ততঃ দশবার জপ করিবে।

জপের নিয়ম—প্রাতঃ সন্ধ্যায় বুকের কাছে বাঁ হাত চিৎ করিয়া তাহার উপর ডান হাত চিৎ করিয়া রাখিয়া, মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায় বুকের কাছে ডান হাত কাইৎ করিয়া তাহার উপর বাঁ হাত কাইৎ করিয়া রাখিয়া, এবং

ব্রহ্মরূপা, হংসারূঢ়া, কুশহস্তা ও সূর্য্যমণ্ডলস্থিতা এই প্রকার চিন্তা করিবে। ২৩

অনুবাদ—মধ্যাহ্নে গায়ত্রীদেবীকে যুবতী, যজুর্ব্বেদধারিণী, বিষ্ণু-রূপিণী, গরুড়ারূঢ়া, পীতবসনা ও সূর্য্যমণ্ডলস্থিতা এইরূপ চিন্তা করিবে। ২৪

অনুবাদ—সায়াহ্নে গায়ত্রীদেবীকে বৃদ্ধা, সামবেদ-ধারিণী, রুদ্ররূপা, বৃষারূঢ়া ও সূর্য্যমণ্ডলস্থিতা এইরূপ চিন্তা করিবে। ২৫

অনুবাদ—২৬এর অনুবাদ পূর্ব্বে (৬১ পৃষ্ঠায়) দ্রষ্টব্য। ২৬

যোগী যাজ্ঞবল্ক্য :—

ওঁ কারং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য ভূর্ভুবঃ স্বস্ততঃ পরম্।
গায়ত্রী প্রণবশ্চান্তে জপ এবমুদাহৃতঃ ॥

সায়ংসন্ধ্যার বুকের কাছে ডান হাত উপুড় করিয়া তাহার উপর বাঁ হাত উপুড় করিয়া রাখিয়া ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠে পৈতা জড়াইয়া, উত্তরীয় থাকিলে উত্তরীয়ের ভিতর ঐরূপে দুই হাত রাখিয়া, ডান হাতেই জপ করিবে। গায়ত্রী জপকালে অঙ্গুষ্ঠের অগ্র পর্ব্ব দ্বারা যথাক্রমে অনামিকার মধ্য ও মূল পর্ব্ব, কনিষ্ঠার মূল, মধ্য ও অগ্র পর্ব্ব, অনামিকার অগ্রপর্ব্ব, মধ্যমার অগ্র পর্ব্ব ও তর্জ্জনীর অগ্র, মধ্য ও মূল পর্ব্ব ধরিয়া জপ করিলে ১০ বার জপ হইবে। প্রত্যেক অঙ্গুলির পর্ব্ব অর্থাৎ পাব ধরিবে; গ্রন্থি অর্থাৎ গাঁইট ও অগ্রভাগ ধরিবে না এবং অঙ্গুষ্ঠেরও অগ্রপর্ব্ব দিয়া ধরিবে, অগ্রভাগ দিয়া ধরিবে না।

গায়ত্রীর বিসর্জ্জন

জপ করিবার পর নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া এক অঞ্জলি জল দিয়া গায়ত্রী দেবীর বিসর্জ্জন করিবে।

ওঁ মহেশবদনোৎপন্না, বিষ্ণোর্হৃদয়সম্ভবা।
ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতা, গচ্ছ দেবি যথেচ্ছয়া॥ ২৭

উপর্য্যুক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া এক অঞ্জলি কিংবা এক কুশী জল ফেলিতে হইবে।

ওঁ অনেন জপেন ভগবন্তা-বাদিত্যশুক্রৌ প্রীয়েতাম্। ওঁ আদিত্য-শুক্রাভ্যাং নমঃ॥ ২৮

অনুবাদ—হে দেবি গায়ত্রি, তুমি মহেশ্বরের মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, তুমি বিষ্ণুর হৃদয়ে অবস্থান করিতেছ, এবং হে দেবি গায়ত্রি, ব্রহ্মা তোমাকে বিদিত আছেন। এক্ষণে হে দেবি গায়ত্রি, তুমি তোমার ইচ্ছামত গমন কর। ২৭

অনুবাদ—এই জপ দ্বারা ভগবান্ আদিত্য ও শুক্র উভয়ে হউন। আদিত্য ও শুক্রকে জল দ্বারা তৃপ্ত করি। ২৮

এই মন্ত্র বলিয়া এক অঞ্জলি বা এক কুশী জল ফেলিতে হইবে

আত্মরক্ষা

জাতবেদস ইত্যস্য কশ্যপ ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নির্দেবতাত্মরক্ষায়াং জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ জাতবেদসে সুনবাম সোম-মরাতীয়তো নিদহাতি বেদঃ। স নঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা, নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ ॥ ২৯

এই মন্ত্র বলিয়া আপনার চারিদিকে জলবেষ্টন করিবে।

রুদ্রোপস্থান

অতঃপর কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে ঃ—

ঋতমিত্যস্য কালাগ্নিরুদ্র ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দো রুদ্রোদেবতা রুদ্রোপস্থানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলম্।
ঊর্দ্ধলিঙ্গং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপায় বৈ নমোনমঃ ॥ ৩০

অনুবাদ—জাতবেদসে ইত্যাদি মন্ত্রের ঋষি কশ্যপ, ছন্দঃ ত্রিষ্টুপ্, দেবতা অগ্নি এবং আত্মরক্ষার্থ জপে প্রয়োগ হয়। আমরা অগ্নির প্রীতির জন্য সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান করি। সেই অগ্নি আমাদের শত্রুর ধন ভস্ম করুন, এবং নাবিক নৌকা দ্বারা যেমন নদী পার করে, অগ্নি সেইরূপ সমস্ত দুঃখ হইতে এবং দুঃখের হেতুভূত পাপ হইতে আমাদিগকে পার করুন। ২৯

অনুবাদ—ঋতমিতি মন্ত্রের ঋষি কালাগ্নিরুদ্র, ছন্দঃ অনুষ্টুপ, দেবতা রুদ্র এবং রুদ্রোপাসনায় প্রয়োগ হয়। যিনি প্রকৃত পক্ষে সত্য, যিনি ভক্তানুগ্রহের নিমিত্ত উমামহেশ্বরাত্মক পুরুষরূপ ধারণ করেন, যিনি দক্ষিণে মহেশ্বর ভাগে কৃষ্ণবর্ণ, বামে উমাভাগে পিঙ্গলবর্ণ; যিনি যোগ বলে ঊর্দ্ধরেতা, এবং যিনি ত্রিনয়ন বলিয়া বিরূপাক্ষ, সেই বিশ্বরূপ পরব্রহ্মকে আমি বারংবার প্রণাম করি। ৩০

পরে নিম্নলিখিত প্রত্যেক মন্ত্র বলিয়া এক এক অঞ্জলি জল দিবে।

ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। ওঁ রুদ্রায় নমঃ। ওঁ বরুণায় নমঃ॥ ৩১

সূর্য্যার্ঘ্য

অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিয়া সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্যদ্রব্য বা কেবলমাত্র জলদ্বারা সূর্য্যার্ঘ্য দিয়া নমস্কার করিবে। সূর্য্যার্ঘ্য মন্ত্র, যথা—

ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।
জগৎসবিত্রে শুচয়ে, সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে॥
ইদমর্ঘ্যং ওঁ নমঃ শ্রীসূর্য্যায়॥ ৩২

সূর্য্য প্রণাম।

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেযং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥
ওঁ নমো ভগবতে শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। ৩৩
ওঁ নমঃ সবিত্রে জগদেকচক্ষুষে জগৎ-প্রসূতি-স্থিতি-নাশ-হেতবে।
ত্রয়ীময়ায় ত্রিগুণাত্মধারিণে বিরিঞ্চি-নারায়ণ-শঙ্করাত্মনে॥ ৩৪

অনুবাদ—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ও বরুণকে জল দ্বারা তৃপ্ত করি। ৩১

অনুবাদ—হে পরব্রহ্মস্বরূপ সবিতৃদেব, তুমি তেজস্বী, দীপ্তিমান্, বিশ্বব্যাপী তেজের আধার, জগতের কর্ত্তা, পবিত্র, কর্ম্ম প্রবর্ত্তক, তোমাকে প্রণাম করি। এই অর্ঘ্য সূর্য্যদেবকে অর্পণ করিলাম। ৩২

অনুবাদ।—জবাপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ, কশ্যপের পুত্র, অতিশয় দীপ্তিশালী, অন্ধকার বিনাশী, সকল পাপের নাশক দিবাকরকে প্রণাম করি। ৩৩

অনুবাদ—জগতের একমাত্র চক্ষুঃস্বরূপ, জগতের সৃষ্টিস্থিতি

পরে সন্ধ্যাদি কার্য্যের ন্যূনতা পরিহারকল্পে ডান হাতে এক গণ্ডূষ জল লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিয়া গায়ত্রীদেবীকে দিবে।

ওঁ যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
পূর্ণং ভবতু তৎ সর্ব্বং ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরি ॥ ৩৫

অতঃপর আচমন করিবে। সূর্য্যার্ঘের পূর্ব্বে ব্রহ্মযজ্ঞাত্মকম বেদচতুষ্টয়ের আদি মন্ত্র চতুষ্টয় (যজুর্ব্বেদী সন্ধ্যার পরে দ্রষ্টব্য) উচ্চারণ করিবে। এই মন্ত্র চতুষ্টয় প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ং সন্ধ্যায় পাঠ করিবে না। কেবল মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায় পাঠ করিবে।

ইতি সামবেদীয় সন্ধ্যাপ্রয়োগ সমাপ্ত।

ঋগ্‌বেদীয় সন্ধ্যা

(এই সন্ধ্যা উপনীত ঋগ্‌বেদি-ব্রাহ্মণগণের কর্ত্তব্য)।

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং, সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্।”

এই মন্ত্রে আচমন প্রকরণে লিখিত নিয়মানুসারে দুইবার আচমন ও বিষ্ণুস্মরণাদি করিয়া নিম্নলিখিত ছয়টী মন্ত্র পাঠ করিবে এবং প্রত্যেকবার নিজের মস্তকে জলের ছিটা দিবে। এইরূপ প্রক্রিয়ার নাম আপোমার্জ্জন বা মন্ত্রস্নান।

ও সংহারের হেতু, ত্রিবেদাত্মক, ত্রিগুণাত্মক, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবস্বরূপ সবিতা দেবতাকে নমস্কার করি। ৩৪

অনুবাদ—হে সুরেশ্বরি, আমার এই সকল মন্ত্রোচ্চারণে যদি কোন অক্ষর পরিভ্রষ্ট হইয়া থাকে, এবং যদি কোন অক্ষর মাত্রাহীন হইয়া থাকে, সেই সকল তোমার প্রসাদে সম্পূর্ণ হউক। ৩৫

মার্জ্জন

ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ, শমু নঃ সন্তনুপ্যাঃ।
শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ শমু নঃ সন্ত কূপ্যাঃ ।১
ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ, স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব।
পূতং পবিত্রেণেবাজ্য-মাপঃ শুন্ধন্ত মৈনসঃ ॥ ২
ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুব-স্তা ন উর্জ্জে দধাতন
মহে রণায় চক্ষসে ॥ ৩
ওঁ যো বঃ শিবতমো রস-স্তস্য ভাজয়তেহ নঃ।
উশতীরিব মাতরঃ ॥ ৪

অনুবাদ।—মরুদেশস্থ জল আমাদের মঙ্গলদায়ক হউন। জলময় দেশস্থ জল আমাদের কল্যাণদায়ক হউন। সমুদ্রস্থ জল আমাদিগের মঙ্গলকারক হউন, এবং কূপোদ্ভব জল আমাদের মঙ্গলজনক হউন।১

অনুবাদ।—ঘর্ম্মাক্ত ব্যক্তি বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়া যেরূপ ঘর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হয়, স্নান করিলে যেরূপ শারীরিক মল হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়, সংস্কার বিধি দ্বারা ঘৃত যেরূপ পবিত্র হয়, তদ্রূপ জলসমূহ আমাকে পাপ হইতে পবিত্র করুন।২

অনুবাদ।—হে জল সকল, যেহেতু তোমরা সুখদায়ক হও, সেই হেতু তোমরা আমাদিগকে ইহলোকে অন্নভোগে এবং পরলোকে সেই মহৎ ও রমণীয় ব্রহ্মদর্শনে অধিকারী কর।৩

অনুবাদ।—পুত্রহিতৈষিণী জননীসকল যেরূপ স্বীয় স্তন্যরস পান করাইয়া পুত্রের কল্যাণ বিধান করিয়া থাকেন, তদ্রূপ হে জলসকল, ইহকালে তোমরাও আমাদিগকে তোমাদের মঙ্গলময় রসভোগে অধিকারী কর।৪

ওঁ তস্মা অরং গমাম বো, যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ।
আপো জনয়থা চ নঃ ॥ ৫

ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধা-ত্তপসোঽধ্যজায়ত।
ততো রাত্র্যজায়ত, ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ ॥
ওঁ সমুদ্রাদর্ণবাদধি, সংবৎসরো অজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্, বিশ্বস্য মিষতো বশী ॥
ওঁ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা, যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষ-মথো স্বঃ * ॥ ৬

অনুবাদ।—হে জলসকল, তোমরা তোমাদের যে রস দ্বারা জগতের সকলস্থানে সকল পদার্থকে পরিতৃপ্ত করিতেছ, সেই রস দ্বারা আমরাও যেন পরিতৃপ্ত হই, এবং তোমরাও আমাদিগকে সেইরূপ রসভোগে অধিকারী কর।৫

অনুবাদ।—মহাপ্রলয়ে ঋত ও সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মই কেবলমাত্র বিদ্যমান ছিলেন এবং সেই সময় সমস্তই গাঢ় অন্ধকারময় ছিল। অনন্তর সর্ব্বতোভাবে ফলোন্মুখ অদৃষ্ট নিবন্ধন (অর্থাৎ জীবের প্রাক্তন কর্ম্মহেতু) সৃষ্টির মূল স্বরূপ জলপূর্ণ সমুদ্র উৎপন্ন হইল। তৎপরে সেই প্রলয় পয়োধি জল হইতে প্রকাশমান জগতের নির্ম্মাণে সমর্থ ব্রহ্মা জন্মিলেন। তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব সৃষ্টির ন্যায় দিবাপ্রকাশক সূর্য্য এবং রজনী প্রকাশক চন্দ্রকে সৃষ্টি করিলেন, তাহাতে দিন ও রাত্রি হইতে লাগিল। এই প্রকারে দিন ও রাত্রি হওয়ায় সংবৎসরের সৃষ্টি হইল। অতঃপর ব্রহ্মা ক্রমে ক্রমে পৃথিবী, আকাশ স্বর্গ এবং মহরাদি লোকের সৃষ্টি করিলেন। ৬

---

* 'স্বঃ' স্থানে 'সুবঃ' পাঠ কর্ত্তব্য।

প্রাণায়াম

প্রথমে আপনার চতুর্দ্দিকে জলবেষ্টন করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রসকল পাঠ করিবে।

ওঁকারস্য ব্রহ্মঋষিরগ্নির্দ্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ ॥

সপ্তব্যাহৃতীনাং বিশ্বামিত্র-জমদগ্নি-ভরদ্বাজ-গৌতমাত্রি-বশিষ্ঠ-কশ্যপা ঋষয়ঃ, অগ্নিবায়্বাদিত্যবৃহস্পতিবরুণেন্দ্রবিশ্বদেবা দেবতাঃ, গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুব্ বৃহতীপঙ্‌ক্তিত্রিষ্টুব্ জগত্যশ্ছন্দাংসি প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ ॥

সাবিত্র্যা বিশ্বামিত্রঋষিঃ, সবিতা দেবতা, গায়ত্রীচ্ছন্দঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ ॥

গায়ত্রীশিরসঃ প্রজাপতি ঋষির্ব্রহ্মবায়্বগ্নিসূর্য্যাশ্চতস্রো দেবতাঃ গায়ত্রীচ্ছন্দঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ ॥৭

অনন্তর দক্ষিণ হস্তের পৈতা সহ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসা টিপিয়া বাম নাসা দ্বারা শ্বাস গ্রহণপূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া ব্রহ্মার ধ্যান করিতে করিতে পূরক করিবে।

অনুবাদ।—প্রাণায়ামে যে ওঁকার, সপ্তব্যাহৃতি, গায়ত্রী ও গায়ত্রীশির উচ্চারিত হয় সেই ওঙ্কার মন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা, ছন্দঃ গায়ত্রী, দেবতা অগ্নি এবং সকল কর্ম্মের প্রারম্ভে প্রয়োগ হয়। (ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ সত্যম্) এই সাতটী ব্যাহৃতির বিশ্বামিত্র জমদগ্নি ভরদ্বাজ গৌতম অত্রি বশিষ্ঠ ও কশ্যপ ঋষি, যথাক্রমে গায়ত্রী উষ্ণিক্ অনুষ্টুপ্ বৃহতী পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী এই সাতটী ছন্দঃ, অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, বরুণ বৃহস্পতি, ইন্দ্র ও বিশ্বদেব এই সাত দেবতা এবং প্রাণায়ামে প্রয়োগ হয়। গায়ত্রীর বিশ্বামিত্র ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ সবিতা দেবতা এবং প্রাণায়ামে প্রয়োগ হয়। গায়ত্রীর শির (আপো জ্যোতী মন্ত্রের) প্রজাপতি ঋষি, ব্রহ্ম বায়ু অগ্নি ও সূর্য্য এই চারিটী দেবতা এবং প্রাণায়ামে প্রয়োগ হয়। ৭

ওঁ হংসস্থং দ্বিভুজং রক্তং সাক্ষসূত্রকমণ্ডলুম্।
চতুর্ম্মুখমহং বন্দে ব্রহ্মাণং নাভিমণ্ডলে ॥ ৮

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যম্। ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥

ওঁ আপো জ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোঁ (স্বরোম্) ॥ ৯

তৎপরে অনামিকা ও কনিষ্ঠা দ্বারা বাম নাসা টিপিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে বিষ্ণুর ধ্যান করতঃ বায়ু নিরোধরূপ কুম্ভক করিবে।

ওঁ শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধরং গরুড়-বাহনম্।
হৃদি নীলোৎপলশ্যামং বিষ্ণুং বন্দে চতুর্ভুজম্ ॥ ১০

অনুবাদ।—নাভিদেশে রক্তবর্ণ, চতুর্ম্মুখ, দ্বিভুজ, একহস্তে অক্ষ সূত্র (রুদ্রাক্ষের জপমালা) এবং অপর হস্তে কমণ্ডলুধারী হংসারূঢ় ব্রহ্মাকে ধ্যান করি। ৮

অনুবাদ।—সূর্য্য-মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তি তেজের প্রাণভূত সৃষ্টিস্থিতি-ধ্বংসকারিণী শক্তির অভিন্ন আধারস্বরূপ সেই পরব্রহ্মকে আমি চিন্তা করি। যিনি জন্মমৃত্যু দুঃখাদি বিনাশের নিমিত্ত উপাসনীয় এবং যিনি আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তিকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বিষয়ে প্রেরণ করিয়া থাকেন। তিনি ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ জনঃ তপঃ ও সত্যং এই সপ্ত লোককে ব্যাপিয়া আপন জ্যোতিতে প্রকাশিত করিতেছেন। তিনিই জগতের কারণভূত জলস্বরূপ, তিনিই মণিপ্রস্তরাদি স্থাবরে জ্যোতিঃ স্বরূপ এবং তৃণ, বৃক্ষ, ওষধি প্রভৃতির অন্তরে রস স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তিনিই মনুষ্য পশু, পক্ষী, কীটাদি জঙ্গমের অন্তরে চেতনাত্মারূপে বিরাজ করিতেছেন; তিনিই ত্রিগুণাতীত পরব্রহ্ম এবং তিনিই পৃথিবী, আকাশ এবং স্বর্গ এই ত্রিলোকস্বরূপ। ৯

অনুবাদ।—হৃদয়ে নীলোৎপলকান্তি সদৃশ চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী গরুড়ারূঢ় শ্রীবিষ্ণুকে ধ্যান করি। ১০

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যম্। ওঁ তৎ-সবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥

ওঁ আপো জ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোঁ (স্থবরোম্) ॥ ১১

অনন্তর দক্ষিণ নাসা হইতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সরাইয়া লইয়া ঐ নাসা দ্বারা পূর্ব্ব গৃহীত শ্বাস ত্যাগ করিবে; শ্বাস এরূপভাবে ধীরে ত্যাগ করিবে যে, সম্মুখে শক্তু অর্থাৎ ছাতু থাকিলেও তাহা যেন না উড়িতে পারে। নিম্নলিখিত মন্ত্রে শিবকে মনে মনে ধ্যান করিতে করিতে রেচক করিবে। মন্ত্র যথা—

ওঁ শ্বেতং ত্রিশূল-ডমরুকরং অর্দ্ধচন্দ্র-বিভূষিতম্।
ত্রিলোচনং ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিধানং বৃষবাহনম্।
ললাটে চিন্তয়েৎ শম্ভুং দেবং ভুজগ-ভূষণম্ ॥ ১২

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যম্। ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥

ওঁ আপো জ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোঁ। (স্থবরোম্) ।। ১৩

পুনর্ম্মার্জ্জন

ডান হাত উপুড় করিয়া তর্জ্জনী মুড়িয়া মধ্যমার অগ্রভাগ জলে ধরিয়া (নখ না ঠেকে) নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে—

ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু-কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥ ১৪

অনুবাদ।—(৯ম মন্ত্রের অনুবাদ দ্রষ্টব্য) ।১১

অনুবাদ—ললাটে শ্বেতবর্ণ ত্রিশূল ডমরুধারী অর্দ্ধচন্দ্র-বিভূষিত ত্রিনয়ন বৃষভারূঢ় সর্পালঙ্কৃত ব্যাঘ্রচর্ম্মধারী শম্ভুকে ধ্যান করিবে। ১২

অনুবাদ -(৯ম মন্ত্রের অনুবাদ দ্রষ্টব্য)। ১৩

অনুবাদ—গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্ম্মদা, সিন্ধু এবং কাবেরী এই জলে অবস্থান করুন। ১৪

পরে এই জল নিম্নলিখিত মন্ত্রে নয় বার মস্তকে ছিটাইবে। মন্ত্র যথা—

আপোহিষ্ঠেতি ঋক্‌ত্রয়স্য সিন্ধুদ্বীপঋষিরাপো দেবতা, গায়ত্রীচ্ছন্দো, মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়ো ভুবঃ (১ বার)।
ওঁ তা ন উর্জ্জে দধাতন (১ বার)
ওঁ মহে রণায় চক্ষসে (১ বার)।
ওঁ যো বঃ শিবতমো রসঃ (১ বার)।
ওঁ তস্য ভাজয়তেহ নঃ (১ বার)।
ওঁ উশতীরিব মাতরঃ (১ বার)।
ওঁ তস্মা অরং গমাম বঃ (১ বার)।
ওঁ যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ (১ বার)।
ওঁ আপো জনয়থা চ নঃ (১ বার)॥ ১৫

আচমন

গোকর্ণাকৃতি দক্ষিণহস্তে এক গণ্ডূষ জল লইয়া একবার মন্ত্র পাঠ-পূর্ব্বক ৩বার জল পান করিয়া যথানিয়মে আচমন করিবে।

প্রাতঃসন্ধ্যায় আচমনের মন্ত্র

সূর্য্যশ্চেত্যস্য ব্রহ্মঋষিঃ সূর্য্য-মন্যু-মন্যুপতয়ো দেবতাঃ প্রকৃতিশ্ছন্দ, আচমনে বিনিয়োগঃ।

অনুবাদ—'আপোহিষ্ঠা' ইত্যাদি মন্ত্রত্রয়ের ঋষি সিন্ধুদ্বীপ, ছন্দঃ গায়ত্রী, দেবতা জল এবং মার্জ্জনে প্রয়োগ হয় (অবশিষ্টাংশ ৩।৪।৫ মন্ত্রের অনুবাদ দ্রষ্টব্য)। ১৫

অনুবাদ।—'সূর্য্যশ্চ' ইত্যাদি মন্ত্রের ব্রহ্মা ঋষি, সূর্য্য মন্যু পতি দেবতা প্রকৃতি ছন্দঃ এবং আচমনে প্রয়োগ হয়।

ওঁ সূর্য্যশ্চ মামন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ, মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাম্। যদ্রাত্রিয়া পাপমকারিষং মনসা বাচা, হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না। রাত্রিস্তদবলুম্পতু যৎ কিঞ্চ দুরিতং ময়ি। ইদমহং মা-মমৃত-যোনৌ সূর্য্যে জ্যোতিষি জুহোমি স্বাহা॥ ১৬

মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় আচমনের মন্ত্র

আপঃ পুনন্ত্বিত্যস্য বিষ্ণুর্ঋষি-রাপো দেবতা, অনুষ্টুপ্ছন্দ, আচমনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ আপঃ পুনন্তু পৃথিবীং, পৃথ্বী (পৃথিবী) পূতা পুনাতু মাম্।
পুনন্তু ব্রহ্মণস্পতি, ব্র্হ্ম পূতা পুনাতু মাম্॥
যদুচ্ছিষ্ট-মভোজ্যঞ্চ, যদ্ বা দুশ্চরিতং মম।
সর্ব্বং পুনন্তু মামাপো, হসতাঞ্চ প্রতিগ্রহ-ওঁ স্বাহা॥ ১৭

সূর্য্য, যজ্ঞ এবং যজ্ঞপতি ইন্দ্রাদি দেবগণ অসম্পূর্ণ যজ্ঞকৃত পাপ হইতে (অথবা ক্রোধ এবং ক্রোধপতি ইন্দ্রিয়গণ ক্রোধজনিত পাপ হইতে) আমাকে রক্ষা করুন (অর্থাৎ আমার যেন এরূপ ক্রোধ না হয়, যাহাতে আমি কোন কুকার্য্য করিয়া ফেলি)। আমি রাত্রিকালে (অজ্ঞানে) মন, বাক্য, হস্তদ্বয়, পাদদ্বয়, উদর ও লিঙ্গ দ্বারা যে সমুদায় পাপকার্য্য করিয়াছি রাত্র্যধিষ্ঠাত্রী দেবতা তাহা নষ্ট করুন। আমাতে আর যে কিছু পাপ আছে, সেই সমস্ত পাপ এবং সেই পাপের কর্ত্তা আমাকে আমি জগৎ কারণ সূর্য্যোপাধি জ্যোতিতে অর্থাৎ চৈতন্যশক্তি প্রকাশক পরমাত্মস্বরূপ সূর্য্যে হোম করিলাম; সমস্ত পাপ নিঃশেষরূপে দগ্ধ হউক। ১৬

অনুবাদ—'আপঃ পুনন্তু' প্রভৃতি মন্ত্রের বিষ্ণু ঋষি, জল দেবতা অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ এবং আচমনে ইহার প্রয়োগ হয়।

জল পৃথিবীকে পবিত্র করুন। পৃথিবী পবিত্র হইয়া আমাকে

সায়ংসন্ধ্যায় আচমনের মন্ত্র

অগ্নিশ্চেত্যস্য রুদ্রঋষি, রগ্নি-মন্যু-মন্যুপতয়ো দেবতাঃ প্রকৃতিশ্ছন্দ আচমনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অগ্নিশ্চ মা-মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ, মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাম্। যদহ্না পাপমকারিষং, মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না। অহস্তদবলুম্পতু যৎ কিঞ্চ দুরিতং ময়ি। ইদমহং মা-মমৃতযোনৌ সত্যে জ্যোতিষি জুহোমি স্বাহা ॥ ১৮

পবিত্র করুন এবং জল বেদাধ্যাপক আচার্য্যকে পবিত্র করুন। সেই বেদ পবিত্র হইয়া আমার জীবাত্মাকে অর্থাৎ আমাকে পবিত্র করুন। উচ্ছিষ্ট ভোজন, অভক্ষ্য ভক্ষণ, অসদাচরণ ও অসৎ প্রতিগ্রহ জনিত আমার যে কিছু পাপ আছে, জল সেই সকল পাপ হইতে আমাকে পবিত্র করুন। সেই সমস্ত পাপ নিঃশেষরূপে দগ্ধ হইয়া যাউক। ১৭

অনুবাদ—'অগ্নিশ্চ' ইত্যাদি মন্ত্রের রুদ্র ঋষি, অগ্নি, মন্যু-মন্যুপতি দেবতা, প্রকৃতি ছন্দঃ এবং আচমনে ইহার প্রয়োগ হয়।

অগ্নি, ক্রোধ ও ক্রোধপতি ইন্দ্রিয় সকল ক্রোধজনিত পাপ হইতে অথবা অগ্নি যজ্ঞ এবং যজ্ঞপতি ইন্দ্রাদিদেবতা সকল অসম্পূর্ণ যজ্ঞ কৃত পাপ হইতে আমাকে রক্ষা করুন। আমি দিবাভাগে (অজ্ঞানে) মন, বাক্য, হস্তদ্বয়, পাদদ্বয়, উদর এবং লিঙ্গ দ্বারা যে পাপ করিয়াছি, দিবাধিষ্ঠাত্রী দেবতা তাহা নষ্ট করুন। আমাতে অর্থাৎ আমার শরীরে যে কিছু পাপ আছে; সেই সকল পাপ এবং পাপের কর্ত্তা আমাকে অর্থাৎ আমার লিঙ্গ শরীরকে আমি জগৎকারণ অমৃতযোনি চৈতন্যশক্তি প্রকাশক জ্যোতির্ম্ময় সত্যরূপে অর্থাৎ পরব্রহ্মে হোম করিলাম। ঐ সমস্ত পাপ নিঃশেষে ভস্মীভূত হউক। ১৮

পুনর্ম্মার্জ্জন

পুনরায় অমন্ত্রক আচমন করিয়া নিম্নলিখিত ১৩টি মন্ত্রের এক একটি পাঠ করিয়া নিজের মস্তকে এক একবার জলের ছিটা দিবে।

ওঁ (১ বার), ভূর্ভুবঃ স্বঃ (১ বার), তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ (১ বার)॥ ১৯

আপো-হি-ষ্ঠেতি নবর্চ্চস্য সূক্তস্য সিন্ধুদ্বীপ ঋষি-রাপো দেবতা; অন্ত্যয়োরনুষ্টুপ্, শিষ্টানাং গায়ত্রী চ্ছন্দো, মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুব-স্তান ঊর্জ্জে দধাতন।
মহে রণায় চক্ষসে (১ বার)॥ ২০
ওঁ যো বঃ শিবতমো রস-স্তস্য ভাজয়তেহ নঃ।
উশতীরিব মাতরঃ (১ বার)॥ ২১
ওঁ তস্মা অরং গমাম বো, যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ।
আপো জনয়থা চ নঃ (১ বার)॥ ২২
ওঁ শন্নো দেবী রভীষ্টয়-আপো ভবন্তু পীতয়ে।
শং যো-রভি স্রবন্তু নঃ (১ বার)॥ ২৩

অনুবাদ—(৬১ পৃষ্ঠায় গায়ত্রীর অনুবাদ দ্রষ্টব্য)। ১৯

অনুবাদ—'আপো হিষ্ঠা' ইত্যাদি নয়টী মন্ত্রের সিন্ধুদ্বীপ ঋষি, জল দেবতা, শেষ মন্ত্রদ্বয়ের অনুষ্টুপ্ এবং অবশিষ্ট মন্ত্রের গায়ত্রী ছন্দঃ, মার্জ্জনে ইহার প্রয়োগ হয়। [অবশিষ্টাংশ ৩।৪।৫ মন্ত্রের অনুবাদ দ্রষ্টব্য।] ২০-২২

অনুবাদ।—দেবতাস্বরূপ জল পাপবিনাশ দ্বারা আমাদের সুখকর হউক; আমাদের যজ্ঞের নিমিত্ত অর্থাৎ যজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ হউক; আমাদিগের উৎপন্ন রোগের প্রশমন ও অনুৎপন্ন রোগের অপসারণ করুক;

ওঁ ঈশানা বার্য্যাণাং ক্ষয়ন্তীশ্চর্ষণীনাম্।
অপো যাচামি ভেষজম্ (১ বার) ॥ ২৪
ওঁ অপ্সু মে সোমো অব্রবী, দন্তর্বিশ্বানি ভেষজা।
অগ্নিঞ্চ বিশ্বশম্ভুবং (১ বার) ॥ ২৫
ওঁ আপঃ পৃণীত ভেষজং, বরূথং তন্বে মম।
জ্যোক্ চ সূর্য্যং দৃশে (১ বার) ॥ ২৬
ওঁ ইদ-মাপঃ প্রবহত, যৎ কিঞ্চ দুরিতং ময়ি।
যদ্ বাহমভিদুদ্রোহ, যদ্ বা শেপ উতানৃতম্ (১ বার) ॥ ২৭

এবং আমাদিগের পবিত্রতা সম্পাদনের নিমিত্ত আমাদিগের উপর ক্ষরিত হউক।২৩

অনুবাদ।—যে জল শস্য বা ধনের ঈশ্বর, মানবগণের জীবনরক্ষক সেই জলের নিকট আমি পাপরূপ ব্যাধি বিনাশের জন্য ঔষধরূপ সুখ প্রার্থনা করি।২৪

অনুবাদ।—সোমদেব আমাকে বলিয়াছেন যে, জলের মধ্যে সমস্ত ঔষধ আছে এবং সমস্ত জগতের সুখকর অগ্নিদেবও ইহাতে বর্ত্তমান আছেন।২৫

অনুবাদ।—হে জল, তুমি আমার দেহের নিমিত্ত ব্যাধিনিবারক ঔষধ পূরণ কর। আমরা যেন নীরোগ শরীরে চিরকাল সূর্য্যকে দেখিতে পাই।২৬

অনুবাদ।—হে জল, আমাতে যে কিছু অজ্ঞানকৃত পাপ বিদ্যমান আছে কিংবা আমি জ্ঞানপূর্ব্বক অপরের যে অনিষ্ট করিয়াছি, অথবা সাধু-ব্যক্তিকে যে কুবাক্য বলিয়াছি এবং যে মিথ্যাকথা কহিয়াছি। তুমি আমার সেই সমস্ত পাপ দূরে লইয়া যাও।২৭

ওঁ আপো অদ্যান্বচারিষং, রসেন সমগস্মহি।
পয়স্বানগ্ন আ গহি, তং মা সংসৃজ বর্চ্চসা (১ বার) ॥ ২৮
ওঁ আপো জ্যোতী রসোঽমৃতম্।
ব্রহ্মভূর্ভুবঃ স্বরোঁ। (সুবরোম্) (১ বার) ॥ ২৯

অঘমর্ষণ

গোকর্ণাকৃতি দক্ষিণহস্তে এক গণ্ডূষ জল লইয়া নাসাগ্রে ধরিয়া এরূপ চিন্তা করিবে যে, দেহের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ যে পাপপুরুষ ব্যাপিয়া আছে, তাহা এই মন্ত্রের প্রভাবে দেহ হইতে দূরীভূত হইয়া হস্তস্থিত জলের মধ্যে পড়িল। তারপর নিম্নলিখিত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সেই হস্তস্থিত জল বামভাগে শিলা আছে মনে করিয়া তাহার উপর সজোরে নিক্ষেপ করিবে। প্রত্যেক সন্ধ্যার সময়েই মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক এইরূপ তিনবার অঘমর্ষণ করিতে হয়। মন্ত্র যথা—

ঋতঞ্চেতি ঋক্‌ত্রয়স্যাঘমর্ষণ ঋষির্ভাববৃত্তং দেবতা, অনুষ্টুপ্‌ছন্দোঽশ্বমেধাবভৃথে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎ, তপসোঽধ্যজায়ত।
ততো রাত্র্যজায়ত, ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ ॥ ৩০

অনুবাদ।—আমি অদ্য জলে অবগাহন করিয়াছি এবং ইহার রসের সহিত মিলিত হইয়াছি। হে অগ্নিদেব, তুমি জলান্তবর্ত্তী বলিয়া জলবিশিষ্ট; তুমি আগমন করিয়া তোমার তাদৃশ তেজের সহিত আমাকে সংযুক্ত কর।২৮

অনুবাদ।—(৯ম মন্ত্রের অনুবাদের শেষাংশ দ্রষ্টব্য)।২৯

অনুবাদ—'ঋতম্' ইত্যাদি মন্ত্রত্রয়ের অঘমর্ষণ ঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, ভাববৃত্তি অর্থাৎ রাত্রি প্রভৃতি পদার্থ দেবতা এবং অশ্বমেধ

ওঁ সমুদ্রা-দর্ণবাদধি, সংবৎসরো অজায়ত।
অহো রাত্রাণি বিদধদ্, বিশ্বস্য মিষতো বশী ॥৩১
ওঁ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা, যথাপূর্ব্ব-মকল্পয়ৎ।
দিবঞ্চ পৃথিবী-ঞ্চান্তরিক্ষমথো স্বঃ (সুবঃ) ॥ ৩২

দ্রুপদেত্যস্য প্রজাপতিঋ্ষি-রাপো দেবতা, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, সৌত্রামণ্য-বভৃথে বিনিয়োগঃ। ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ, স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব। পূতং পবিত্রেণেবাজ্য, মাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ ॥ ৩৩

পরে হাত ধুইয়া আচমন করিবে।

সূর্য্যার্ঘ্য—প্রাতঃ ও সায়ংসন্ধ্যায়

ওঁ কারস্য ব্রহ্মঋষিরগ্নি দেবতা গায়ত্রী ছন্দো, মহাব্যাহৃতীনাং প্রজা-পতিঋষিঃ প্রজাপতির্দেবতা বৃহতী ছন্দো, গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ, সূর্য্যার্ঘ্যদানে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ৩৪

যজ্ঞান্তে স্নানকার্য্যে প্রয়োগ হয়। [অবশিষ্টাংশ ৬ষ্ঠ মন্ত্রের অনুবাদ দ্রষ্টব্য]। ৩০-৩২

অনুবাদ—'দ্রুপদাদিব' ইত্যাদি মন্ত্রের প্রজাপতি ঋষি, জল দেবতা, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, সৌত্রামণী যজ্ঞান্তে স্নানকার্য্যে প্রয়োগ হয়। (অবশিষ্টাংশ ২য় মন্ত্রের অনুবাদ দ্রষ্টব্য) ।৩৩

অনুবাদ।—ওঁকার মন্ত্রের ব্রহ্ম ঋষি, গায়ত্রীচ্ছন্দঃ, অগ্নি দেবতা, ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই ব্যাহৃতিত্রয়ের প্রজাপতি ঋষি, প্রজাপতি দেবতা, বৃহতী-ছন্দঃ, গায়ত্রীর বিশ্বামিত্র ঋষি, সবিতা দেবতা গায়ত্রী ছন্দঃ সূর্য্যার্ঘ্য দানে প্রয়োগ হয়। (৬১ পৃষ্ঠায় গায়ত্রীর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) ।৩৪

উক্ত মন্ত্র (অর্থাৎ ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ...প্রচোদয়াৎ) তিনবার পাঠ করিয়া সূর্য্যাভিমুখে তিনবার জলাঞ্জলি নিক্ষেপ করিবে।

সূর্য্যার্ঘ্য—মধ্যাহ্নসন্ধ্যায়

আ কৃষ্ণেনেত্যস্য হিরণ্যস্তূপ ঋষিঃ সবিতা দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যার্ঘ্যদানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ আ কৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো, নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ।
হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা, দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্ ॥৩৫

এই মন্ত্র তিনবার বা একবার পাঠ করিয়া সূর্য্যাভিমুখে ৩ বার বা ১ বার জলাঞ্জলি নিক্ষেপ করিবে।

সূর্য্যোপস্থান—প্রাতঃ ও সায়ংসন্ধ্যায়

ওঁ অসা-বাদিত্যো ব্রহ্ম ॥ ৩৬

এই মন্ত্র বলিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া এক অঞ্জলি বা এক কুশী জল দিবে।

সূর্য্যোপস্থান—মধ্যাহ্নসন্ধ্যায়

মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় ঊর্দ্ধবাহু ও ঊর্দ্ধমুখ হইয়া দাঁড়াইয়া অথবা বসিয়াই নিম্ন-লিখিত দুইটী মন্ত্র পাঠ করিবে।

উদুত্যমিত্যস্য প্রস্কণ্ব ঋষিঃ সূর্য্যোদেবতা, গায়ত্রী ছন্দঃ, সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ।

অনুবাদ—'আ কৃষ্ণেন' ইত্যাদি মন্ত্রের ঋষি হিরণ্যস্তূপ, দেবতা সবিতা, ছন্দঃ ত্রিষ্টুপ্ সূর্য্যার্ঘ্যদানে প্রয়োগ হয়।

সূর্য্যদেব শূন্যমার্গে পুনঃ পুনঃ ঘুরিতে ঘুরিতে দেবগণকে ও মানব-গণকে স্ব স্ব স্থানে স্থাপনপূর্ব্বক এবং অখিল লোক উদ্ভাসিত করিয়া স্বর্ণময় রথে আরোহণ করিয়া আসিতেছেন। ৩৫

অনুবাদ—ঐ সূর্য্যদেবই ব্রহ্ম। ৩৬

ওঁ উদুত্যং জাতবেদসং, দেবং বহন্তি কেতবঃ।
দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যম্ ॥ ৩৭

চিত্রমিত্যস্য কুৎস ঋষিঃ সূর্য্যোদেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ চিত্রং দেবানা-মুদগা-দনীকং, চক্ষুর্ম্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ।
আপ্রা দ্যবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং, সূর্য্য আত্মা জগতস্তুষশ্চ ॥ ৩৮

গায়ত্রীর অঙ্গন্যাস

গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রী ছন্দো জপে বিনিয়োগঃ।

প্রথমে জলস্পর্শ করিয়া, তারপর আসনে জলের ছিটা দিয়া, "ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যম্" বলিয়া আসনে উপবেশন করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় তিনবার প্রাণায়াম করিবে। অনন্তর "ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যম্" বলিয়া মস্তকে জলের ছিটা দিয়া— তৎসবিতু র্হৃদয়ায় নমঃ বলিয়া (তর্জ্জনী, মধ্যমা এবং অনামিকা দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিবে)। বরেণিয়ং

অনুবাদ—'উদুত্যম্' ইত্যাদি মন্ত্রের ঋষি প্রস্কণ্ব, দেবতা সূর্য্য, ছন্দঃ গায়ত্রী সূর্য্যোপস্থানে প্রয়োগ হয়।

জগতের প্রকাশের নিমিত্ত অগ্নিসম তেজোময় সেই সূর্য্যকে তাঁহার রশ্মিজাল ঊর্দ্ধে ধারণ করিতেছে। ৩৭

অনুবাদ—'চিত্রম্' ইত্যাদি মন্ত্রের ঋষি কুৎস, দেবতা সূর্য্য, ছন্দঃ ত্রিষ্টুপ্ এবং সূর্য্যোপস্থানে প্রয়োগ হয়।

মিত্র বরুণ অগ্নি প্রভৃতি দেবতার অধিষ্ঠিত সমস্ত জগতের চক্ষু অর্থাৎ প্রকাশস্বরূপ দেবসমূহের সমষ্টিস্বরূপ, স্থাবর ও জঙ্গমের আত্মস্বরূপে সূর্য্যদেব আশ্চর্য্যরূপে উদীয়মান হইয়া স্বীয় কিরণজালে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও আকাশ এই ত্রিভুবনকে আপূরিত করিয়াছেন। ৩৮

শিরসে স্বাহা বলিয়া (তর্জ্জনী এবং মধ্যমা দ্বারা মস্তক স্পর্শ করিবে)। ভর্গোদেব শিখায়ৈ বষট্ (অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা শিখা স্পর্শ করিবে)। ধীমহি কবচায় হুং (দুই হাতে হৃদয় স্পর্শ করিবে)। ধিয়ো যো নো নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ (বাম করতলের উপর দক্ষিণ করতল চিৎ করিয়া রাখিয়া দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী দ্বারা দক্ষিণ চক্ষুঃ, মধ্যমা দ্বারা ললাট এবং অনামিকা দ্বারা বাম চক্ষুঃ স্পর্শ করিবে)। প্রচোদয়াদস্ত্রায় ফট্ (দক্ষিণ হস্ত মস্তকের চতুর্দ্দিকে ঘুরাইয়া দক্ষিণ তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা বাম করতলে আঘাত করিবে)।

আবাহন

কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে গায়ত্রীর আবাহন করিবে। মন্ত্র যথা—

ওঁ আগচ্ছ বরদে দেবি জপ্যে মে সন্নিধা ভব।
গায়ন্তং ত্রায়সে যস্মাদ্ গায়ত্রী ত্বং ততঃ স্মৃতা॥ ৩৯

ওঁ ওজোঽসি সহোঽসি, বলমসি, ভ্রাজোঽসি, দেবানাং ধামনামাসি, বিশ্বমসি, বিশ্বায়ুঃ সর্ব্বমসি সর্ব্বায়ুরভিভূরোম্ গায়ত্রীমাবাহয়ামি॥ ৪০

অনুবাদ—হে বর প্রদায়িনি দেবি, আগমন কর এবং জপ কার্য্যে আমার সন্নিহিতা হও। যে ব্যক্তি তোমাকে উচ্চারণ করে, তুমি তাহাকে যে হেতু পরিত্রাণ কর, সেই হেতু তোমাকে গায়ত্রীদেবী বলিয়া সর্ব্বলোক অবগত আছে। ৩৯

অনুবাদ।—হে গায়ত্রি! তুমিই ওজঃ-স্বরূপা, তুমিই শত্রু-পরাভবকারিণী শক্তিস্বরূপা, তুমিই সকল কর্ম্মনির্ব্বাহক বলস্বরূপা, তুমিই দেবতা প্রভৃতির তেজ বা দীপ্তিস্বরূপা, তুমিই দেবতাদিগের সার তেজের আধারস্বরূপা, তুমিই জগৎস্বরূপিণী, তুমিই জগতের আয়ুঃস্বরূপিণী, তুমিই সব, তুমিই সর্ব্বপাপনাশিনী ও পরমাত্মরূপিণি। হে জগৎপ্রসবিনী গায়ত্রি দেবি! এস, তোমাকে আবাহন করিতেছি। ৪০

ওঁ আয়াতু বরদে দেবি অক্ষরং ব্রহ্ম-সম্মিতম্।
গায়ত্রীচ্ছন্দসাং মাতঃ, ইদং ব্রহ্মজুষস্ব নঃ॥ ৪১

গায়ত্রীর ধ্যান

ওঁ ঋগ্‌যজুঃসাম-ত্রিপাদাং তির্য্যগূর্দ্ধাধরদিক্ষু ষট্‌কুক্ষিং পঞ্চশিরসমগ্নিমুখীং ব্রহ্মশিরস্কাং রুদ্রশিখাং সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থাং কৌবেরবসনাং পদ্মাসনস্থাং দণ্ডকমণ্ডলুকম্বুত্রাভয়াঙ্ক-চতুর্ভুজাং শুভ্রবর্ণাং শুভ্রাম্বরানুলেপনস্রগাভরণাং শরচ্চন্দ্রসহস্র-প্রভাং সর্ব্বদেবময়ীং ধ্যায়েৎ॥ উক্ত মন্ত্রে গায়ত্রীদেবীকে ধ্যান করিয়া গায়ত্রী জপ করিবে। ৪২

গায়ত্রীর জপ

জপ প্রণালীতে (৭৬ পৃঃ ১১ পং) গায়ত্রী জপ করিবে।

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ॥ ৪৩

অনুবাদ—অভীষ্টবরদায়িনি গায়ত্রীদেবি আসুন এবং আমাদিগকে বেদান্ততত্ত্ব দান করিয়া অবিনশ্বর ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ দিন।৪১

অনুবাদ—ঋক্ যজুঃ ও সাম এই তিনটী বেদ যাঁহার পদস্বরূপ; চতুর্দ্দিক এবং ঊর্দ্ধ ও অধো দিকে যাঁহার ছয়টী উদর; যাঁহার শির পাঁচটী, অগ্নিদেব যাঁহার মুখ; ব্রহ্মা যাঁহার মস্তক, রুদ্রদেব যাঁহার শিখা; বিষ্ণু যাঁহার হৃদয়; যিনি সূর্য্য-মণ্ডলে অবস্থিতা, পট্টবস্ত্র পরিহিতা ও পদ্মাসনে আসীনা; যাঁহার চারিটী হস্ত দণ্ড, কমণ্ডলু, জপমালা ও অভয় মুদ্রা দ্বারা চিহ্নিত; যাঁহার বর্ণ শুভ্র, এবং চন্দন, মাল্য, বস্ত্র ও আভরণ শুভ্র, শরৎ ঋতুর সহস্র চন্দ্র সদৃশ যাঁহার আভা সেই সর্ব্বদেবময়ী গায়ত্রীদেবীকে প্রভাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে ধ্যান করিবে। ৪২

অনুবাদ—গায়ত্রীর অর্থ ৬১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।৪৩

এই গায়ত্রী সাধ্যমত (অন্ততঃ দশবার) জপ করিবে। প্রাতঃ-সন্ধ্যায় হাত চিৎ করিয়া, মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায় হাত কাইৎ করিয়া এবং সায়ং সন্ধ্যায় হাত উপুড় করিয়া জপ করিতে হয়।

উপস্থান বা আত্মরক্ষা

কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে।

জাতবেদস ইত্যস্য কশ্যপ ঋষিরগ্নির্দেবতা, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সাবিত্র্যুপস্থানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ জাতবেদসে সুনবাম সোম-মরাতীয়তো নিদহাতি বেদঃ। স নঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা, নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ॥ ৪৪

তচ্ছং যোরিত্যস্য শংযুর্ঋষির্বিশ্বে দেবা দেবতাঃ শক্করীচ্ছন্দঃ সাবিত্র্যুপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ তচ্ছং যোরাবৃণীমহে, গাতুং যজ্ঞায়, গাতুং যজ্ঞপতয়ে। দৈবী স্বস্তিরস্তু নঃ, স্বস্তির্মানুষেভ্যঃ। ঊর্দ্ধং জিগাতু ভেষজং, শন্নো অস্তু দ্বিপদে, শং চতুষ্পদে॥ ৪৫

অনুবাদ।—'জাতবেদসে' ইত্যাদি মন্ত্রের কশ্যপ ঋষি, অগ্নি দেবতা, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ এবং সাবিত্রীর উপস্থানে প্রয়োগ হয়। আমরা অগ্নির প্রীতির জন্য সোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করি, সেই অগ্নি আমাদের শত্রুর ধন ভস্মসাৎ করুন, এবং নাবিক নৌকা দ্বারা যেমন নদী পার করে, অগ্নি সেইরূপ সমস্ত দুঃখ হইতে এবং দুঃখের হেতুভূত পাপ হইতে আমাদিগকে পার করুন।৪৪

অনুবাদ—'তচ্ছংযো' ইত্যাদি মন্ত্রের ঋষি শংযু, দেবতা বিশ্বদেবগণ, ছন্দঃ শক্করী এবং সন্ধ্যোপাসনায় সাবিত্র্যুপস্থানে প্রয়োগ হয়। উপস্থিত ব্যাধিসমূহের উপশম হেতু এবং ভবিষ্যৎ রোগ সমূহের প্রশমন হেতু যে কার্য্য, আমরা তাহা প্রার্থনা করি। আমরা যজ্ঞের প্রাপ্তি প্রার্থনা করি। আমরা যজমানের ফলপ্রাপ্তি প্রার্থনা করি। দেবগণ আমাদের কল্যাণ করুন। আমাদের সন্তানাদির মঙ্গল হউক। অনন্তর আমাদের সকল

নমো ব্রহ্মণ ইত্যস্য প্রজাপতির্ঋষির্বিশ্বে দেবা দেবতা, জগতীচ্ছন্দঃ সাবিত্র্যুপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ নমো ব্রহ্মণে, নমো অগ্নয়ে, নমঃ পৃথিব্যৈ, নমঃ ওষধীভ্যঃ। নমো বাচে, নমোবাচস্পতয়ে, নমো বিষ্ণবে বৃহতে করোমি ॥৪৬

অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্রে পূর্ব্বাদি দশদিকে প্রণাম করিবে।

(পূর্ব্বদিকে) ওঁ প্রাচ্যৈ দিশে নমঃ, ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ। (অগ্নিকোণে) ওঁ আগ্নেয্যৈ দিশে নমঃ, ওঁ অগ্নয়ে নমঃ। (দক্ষিণে) ওঁ অবাচ্যৈ দিশে নমঃ, ওঁ যমায় নমঃ। (নৈঋ্র্তে) ওঁ নৈঋ্র্ত্যৈ দিশে নমঃ, ওঁ নৈঋ্র্তায় নমঃ। (পশ্চিমে) ওঁ প্রতীচ্যৈ দিশে নমঃ, ওঁ বরুণায় নমঃ। (বায়ুকোণে) ওঁ বায়ব্যৈ দিশে নমঃ, ওঁ বায়বে নমঃ। (উত্তরে) ওঁ উদীচ্যৈ দিশে নমঃ, ওঁ কুবেরায় নমঃ। (ঈশানে) ওঁ ঐশান্যৈ দিশে নমঃ, ওঁ ঈশানায় নমঃ। (ঊর্দ্ধে) ওঁ ঊর্দ্ধায়ৈ দিশে নমঃ, ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। (অধঃ) ওঁ অধোদিশে নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ। অনন্তর ওঁ সন্ধ্যায়ৈ নমঃ। ওঁ সাবিত্র্যৈ নমঃ। ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ। ওঁ সর্ব্বাভ্যো দেবতাভ্যো নমঃ। বলিয়া সকল দেবতাকে প্রণাম করিবে।

গায়ত্রী বিসর্জ্জন

গোকর্ণাকৃতি দক্ষিণ হস্তে এক গণ্ডূষ জল লইয়া পরপৃষ্ঠালিখিত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক জল ত্যাগ করিয়া জপ বিসর্জ্জন করিবে।

প্রকার অনিষ্ট দূরীভূত হউক। আমাদের দ্বিপদবিশিষ্ট পুত্রাদির এবং চতুষ্পদবিশিষ্ট গবাদি পশুর সুখশান্তি হউক ।৪৫

অনুবাদ—'নমো ব্রহ্মণে' ইত্যাদি মন্ত্রের ঋষি প্রজাপতি, দেবতা বিশ্বদেব, ছন্দঃ জগতী, এবং সাবিত্র্যুপস্থানে প্রয়োগ হয়। ব্রহ্মাকে প্রণাম করি, অগ্নিদেবকে প্রণাম করি ও পৃথিবীকে প্রণাম করি এবং ওষধীগণকে, বাগ্‌দেবতা অর্থাৎ সরস্বতীকে, বাচস্পতি অর্থাৎ বৃহস্পতিকে ও মহান্ বিষ্ণুকে প্রণাম করি। ৪৬

ওঁ উত্তমে শিখরে দেবী ভূম্যাং পর্ব্বতমূৰ্দ্ধনি।
ব্রাহ্মণৈরভ্যনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথাসুখম্ ॥ ৪৭

ভদ্রমিত্যস্য বিমদ ঋষি-রগ্নির্দেবতৈকপদা বিরাট্ ছন্দঃ শান্তিকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভদ্রং নো অপি বাতয় মনঃ ॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥৪৮

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া মস্তকে জলের ছিটা দিবে।

সূর্য্যার্ঘ্য

অনন্তর "ওঁ নমো ব্রহ্মণে" বলিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া, একটি অর্ঘ্য হাতে লইয়া বা একটু জল লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক সূর্য্যোদ্দেশে অর্পণ করিবে।

ইদমর্ঘ্যম্—ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্, ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।
জগৎসবিত্রে শুচয়ে, সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে।
ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ ॥ ৪৯

সূর্য্য প্রণাম

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্ ॥ ৫০

অনুবাদ – ভূমিতলে অবস্থিত সুমেরু পর্ব্বতের শিখরদেশে গায়ত্রী-দেবী অবস্থান করেন। হে দেবি, আপনি আপনার উপাসকদিগের নিকট অনুজ্ঞা পাইয়া সেই স্থানেই সুখে গমন করুন। ৪৭

অনুবাদ—'ভদ্রম্' ইত্যাদি মন্ত্রের ঋষি বিমদ, দেবতা অগ্নি, ছন্দঃ একপদা বিরাট্ শান্তিকরণে প্রয়োগ হয়। হে অগ্নিদেব, আপনি আমাদের মনকে আপনাকে প্রার্থনা করিতে প্রেরণ করুন। ৪৮

অনুবাদ—হে সবিতৃদেব, তুমি তেজোময়, দীপ্তিশালী, বিশ্বব্যাপি-তেজের আধারস্বরূপ, বিশ্বসংসারের কর্ত্তা, পবিত্র, জীবসমূহের কর্ম্মপ্রবর্ত্তক; তোমাকে প্রণাম করি। এই অর্ঘ্য সূর্য্যকে প্রদান করিলাম। ৪৯

অনুবাদ—জবাপুষ্পের তুল্য লোহিতবর্ণ, কশ্যপের পুত্র, অতিশয়

এই মন্ত্র বলিয়া সূর্য্যকে প্রণাম করিবে।

অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্রে দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করিবে।

ওঁ আসত্যলোকাদা পাতালা-দা লোকালোকপর্ব্বতাৎ।
যে সন্তি ব্রাহ্মণা দেবা-স্তেভ্যো নিত্যং নমোনমঃ॥ ৫১

অনন্তর আচমন করিবে, শিবপূজাদি করিলে প্রাতঃসন্ধ্যার পরেই তাহা সমাপনান্তে উক্তরূপে মধ্যাহ্নসন্ধ্যা এবং সায়ংকালেও উক্তরূপে সায়ংসন্ধ্যা করিবে।

ইতি ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যাপ্রয়োগ সমাপ্ত।

যজুর্ব্বেদি-সন্ধ্যা

[উপনীত যজুর্ব্বেদীয় সর্ব্বশাখার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ এই সন্ধ্যা করিবেন]।

আচমন

ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং, সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্॥ ১

এই মন্ত্রে যথানিয়মে দুইবার আচমন করিয়া বিষ্ণু স্মরণ করিবে।

দীপ্তিশালী, অন্ধকারনাশকারী, সর্ব্বপাপহারী দেব দিবাকরকে প্রণাম করি। ৫০

অনুবাদ—ঊর্দ্ধে সত্যলোক হইতে নিম্নে পাতাল পর্য্যন্ত এবং চতুর্দ্দিকে লোকালোক পর্ব্বত পর্য্যন্ত যে সমুদায় ব্রাহ্মণ এবং দেবতা অবস্থান করেন, আমি তাঁহাদিগকে প্রণাম করি। ৫১

অনুবাদ—শূন্যদেশে বিস্ফারিত চক্ষু যে প্রকার অনায়াসে সর্ব্ব-প্রকাশময় সূর্য্যদেবকে দেখিয়া থাকে, সেই প্রকার জ্ঞানিগণও অক্লেশে বিষ্ণুর বেদাদি শাস্ত্র প্রসিদ্ধ পরম তত্ত্ব সর্ব্বদা দেখিয়া থাকেন। ১

ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি ।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥ ২

এই মন্ত্রে জল শুদ্ধি করিয়া মস্তকে জলের ছিটা দিবে।

মার্জ্জন

নিম্নলিখিত এক একটী মন্ত্র এক একবার পাঠ করিয়া মস্তকে এক একবার জলের ছিটা দিবে।

ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ, শমু নঃ সন্ত্বনূপ্যাঃ ।
শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ, শমু নঃ সন্তু কূপ্যাঃ ॥ ৩
ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ, স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব।
পূতং পবিত্রেণেবাজ্যং, মাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ ॥ ৪
ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুব, স্তা ন উর্জ্জে দধাতন।
মহে রণায় চক্ষসে ॥ ৫

অনুবাদ—গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্ম্মদা, সিন্ধু, এবং কাবেরী এই জলে অবস্থান করুন। ২

অনুবাদ।—মরুদেশস্থ জল আমাদের মঙ্গলদায়ক হউক। জলময় দেশস্থ জল আমাদের কল্যাণদায়ক হউন। সমুদ্রস্থ জল আমাদিগের মঙ্গলকারক হউন, কূপোদ্ভব জল আমাদের মঙ্গলজনক হউন। ৩

অনুবাদ।—ঘর্ম্মাক্ত ব্যক্তি বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়া যেরূপ ঘর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হয়, স্নান করিলে যেরূপ শারীরিক মল হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়, সংস্কার বিধি দ্বারা ঘৃত যেরূপ পবিত্র হয়, তদ্রূপ জলসমূহ আমাকে পাপ হইতে পবিত্র করুন। ৪

অনুবাদ।—হে জল সকল, যেহেতু তোমরা সুখদায়ক হও, সেই হেতু তোমরা আমাদিগকে ইহলোকে অন্নভোগে এবং পরলোকে সেই মহৎ ও রমণীয় ব্রহ্মদর্শনে অধিকারী কর। ৫

ওঁ যো বঃ শিবতমো রস, স্তস্য ভাজয়তেহ নঃ।
উশতীরিব মাতরঃ॥ ৬
ওঁ তস্মা অরং গমাম বো, যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ।
আপো জনয়থা চ নঃ॥ ৭
ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎ, তপসোঽধ্যজায়ত।
ততো রাত্র্যজায়ত, ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ॥ ৮
ওঁ সমুদ্রাদর্ণবাদধি, সংবৎসরো অজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্, বিশ্বস্য মিষতো বশী॥ ৯
ওঁ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা, যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষ-মথো-স্বঃ (সুবঃ)॥ ১০

অনুবাদ।—পুত্রহিতৈষিণী জননীসকল যেরূপ স্বীয় স্তন্যরস পান করাইয়া পুত্রের কল্যাণ বিধান করিয়া থাকেন, তদ্রূপ হে জলসকল, ইহকালে তোমরাও আমাদিগকে তোমাদের মঙ্গলময় রসভোগে অধিকারী কর।৬

অনুবাদ।—হে জলসকল, তোমরা তোমাদের যে রস দ্বারা জগতের সকলস্থানে সকল পদার্থকে পরিতৃপ্ত করিতেছ, সেই রস দ্বারা আমরাও যেন পরিতৃপ্ত হই, এবং তোমরাও আমাদিগকে সেইরূপ রসভোগে অধিকারী কর।৭

অনুবাদ।—মহাপ্রলয়ে ঋত ও সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মই কেবলমাত্র বিদ্যমান ছিলেন এবং সেই সময় সমস্তই গাঢ় অন্ধকারময় ছিল। অনন্তর সর্ব্বতোভাবে ফলোন্মুখ অদৃষ্ট নিবন্ধন (অর্থাৎ জীবের প্রাক্তন কর্ম্মহেতু) সৃষ্টির মূল স্বরূপ জলপূর্ণ সমুদ্র উৎপন্ন হইল। তৎপরে সেই প্রলয় পয়োধি জল হইতে প্রকাশমান জগতের নির্ম্মাণে সমর্থ ব্রহ্মা জন্মিলেন। তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব সৃষ্টির ন্যায় দিবাপ্রকাশক সূর্য্য এবং রজনী প্রকাশক

অনন্তর প্রাতঃসন্ধ্যায় কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রটী বলিবে।

ওঁ নত্বা তু পুণ্ডরীকাক্ষ-মুপাত্তাঘ-প্রশান্তয়ে।
ব্রহ্মবর্চ্চস-কামার্থং প্রাতঃসন্ধ্যা-মুপাস্মহে॥ ১১

প্রাণায়াম

ওঁ কারস্য ব্রহ্মঋষিরগ্নির্দেবতা গায়ত্রী ছন্দঃ সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ।

সপ্তব্যাহৃতীনাং প্রজাপতির্ঋষিরগ্নি-বায়ু-সূর্য্য-বরুণ-বৃহস্পতীন্দ্র-বিশ্বদেবা দেবতাঃ, গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুব্-বৃহতী পঙ্‌ক্তি-ত্রিষ্টুব্ জগত্যশ্ছন্দাংসি, প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ।

গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষিঃ, সবিতা দেবতা, গায়ত্রী ছন্দঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ।

গায়ত্রীশিরসঃ প্রজাপতির্ঋষির্ব্রহ্মবায়্বগ্নিসূর্য্যাশ্চতস্রো দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ॥

উল্লিখিত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক আপনার চতুর্দ্দিকে জলধারা বেষ্টন করিয়া পৈতা সহ দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসা টিপিয়া, বাম নাসা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ পূর্ব্বক পূরক করিতে করিতে মনে মনে বলিবে। যথা—

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যম্। ওঁ তৎসবি-

---

চন্দ্রকে সৃষ্টি করিলেন, তাহাতে দিন ও রাত্রি হইতে লাগিল। এই প্রকারে দিন ও রাত্রি হওয়াতেই সংবৎসরের সৃষ্টি হইল। অতঃপর ব্রহ্মা ক্রমে ক্রমে পৃথিবী, আকাশ, স্বর্গ এবং মহরাদি লোকের সৃষ্টি করিলেন। ৮-১০

অনুবাদ—উপস্থিত পাপবিনাশের জন্য নারায়ণকে প্রণাম করিয়া ব্রহ্মতেজোলাভ নিমিত্ত প্রাতঃসন্ধ্যার উপাসনা করি। ১১

অনুবাদ।—প্রাণায়ামে যে ওঁকার, সপ্তব্যাহৃতি, গায়ত্রী ও গায়ত্রীশির উচ্চারিত হয় সেই ওঙ্কার মন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা, দেবতা অগ্নি, ছন্দঃ গায়ত্রী এবং সকল কর্ম্মের প্রারম্ভে প্রয়োগ হয়। (ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ

তুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গোদেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ওঁ আপো জ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুর্বঃ স্বরোঁ (সুবরোম্) ॥১২

(নাভৌ) ব্রহ্মাণং রক্তবর্ণং চতুর্ব্বক্ত্রং দ্বিভুজম্ অক্ষসূত্র-কমণ্ডলুধরং হংসারূঢ়ং ধ্যায়েয়ম্ ॥ ১৩

জনঃ তপঃ সত্যম্) এই সাতটী ব্যাহৃতির প্রজাপতি ঋষি, অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, বরুণ, বৃহস্পতি, ইন্দ্র ও বিশ্বদেব এই সাতদেবতা যথাক্রমে গায়ত্রী উষ্ণিক্ অনুষ্টুপ্ বৃহতী পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী এই সাতটী ছন্দঃ এবং প্রাণায়ামে প্রয়োগ হয়। গায়ত্রীর বিশ্বামিত্র ঋষি, দেবতা সবিতা, গায়ত্রী ছন্দঃ এবং প্রাণায়ামে প্রয়োগ হয়। গায়ত্রীর শির (আপো জ্যোতী মন্ত্রের) প্রজাপতি ঋষি, ব্রহ্ম বায়ু অগ্নি ও সূর্য্য এই চারিটী দেবতা এবং প্রাণায়ামে প্রয়োগ হয়।

সূর্য্য-মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তি তেজের প্রাণভূত সৃষ্টিস্থিতি ধ্বংসকারিণী শক্তির অভিন্ন আধারস্বরূপ সেই পরব্রহ্মকে আমি চিন্তা করি। যিনি জন্মমৃত্যু দুঃখাদি বিনাশের নিমিত্ত উপাসনীয় এবং যিনি আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তিকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বিষয়ে প্রেরণ করিয়া থাকেন। তিনি ভূঃ ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ জনঃ তপঃ ও সত্যম্ এই সপ্ত লোককে ব্যাপিয়া আপন জ্যোতিতে প্রকাশিত করিয়াছেন। তিনিই জগতের কারণভূত জলস্বরূপ, তিনিই মণিপ্রস্তরাদি স্থাবরে জ্যোতিঃ স্বরূপ এবং তৃণ, বৃক্ষ, ওষধি প্রভৃতির অন্তরে রস স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তিনিই মনুষ্য পশু, পক্ষী, কীটাদি জঙ্গমের অন্তরে চেতনাস্বরূপে বিরাজ করিতেছেন; তিনিই ত্রিগুণাতীত পরব্রহ্ম এবং তিনিই পৃথিবী, আকাশ এবং স্বর্গ এই ত্রিলোকস্বরূপ। ১২

অনুবাদ।—নাভিদেশে লোহিতবর্ণ, চতুর্ম্মুখ, দ্বিভুজ, একহস্তে রুদ্রাক্ষের জপমালা ও অপর হস্তে কমণ্ডলুধারী হংসবাহন ব্রহ্মাকে আমি ধ্যান করি। ১৩

অতঃপর দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও কনিষ্ঠা দ্বারা বাম নাসা টিপিয়া বায়ুরোধপূর্ব্বক কুম্ভক করিতে করিতে মনে মনে বলিবে। যথা—

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যম্॥ ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গোদেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ আপো জ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্মভূর্ভুবঃ স্বরোম্ (সুবরোম্)। (হৃদি) বিষ্ণুং শ্যামং চতুর্ব্বাহুং শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধরং গরুড়ারূঢ়ং ধ্যায়েয়ম্।। ১৪

তৎপরে পূর্ব্ববৎ বাম নাসা টিপিয়া রাখিয়াই দক্ষিণ নাসাপুট হইতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সরাইয়া অল্প অল্প বায়ু নিঃসারণ পূর্ব্বক রেচক করিতে করিতে মনে মনে বলিবে—

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যম্। ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ॥ ওঁ আপো জ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্মভূর্ভুবঃ স্বরোঁ (সুবরোম্)। (ললাটে) রুদ্রং শ্বেতং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং দশদোর্দ্দণ্ডং বৃষারূঢ়ং ধ্যায়েয়ম্॥১৫

আচমন

দক্ষিণহস্ত গোকর্ণাকৃতি করিয়া সামান্য একটু জল লইয়া পরপৃষ্ঠালিখিত মন্ত্র পড়িয়া আচমন করিবে (অর্থাৎ ১ বার মন্ত্র পড়িয়া ৩ বার জল পান করিবে)।

অনুবাদ—১২শ মন্ত্রের অনুবাদের শেষাংশ দ্রষ্টব্য এবং অবশিষ্টাংশের অনুবাদ – হৃদয়ে শ্যামবর্ণ, চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী গরুড়বাহন কেশবকে ধ্যান করি। ১৪

অনুবাদ—১২শ মন্ত্রের অনুবাদের শেষাংশ দ্রষ্টব্য এবং অবশিষ্টাংশের অনুবাদ—ললাটে শ্বেতবর্ণ পঞ্চবদন, প্রতিবদনে ত্রিনয়নযুক্ত, দশভুজ, বৃষবাহন রুদ্রদেবকে ধ্যান করি।১৫

প্রাতঃসন্ধ্যায় আচমন মন্ত্র

ব্রহ্মঋষিরাপো দেবতাঃ প্রকৃতিশ্ছন্দ আচমনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ সূর্য্যশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ। মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাম্। যদ্রাত্রিয়া পাপমকারিষং [যদ্রাত্র্যা পাপমকার্ষং], মনসা বাচা, হস্তাভ্যাং পদ্‌ভ্যামুদরেণ শিশ্না। রাত্রিস্তদবলুম্পতু যৎকিঞ্চ দুরিতং ময়ি। ইদমহং মা-মমৃতযোনৌ সূর্য্যে জ্যোতিষি জুহোমি স্বাহা॥ ১৬

মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায় আচমন মন্ত্র

বিষ্ণুর্ঋষিরাপো দেবতা অনুষ্টুপ্ ছন্দ আচমনে বিনিয়োগঃ।
ওঁ আপঃ পুনন্তু পৃথিবীং, পৃথ্বী (পৃথিবী) পূতা পুনাতু মাম্।
পুনন্তু ব্রহ্মণস্পতি র্ব্রহ্মপূতা পুনাতু মাম্॥

অনুবাদ—'সূর্য্যশ্চ' ইত্যাদি মন্ত্রের ব্রহ্ম ঋষি, জল দেবতা, প্রকৃতি ছন্দঃ এবং আচমনে প্রয়োগ হয়।

সূর্য্য, যজ্ঞ এবং যজ্ঞপতি ইন্দ্রাদি দেবগণ অসম্পূর্ণ যজ্ঞকৃত পাপ হইতে (অথবা ক্রোধ এবং ক্রোধপতি ইন্দ্রিয়গণ ক্রোধজনিত পাপ হইতে) আমাকে রক্ষা করুন (অর্থাৎ আমার যেন এরূপ ক্রোধ না হয়, যাহাতে আমি কোন কুকার্য্য করিয়া ফেলি)। আমি রাত্রিকালে (অজ্ঞানে) মন, বাক্য, হস্তদ্বয়, পদদ্বয়, উদর ও লিঙ্গ দ্বারা যে সমুদায় পাপকার্য্য করিয়াছি, রাত্র্যধিষ্ঠাত্রী দেবতা তাহা নষ্ট করুন। আমাতে আর যে কিছু পাপ আছে, সেই সমস্ত পাপ এবং সেই পাপের কর্ত্তা আমাকে আমি জগৎকারণ সূর্য্যোপাধি জ্যোতিতে অর্থাৎ চৈতন্যশক্তি প্রকাশক পরমাত্মস্বরূপ সূর্য্যে হোম করিলাম; সমস্ত পাপ নিঃশেষরূপে দগ্ধ হউক। ১৬

অনুবাদ—'আপঃ পুনন্তু' প্রভৃতি মন্ত্রের বিষ্ণু ঋষি, জল দেবতা, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ এবং আচমনে ইহার প্রয়োগ হয়।

যদুচ্ছিষ্ট-মভোজ্যঞ্চ, যদ্বা দুশ্চরিতং মম।

সর্ব্বং পুনন্তু মামাপো-ঽসতাঞ্চ প্রতিগ্রহগুং স্বাহা॥ ১৭

সায়ংসন্ধ্যায় আচমন মন্ত্র

রুদ্রঋষিরাপো দেবতাঃ প্রকৃতিশ্ছন্দ আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ। মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাম্। যদহ্না পাপমকারিষং [মকার্ষং] মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্‌ভ্যামুদরেণ শিশ্না। অহস্তদবলুম্পতু যৎ কিঞ্চ দুরিতং ময়ি। ইদমহং মা-মমৃতযোনৌ সত্যে জ্যোতিষি জুহোমি স্বাহা॥ ১৮

পুনর্ম্মার্জ্জন

পরপৃষ্ঠালিখিত এক একটী মন্ত্র বলিতে বলিতে নিজের মস্তকে এক একবার জলের ছিটা দিবে।

জল পৃথিবীকে পবিত্র করুন। পৃথিবী পবিত্র হইয়া আমাকে পবিত্র করুন এবং জল বেদাধ্যাপক আচার্য্যকে পবিত্র করুন। সেই বেদ পবিত্র হইয়া আমার জীবাত্মাকে অর্থাৎ আমাকে পবিত্র করুন। উচ্ছিষ্ট ভোজন, অভক্ষ্য ভক্ষণ, অসদাচরণ ও অসৎ প্রতিগ্রহ জনিত আমার যে কিছু পাপ আছে, জল সেই সকল পাপ হইতে আমাকে পবিত্র করুন। সেই সমস্ত পাপ নিঃশেষরূপে দগ্ধ হইয়া যাউক। ১৭

অনুবাদ—'অগ্নিশ্চ' ইত্যাদি মন্ত্রের রুদ্র ঋষি, জল দেবতা, প্রকৃতি ছন্দঃ এবং আচমনে ইহার প্রয়োগ হয়।

অগ্নি, ক্রোধ ও ক্রোধপতি ইন্দ্রিয়সকল ক্রোধজনিত পাপ হইতে অথবা অগ্নি যজ্ঞ এবং যজ্ঞপতি ইন্দ্রাদিদেবতা সকল অসম্পূর্ণ যজ্ঞকৃত পাপ হইতে আমাকে রক্ষা করুন। আমি দিবাভাগে (অজ্ঞানে) মন, বাক্য, হস্তদ্বয়, পদদ্বয়, উদর এবং লিঙ্গ দ্বারা যে পাপ করিয়াছি, দিবাধিষ্ঠাত্রী দেবতা তাহা নষ্ট করুন। আমাতে অর্থাৎ আমার শরীরে যে কিছু

ওঁ (১ বার)। ভূর্ভুবঃ স্বঃ (১ বার)। তৎসবিতুর্বরেণ্যং, ভর্গো-দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ (১ বার)॥

সিন্ধুদ্বীপ ঋষিরাপো দেবতা গায়ত্রী ছন্দো মার্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুব, স্তা-ন উর্জ্জে দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে। (১ বার)॥ ওঁ যো বঃ শিবতমো রস-স্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ (১ বার)॥ ওঁ তস্মা অরং গমাম বো, যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ (১ বার)॥ ১৯

অঘমর্ষণ

কোকিলো রাজপুত্র ঋষি-(মাধ্যন্দিনশাখীদিগের—প্রজাপতির্ঋষি-) রাপো দেবতা অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সৌত্রামণ্যবভৃথে বিনিয়োগঃ॥

ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব।

পূতং পবিত্রেণেবাজ্য, মাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ॥ ২০ (৩ বার পাঠ্য)।

পাপ আছে, সেই সকল পাপ এবং পাপের কর্ত্তা আমাকে অর্থাৎ আমার লিঙ্গ শরীরকে আমি জগৎকারণ অমৃতযোনি চৈতন্যশক্তি প্রকাশক জ্যোতির্ম্ময় সত্যরূপে অর্থাৎ পরব্রহ্মে হোম করিলাম। ঐ সমস্ত পাপ নিঃশেষে ভস্মীভূত হউক। ১৮

অনুবাদ—'আপো হি ষ্ঠা' ইত্যাদি মন্ত্রের সিন্ধুদ্বীপ ঋষি, জল দেবতা, গায়ত্রী ছন্দঃ এবং মার্জ্জনে প্রয়োগ হয়। (অবশিষ্টাংশ ৫।৬।৭ মন্ত্রের অনুবাদ দ্রষ্টব্য)। ১৯

অনুবাদ—'দ্রুপদাদিব' ইত্যাদি মন্ত্রের কোকিলরাজপুত্র, ঋষি (মাধ্যন্দিনশাখীদিগের—প্রজাপতি ঋষি), জল দেবতা, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সৌত্রামণী যজ্ঞান্তে স্নান কার্য্যে প্রয়োগ হয়। (অবশিষ্টাংশ ৪র্থ মন্ত্রের অনুবাদ দ্রষ্টব্য)। ২০

অঘমর্ষণ ঋষির্ভাববৃত্তির্দেবতা, অনুষ্টুপ্ ছন্দো-ঽশ্বমেধাবভৃথে বিনিয়োগঃ। ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎ, তপসোঽধ্যজায়ত। ততো রাত্র্যজায়ত, ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ। ওঁ সমুদ্রাদর্ণবাদধি, সংবৎসরো অজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্, বিশ্বস্য মিষতো বশী॥ ওঁ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা, যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ। দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষমথো স্বঃ (সুবঃ) ॥ ২১

'ওঁ ঋতঞ্চ' হইতে আর দুইবার উচ্চারণ করিয়া দক্ষিণ হস্ত গোকর্ণাকৃতি করিয়া জলগণ্ডূষ লইয়া নাসিকার অগ্রভাগে ধরিয়া দেহের সমস্ত পাপ নিশ্বাসের সহিত বাহির হইয়া এই জলে মিশিতেছে, এইরূপ ভাবিয়া জল গণ্ডূষ বামভাগের ভূমিতে কল্পিত শিলাখণ্ডে সবলে নিক্ষেপ করিবে।

অনন্তর গোকর্ণাকৃতি দক্ষিণ হস্তে সামান্য জল লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে আচমন করিবে।

ওঁ অন্তশ্চরসি ভূতেষু গুহায়াং বিশ্বতোমুখঃ।
ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বষট্কার আপো জ্যোতী রসোঽমৃতম্ ॥২২

জলাঞ্জলি দান

অনন্তর সূর্য্যাভিমুখ হইয়া পরপৃষ্ঠালিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে।

অনুবাদ।—'ঋতম্, ইত্যাদি মন্ত্রের অঘমর্ষণ ঋষি, ভাববৃত্তি দেবতা, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, অশ্বমেধ যজ্ঞান্তে স্নানকার্য্যে প্রয়োগ হয়। (অবশিষ্টাংশ ৮।৯।১০ মন্ত্রের অনুবাদ দ্রষ্টব্য)। ২১

অনুবাদ—হে সূর্য্যদেব! তুমি সমস্ত জীবগণের অন্তরে বিচরণ কর, তুমি সর্ব্বদর্শী, তুমি যজ্ঞ, তুমি আহুতিদানের মন্ত্র, তুমি জল, তুমি জ্যোতিঃ তুমি রস এবং তুমিই অমৃত স্বরূপ।২২

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গোদেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ২৩

এই মন্ত্র প্রাতঃসন্ধ্যায় ও সায়ংসন্ধ্যায় ৩ বার পড়িয়া ৩ অঞ্জলি এবং মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায় ১ বার পড়িয়া ১ অঞ্জলি জল দিবে।

সূর্য্যোপস্থান

তৎপরে প্রাতঃসন্ধ্যায় ও সায়ংসন্ধ্যার সময়ে একপায়ে দাঁড়াইয়া অথবা বসিয়াই কৃতাঞ্জলি হইয়া এবং মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার সময় উর্দ্ধবাহু হইয়া সূর্য্যোপস্থান করিবে।

প্রস্কণ্ব ঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা, গায়ত্রী চ্ছন্দঃ, সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ উদু ত্যং জাতবেদসং, দেবং বহন্তি কেতবঃ। দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যম্ ॥২৪

কুৎস ঋষিঃ, সূর্য্যো দেবতা, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ চিত্রং দেবনামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ। আপ্রা দ্যাবা পৃথিবী অন্তরিক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ ॥ ২৫

অনুবাদ—৬১ পৃষ্ঠায় গায়ত্রীর অনুবাদ দ্রষ্টব্য।২৩

অনুবাদ—'উদুত্যম্' ইত্যাদি মন্ত্রের ঋষি প্রস্কণ্ব, দেবতা সূর্য্য, ছন্দঃ গায়ত্রী এবং সূর্য্যোপস্থানে প্রয়োগ হয়।

জগতের প্রকাশের নিমিত্ত অগ্নি-সম তেজোময় সেই সূর্য্যকে তাঁহার রশ্মিজাল উর্দ্ধে ধারণ করিতেছে। ২৪

অনুবাদ—'চিত্রম্' ইত্যাদি মন্ত্রের ঋষি কুৎস, দেবতা সূর্য্য, ছন্দঃ ত্রিষ্টুপ্, এবং সূর্য্যোপস্থানে প্রয়োগ হয়।

মিত্র বরুণ অগ্নি প্রভৃতি দেবতার অধিষ্ঠিত সমস্ত জগতের চক্ষু অর্থাৎ প্রকাশ স্বরূপ, দেবসমূহের সমষ্টি স্বরূপ, স্থাবর ও জঙ্গমের আত্মস্বরূপ সূর্য্যদেব আশ্চর্য্যরূপে উদীয়মান হইয়া স্বীয় কিরণজালে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও আকাশ এই ত্রিভুবনকে আপূরিত করিয়াছেন। ২৫

দধ্যঙ্ঙাথর্ব্বণ ঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা, ব্রাহ্মী ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ তচ্চক্ষুর্দ্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরৎ, পশ্যেম শরদঃ শতং, জীবেম শরদঃ শতং, শৃণুয়াম শরদঃ শতং, প্রব্রবাম শরদঃ শত-মদীনাঃ স্যাম শরদঃ-শতং, ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ ॥২৬

প্রস্কণ্ব ঋষিঃ, সূর্য্যো দেবতা, অনুষ্টুপ্ছন্দঃ, সৌত্রামণ্যবভৃথে সূর্য্যোপ-স্থানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ উদ্বয়ং তমসস্পরি, স্বঃ পশ্যন্ত উত্তরম্।
দেবং দেবত্রা সূর্য্য-মগন্ম জ্যোতিরুত্তমম্ ॥ ২৭

অনুবাদ—'তচ্চক্ষুঃ' ইত্যাদি মন্ত্রের অথর্ব্বার পুত্র দধ্যঙ অর্থাৎ দধীচি ঋষি, সূর্য্য দেবতা ব্রাহ্মী ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ, সূর্য্যোপস্থানে প্রয়োগ হয়।

(যাঁহাকে আমরা স্তব করিতেছি) সেই দেবতাসমূহের প্রিয়, পবিত্রমূর্ত্তি, পৃথিবীর চক্ষুঃস্বরূপ সূর্য্যদেব পূর্ব্বদিকে উদিত হইতেছেন। তাঁহার অনুগ্রহে আমরা যেন শতবৎসর যাবৎ উত্তমরূপ দেখিতে পাই। শতবৎসর যাবৎ স্বাধীনতার সহিত প্রাণ ধারণ করি, শতবৎসর যাবৎ উত্তমরূপে শুনিতে পাই, শতবৎসর যাবৎ উত্তমরূপে কথাবার্ত্তা বলিতে পারি, শতবৎসর যাবৎ কাহারও নিকট যেন হীন প্রতিপন্ন না হই, শতবৎসরের শেষেও আমরা যেন বহুদিন যাবৎ ঐ প্রকার হই। ২৬

অনুবাদ—'উদ্বয়ং' ইত্যাদি মন্ত্রের প্রস্কণ্ব ঋষি, সূর্য্য দেবতা, অনুষ্টুপ ছন্দঃ, সৌত্রামণী যজ্ঞান্তে ও সূর্য্যোপস্থানে প্রয়োগ হয়।

আমরা রাত্রি শেষ হইলে উদীয়মান দেবদেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিঃ স্বরূপ দিবাকরকে যেন উপাসনার সময়ে দর্শন করিতে পারি। ২৭

সূর্য্য ঋষিঃ (মাধ্যন্দিনশাখীদিগের—বামদেব ঋষিঃ) সূর্য্যো দেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ স্বয়ম্ভুরসি, শ্রেষ্ঠো রশ্মির্বর্চ্চোদা অসি, বর্চ্চো মে দেহি ॥ ২৮

হিরণ্যস্তূপ ঋষিঃ, সবিতা দেবতা, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ আ কৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো, নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ।
হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্ ॥ ২৯

অঙ্গন্যাস

"ওঁ হৃদয়ায় নমঃ (বলিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিবে)। ভূ শিরসে স্বাহা, (বলিয়া তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা মস্তক স্পর্শ করিবে)। ভূ শিখায়ৈ বষট্, (বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা শিখা স্পর্শ করিবে)। বঃ কবচায় হুঁ, (বলিয়া বাম হস্তের উপর দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া দুই হস্তে আপনাকে জাপ্টাইয়া ধরিবে)। স্বঃ অস্ত্রায় ফট্. (বলিয়া দক্ষিণ হস্ত মস্তকের চতুর্দ্দিকে ঘুরাইয়া দক্ষিণ তর্জ্জনী ও মধ্যমা

অনুবাদ—'স্বয়ম্ভুরসি' ইত্যাদি মন্ত্রের সূর্য্যঋষি, (মাধ্যন্দিনশাখী-দিগের - বামদেব ঋষি) সূর্য্য দেবতা এবং সূর্য্যোপস্থানে প্রয়োগ হয়।

হে সূর্য্যদেব, তুমি স্বতঃসিদ্ধ, তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কিরণ (মণ্ডল স্বরূপ হিরণ্যগর্ভ নামক রশ্মি); তুমি মহাতেজস্বী, সুতরাং আমাকে তোমার তেজ প্রদান কর। ২৮

অনুবাদ—'আকৃষ্ণেন' ইত্যাদি মন্ত্রের হিরণ্যস্তূপ ঋষি, সবিতা দেবতা, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ এবং সূর্য্যোপস্থানে প্রয়োগ হয়।

সূর্য্যদেব শূন্যমার্গে পুনঃ পুনঃ ঘুরিতে ঘুরিতে দেবগণকে ও মানব-গণকে স্ব স্ব স্থানে স্থাপনপূর্ব্বক এবং অখিল লোক উদ্ভাসিত করিয়া সুবর্ণময় রথে আরোহণ করিয়া আসিতেছেন। ২৯

দ্বারা বাম করতলে আঘাত করিবে)। অঙ্গন্যাস তিনবার করা আবশ্যক। অতঃপর গায়ত্রীর ধ্যান করিবে। বাম হস্তের তলদেশে জলদ্বারা একটী ত্রিকোণ মণ্ডল অাঁকিয়া কূর্ম্মমুদ্রা দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিতে বলিতে ধ্যান করিবে।

গায়ত্রীর ধ্যান

ওঁ শ্বেতবর্ণা সমুদ্দিষ্টা কৌশেয়বসনা তথা।
অক্ষসূত্রধরা দেবী পদ্মাসনগতা শুভা।
আদিত্যমণ্ডলান্তঃস্থা ব্রহ্মলোকস্থিতাথবা॥ ৩০

এই মন্ত্রে গায়ত্রীর ধ্যান করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে গায়ত্রীর আবাহন করিবে।

গায়ত্রীর আবাহন

দেবা ঋষয়ো, ধাম দেবতা, গায়ত্র্যা আবাহনে বিনিয়োগঃ।
ওঁ তেজোঽসি শুক্রমস্যমৃতমসি ধাম নামাসি।
প্রিয়ং দেবানামনাধৃষ্টং দেবযজনম্॥ ৩১

অনুবাদ—গায়ত্রীদেবী শ্বেতবর্ণা, চেলির বস্ত্র-পরিহিতা, তাঁহার হস্তে জপমালা, তিনি পদ্মাসনে বসিয়া আছেন এবং সূর্য্যমণ্ডলের ভিতর কিংবা ব্রহ্মলোকে অবস্থিতি করিতেছেন। ৩০

অনুবাদ—'তেজোঽসি' ইত্যাদি মন্ত্রের দেবতাগণ ঋষি, ধাম দেবতা এবং গায়ত্রীদেবীর আবাহনে প্রয়োগ হয়।

হে গায়ত্রীদেবি! তুমি ব্রহ্মতেজ, তুমি দীপ্তিশালিনী, তুমি মুক্তিদাত্রী, তুমি সর্ব্বদা চিন্তার যোগ্যা, তুমি পূজনীয়া, তুমি অমরগণের প্রিয়া এবং ঈশ্বরারাধনার মন্ত্র। ৩১

ওঁ আয়াহি বরদে দেবি, ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
গায়ত্রি ছন্দসাং মাতঃ, ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তু তে॥ ৩২

ওঁ গায়ত্র্যস্যেকপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী, চতুষ্পদ্যপদসি ন হি পদ্যসে।
নমস্তে তুরীয়ায় দর্শতায় পদায় পরোরজসে॥ ৩৩

গায়ত্রীর ঋষ্যাদি

গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষিঃ, সবিতা দেবতা, গায়ত্রী ছন্দো জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ।

গায়ত্রীর জপ

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ॥ ৩৪

এই গায়ত্রী মন্ত্র অন্ততঃ ১০ বার জপ করা আবশ্যক। জপের নিয়ম—

অনুবাদ—হে বরদায়িনি, হে দেবি, হে অক্ষরত্রয়ময়ি (প্রণবস্থ কিংবা গায়ত্রী বা সাবিত্রী শব্দস্থ), হে বেদপ্রকাশকারিণি, হে বেদমাতঃ, হে পরব্রহ্মোদ্ভূতে গায়ত্রি! তুমি আগমন কর, তোমাকে প্রণাম করি। ৩২

অনুবাদ—হে গায়ত্রীদেবি, তুমি একপদী অর্থাৎ ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই তিন লোক তোমার প্রথম পদ, তুমি দ্বিপদধারিণী অর্থাৎ ঋক্ যজুঃ সাম এই তিন প্রকার বেদ তোমার দ্বিতীয় পদ, তুমি ত্রিপদবিশিষ্টা অর্থাৎ প্রাণ, অপান ও ব্যান এই তিন বায়ু তোমার তৃতীয় পদ, তুমি চতুষ্পদী অর্থাৎ সূর্য্যদেব তোমার চতুর্থ পদ। তুমি অপদ অর্থাৎ দুষ্প্রাপ্য, তোমার ঐ যে দর্শনযোগ্য চতুর্থ পদ অর্থাৎ সূর্য্যদেব, তাঁহাকে আমি প্রণাম করি। ৩৩

অনুবাদ—(৬১ পৃষ্ঠায় গায়ত্রীর অনুবাদ দ্রষ্টব্য)। ৩৪

প্রাতঃকালে চিৎ হাতে, মধ্যাহ্ন সময়ে কাইৎ হাতে ও সায়ংকালে উপুড় হাতে জপ করিবে [৭৬ পৃঃ ১১ পং দ্রষ্টব্য]।

সূর্য্য ঋষিঃ [মাধ্যন্দিনশাখীদিগের—বামদেব ঋষিঃ] সূর্য্যো দেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ সূর্য্যস্যাবৃত-মন্বাবর্ত্তে ॥ ৩৫

এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিবে।

গায়ত্রী বিসর্জ্জন

ওঁ উত্তরে শিখরে দেবী ভূম্যাং পর্ব্বতমূর্দ্ধনি।
ব্রাহ্মণৈঃ সমনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথাসুখম্ ॥ ৩৬

এই মন্ত্র বলিয়া এক গণ্ডূষ জল দিবে। অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিয়া প্রত্যেকবার এক এক অঞ্জলি জল দিবে।

ওঁ নমো দিগ্‌ভ্যঃ। ওঁ নমো দিগ্‌দেবতাভ্যঃ। ওঁ নমো ব্রহ্মণে। ওঁ নমঃ পৃথিব্যৈ। ওঁ নম ওষধীভ্যঃ। ওঁ নমোঽগ্নয়ে। ওঁ নমো বাচে। ওঁ নমো বাচস্পতয়ে। ওঁ নমো বিষ্ণবে। ওঁ নমো মহতে। ওঁ নমোঽদ্ভ্যঃ। ওঁ নমোঽপাংপতয়ে। ওঁ নমো বরুণায় ॥ ৩৭

অনুবাদ—'সূর্য্যস্য' ইত্যাদি মন্ত্রের সূর্য্য ঋষি, (মাধ্যন্দিনশাখী-দিগের—বামদেব ঋষি) সূর্য্য দেবতা এবং সূর্য্যোপস্থানে প্রয়োগ হয়। সূর্য্য যেরূপ পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন, আমিও তদ্রূপ সূর্য্যদেবকে প্রদক্ষিণ করি। ৩৫

অনুবাদ—ভূমিতলে অবস্থিত সুমেরু পর্ব্বতের শিখরদেশে গায়ত্রী দেবী অবস্থান করেন। হে দেবি, আপনি আপনার উপাসকদিগের নিকট অনুজ্ঞা পাইয়া সেই স্থানেই সুখে গমন করুন। ৩৬

অনুবাদ—দিক্‌সকল, দিগ্‌দেবতাগণ, ব্রহ্মা, পৃথিবী, ওষধী, অগ্নি, বাগ্‌দেবতা, বাচস্পতি, বিষ্ণু, মহৎ, জল, অপাংপতি বরুণদেবকে প্রণাম করি। ৩৭

সূর্য্যার্ঘ

এষোঽর্ঘঃ।—ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্, ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।
জগৎসবিত্রে শুচয়ে, সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে॥
ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ॥৩৮

এই মন্ত্র বলিয়া সূর্য্যোদ্দেশে অর্ঘ বা জল দিবে।

সূর্য্য প্রণাম

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥ ৩৯
ওঁ নমঃ সবিত্রে জগদেকচক্ষুষে, জগৎপ্রসূতিস্থিতিনাশহেতবে।
ত্রয়ীময়ায় ত্রিগুণাত্মধারিণে বিরিঞ্চি-নারায়ণ-শঙ্করাত্মনে॥ ৪০

এই মন্ত্রে সূর্য্যকে প্রণাম করিয়া পরে আচমন করিবে। প্রাতঃসন্ধ্যার পর শিবপূজাদি করিয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মে মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা এবং সায়ংকালে সায়ংসন্ধ্যা করিবে।

যজুর্ব্বেদি-সন্ধ্যা সমাপ্ত।

অনুবাদ—হে পরব্রহ্ম স্বরূপ সূর্য্যদেব, তুমি তেজস্বী, দীপ্তি-শালী, বিশ্বব্যাপি-তেজের আধার স্বরূপ, জগতের কর্ত্তা, পবিত্র, কর্ম্মপ্রবর্ত্তক তোমাকে আমি প্রণাম করি। এই অর্ঘ্য সূর্য্য দেবকে প্রদান করিলাম। ৩৮

অনুবাদ—জবাপুষ্পের তুল্য লোহিত বর্ণ, কশ্যপের পুত্র, অতি-শয় দীপ্তিশালী, অন্ধকার নাশকারী, সর্ব্বপাপহারী দেব দিবাকরকে প্রণাম করি। ৩৯

অনুবাদ—যিনি জগতের নেত্রস্বরূপ অর্থাৎ প্রকাশক, যিনি জগতের সৃষ্টিস্থিতি ও প্রলয়ের একমাত্র হেতু, যিনি ত্রিবেদাত্মক এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণ ভেদে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর মূর্ত্তি ধারণ করেন, সেই দেব দিবাকরকে প্রণাম করি। ৪০

বিশেষ জ্ঞাতব্য

জাতবেদস ইত্যেতজ্জপেৎ স্বস্ত্যয়নং পথি।
ভয়ৈর্বিমুচ্যতে সর্ব্বৈঃ স্বস্তিমান্ প্রাপ্নুয়াদ্ গৃহম্॥
বৃষ্টায়াঞ্চ তথা রাত্র্যাং প্রাতর্দুঃস্বপ্নদর্শনে।
চিত্রমিত্যুপতিষ্ঠেত ত্রিসন্ধ্যং ভাস্করং তথা।
সমিৎপাণির্নরো নিত্যং প্রাপ্নুয়াচ্চ ধনায়ুষী॥
উদুত্যমিতি বাদিত্য-মুপতিষ্ঠেদ্দিনে দিনে।
ক্ষিপেজ্জলাঞ্জলীন্ সপ্ত মনোদুঃখবিনাশনে॥

(বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

"জাতবেদসে" ইত্যাদি মন্ত্র বলিয়া কোন স্থানে যাত্রা করিলে পথে কোন বিপদ হয় না; অধিকন্তু সিদ্ধ মনস্কাম হইয়া নিরাপদে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করা যায়। রাত্রে কোনরূপ দুঃস্বপ্ন দেখিলে প্রাতঃকালে "চিত্রং দেবানাম্" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। যে ব্যক্তি হস্তে সমিধ্ (আকন্দপল্লব) গ্রহণ করিয়া তিন সন্ধ্যায় এই মন্ত্র উচ্চারণ করে, সেই ব্যক্তির ধন ও আয়ুঃ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। "উদু ত্যং, জাতবেদসং" ইত্যাদি মন্ত্র সাতবার পাঠ করিয়া প্রতিদিন সূর্য্যোদ্দেশে ৭ অঞ্জলি জল প্রদান করিলে মনঃকষ্ট দূর হইয়া থাকে।

ব্রহ্মযজ্ঞ

[অর্থাৎ স্বাধ্যায় বা বেদপাঠ]

প্রাতঃসন্ধ্যার পর শিবপূজাদি করিতে হয়। মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার মন্ত্রাদি সকলই প্রায় প্রাতঃসন্ধ্যার ন্যায়। কিন্তু যদি মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার সময়ে মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা হইলে সূর্য্যার্ঘ্যের পূর্ব্বে প্রাগগ্র কুশের উপর পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া এবং বাম করতলের উপর পবিত্র (সাগ্র কুশপত্রদ্বয়) স্থাপন করিয়া তাহার উপর দক্ষিণ করতল অধোমুখ করিয়া

বাঁম পদের উপর দক্ষিণ পদ রাখিয়া একবার গায়ত্রী জপ করিবে, তারপর বেদ-চতুষ্টয়ের আদি-মন্ত্র অর্থাৎ চারিবেদের প্রথম মন্ত্রকয়টী উচ্চারণ করিবে। প্রত্যেক মন্ত্রের পূর্ব্বে ঋষ্যাদি স্মরণপূর্ব্বক মন্ত্র উচ্চারণ করিবে।

মধ্যাহ্ন সন্ধ্যাকালে যদি মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা না করা হয়, তাহা হইলে প্রাতঃসন্ধ্যাতেই বেদাদি মন্ত্র চতুষ্টয় পাঠ করিবে। সমর্থপক্ষে সকলেরই গায়ত্রী জপের পূর্ব্বে গায়ত্রী শাপোদ্ধার পাঠ করা আবশ্যক এবং গায়ত্রী জপ করিবার পরে গায়ত্রী কবচ পাঠ কর্ত্তব্য।

ঋগ্‌বেদী ও যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণগণ যদি নিত্য তর্পণ করেন তাহা হইলে অগ্রে ব্রহ্মযজ্ঞ করিয়া তৎপরে তর্পণ ও সূর্য্যার্ঘ দান করিবেন।

ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্র

অগ্নিমীড়ে ইতি মন্ত্রস্য মধুচ্ছন্দাঋষিরগ্নির্দ্দেবতা, গায়ত্রীচ্ছন্দঃ, স্বাধ্যায়ে (ব্রহ্মযজ্ঞজপে) বিনিয়োগঃ।

ওঁ অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং, যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্। হোতারং রত্নধাতমম্॥ ১

যজুর্ব্বেদের প্রথম মন্ত্র

ইষেত্বেতি মন্ত্রস্য পরমেষ্ঠী প্রজাপতি ঋ`ষিঃ শাখা-বৎস-গাবো-দেবতাঃ (উষ্ণিক্‌ছন্দঃ) স্বাধ্যায়ে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ইষে [ইখে] ত্বোর্জ্জে ত্বা বায়ব স্থ। দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু। শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে ॥২

অনুবাদ—'অগ্নিমীড়ে' ইত্যাদি মন্ত্রের মধুচ্ছন্দা ঋষি, অগ্নি দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ স্বাধ্যায়ে (বেদাধ্যয়নে) প্রয়োগ হয়। যিনি আহবনীয় স্বরূপে যজ্ঞ ভূমির পূর্ব্বভাগে স্থাপিত হন, যিনি দীপ্যমান, যিনি দেবতাদিগের হোতা, এবং যিনি যজ্ঞফলরূপ রত্নের সমধিক রূপে দান কর্ত্তা, আমি সেই অগ্নিদেবকে স্তব করি। ১

অনুবাদ—'ইষেত্বা' ইত্যাদি মন্ত্রের পরমেষ্ঠী প্রজাপতি ঋষি,

সামবেদের প্রথম মন্ত্র

অগ্ন আয়াহীতি মন্ত্রস্য ভরদ্বাজ ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা স্বাধ্যায়ে বিনিয়োগঃ।

নিম্নলিখিত মন্ত্রটী তিন বার পড়িবে।

ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে, গৃণানো হব্য-দাতয়ে। নি হোতা সৎসি বর্হিষি ॥ ৩

অথর্ব্ববেদের মন্ত্র

শন্নো দেবীরিতি মন্ত্রস্য দধ্যঙ্‌ঙাথর্ব্বণ ঋষিরাপো দেবতা গায়ত্রী ছন্দঃ স্বাধ্যায়ে বিনিয়োগঃ।

শাখা বৎস ও গাভী দেবতা (উষ্ণিক্ ছন্দঃ) স্বাধ্যায়ে প্রয়োগ হয়। হে শাখে, তোমাকে বৃষ্টির জন্য আমি ছেদন করি এবং তোমাকে অন্নের নিমিত্ত লইয়া যাই অর্থাৎ তোমার দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাহাতে আহুতি প্রদান করিব; সেই আহুতি সূর্য্যদেবের নিকট উপস্থিত হইবে, সূর্য্য হইতে বৃষ্টি এবং বৃষ্টি হইতে আমাদের অন্ন উৎপন্ন হইবে। হে বৎসগণ, তোমাদের মাতার নিকট হইতে গমন কর। তোমরা গাভীর সঙ্গে সঙ্গে থাকিও না, তাহা হইলে আমরা সায়ংকালে দুগ্ধ পাইব না। যদি দুগ্ধ সংগৃহীত না হয়, তাহা হইলে পরদিন হোমের জন্য হবি প্রস্তুত হইবে না। হে গাভীগণ, আমাদের যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের জন্য সূর্য্যদেব তোমাদিগকে তৃণ পূর্ণ বনে প্রেরণ করুন। তোমরা তৃণ ভক্ষণ করিয়া দুগ্ধদানে আমাদের যজ্ঞকর্ম্মে সহায় হও। ২

অনুবাদ—'অগ্ন আয়াহি' ইত্যাদি মন্ত্রের ভরদ্বাজ ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, অগ্নি দেবতা স্বাধ্যায়ে প্রয়োগ হয়। হে অগ্নিদেব! তুমি আহুতি ভক্ষণের নিমিত্ত এবং দেবতাসকলকে উহা অর্পণ করিবার জন্য এস

ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়, আপো ভবন্তু পীতয়ে। শং যো-রভিস্রবন্তু নঃ ॥৪

গায়ত্রী-হৃদয়

ইহাও সন্ধ্যার অঙ্গন্যাসের পরে পাঠ্য। জপের পূর্ব্বে পাঠ করিলে "গায়ত্রী শাপোদ্ধার" পাঠান্তে গায়ত্রী-হৃদয় পাঠ করিতে হয়।

ওঁ নমস্কৃত্য ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্যঃ স্বয়ম্ভুবং পরিপৃচ্ছতি। ত্বং ব্রূহি ব্রহ্মন্ গায়ত্র্যুৎপত্তিং শ্রোতুমিচ্ছামি। ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তিং প্রকৃতিং পরিপৃচ্ছামি ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রণবেন ব্যাহৃতিভিঃ প্রবর্ত্ততে তমসস্তু পরং জ্যোতিঃ। কঃ পুরুষঃ? স্বয়ম্ভূর্বিষ্ণুরিতি। সোঽপঃ সৃজতি। অথ তাস্বপ্স্বঙ্গুল্যা মথ্যতে। মথ্যমানাৎ ফেনো ভবতি। ফেনাদ্ বুদ্বুদো ভবতি। বুদ্বুদাদণ্ডং ভবতি। অণ্ডাদ্বায়ুর্ভবতি। বায়োরগ্নির্ভবতি। অগ্নেরোঙ্কারো ভবতি। ওঁকারাদ্-ব্যাহৃতির্ভবতি। ব্যাহৃত্যা গায়ত্রী ভবতি। গায়ত্র্যাঃ সাবিত্রী ভবতি। সাবিত্র্যাঃ সরস্বতী ভবতি। সরস্বত্যা বেদা ভবন্তি। বেদেভ্যো ব্রহ্মা ভবতি। ব্রহ্মণো লোকা ভবন্তি। তস্মাল্লোকাঃ প্রবর্ত্তন্তে চত্বারো বেদাঃ সোপনিষদঃ সেতিহাসাঃ। সর্ব্বে তে গায়ত্র্যাঃ প্রবর্ত্তন্তে। যথাগ্নির্দেবানাং,

---

এবং আমাদিগের প্রার্থনায় হোতা হইয়া এই আস্তীর্ণ কুশের উপর উপবেশন কর। ৩

অনুবাদ—'শন্নো দেবী' ইত্যাদি মন্ত্রের অথর্ব্বার পুত্র দধ্যঙ (দধীচি) ঋষি, জল দেবতা, গায়ত্রী ছন্দঃ স্বাধ্যায়ে প্রয়োগ হয়। দেবতাস্বরূপ জল সকল আমাদের পাপ সমূহ বিনাশ করিয়া আনন্দ-দায়ক হউন, আমাদের যজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ হউক, আমাদের উৎপন্ন রোগাদির উপশমন এবং অনুৎপন্ন রোগের প্রতিবন্ধকস্বরূপ হউন, আমাদের পবিত্রতা রক্ষাহেতু আমাদের উপর ক্ষরিত হউক।৪

ব্রাহ্মণো মনুষ্যাণাং, মেরুঃ শিখরিণাং, গঙ্গা নদীনাং, ব্রহ্মা প্রজাপতীনাং এবমসৌ মুখ্যা। গায়ত্র্যা গায়ত্রী ছন্দো ভবতি॥ ২

* কিং বৈ ভূঃ। কিং ভুবঃ? কিং স্বঃ? কিং মহঃ? কিং জনঃ? কিং তপঃ? কিং সত্যং? কিং তৎ? কিং সবিতুঃ? কিং বরেণ্যম্? কিং ভর্গঃ? কিং দেবস্য? কিং ধীমহি? কিং ধিয়ঃ? কিং য়ঃ? কিং নঃ? কিং প্রচোদয়াৎ? ৩

ভূরিতি ভূর্লোকো, ভুব ইত্যন্তরিক্ষলোকঃ, স্বরিতি স্বর্লোকো, মহরিতি মহর্লোকো, জন ইতি জনলোক-স্তপ ইতি-তপোলোকঃ, সত্যমিতি সত্যলোকো, ভূর্ভুবঃ স্বরিতি ত্রৈলোক্যম্। তদিতি তেজঃ, যত্তেজঃ সোঽগ্নিঃ, সবিতাদিত্যোঽয়ং বৈ বরেণ্যং, অন্নমেব প্রজাপতিঃ। ভর্গ ইত্যাপো বৈ ভর্গঃ, যদাপস্তৎ সর্ব্বদেবতাঃ। দেবস্য সবিতুর্দেবো বা যঃ পুরুষঃ স বিষ্ণুঃ। ধীমহীত্যৈশ্বর্য্যং, যদৈশ্বর্য্যং স প্রাণ ইত্যধ্যাত্মং। যদধ্যাত্মং তৎ পরমং পদং, তন্মহেশ্বরঃ। ধিয় ইতি মহীতি, পৃথিবী মহী। যো নঃ প্রচোদয়াদিতি কামঃ, কাম ইমান্ লোকান্ প্রচ্যাবয়তে। যোনৃশংসো যোঽনৃশংসোঽস্যাঃ স পরো ধর্ম্ম ইত্যেষা বৈ গায়ত্রী ॥৪

কিং গোত্রা? কত্যক্ষরা? কতিপাদা? কতিকুক্ষিঃ? কতিশীর্ষা॥ ৫

সাঙ্খ্যায়নগোত্রা, চতুর্বিংশত্যক্ষরা বৈ গায়ত্রী, ত্রিপদা, ষট্‌কুক্ষিঃ, পঞ্চশীর্ষা॥ ৬

কেঽস্যাস্ত্রয়ঃ পাদা ভবন্তি? কা অস্যাঃ ষট্‌কুক্ষয়ঃ? কানি চ পঞ্চশীর্ষাণি॥ ৭

ঋগ্‌বেদোঽস্যাঃ প্রথমঃ পাদো ভবতি, যজুর্ব্বেদো দ্বিতীয়ঃ, সামবেদ তৃতীয়ঃ। পূর্ব্বা দিক্ প্রথমা কুক্ষির্ভবতি, দক্ষিণা দ্বিতীয়া, পশ্চিমা তৃতীয়া, উত্তরা চতুর্থী, ঊর্দ্ধা পঞ্চমী, অধোঽস্যাঃ ষষ্ঠী। ব্যাকরণমস্যাঃ প্রথমং শীর্ষং ভবতি, শিক্ষা দ্বিতীয়ং, কল্পস্তৃতীয়ং, নিরুক্তং চতুর্থং, জ্যোতিষা-ময়নমিতি পঞ্চমম্॥ ৮

কিং লক্ষণম্? কিং বিচেষ্টিতম্? কিমুদাহৃতম্ ॥ ৯

লক্ষণং মীমাংসা, অথর্ব্ববেদো বিচেষ্টিতং, ছন্দোবিচিতি-রুদাহৃতম্ ॥১০

কো বর্ণঃ? কঃ স্বরঃ ॥ ১১

শ্বেতো বর্ণঃ, ষট্‌স্বরাঃ। পূর্ব্বা ভবতি গায়ত্রী, মধ্যমা ভবতি সাবিত্রী, পশ্চিমা সন্ধ্যা সরস্বতী। রক্তা গায়ত্রী, শ্বেতা সাবিত্রী, কৃষ্ণা সরস্বতী ॥ ১২

প্রণবে নিত্যযুক্তা স্যাদ্ ব্যাহৃতিষু চ সপ্তসু। সর্ব্বেষামেব পাপানাং সঙ্করে সমুপস্থিতে ॥ শতসাহস্রমভ্যস্তা গায়ত্রী পাবনং মহৎ ॥ ১৩

উষঃ কালে রক্তা, মধ্যাহ্নে শ্বেতাপরাহ্নে কৃষ্ণা। পূর্ব্বসন্ধির্ব্রাহ্মী, মধ্যসন্ধির্মাহেশ্বর্য্য-পরসন্ধির্বৈষ্ণবী। হংসবাহিনী ব্রাহ্মী, বৃষভবাহিনী মাহেশ্বরী, গরুড়বাহিনী বৈষ্ণবী ॥১৪

পূর্ব্বাহ্নকালে সন্ধ্যা গায়ত্রী, কুমারী রক্তাঙ্গী রক্তবাসা-স্ত্রিনেত্রা, পাশাঙ্কুশাক্ষমালা-কমণ্ডলুকরা হংসারূঢ়া ঋগ্‌বেদসহিতা ব্রহ্মদেবত্যা ভূর্লোকব্যবস্থিতাদিত্যপথগামিনী ॥ ১৫

মধ্যাহ্নকালে সন্ধ্যা সাবিত্রী যুবতী শ্বেতাঙ্গী শ্বেতবাসা-স্ত্রিনেত্রা পাশাঙ্কুশত্রিশূল-ডমরুহস্তা বৃষভারূঢ়া যজুর্ব্বেদসহিতা রুদ্রদেবত্যা ভুবর্লোক-ব্যবস্থিতাদিত্যপথগামিনী ॥১৬

সায়াহ্নকালে সন্ধ্যা সরস্বতী বৃদ্ধা কৃষ্ণাঙ্গী কৃষ্ণবাসা স্ত্রিনেত্রা শঙ্খচক্র-গদাপদ্মহস্তা গরুড়ারূঢ়া সামবেদসহিতা বিষ্ণুদেবত্যা স্বর্লোকব্যস্থিতাদিত্য-পথগামিনী ॥ ১৭

কান্যক্ষরদৈবতানি ভবন্তি ॥ ১৮

প্রথমমাগ্নেয়ং, দ্বিতীয়ং প্রাজাপত্যং, তৃতীয়ং সোম্যং, চতুর্থমৈশানং, পঞ্চম-মাদিত্যং, ষষ্ঠং বার্হস্পত্যং, সপ্তমং ভগদেবত্যম্, অষ্টমং পিতৃদেবত্যম্, নবম-মার্য্যমণং, দশমং সাবিত্রং, একাদশং ত্বাষ্ট্রং, দ্বাদশং পৌষ্ণং, ত্রয়োদশ-মৈন্দ্রাগ্নং, চতুর্দ্দশং বায়ব্যং, পঞ্চদশং বামদেবং, ষোড়শং মৈত্রাবরুণং, সপ্তদশং বাভ্রব্যম্, অষ্টাদশং বৈশ্বদেব্যম্, একোনবিংশতিকং বৈষ্ণবং, বিংশতিকং বাসবম্, একবিংশতিকং তৌষিতং, দ্বাবিশতিকং কৌবেরং,

ত্রয়োবিংশতিকমাথিনং, চতুর্বিংশতিকং ব্রাহ্মম্, ইত্যক্ষরদৈবতানি ভবন্তি ।১৯

দ্যৌর্মূর্দ্ধি সঙ্গতান্তে, ললাটে রুদ্রঃ, ভ্রুবোর্মেঘঃ, চক্ষুষোশ্চন্দ্রাদিত্যৌ, কর্ণয়োঃ শুক্রবৃহস্পতী, নাসিকে বায়ুদেবত্যে, দন্তৌষ্ঠাবুভয়সন্ধ্যে, মুখমগ্নি, র্জিহ্বা সরস্বতী, গ্রীবা সাধ্যাম্নুগৃহীতিঃ; স্তনয়োর্ব্বসবঃ, বাহ্বোর্ম্মরুতঃ, হৃদয়ং পার্জ্জন্য, মাকাশমুদরং, নাভি-রন্তরিক্ষং, কটিরিন্দ্রাগ্নী, জঘনং প্রাজাপত্যং, কৈলাসমলয়াবুরূ, বিশ্বে দেবা জানুনী, জহ্নু·কুশিকৌ জঙ্ঘাদ্বয়ং, খুরাঃ পিতরঃ, পাদৌ বনস্পতয়ঃ। অঙ্গুলয়ো রোমাণি, নখাশ্চ মুহূর্ত্তান্তেঽপি গ্রহাঃ কেতুর্মাসা ঋতবঃ সন্ধ্যাকালস্তথাচ্ছাদনং সংবৎসরো, নিমিষমহোরাত্র-মাদিত্যশ্চন্দ্রমাঃ ॥ ২০

সহস্রপরমাং দেবীং শতমধ্যাং দশাবরাম্ সহস্রনেত্রাং গায়ত্রীং শরণমহং প্রপদ্যে ॥ ২১

ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যায় নমঃ, ওঁ তৎপূর্ব্বজপায় নমঃ। ওঁ তৎ প্রাত-রাদিত্যপ্রতিষ্ঠায় নমঃ ॥ ২২

সায়মধীয়ানো দিবসকৃতং পাপং নাশয়তি। প্রাতরধীয়ানো রাত্রিকৃতং পাপং নাশয়তি ॥ তৎ সায়ং প্রাতরধীয়ানঃ পাপোঽপাপো ভবতি ॥ ২৩

য ইদং গায়ত্রীহৃদয়ং ব্রাহ্মণঃ পঠেৎ, অপেয়পানাৎ পূতো ভবতি, অভক্ষ্যভক্ষণাৎ পূতো ভবতি, অজ্ঞানাৎ পূতো ভবতি, স্বর্ণস্তেয়াৎ পূতো ভবতি, গুরুতল্পগমনাৎ পূতো ভবতি, অপঙ্ক্তি-পাবনাৎ পূতো ভবতি, ব্রহ্মহত্যায়াঃ পূতো ভবতি, অব্রহ্মচারী সব্রহ্মচারী ভবতি। ইত্যনেন হৃদয়েনাধীতেন ক্রতুঃ সম্যগিষ্টো ভবতি, ষষ্টির্গায়ত্র্যাঃ শতসহস্রাণি জপ্তানি ভবন্তি। অষ্টৌ ব্রাহ্মণান্ সম্যগ্ গ্রাহয়েৎ। অথ সিদ্ধির্ভবতি ॥ ২৪

ইদং ব্রাহ্মণো নিত্যমধীয়ীত, সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যত ইতি। ব্রহ্মলোকে মহীয়তে, ব্রহ্মলোকে মহীয়ত ইত্যাহ ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্যঃ ॥ ২৫

ইতি গায়ত্রী-হৃদয়ং সম্পূর্ণম্। ওঁ তৎসৎ ওঁ ॥

তান্ত্রিক সন্ধ্যা

দীক্ষিত মাত্রেরই তান্ত্রিক সন্ধ্যা করা আবশ্যক। দীক্ষিত ব্যক্তি যদি সন্ধ্যা উপাসনা না করে, তাহা হইলে তাহার দীক্ষাজনিত কোনরূপ ফললাভই হয় না। দীক্ষা তন্ত্রের অধীন। তন্ত্রের দুইটী ভাগ ; যথা,—(১) শক্তি-বিষয়ক, (২) বিষ্ণু-বিষয়ক। যাঁহারা শক্তিমন্ত্রে অর্থাৎ কালী দুর্গা প্রভৃতি মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া থাকেন এবং কালী দুর্গা প্রভৃতি দেবতার উপাসনা করেন, তাঁহারা শক্তি-বিষয়ে সন্নিবেশিত তন্ত্রের প্রক্রিয়ানুসারে এবং যাঁহারা বিষ্ণুর উপাসক অর্থাৎ বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষিত, তাঁহারা বৈষ্ণব তন্ত্রানুসারে উপাসনা করিবেন।

এই কলিযুগে বৈদিক কর্ম্মসম্পাদন করা সকলের পক্ষে সম্ভবপর হয় না, বিশেষতঃ স্ত্রী শূদ্রাদির বেদে অধিকার নাই, তজ্জন্যই তান্ত্রিক কর্ম্ম সর্ব্বত্র সবিশেষ আদরণীয় হইয়াছে। তন্ত্র সকলযুগেই ছিল, কলিযুগে বেদাদি বিহিত কার্য্য অতিশয় কষ্টসাধ্য, তজ্জন্যই সহজ সাধ্য মুক্তি বা সিদ্ধি তন্ত্রে সন্নিবেশিত থাকায়, সমাজে তন্ত্রই অতিশয় প্রসার লাভ করিয়াছে। তান্ত্রিক সন্ধ্যার সময় ও বৈদিক সন্ধ্যার সময় এক। যদি নিয়মিত সময়ে তান্ত্রিক সন্ধ্যা সম্পাদন করা না ঘটিয়া উঠে, তাহা হইলে সন্ধ্যা করিবার পূর্ব্বে দশ বার গায়ত্রী জপ রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবার পরে সন্ধ্যা করিবে।

তান্ত্রিক সন্ধ্যা প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকাল এই তিন সময়ে একই রূপ। তবে এই তিন সন্ধ্যার প্রত্যেকের বিভিন্ন প্রকার ধ্যান আছে, তাহাই সাময়িক সন্ধ্যোপাসনার সময় করিবে। গায়ত্রী ও মন্ত্রের জপ ১০৮ বার করিতে হয়, তাহা না করিলে জপ জন্য কোন ফল হয় না। উচ্চৈঃস্বরে জপ করা উচিত নহে। গায়ত্রী ও মন্ত্র জপের ফললাভ করিতে হইলে মনে মনে জপ করা উচিত, কোনরূপ শব্দ করা উচিত

নহে। দেবতা ভেদে তান্ত্রিক আচমনেরও পার্থক্য আছে। সে সকল অসম্ভব হইলে শাক্তগণ পূর্ব্বলিখিত আচমন প্রকরণের শাক্ত আচমন ও বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণব আচমন করিবে, এইরূপ করিলেও আচমন সিদ্ধ হয়।

হাত পা ধৌত করিয়া পূর্ব্ব বা উত্তর মুখে উপবেশনপূর্ব্বক গায়ত্রী পড়িবার পর শিখা বাঁধিয়া (যদি শিখা না থাকে, তাহা হইলে শিখা স্থান স্পর্শ করিয়া) আচমন করিবে।

আচমন

(শক্তিমন্ত্রে)—(নমঃ) আত্মতত্ত্বায় নমঃ এই মন্ত্র বলিয়া ওষ্ঠে একটু জল ছিটাইবে। (নমঃ) বিদ্যাতত্ত্বায় নমঃ বলিয়া ওষ্ঠে একটু জল ছিটাইবে। (নমঃ) শিবতত্ত্বায় নমঃ বলিয়া ওষ্ঠে একটু জল ছিটাইবে। অন্যমন্ত্রে মন্ত্র না বলিয়া ওষ্ঠে তিনবার একটু করিয়া জল ছিটাইবে। দ্বিজাতিগণ প্রথমের (নমঃ) স্থলে ওঁ বলিবেন ও শেষের নমঃ স্থলে স্বাহা বলিবেন এবং প্রত্যেক মন্ত্রে জল পান করিবেন।

জলশুদ্ধি

অঙ্কুশমুদ্রা দ্বারা (মধ্যমা অঙ্গুলীর অগ্রভাগ, নখ না ঠেকে) জল স্পর্শ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিবে :—

(নমঃ) গঙ্গে চ যমুনে চৈব, গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধুকাবেরি, জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥

অনন্তর বীজমন্ত্র অর্থাৎ স্বীয় ইষ্ট দেবতার মন্ত্র বলিতে বলিতে সেই জল তিনবার মাটিতে ছিটাইবে ও সাতবার নিজের মস্তকে ছিটাইবে।

অঙ্গন্যাস

অনন্তর তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিয়া 'আং হৃদয়ায় নমঃ' এই মন্ত্র বলিবে। মস্তক স্পর্শ করিয়া 'ঈং শিরসে নমঃ' (স্বাহা) এই মন্ত্র বলিবে।

শিখা স্পর্শ করিয়া 'উং শিখায়ৈ নমঃ' (বষট্) এই মন্ত্র বলিবে। দুই হাতে অর্থাৎ বাঁ হাত নীচে ও ডান হাত উপরে রাখিয়া ও আপনাকে জড়াইয়া ধরিয়া 'ঐং কবচায় নমঃ' (হুং) এই মন্ত্র বলিবে। বাঁ হাত চিৎ করিয়া ও তাহার উপর ডান হাতটিও চিৎ করিয়া রাখিয়া ডান হাতের তর্জ্জনী দ্বারা দক্ষিণ চক্ষু, মধ্যমা দ্বারা কপাল ও অনামিকা দ্বারা বামচক্ষু স্পর্শ করিয়া 'ঔং নেত্রত্রয়ায় নমঃ' (বৌষট্) এই মন্ত্র বলিবে। 'অঃ অস্ত্রায় ফট্' এই মন্ত্র বলিয়া দুইটী হস্তই ঘুরাইয়া দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও তর্জ্জনী দ্বারা বাম হস্তের তলদেশে আঘাত করিবে। দ্বিজাতিগণ নমঃ স্থলে স্বাহা ইত্যাদি বলিবেন।

অঘমর্ষণ

অঘ অর্থাৎ পাপ, মর্ষণ অর্থাৎ মোচন, অঘমর্ষণ অর্থাৎ পাপ ধুইয়া ফেলা। বীজমন্ত্রে ইষ্টদেবতার অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া বাম হস্তে একটু জল রাখিয়া, তাহার উপর দক্ষিণ হস্ত চাপা দিয়া 'হং যং বং লং রং' এই মন্ত্র তিনবার জপ করিবে। বাম হস্তের অঙ্গুলীর ফাঁক দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল ফেলিতে থাকিবে এবং তত্ত্বমুদ্রাদ্বারা সেই জল দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিয়া বীজমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক সাতবার মস্তকে ছিটাইবে। বামহস্তস্থিত অবশিষ্ট জল দক্ষিণ হস্তে লইয়া নাসিকার নিকট ধরিয়া মনে মনে চিন্তা করিবে যে, ঐ জল বাম নসিকা দ্বারা দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমার দেহস্থ সমস্ত পাপ ধুইয়া কৃষ্ণবর্ণ হইয়া দক্ষিণ নাসিকা দিয়া বাহির হইয়া শ্বাসের সহিত ঐ জলে মিশিল। অনন্তর নিজের সম্মুখে একখানা প্রস্তর আছে এই মনে করিয়া ঐ জল কল্পিত প্রস্তর খণ্ডের উপর 'ফট্' বলিয়া (একবার বা তিনবার) নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর পুনরায় হস্তপ্রক্ষালনাদি করিয়া পূর্ব্ববৎ আচমন করিবে।

তর্পণ

তর্পণ স্নানেরই এক অঙ্গ ; কিন্তু মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের মতে অনেকে ইহা সন্ধ্যাতেও করিয়া থাকেন। যাঁহারা ইহা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কেবল মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায় ইহা করিবেন। তর্পণ প্রাতঃসন্ধ্যায় করিবার আবশ্যক নাই ও স্ত্রীলোকদিগকেও ইহা করিতে হয় না। তর্পণ করিবার সময় নিম্নলিখিত এক একটী মন্ত্র বলিয়া বামহস্তের তত্ত্বমুদ্রার উপর প্রত্যেকবার জল দিবে :—

(নমঃ) দেবান্ তর্পয়ামি *। (নমঃ) ঋষীন্ তর্পয়ামি ; (নমঃ) পিতৄন্ তর্পয়ামি। (নমঃ) গুরূন্ তর্পয়ামি। (নমঃ) পরমগুরূন্ তর্পয়ামি। (নমঃ) পরাপরগুরূন্ তর্পয়ামি। (নমঃ) পরমেষ্ঠিগুরূন্ তর্পয়ামি। অনন্তর শক্তিমন্ত্রে —(নমঃ) হ্রীং অমুকদেবতাং তর্পয়ামি নমঃ (স্বাহা) এই মন্ত্র বলিয়া তিনবার জল দিবে। অন্য মন্ত্রে—(নমঃ) অমুকদেবতাং তর্পয়ামি (৩বার)। বৈষ্ণবের পক্ষে —নমঃ নারদং তর্পয়ামি (৩বার)। নমঃ পর্ব্বতং তর্পয়ামি (৩বার)। নমঃ বিষ্ণুং তর্পয়ামি (৩বার)। নমঃ নিশঠং তর্পয়ামি (৩বার)। নমঃ উদ্ধবং তর্পয়ামি (৩বার) নমঃ দারুকং তর্পয়ামি (৩বার)। নমঃ বিষ্বক্‌সেনং তর্পয়ামি (৩বার) নমঃ শৈনেয়ং তর্পয়ামি (৩বার)। নমঃ গুরুং তর্পয়ামি (৩বার) নমঃ (মূলমন্ত্র) অমুকদেবতাং তর্পয়ামি নমঃ (৩বার)। সম্পূর্ণ তর্পণে অক্ষম হইলে নিজ নিজ ইষ্টদেবতার তর্পণ করিলেও চলিতে পারে।

সূর্য্যার্ঘ্য

ইদমর্ঘ্যং (নমঃ) শ্রীসূর্য্যায় নমঃ এই মন্ত্র বলিয়া সূর্য্যোদ্দেশে অর্ঘ্য বা সামান্য একটু জল দিবে। (দ্বিজাতিগণ—"হ্রীং হংসঃ ইদমর্ঘ্যং সূর্য্যায় স্বাহা" বলিবেন)। অনন্তর তিনবার গায়ত্রী জপ করিয়া নিজ নিজ ইষ্টদেবতার উদ্দেশে তিনবার জল দিবে।

* দ্বিজাতিরা সকল স্থানেই প্রথমে নমঃ না বলিয়া ওঁ বলিবেন।

গায়ত্রী ধ্যান

প্রাতঃসন্ধ্যায়।

ওঁ উদ্যদাদিত্যসঙ্কাশাং পুস্তকাক্ষকরাং স্মরেৎ।
কৃষ্ণাজিনধরাং ব্রাহ্মীং ধ্যায়েত্তারকিতেঽম্বরে॥ ১

মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় ধ্যান।

ওঁ শ্যামবর্ণাং চতুর্ব্বাহুং শঙ্খচক্রলসৎকরাম্।
গদাপদ্মধরাং দেবীং সূর্য্যাসনকৃতাশ্রয়াম্॥২

সায়ংসন্ধ্যায় ধ্যান।

ওঁ সায়াহ্নে বরদাং দেবীং গায়ত্রীং সংস্মরেদ্ যতিঃ।
শুক্লাং শুক্লাম্বরধরাং বৃষাসনকৃতাশ্রয়াম্।
ত্রিনেত্রাং বরদাং পাশং, শূলঞ্চ নৃকরোটিকাম্।
বিভ্রতীং করপদ্মৈশ্চ বৃদ্ধাং গলিতযৌবনাং।
সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থাং, ধ্যায়ন্ দেবীং সমভ্যসেৎ॥ ৩

ত্রিপুরা বিদ্যার ধ্যানে কিছু পার্থক্য আছে। তাহা দীক্ষা গুরুর নিকটে জানিয়া লইবে।

প্রাণায়াম

প্রথমে দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসিকা টিপিয়া বামহস্তে বীজমন্ত্র ৪বার জপ করিবে। তৎপরে দক্ষিণ নাসিকা সেই প্রকার টিপিয়া রাখিয়াই অনামিকা ও কনিষ্ঠা দ্বারা বাম নাসিকাও টিপিয়া ধরিয়া ১৬বার বীজমন্ত্র জপ করিবে। অতঃপর দক্ষিণ নাসিকা ছাড়িয়া দিয়া ৮বার বীজমন্ত্র জপ করিবে। (৬৬ পৃষ্ঠায় প্রাণায়ামের বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য)।

ঋষ্যাদিন্যাস

তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা নিজ মস্তক স্পর্শ করিয়া (নমঃ) অমুকঋষয়ে নমঃ বলিবে। মুখ স্পর্শ করিয়া (নমঃ) অমুকচ্ছন্দসে নমঃ বলিবে। হৃদয়

স্পর্শ করিয়া (নমঃ) অমুকদেবতায়ৈ নমঃ বলিবে। যে স্থানে অমুক দেওয়া আছে সেই স্থানে অমুকের পরিবর্ত্তে যে মন্ত্রের যে ঋষি, যে ছন্দঃ ও যে দেবতা, তাহার নাম উচ্চারণ করিবে। দ্বিজাতিগণ প্রথমের (নমঃ) স্থলে ওঁ বলিবেন।

করন্যাস

আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ এই মন্ত্র বলিয়া দুই হাতেরই তর্জ্জনী দিয়া অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করিবে। ঈং তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ * এই মন্ত্র বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তর্জ্জনী স্পর্শ করিবে। উং মধ্যমাভ্যাং নমঃ † এই মন্ত্র বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা মধ্যমা স্পর্শ করিবে। ঐং অনামিকাভ্যাং নমঃ ‡ এই মন্ত্র বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা অনামিকা স্পর্শ করিবে। ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ § এই মন্ত্র বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা কনিষ্ঠা স্পর্শ করিবে। অঃ অস্ত্রায় ফট্ এই মন্ত্র বলিয়া দুই হাত ঘুরাইয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা দিয়া বাম হস্তের করতলে আঘাত করিবে।

অঙ্গন্যাস

পূর্ব্বের ন্যায়। (১২৫ পৃঃ ২২ পং দ্রষ্টব্য)।

ইষ্ট মন্ত্র জপ

মনে মনে ইষ্ট-দেবদেবীর মূর্ত্তি ভাবিয়া গুরু, দেবতা ও মন্ত্র এই তিনটীকেই একরূপ মনে করিয়া ১৮বার বা ১০৮ বার অথবা ১০০৮ বার (সাধ্যানুসারে) ইষ্ট মন্ত্র জপ করিবে।

জপ সমর্পণ

গণ্ডূষে বা কুশীতে একটু জল লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিবে :—

---

* দ্বিজাতিরা—নমঃ স্থলে স্বাহা, † নমঃ স্থলে বষট্, ‡ নমঃ স্থলে হুং, § নমঃ স্থলে বৌষট্ বলিবেন।

(নমঃ) গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্‌ত্রী ত্বং, গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপম্‌।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি, ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরি॥

উপর্যুক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ঐ জল দেবতার বাম হস্ত উদ্দেশে (পুরুষ দেবতা হইলে দক্ষিণ হস্ত উদ্দেশে এবং অনেক হস্ত হইলে নিম্নহস্ত উদ্দেশে) ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় প্রাণায়াম করিয়া ইষ্টদেবদেবীকে ও গুরুকে প্রণাম করিবে।

যদি কেহ সম্পূর্ণ সন্ধ্যা করিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে ইষ্টদেবদেবীকে মনে মনে ধ্যান করিয়া ইষ্টমন্ত্র অন্ততঃ পক্ষে ১০৮ বার বা দশবার জপ করিবে।

দ্রষ্টব্য :—শূদ্র ও স্ত্রী অঙ্গন্যাস করিবার সময় "স্বাহা" ইত্যাদি না বলিয়া "নমঃ" বলিবে, তাহাদের "ওঁ" উচ্চারণ করা উচিত নহে। তর্পণ করিবার সময় নমঃ বলিবে। তান্ত্রিক সন্ধ্যা ব্রাহ্মণ, দ্বিজ, স্ত্রী, শূদ্র প্রভৃতি সকলেরই একরূপ, কেবল ওঁ ইত্যাদির উচ্চারণে কিছু প্রভেদ আছে; তাহাও লিখিত হইল।

জপ

জপ তিন প্রকার—বাচিক উপাংশু ও মানস। বাচিক অপেক্ষা উপাংশু এবং উপাংশু অপেক্ষা মানস জপ শ্রেষ্ঠ। অপরে শুনিতে পায় এরূপ জপকে বাচিক, কেবল নিজে শুনিতে পাওয়া যায় এরূপ জপকে উপাংশু এবং জিহ্বা ও ওষ্ঠ চালনা না করিয়া মনে মনে জপকে মানস জপ বলে। বাচিক জপও উচ্চৈঃস্বরে করা নিষিদ্ধ।

প্রাতঃ সন্ধ্যায় বুকের কাছে বাঁ হাত চিৎ করিয়া তাহার উপর ডান হাত চিৎ করিয়া রাখিয়া, মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায় বুকের কাছে ডান হাত কাইৎ করিয়া তাহার উপর বাঁ হাত কাইৎ করিয়া রাখিয়া, এবং সায়ংসন্ধ্যায়

* পুরুষ দেবতা হইলে 'গোপ্‌ত্রী' স্থলে 'গোপ্তা' 'দেবি' স্থলে 'দেব' এবং 'সুরেশ্বরি' স্থলে 'সুরেশ্বর' বলিবে।

বুকের কাছে ডান হাত উপুড় করিয়া তাহার উপর বাঁ হাত উপুড় করিয়া রাখিয়া ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠে পৈতা জড়াইয়া, উত্তরীয় থাকিলে উত্তরীয়ের ভিতর ঐরূপে দুই হাত রাখিয়া ডান হাতেই জপ করিবে।

পুরুষ দেবতার মন্ত্র জপের নিয়ম।—মন্ত্র জপকালে অঙ্গুষ্ঠের অগ্র পর্ব্ব দ্বারা যথাক্রমে অনামিকার মধ্য ও মূল পর্ব্ব, কনিষ্ঠার মূল, মধ্য ও অগ্র পর্ব্ব, অনামিকার অগ্র পর্ব্ব, মধ্যমার অগ্র পর্ব্ব ও তর্জ্জনীর অগ্র, মধ্য ও মূল পর্ব্ব ধরিয়া জপ করিলে ১০বার জপ হইবে। প্রত্যেক অঙ্গুলীর পর্ব্ব অর্থাৎ পাব ধরিবে; গ্রন্থি অর্থাৎ গাঁইট ও অগ্রভাগ ধরিবে না এবং অঙ্গুষ্ঠেরও অগ্রপর্ব্ব দিয়া ধরিবে, অগ্রভাগ দিয়া ধরিবে না।

স্ত্রী দেবতার মন্ত্র জপের নিয়ম।—দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অগ্র পর্ব্ব দ্বারা যথাক্রমে অনামিকার মধ্য ও মূল পর্ব্ব; কনিষ্ঠার মূল, মধ্য ও অগ্র পর্ব্ব; অনামিকার অগ্র পর্ব্ব, মধ্যমার অগ্র, মধ্য ও মূল পর্ব্ব এবং তর্জ্জনীর মূল পর্ব্ব ধরিয়া জপ করিলে ১০ বার জপ হইবে। এক একটী পর্ব্ব ধরিয়া এক একবার জপ করিবে। প্রত্যেক অঙ্গুলীর পর্ব্ব অর্থাৎ পাব ধরিবে। গ্রন্থি অর্থাৎ গাঁইট ও অগ্রভাগ ধরিবে না।

জপের সময় অঙ্গুলি সমূহ সংযুক্ত থাকিবে, ফাঁক করিয়া রাখিবে না। প্রাতঃকালে হৃদয়ের নিকট চিৎ হাতে, মধ্যাহ্নে কাইৎ (হৃদয়াভিমুখ) হাতে এবং সায়ংকালে উপুড় হাতে বৈদিক মন্ত্র জপ কর্ত্তব্য! অন্যান্য জপ সর্ব্বদা কাইৎ হাতে করিবে। জপকালে হস্তদ্বয় বস্ত্রাভ্যন্তরে রাখিবে। দ্বিজাতিগণ অঙ্গুষ্ঠে পৈতা জড়াইয়া লইবেন। দশবারের ন্যূন জপে কোন ফল হয় না।

জপকালে কথা বলিবে না। ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া জপ করিবে। অপরে যেন শুনিতে না পায় এইরূপে জপ করা প্রশস্ত।

তান্ত্রিক গায়ত্রী

[তন্ত্রসারে কথিত আছে শূদ্র ও স্ত্রী গায়ত্রী জপের পূর্ব্বে ঔঁ বলিয়া জপ করিবে। যথা—চতুর্দ্দশঃ স্বরো নাদ-বিন্দুভূষিতমস্তকঃ। শূদ্রস্য প্রণবো দেবি কথিতস্তন্ত্রবেদিভিঃ॥]

দক্ষিণাকালিকার—কালিকায়ৈ বিদ্মহে শ্মশানবাসিন্যৈ ধীমহি।
তন্নো ঘোরে প্রচোদয়াৎ॥

[শ্মন্‌শব্দেন শবঃ প্রোক্তঃ শানং শয়নমুচ্যতে।
নির্ব্বচন্তি শ্মশানার্থং মুনে শব্দার্থকোবিদাঃ॥
মহান্ত্যপি চ ভূতানি প্রলয়ে সমুপস্থিতে।
শেরতেঽত্র শবা ভূত্বা শ্মশানন্তু ততো ভবেৎ॥ স্কন্দপুরাণ]

দুর্গার—নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে, দুর্গায়ৈ ধীমহি।
তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ॥

জগদ্ধাত্রীর—মহাদেব্যৈ বিদ্মহে, দুর্গায়ৈ ধীমহি।
তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ॥

সরস্বতীর—বাগ্‌দেব্যৈ বিদ্মহে কামরাজায় ধীমহি।
তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ॥

তারার—তারায়ৈ বিদ্মহে, মহোগ্রায়ৈ ধীমহি।
তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ॥

অন্নপূর্ণার—ভগবত্যৈ বিদ্মহে, মাহেশ্বর্য্যৈ ধীমহি।
তন্নোঽন্নপূর্ণে প্রচোদয়াৎ॥

গণেশের—তৎপুরুষায় বিদ্মহে, বক্রতুণ্ডায় ধীমহি।
তন্নো দন্তী প্রচোদয়াৎ॥

শিবের—তৎপুরুষায় বিদ্মহে, মহাদেবায় ধীমহি।
তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ ॥

কৃষ্ণের ও বিষ্ণুর—ত্রৈলোক্যমোহনায় বিদ্মহে, কামদেবায় ধীমহি।
তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ ॥

গোপালের—কৃষ্ণায় বিদ্মহে, দামোদরায় ধীমহি
তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ ॥

রামের—দাশরথায় বিদ্মহে, সীতাবল্লভায় ধীমহি।
তন্নো রামঃ প্রচোদয়াৎ ॥

সূর্য্যের—আদিত্যায় বিদ্মহে, মার্ত্তণ্ডায় ধীমহি।
তন্নঃ সূর্য্যঃ প্রচোদয়াৎ ॥

ঋষ্যাদি।

গণেশের—গণকঋষয়ে, নিচৃদ্ গায়ত্রীচ্ছন্দসে, গণেশদেবতায়ৈ।

শিবের—বামদেবঋষয়ে পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দসে, ঈশানদেবতায়ৈ।

দুর্গার—নারদঋষয়ে, গায়ত্রীচ্ছন্দসে, দুর্গাদেবতায়ৈ।

জগদ্ধাত্রীর—দুর্গার ন্যায়।

কালীর—ভৈরবঋষয়ে, উষ্ণিক্‌ছন্দসে, দক্ষিণাকালিকা-দেবতায়ৈ।

বিষ্ণুর—সাধ্যনারায়ণ-ঋষয়ে, দৈবীগায়ত্রীচ্ছন্দসে বিষ্ণুদেবতায়ৈ।

কৃষ্ণের—নারদঋষয়ে, বিরাড়্ গায়ত্রীচ্ছন্দসে, শ্রীকৃষ্ণদেবতায়ৈ।

রামের—ব্রহ্মঋষয়ে, গায়ত্রীচ্ছন্দসে, শ্রীরামদেবতায়ৈ।

সূর্য্যের – দেবভাগঋষয়ে, গায়ত্রীচ্ছন্দসে, আদিত্যদেবতায়ৈ।

অন্নপূর্ণার—ব্রহ্মঋষয়ে, পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দসে, অন্নপূর্ণাদেবতায়ৈ।

জ্ঞাতব্য—মুনি-ঋষিরা বহুকাল গবেষণা করিয়া যেমন দ্রব্যের গুণ স্থির করিয়াছেন, সেইরূপ তাঁহারা শব্দসমূহেরও পর্য্যালোচনা করিয়া দেবতাদিগের বীজ মন্ত্রের শুভফল নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। এই বীজ

মন্ত্র ঐকান্তিকভাবে জপ করিলে শুভফল অনিবার্য্য। নিম্নে বরদাতন্ত্রে ষষ্ঠপটলে যাহা নির্দ্দেশ আছে, তাহার যথাযথ অর্থ দেওয়া হইল।

বীজমন্ত্রের অর্থ

শ্রীশিব উবাচ। মন্ত্রার্থং কথয়াম্যত্ত শৃণুষ্ব পরমেশ্বরি। বিনা যেন ন সিধ্যেত্তু সাধনৈঃ কোটিশঃ শিবে। আদৌ প্রাসাদবীজস্য মন্ত্রার্থং শৃণু পার্ব্বতি॥

হৌং—হ্ = শিব। ঔ=সদাশিব। ং=ক্লেশনিবারণ। সদা হিতকারী শিব আমার ক্লেশনিবারণ করুন।

হ্রীঁ—হ্=শিব। র=প্রকৃতি। ঈ = মহামায়া।◡ = জগন্মাতা।• = ক্লেশনিবারণ। শিবের শক্তি মহামায়া জগন্মাতা আমার ক্লেশনিবারণ করুন।

হুঁ—হ্ = শিব। উ=ভৈরব।◡ = পরম। • = ক্লেশনিবারণ। শিব যাঁহার ভৈরব, সেই পরমেশ্বরী আমার ক্লেশনিবারণ করুন।

ক্রীঁ—ক্ = কালী। র্ = ব্রহ্ম। ঈ = মহামায়া।◡ = বিশ্বমাতা। • = ক্লেশনিবারণ। মহামায়া বিশ্বজননী কালী আমার ক্লেশ নিবারণ করুন।

শ্রীঁ—শ = মহালক্ষ্মী। র্ = ধন। ঈ = তুষ্টি। ◡ = পরম। • = ক্লেশনিবারণ। পরমেশ্বরী মহালক্ষ্মী আমাকে ধন সম্পৎ ও সন্তোষ দিয়া আমার ক্লেশ নিবারণ করুন।

স্ত্রীঁ—স্ = দুর্গোত্তারিণী। ত্ = তারা। র্ = মুক্তি। ঈ=মহামায়া।◡ =জগজ্জননী। •=দুঃখহরণ। জগজ্জননী মহামায়া মুক্তিদাত্রী দুর্গতিহারিণী তারা আমার দুঃখ দূর করুন।

দুঁ—দ্=দুর্গা, উ=রক্ষা। ◡=জগজ্জননী। •=করুন। হে বিশ্বমাতঃ দুর্গে, আমাকে রক্ষা করুন।

ঐং—ঐ=সরস্বতী। ং=দুঃখহরণ। দেবী সরস্বতী, আমার দুঃখ দূর করুন।

গং—গ=গণেশ। ং=দুঃখহরণ। সর্ব্বসিদ্ধিদাতা গণেশ আমার দুঃখ দূর করুন।

ক্লীং—ক্=কৃষ্ণ বা কামদেব। ল্=সুরপতি ইন্দ্র বা ঐশ্বর্য্যশালী। ঈ=তুষ্টি। ং=সুখপ্রদ ও দুঃখহরণ। সর্ব্বশক্তিমান্ কৃষ্ণ বা কামদেব আমাকে সন্তুষ্ট আর সুখী করিয়া আমার দুঃখনাশ করুন।

ঃ—মন্ত্রে দুইটী বিন্দু থাকিলে, একটী বিন্দুর অর্থ দুঃখনাশন ও অপরটীর অর্থ সুখপ্রদ।

বীজমন্ত্রের সংজ্ঞা

শক্তি=হ্রীং। অস্ত্র=ফট্। পৃথ্বী=লং। বরুণ=বং। অঙ্কুশ=ক্রোং। বায়ু=যং। কবচ=হুং। লজ্জা=হ্রীং। শাপহ=হ্রীং। পাশ=আং। ইন্দ্র =লং। প্রবন্ধ=শ্রীং হোং। চন্দ্র=ঠং। বর্ম্ম=হুং। কূর্চ্চ=হুং। জয়দ= ঐং। প্রাসাদ=হৌং। রক্ষা=হুং। বাগ্‌ভব=ঐং। ভুবনেশী ও মায়া=হ্রীং। কাম=ক্লীং। শর্ম্মদ=ক্রীং ক্রীং।

তর্পণ বিধি

জলদান দ্বারা পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধনের নাম তর্পণ। দ্বিজাতিগণের ও শূদ্রগণের তর্পণ ব্যবস্থা বেদে ও পুরাণে সন্নিবিষ্ট আছে। ইদানীং বৈদিক তর্পণ কেহই করেন না, সেইজন্য কেবল পৌরাণিক তর্পণেরই ব্যবস্থা লিখিত হইল· তর্পণ দুইপ্রকার; যথা,—প্রধান ও অঙ্গ।

সন্ধ্যার ন্যায় নিত্য পিতৃযজ্ঞ স্বরূপ যে তর্পণ করিবার ব্যবস্থা আছে, তাহাকে প্রধান তর্পণ বলে, এবং স্নানাদি কর্ম্মে যে তর্পণ করিবার ব্যবস্থা আছে, তাহাকে অঙ্গ তর্পণ বলে।

দ্বিজগণের সন্ধ্যা যেরূপ নিত্য কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত এবং তাহা

না করিলে ব্রাহ্মণ্য নষ্ট হয়, সেইরূপ পিতৃযজ্ঞ তর্পণও একান্ত নিত্য কর্ত্তব্য, তাহা না করিলে অনেক অনিষ্ট ঘটিতে পারে। নাস্তিকগণ প্রায়ই বলিয়া থাকেন, মৃতব্যক্তির উদ্দেশে কোন কিছু দান করিলে তিনি তাহা পান না, কিন্তু অভিনিবেশপূর্ব্বক আলোচনা করিয়া দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, একথার কোন মূল্য নাই। কারণ স্থূলদেহেরই ধ্বংস হইয়া থাকে, সূক্ষ্ম দেহের ধ্বংস কখনও হয় না। সুতরাং পাঞ্চভৌতিক দেহক্ষয়ে পিতৃলোকে পিতৃপিতামহগণের আত্মার বিনাশ হয় না ; সেই আত্মা এক্ষণে যে শরীরেই অবস্থান করুন না কেন, সেই শরীরেই আমাদের এই হিন্দুশাস্ত্র সঙ্গত শ্রাদ্ধ তর্পণাদি ক্রিয়া দ্বারা তিনি তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যের সূক্ষ্মতম অংশ মন্ত্র বলে তাঁহার বর্ত্তমান দেহের আহার্য্যের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া তাঁহাদের তুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। সেই জন্যই তর্পণ আমাদের নিত্য কর্ত্তব্য।

নিত্যনৈমিত্তিক ও কাম্য ভেদে স্নানও যেরূপ তিন প্রকার, সেইরূপ তর্পণও তিনপ্রকার। সন্ধ্যা যেমন নিত্য—প্রধান কর্ত্তব্য, তর্পণও সেইরূপ নিত্য—প্রধান কর্ত্তব্য। স্নানান্তে তর্পণ করিলে আর প্রধান তর্পণ করিতে হয় না, তবে একদিনে বহুতীর্থে বা গ্রহণাদি পর্ব্বে অনেকবার কাম্য স্নান হইতে পারে, তাহাতে প্রতি তীর্থেই পৃথক্ পৃথক্ তর্পণ করিতে হইবে। যাহাদের পিতা জীবিত আছেন অর্থাৎ জীবৎপিতৃক ব্যক্তির প্রেততর্পণ ভিন্ন অন্য তর্পণ করিতে নাই। অশুচি স্পর্শনিমিত্তক বা স্বেচ্ছাকৃত বহুবার স্নান করিলেও বহুবার তর্পণ করিতে হয় না। প্রত্যহ একবার করিয়া তর্পণ করিবে। স্ত্রীলোকের তর্পণে অধিকার নাই, কেবল বিধবা স্ত্রীলোকগণ পুত্র পৌত্রাদির অভাবে স্বামী, শ্বশুর ও শ্বশুরের পিতার এই তিন পুরুষের তর্পণ করিতে পারেন।

স্নানাঙ্গতর্পণ স্নানান্তে করা কর্ত্তব্য হইলেও, কিন্তু যদি তখন সন্ধ্যার

কাল সমুপস্থিত হয়, তাহা হইলে সামবেদীয় ব্রাহ্মণগণ সূর্য্যোপস্থানের পর এবং যজুঃ ও ঋক্‌বেদীয় ব্রাহ্মণগণ সূর্য্যার্ঘের পূর্ব্বে গায়ত্রী জপবিসর্জ্জনের পরে তর্পণ করিবে। তর্পণ অর্থাৎ প্রধান তর্পণ মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার অনুষ্ঠান-কালে উল্লিখিত সময়ে করিতে হয়। বৃষ্টিযুক্ত জলধারা বা বৃষ্টি পতন সময়ে তর্পণ করিতে নাই। জলে তিল-তর্পণ কালে বাম হস্তের লোমশূন্যস্থানে বস্ত্রোপরি তিল রাখিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা অথবা কেবল অঙ্গুষ্ঠ বা তর্জ্জনী দ্বারা তিল লইয়া তর্পণ করিবে। পরিধেয় বস্ত্রে তিল রাখিতে নাই।

রবি ও শুক্রবারে, সপ্তমী ও দ্বাদশী তিথিতে, শ্রাদ্ধদিনে ও জন্মদিনে তিলতর্পণ শাস্ত্রনিষিদ্ধ। কিন্তু অমাবস্যানিমিত্তক শ্রাদ্ধে, বিষুবায়ন সংক্রান্তিতে ও গ্রহণকালে, গঙ্গা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার তীর্থস্থানে, বৃষোৎসর্গে, যুগাদ্যায়, মৃতাহে ও প্রেতপক্ষে নিষিদ্ধ দিনেও তিলতর্পণ করিতে পারা যায়। তর্পণের জল প্রাদেশ প্রমাণ ঊর্দ্ধ্ব হইতে জলেই নিক্ষেপ করিবে। তর্পণ স্থলে করিলে তাম্রপাত্রে তিল রাখিবে এবং তাম্রাদি পাত্রে বা কুশের উপর তর্পণের জল ফেলিবে। সুবর্ণ, রজত বা কুশনির্ম্মিত অঙ্গুরীয়ক ধারণ করিয়া তর্পণ করিবে।

উদ্ধৃত জলে পিতৃতর্পণ করিলে জলের সহিত তিল মিশাইয়া লইবে। অন্বারব্ধ দক্ষিণ হস্তে দেবতর্পণ ঋষিতর্পণ ও মনুষ্যতর্পণ করিবে। তর্পণকালে তাম্রাদিপাত্র ব্যবহার করিলে উহা হাতের মধ্যেই রাখিবে।

তর্পণকালে তাম্র, রৌপ্য বা সুবর্ণ পাত্র (আট আঙ্গুলের কম না হয়) ব্যবহার করা যায়। দেবতর্পণ, ঋষিতর্পণ ও মনুষ্য তর্পণকালে তিল ব্যবহার নিষিদ্ধ। ইচ্ছা হইলে যব ব্যবহার করিতে পারা যায়। চন্দনযুক্ত জলে তর্পণ করিলে বিশিষ্ট ফল হইয়া থাকে। পৌরাণিক তর্পণ শূদ্র ও দ্বিজাতির সকলের পক্ষেই একপ্রকার। পৌরাণিক তর্পণে যজুর্ব্বেদী ও ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণকে আবাহনে বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিতে হয় না।

দৈবাদিতীর্থ

১। দৈবতীর্থ—অঙ্গুলীর অগ্রভাগের নাম দৈবতীর্থ।

২। ব্রাহ্মতীর্থ—অঙ্গুষ্ঠের মূলের নাম ব্রাহ্মতীর্থ।

৩। পিতৃতীর্থ—দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যভাগের নাম পিতৃতীর্থ।

৪। প্রজাপতিতীর্থ বা কায়তীর্থ—কনিষ্ঠার মূলের নাম কায়তীর্থ।

যজ্ঞসূত্র বা উত্তরীয় ধারণ

১। যজ্ঞসূত্র বা উত্তরীয় মালার ন্যায় গলদেশে ধারণ করার নাম নিবীতী।

২ যজ্ঞসূত্র বা উত্তরীয়কে দক্ষিণ স্কন্ধে রাখার নাম প্রাচীনাবীতী।

৩। যজ্ঞসূত্র বা উত্তরীয়কে যথানিয়মে বাম স্কন্ধে রাখার নাম উপবীতী

ত্রিবেদীয় তর্পণ

(পদ্মপুরাণোক্ত)

দেবতর্পণ

স্নানান্তে পূর্ব্বমুখে সিক্তবস্ত্রে নাভিমাত্র জলে দাঁড়াইয়া অথবা শুষ্ক বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক এক পা জলে ও এক পা স্থলে রাখিয়া উপবেশন পূর্ব্বক উপবীতী হইয়া পূর্ব্বলিখিত নিয়মে তিলকধারণ, শিখাবন্ধন, আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ করিবে। অন্বারব্ধ দক্ষিণ হস্তে (দক্ষিণ হস্ত ও বাম হস্ত জোড় করিয়া) দৈবতীর্থ দ্বারা (অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা) নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রত্যেককে এক একবার শুদ্ধ (তিল ব্যতিরেকে) জল দিবে।

(ওঁ) ব্রহ্মা তৃপ্যতাং, (ওঁ) বিষ্ণুস্তৃপ্যতাং, (ওঁ) রুদ্রস্তৃপ্যতাং, (ওঁ) প্রজাপতিস্তৃপ্যতাম॥ ১

সামবেদী ও যজুর্ব্বেদীয়গণ ঐরূপ করিবেন, কিন্তু ঋগ্‌বেদীরা "তৃপ্যতাং" স্থলে "তৃপ্যন্তু" বলিবেন।

তৎপরে ঐরূপ অন্বারব্ধ দক্ষিণ হস্তের দৈবতীর্থ দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া এক অঞ্জলি শুদ্ধ জল প্রদান করিবে। যথা—

(ওঁ) দেবা যক্ষাস্তথা নাগা গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরাঃ।
ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জিহ্মগাঃ খগাঃ।
বিদ্যাধরা জলাধারাস্তথৈবাকাশগামিনঃ।
নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চ যে।
তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্ দীয়তে সলিলং ময়া ॥২

মনুষ্যতর্পণ

অতঃপর দক্ষিণাবর্ত্তে উত্তরমুখ ও নিবীতী হইয়া (যজ্ঞসূত্র বা উত্তরীয় মালার ন্যায় করিয়া) সামবেদী ব্রাহ্মণেরা পশ্চিমমুখ হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে অন্বারব্ধ দক্ষিণ হস্তের কায়তীর্থ দ্বারা দুই অঞ্জলি শুদ্ধ জল প্রদান করিবে। যথা—

ওঁ সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা।
সর্ব্বে তে তৃপ্তিমায়ান্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা ॥ ৩

ঋষিতর্পণ

পরে পুনর্ব্বার দক্ষিণাবর্ত্তে পূর্ব্বাভিমুখ ও উপবীতী হইয়া অন্বারব্ধ দক্ষিণ হস্তের দৈবতীর্থ দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক প্রত্যেককে এক এক অঞ্জলি শুদ্ধ জল দিবে। যজুর্ব্বেদী ও সামবেদী ব্রাহ্মণগণ এইরূপ পাঠ করিবেন, ঋগ্‌বেদী ব্রাহ্মণগণ "তৃপ্যতাং" স্থলে "তৃপ্যন্তু" বলিবেন।

(ওঁ) মরীচিস্তৃপ্যতাম্। (ওঁ) অত্রিস্তৃপ্যতাম্। (ওঁ) অঙ্গিরাস্তৃপ্যতাম্। (ওঁ) পুলস্ত্যস্তৃপ্যতাম্। ওঁ পুলহস্তৃপ্যতাম্। ওঁ ক্রতুস্তৃপ্যতাম্। ওঁ

প্রচেতাস্তৃপ্যতাম্। (ওঁ) বশিষ্ঠস্তৃপ্যতাম্। (ওঁ) ভৃগুস্তৃপ্যতাম্। (ওঁ) নারদস্তৃপ্যতাম্॥ ৪

দিব্য পিতৃতর্পণ

তারপরে বামাবর্ত্তে দক্ষিণাভিমুখ ও প্রাচীনাবীতী হইয়া দুই হস্তে অঞ্জলি করিয়া পিতৃতীর্থ দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্র সমূহের এক একটী পাঠ করিয়া প্রত্যেককে এক এক অঞ্জলি সতিল জল দিবে।

(ওঁ) অগ্নিষ্বাত্তাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃ স্বধা।
(ওঁ) সৌম্যাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ ,, ,, ,,
(ওঁ) হবিষ্মন্তঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ ,, ,, ,,
(ওঁ) উষ্মপাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ ,, ,, ,,
(ওঁ) সুকালিনঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ ,, ,, ,,
(ওঁ) বর্হিষদঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ ,, ,, ,,
(ওঁ) আজ্যপাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ ,, ,, ,,

যজুর্ব্বেদী ও সামবেদীরা উক্তরূপে করিবেন এবং ঋগ্বেদীরা "তৃপ্যন্তাং" স্থলে "তৃপ্যন্ত্বেতৎ" বলিবেন। গঙ্গাজল বা অন্য কোন তীর্থ-জল দ্বারা তিলতর্পণ করিলে 'সতিলগঙ্গোদকং' ইত্যাদি বলিতে হইবে। ৫

যমতর্পণ।

দক্ষিণমুখে প্রাচীনাবীতী হইয়া দাঁড়াইয়া "এতৎ সতিলোদকং (ওঁ) যমায় নমঃ" এইরূপ মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক পিতৃতীর্থ দ্বারা প্রত্যেক নামে তিন অঞ্জলি করিয়া সতিল জল দান করিবে।

(ওঁ) যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ।
ঔডুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ * ॥ ৬

---

* এই মন্ত্রটী পাঠ করিয়া তর্পণ প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত, কিন্তু ইহার

ভীষ্মতর্পণ

এই তর্পণ ভীষ্মাষ্টমী অর্থাৎ মাঘী শুক্লাষ্টমীতেই করিতে হয়। অন্যান্য জাতি যথাক্রমে লিখিত পদ্ধতি অনুসারে এবং ব্রাহ্মণেরা বর্ণজ্যেষ্ঠ বলিয়া পিতৃতর্পণের পরে করিবেন।

(ওঁ) বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রায় সাঙ্কৃত্য-প্রবরায় চ।
অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্ম্মণে॥ ৭

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া উক্তরূপে এক অঞ্জলি সতিল জল দিবে। এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিবে। যথা—

(ওঁ) ভীষ্মঃ শান্তনবো বীরঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
আভিরদ্ভিরবাপ্নোতু পুত্রপৌত্রোচিতাং ক্রিয়াম্॥ ৮

পিতৃলোকের আবাহন

দক্ষিণাভিমুখে প্রাচীনাবীতী হইয়া এবং কৃতাঞ্জলিপুটে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া আবাহন করিবে।

(ওঁ) আগচ্ছন্তু মে পিতরঃ ইমং গৃহ্ণন্ত্বপোঽঞ্জলিম্॥ ৯

পিতৃতর্পণ—[যজুর্ব্বেদী দ্বিজাতি ও শূদ্রের পক্ষে]।

যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণগণ ও যজুর্ব্বেদানুসারে কর্ম্মানুষ্ঠাতা দ্বিজাতি ও অন্য বর্ণ সকল, মৃত পিতৃপুরুষের গোত্র, সম্বন্ধ ও নাম উল্লেখ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া তিন তিন অঞ্জলি সতিল জলদানপূর্ব্বক তর্পণ করিবে। পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ বৃদ্ধপ্রমাতামহ, মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী, মাতামহী, প্রমাতামহী

প্রত্যেক নাম বলিয়া তিন অঞ্জলি করিয়া জল প্রদান শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা। আশ্বিনী কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতেই এই মন্ত্রে তর্পণ করিবে। অন্য দিনে এই মন্ত্রে তর্পণ করিতে হয় না। ভবিষ্যপুরাণে ইহার নিষিদ্ধ প্রমাণ আছে। যথা—

যাং কাঞ্চিৎ সরিতং প্রাপ্য কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশীম্।
যমুনায়াং বিশেষেণ নিয়তং তর্পয়েদ্ যমান্॥

বৃদ্ধপ্রমাতামহী,—এই দ্বাদশ জনের প্রত্যেককে ও যাহাদের শ্রাদ্ধের অধিকারিতা আছে, তাহাদিগকে এবং অন্য বন্ধু-বান্ধবদিগের তর্পণ করা কর্ত্তব্য। যাহাদের তর্পণ করা যাইতে পারে, তাহাদের মধ্যে যদি কেহ প্রেতীভূত হয়, তাহা হইলে তাহার তর্পণ না করিয়া অন্য সকলের তর্পণ করিবে। পিতৃকুলের ও মাতামহকুলের মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে তর্পণ করা একান্ত আবশ্যক।

(বিষ্ণুরোম্) অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্ তৃপ্যস্ব, এতত্তে সতিলোদকং (স্বধা)। এই মন্ত্র বলিয়া তিনবার সতিলজল দিবে, মন্ত্রও ৩ বার পড়িবে।

(বিষ্ণুরোম্)	অমুকগোত্র	পিতামহ	... ৩ অঞ্জলি
,,	,,	প্রপিতামহ ...	,,
,,	,,	মাতামহ ...	,,
,,	,,	প্রমাতামহ ...	,,
,,	,,	বৃদ্ধপ্রমাতামহ ...	,,
,,	অমুকগোত্রে	মাতঃ অমুকদেবি ...	,,
,,	,,	পিতামহি ...	,,
,,	,,	প্রপিতামহি ...	,,
,,	,,	মাতামহি	... ১ অঞ্জলি
,,	,,	প্রমাতামহি ...	,,
,,	,,	বৃদ্ধপ্রমাতামহি ...	,,

এইরূপে অন্য বন্ধু-বান্ধবগণের তর্পণ করিতে হয়। উল্লিখিত পিতা-মহাদির মধ্যে যদি কেহ জীবিত বা প্রেতীভূত থাকে তবে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া উর্দ্ধতন ব্যক্তিকে ধরিয়া দ্বাদশ সংখ্যা পূরণ করিতে হয়। ক্ষত্রিয়েরা 'দেবশর্ম্মন্' স্থলে 'ত্রাতৃবর্ম্মন্' ও বৈশ্যেরা 'দত্তভূতে' বা 'গুপ্তভূতে' বলিবে এবং শূদ্রেরা 'বিষ্ণুরোম্' স্থলে 'বিষ্ণুর্নমঃ' ও দেবশর্ম্মন্' স্থলে পদবীর সহিত দাস' যেমন (মিত্রদাস ইত্যাদি), এবং

দেবি স্থলে দাসি এবং 'স্বধা' স্থলে 'নমঃ' বলিয়া তর্পণাদি কার্য্য সম্পন্ন করিবে ।১০

পিতৃতর্পণ—সামবেদী ব্রাহ্মণের পক্ষে ।

বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রঃ পিতা অমুকদেবশর্ম্মা তৃপ্যতামেতৎ সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা। এইরূপ মন্ত্র বলিয়া তিন অঞ্জলি সতিল জল দিবে। মন্ত্রও ৩ বার পড়িবে। ১১

পিতৃতর্পণ—ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণের পক্ষে।

বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রং পিতরং অমুকদেবশর্ম্মাণং তর্পয়ামি, এতৎ সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা নমঃ। এইরূপ মন্ত্র বলিয়া ৩ অঞ্জলি সতিল জল দিবে। মন্ত্রও ৩ বার বলিবে।

এইরূপে যথাক্রমে পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ, মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী, মাতামহী প্রমাতামহী, বৃদ্ধপ্রমাতামহীর তর্পণ করিবে। প্রত্যেককে তিন অঞ্জলি করিয়া জল দিবে, কেবল মাতামহী প্রমাতামহী ও বৃদ্ধপ্রমাতামহীকে ১ অঞ্জলি জল দিবে এবং অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবগণের নাম গোত্রাদি উল্লেখ করিয়া এক এক অঞ্জলি জল দিবে। ১২

ব্রাহ্মণেরা এই সময় ভীষ্মাষ্টমীতে ভীষ্মতর্পণ করিবে এবং তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে এক অঞ্জলি সতিল জল দিবে।

(ওঁ) যেঽবান্ধবা বান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ১৩

রামতর্পণ

পরে নিম্নলিখিত মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া তিন অঞ্জলি জল দিয়া তর্পণ করিবে।

(ওঁ) আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ।
অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাম্।
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ম্॥ ১৪

লক্ষ্মণতর্পণ

অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া তিন অঞ্জলি সতিল জল দিয়া তর্পণ করিবে। রামতর্পণ করিতে অক্ষম হইলে লক্ষ্মণ তর্পণ অবশ্য কর্ত্তব্য।

(ওঁ) আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু॥

বস্ত্রনিষ্পীড়নোদক

অতঃপর স্থলে উঠিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ বস্ত্র-নিষ্পীড়ন জল একবার ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে

ওঁ যে চাস্মাকং কুলে জাতা অপুত্রা গো
তে তৃপ্যন্তু ময়া দত্তং বস্ত্র-নিষ্পীড়নোদকম্

তারপর পুনরায় জলে নামিয়া—

পিতৃস্তুতি

কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পড়িয়া পিতৃস্তুতি পাঠ করিবে।

(ওঁ) পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়

পিতৃঃ

(ওঁ) পিতৃন্নমস্যে দিবি যে চ মূর্ত্তাঃ, স্বধাভুজঃ
প্রদানশক্তাঃ সকলেপ্সিতানাং, বিমুক্তিদা [illegible]নভিসংহিতেষু॥১৮

কালাশৌচে কেবল প্রেততর্পণ করিবে, অন্য কোন তর্পণ করিবে না।

প্রেততর্পণ

সামবেদী প্রেততর্পণঃ—ওঁ অমুকগোত্রং প্রেতং অমুকদেবশর্ম্মাণং সাতলোদকেন তর্পয়ামি (১ বার)।

তৃতীয় অধ্যায়

বিবিধ প্রকরণ

বিপ্রপাদোদক গ্রহণ ও পানের মন্ত্র

ব্রহ্মাণ্ডোদরমধ্যে তু যানি তীর্থানি সন্তি বৈ।
তানি সর্ব্বাণি তীর্থানি সন্তি বিপ্রপাদোদকে॥
বিপ্রপাদোদকং পীত্বা যাবত্তিষ্ঠতি মেদিনী।
তাবৎ পুষ্করপাত্রেণ পিবন্তি পিতরোদকম্॥

বিষ্ণুচরণামৃত গ্রহণমন্ত্র

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো ভক্তানামার্ত্তিনাশন।
সর্ব্বপাপপ্রশমনং পাদোদকং প্রযচ্ছ মে॥

বিষ্ণুচরণামৃত পান ও মস্তকে ধারণ মন্ত্র

অকালমৃত্যুহরণং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনম্।
বিষ্ণোঃ পাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহম্॥

বিষ্ণুচরণামৃত (শালগ্রামের স্নানজল) পূর্ব্বে পান করিয়া পরে মস্তকে দিবে। উহা শঙ্খপাত্রস্থ এবং তুলসীপত্রযুক্ত করিয়া পান করা উচিত। ইহা স্বতঃ পবিত্র, সেই হেতু ইহা পান করিবার পর পুনরায় আচমনাদি করিবার আবশ্যক নাই। প্রথমে বিপ্রপাদোদক পান করিয়া পরে বিষ্ণুচরণামৃত পান করা উচিত। বিষ্ণুচরণামৃত প্রথমে পান করিয়া পরে মস্তকে ধারণ করিতে হয়।

অশ্বত্থবৃক্ষে জলদান মন্ত্র

(অশ্বত্থ বন্দনা)

চক্ষুঃস্পন্দং ভুজস্পন্দং তথা দুঃস্বপ্নদর্শনম্ ।
শত্রূণাঞ্চ সমুত্থানমশ্বত্থ শময়াশু মে ॥
অশ্বত্থরূপী ভগবান্ প্রীয়তাং মে জনার্দ্দনঃ ॥

অশ্বত্থবৃক্ষের প্রণাম মন্ত্র

ওঁ অশ্বত্থ বৃক্ষরূপোঽসি মহাদেবেতি বিশ্রুতঃ ।
বিষ্ণুরূপধরোঽসি ত্বং পুণ্যবৃক্ষ নমোঽস্তু তে ॥

তুলসীবৃক্ষে জল দিবার মন্ত্র

গোবিন্দবল্লভাং দেবীং ভক্তচৈতন্যকারিণীম্ ।
স্নাপয়ামি জগদ্ধাত্রীং হরিভক্তিপ্রদায়িনীম্ ॥

বিল্ববৃক্ষে জলদান মন্ত্র

ওঁ শ্রীফল শ্রীনিকেতোঽসি সদা বিজয়বর্দ্ধনঃ ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষায় স্নাপয়ামি শিবপ্রিয় ॥

বিল্ববৃক্ষ প্রণাম মন্ত্র

ওঁ মহাদেবপ্রিয়করো বাসুদেবপ্রিয়ঃ সদা ।
উমাপ্রীতিকরো বৃক্ষো বিল্বরূপো নমোঽস্তু তে ॥

যুগ্মপূজা নিষেধ

একত্রে বিগ্রহদ্বয়, দুই শিব, দুই শক্তি, দুই গণেশ বা দুই সূর্য্যপূজা করিবে না। ঐরূপ যুগ্মপূজা করিলে গৃহী উদ্বেগ প্রাপ্ত হয়।

উপচার দানবিধি

বামহস্তে বা একহস্তে কোন উপচার দ্রব্য নিবেদন করিতে নাই। বামহস্ত দক্ষিণহস্তে সংলগ্ন করিয়া নিবেদন করিতে হয়। আসন—রজতাদি নির্ম্মিত ন্যূনকল্পে ৪ অঙ্গুলি দীর্ঘে এবং ৪ অঙ্গুলি প্রস্থে। পাদ্য—শ্যামাঘাস, পদ্ম ও অপরাজিতাযুক্ত জল অথবা কেবল জল। অর্ঘ্য—গন্ধ, পুষ্প, আতপতণ্ডুল, যব, কুশাগ্র, তিল, শ্বেতসর্ষপ এবং দূর্ব্বা ইহাই অষ্টাঙ্গ অর্ঘ্য। অন্যান্য দ্রব্যের অভাব হইলে কেবল আতপতণ্ডুল ও দূর্ব্বাদ্বারা অর্ঘ্য দেওয়া হয়। অর্ঘ্য দেবতার মস্তকে দিতে হয়। আচমনীয়—জায়ফল, লবঙ্গ, কটফলচূর্ণসহ জল কিংবা কেবল জল। বিশেষমধুপর্ক—পাঁচ ছটাক দুগ্ধাদি ধরে এইরূপ কাংস্যবাটীতে দধি, মধু, ঘৃত, চিনি ও জল, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে মধু এবং সর্ব্বাপেক্ষা কম পরিমাণে জল; ঘৃত, দধি ও চিনি সমভাবে দিবে। সাধারণ মধুপর্কে কাংস্যপাত্রে দধি মধু ও ঘৃত দিতে হয়। স্নানীয়—কর্পূরাদি গন্ধদ্রব্যবাসিত জল অনুমান ৴২॥০ সের। গন্ধ—কনিষ্ঠার অগ্রভাগে লইয়া অঙ্গুষ্ঠ সংযোগে ছিটাইয়া দিতে হয়। তান্ত্রিক পূজায় অনামিকা মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠের অগ্রের দ্বারা গন্ধ দিতে হয়। দেবপূজার চন্দন হইতে নিজে ব্যবহার করিবে না, কারণ উহা উচ্ছিষ্ট হয়। পুষ্প—যে ভাবে উৎপন্ন হয় সেইভাবে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা দিতে হয়, কিন্তু একত্রে বহু পুষ্পদানে কোনও নিয়ম নাই। বামহস্তে পুষ্প রাখিয়া বা ছিঁড়িয়া সেই পুষ্প দিবে না। তুলসী চিৎ করিয়া এবং বিল্বপত্র উপুড় করিয়া দিবে। ধূপ—(চিনি, গব্যঘৃত, মধু, গুগ্‌গুল, অগুরুকাষ্ঠ ও শ্বেতচন্দন কাষ্ঠ একত্রে বাটিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলে ষড়ঙ্গ ধূপ হয়, ষড়ঙ্গধূপই দেবকার্য্যে প্রশস্ত), ধূপ দেবতার বামদিকে এবং দীপ দক্ষিণ দিকে দিবে। ধূপ এবং দীপ ভূমিতে রাখিতে নাই, কোন আধারে স্থাপন করিবে। নৈবেদ্য—দেবতার দক্ষিণে বামে ও সম্মুখে

দিবে, পৃষ্ঠে দিবে না। ষোড়শোপচারের প্রত্যেক দ্রব্য অর্চ্চনা করিয়া দিতে হয়। যথা—বামহস্তে (দেবকার্য্যে উপুড় হাতে, পিতৃকার্য্যে চিৎ হাতে) ধরিয়া 'বং এতস্মৈ রজতাসনায় নমঃ' তিনবার বলিয়া ত্রিপত্র-দ্বারা তিনবার জলের ছিটা দিতে হয়, পরে গন্ধপুষ্প লইয়া "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ রজতাসনায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানায় ওঁ অমুকদেবায় নমঃ," অনন্তর 'এতদ্ রজতাসনং ওঁ অমুকদেবায় নমঃ'। তান্ত্রিকপূজায় অগ্রে মূলমন্ত্র, তৎপরে দ্রব্যের নাম, তৎপরে নিবেদন করিতে হয়। যথা—ক্রীং এতৎ পাদ্যং ওঁ কালিকায়ৈ নমঃ। বায়ুকোণ বা ঈশানকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া তাহার উপর নৈবেদ্য রাখিতে হয়। নৈবেদ্য কখনও নিরুপকরণ দিও না। যদি উপকরণ না থাকে, তাহা হইলে একটু জল দিয়াও সোপকরণ বলিবে।

ভোগ দেওয়া

(ইহা কেবল ব্রাহ্মণেরই কর্ত্তব্য) 'বং এতস্মৈ সোপকরণান্নায় নমঃ' তিনবার বলিয়া অন্নাদিতে তিনবার জলের ছিটা দিবে, পরে এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ সোপকরণান্নায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ অমুকদেবায় নমঃ বলিয়া গন্ধপুষ্প দিবে। পরে সেই দেবতার মন্ত্র (যাহা পূজার মন্ত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে) দশবার জপ করিবে। "ইদং সোপকরণান্নং ওঁ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ" বলিয়া অন্নাদিতে একবার জলের ছিটা দিবে। "ওঁ অমৃতো-পস্তোরণমসি স্বাহা" বলিয়া একটু জল ফেলিবে এবং বামহস্ত চিৎ করিয়া গ্রাস তুলিবার আকারে ধরিয়া দক্ষিণহস্তে পঞ্চপ্রাণাহুতি মুদ্রা প্রদর্শন করত পঞ্চমন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—ওঁ প্রাণায় স্বাহা, ওঁ অপানায় স্বাহা, ওঁ সমানায় স্বাহা, ওঁ উদানায় স্বাহা, ওঁ ব্যানায়

স্বাহা। পরে ওঁ অমৃতাপিধানমসি স্বাহা বলিয়া একটু জল ফেলিবে, পরে ইদং পানার্থোদকং ওঁ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ, ইদং আচমনীয়ং ওঁ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ, ইদং তাম্বূলং ওঁ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ বলিয়া তত্তদ্ দ্রব্যে জলের ছিটা দিবে। নৈবেদ্য ভোগ প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্য নিবেদন করিবার এই নিয়ম। সোপকরণান্নের পরিবর্ত্তে সেই সেই দ্রব্যের নাম উল্লেখ করিতে হয়। যেমন—নৈবেদ্য, দুগ্ধ, মিষ্টান্ন, উপকরণ, কৃসরান্ন (খিঁচুড়ি) ইত্যাদি। কোন দ্রব্যের সংস্কৃত নাম জানা না থাকিলে নৈবেদ্য বলিয়াই নিবেদন করিবে।

আরাত্রিকবিধি

পূজার শেষে দেবতাদিগকে পঞ্চাঙ্গ আরতি করিতে হয়। প্রথম—দীপমালা (পঞ্চপ্রদীপ ও কর্পূর সহ); দ্বিতীয়—জলপূর্ণ শঙ্খ (অভাবে কুশী); তৃতীয়—ধৌতবস্ত্র ; চতুর্থ—পল্লব ; ইহার পর চামরাদি দ্বারা বাতাস করিবে ও এই সময়ে প্রদক্ষিণও করিবে ; পঞ্চম—দেব-দেবীকে প্রণাম।

আরতি করিবার সময় প্রথমে কোশার বামভাগে একটী ত্রিকোণ মণ্ডল আঁকিবে, পরে তাহার উপর দীপমালা অর্থাৎ পঞ্চপ্রদীপাদি রাখিয়া '(ওঁ) এতস্মৈ আরাত্রিক-দীপমালায়ৈ নমঃ' এই মন্ত্র বলিয়া তিনবার জলের ছিটা দিবে। পরে দেব-দেবীর মূলমন্ত্র (ধ্যানমালা দেখ) দশবার জপ করিবার পর দক্ষিণ পদ আসনে এবং বাম পদ ভূমিতে রাখিয়া দাঁড়াইবে ; বামহস্ত দ্বারা ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে দেবতার আরতি করিবে।

অগ্রে দেবতার পদতলে চারিবার, নাভিদেশে দুইবার, মুখমণ্ডলে তিনবার, তৎপরে সর্ব্বগাত্রে সাতবার আরাত্রিক করিতে হয়। চরণ, নাভি, মুখ প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত আরাত্রিক করিতে হয়।

সন্ধ্যার সময় আরতির পর দেবতার শীতল দিবে। শীতল দিবার সময় ভোগের নিয়মে নিবেদন করিবে।

প্রদক্ষিণ বিধি

দেব-দেবী প্রভৃতিকে নিজের দক্ষিণদিকে রাখিয়া পরিভ্রমণ করার নাম প্রদক্ষিণ। যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে প্রদক্ষিণ করিবার সময়ে দক্ষিণ হস্তে অর্ঘ্যসহ শঙ্খ ধারণ করিবে এবং বাম হস্তে ঘণ্টা বাজাইবে ও মুখে স্তব বলিবে। শক্তিকে একবার, সূর্য্যদেবকে সাতবার ও অন্যান্য দেব-দেবীকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিবে; শিবকে অর্দ্ধচন্দ্রবৎ (দক্ষিণ দিক্ হইতে বায়ুকোণ পর্য্যন্ত গিয়া পুনরায় পিছনদিকে দক্ষিণে ফিরিয়া আসিয়া) প্রদক্ষিণ করিবে। শিবের পিনেটের অগ্রভাগকে প্রণাল বলে। উহা উত্তরাভিমুখে থাকে। সুতরাং ঐ দিক্ ডিঙ্গাইবে না।

প্রণাম বিধি

প্রণাম তিন প্রকার; যথা—(১) অষ্টাঙ্গ, (২) পঞ্চাঙ্গ এবং (৩) ত্র্যঙ্গ।

অষ্টাঙ্গ প্রণাম—চক্ষু দ্বারা মূর্ত্তিদর্শন ও মন দ্বারা মূর্ত্তির চিন্তা এবং পদদ্বয়, জানুদ্বয়, হস্তদ্বয়, বক্ষ ও মস্তক এই পাঁচ অঙ্গ দ্বারা ভূমিস্পর্শ ও বাক্য দ্বারা প্রণাম মন্ত্র বলিয়া দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিবার নাম অষ্টাঙ্গ প্রণাম।

পঞ্চাঙ্গ প্রণাম—চক্ষু দ্বারা মূর্ত্তিদর্শন ও বাক্য দ্বারা প্রণাম মন্ত্র বলিয়া এবং জানুদ্বয়, করদ্বয় ও মস্তক দ্বারা ভূমিস্পর্শ করিয়া প্রণামের নাম পঞ্চাঙ্গ প্রণাম।

ত্র্যঙ্গ প্রণাম—মস্তকে অঞ্জলি রাখিয়া যে প্রণাম, তাহার নাম ত্র্যঙ্গ প্রণাম।

ইহাদের মধ্যে অষ্টাঙ্গ প্রণাম উত্তম, পঞ্চাঙ্গ প্রণাম মধ্যম ও ত্র্যঙ্গ প্রণাম অধম।

শক্তি ও শিবকে দক্ষিণ দিকে রাখিয়া ও অন্যান্য দেব-দেবীকে বাম দিকে রাখিয়া প্রণাম করিতে হয় অথবা সকল দেব-দেবীকেই সম্মুখে রাখিয়া প্রণাম করিতে পারা যায়। দেব-প্রতিমা ও গুরুজনকে দেখিলেই প্রণাম করিতে হয়। মাতাপিতা, পিতৃব্য, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতিকে সকালে ও সন্ধ্যায় প্রণাম করিতে হয়। গুরুজনকে সম্মুখে রাখিয়া প্রণাম করিতে হয়। বিমাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়া ও গুরুপত্নী বয়সে ছোট হইলেও প্রণাম করিতে হয়।

ব্রাহ্মণে প্রণাম করিলে "বিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া প্রতিপ্রণাম করিতে হয়। পুত্রাদি প্রণাম করিলে স্বস্তি বলিতে হয়। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে "আয়ুষ্মান্ ভব" বৈশ্যকে "বর্দ্ধতাং" এবং শূদ্রকে "আরোগ্যমস্তু" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবার রীতি আছে। আশীর্ব্বাদ করিবার সময় দক্ষিণ হস্ত চিৎ করিয়া অধঃপ্রসারিতভাবে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা অনামিকার মূলপর্ব্ব স্পর্শ করিয়া বরমুদ্রা দেখাইতে হয়। রাত্রিতে প্রণাম ও আশীর্ব্বাদ নিষিদ্ধ। তজ্জন্য রাত্রিতে "প্রাতঃ "প্রণাম" ও প্রাতর্জ্জয়োঽস্তু" বলিবে।

প্রণামে নিষেধ

গুরুজন বা ব্রাহ্মণ অপবিত্র থাকিলে, বেগে গমন করিলে, তৈল মাখিলে, অন্যমনস্ক থাকিলে, হস্তে অন্ন, জল, অগ্নি, পুষ্প, কুশ, মৃত্তিকা থাকিলে প্রণাম করিও না। কাহাকেও পশ্চাদ্ভাগে কিংবা এক হস্তে প্রণাম করিও না। পিতৃব্য, মাতুল, মাতৃষ্বসা ও পিতৃষ্বসা বয়সে ছোট হইলে প্রণাম করিও না। মাতা ভিন্ন অন্য স্ত্রীলোকের পদধূলি লইতে নাই।

স্বস্ত্যয়ন

তুলসী দেওয়া

প্রথমে আচমন, বিষ্ণুস্মরণ, গন্ধাদি এবং নারায়ণ প্রভৃতির অর্চ্চনা করিয়া পরে সঙ্কল্প করিবে। অগ্রে কোশার জলে কুশ, তিল ও হরীতকী প্রদান করিয়া, ঐ জল বামহস্তে সংযুক্ত দক্ষিণ হস্তের মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারা (নখ যেন স্পর্শ না হয়) কিংবা কুশ দ্বারা স্পর্শ করিয়া 'বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি (মুখ্যচান্দ্রমাস) অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা (অমুকস্থলে নাম বলিবে) অমুকগোত্রস্য শ্রী-অমুকদেবশর্ম্মণঃ * শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিপূর্ব্বকসর্ব্বাপচ্ছান্তিকামঃ ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহেতি মন্ত্রেণ প্রত্যেকপঠিতেন অষ্টাবিংশতি-(অষ্টোত্তরশত-) সংখ্যক-সচন্দন-তুলসীপত্রাণামেকৈকেন হরিপূজন-কর্ম্মাহং করিষ্যামি।

অনন্তর জলশুদ্ধি বা সামান্যার্ঘ্য, আসনশুদ্ধি এবং গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা করিয়া বিষ্ণুর দশোপচারে বা ষোড়শোপচারে পূজা করিতে হয়। অতঃপর তুলসীপত্রগুলি গণনা করিয়া চন্দনে ডুবাইয়া একটী পাত্রে সাজাইয়া রাখিবে; তাহার পর ঐ গুলিকে অর্চ্চনা করিয়া অঙ্গুষ্ঠ, মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা এক একটী তুলসীপত্র ধরিয়া 'এতৎ সচন্দনতুলসী-পত্রং ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা' এই মন্ত্র বলিয়া শালগ্রামের উপর প্রদান করিবে (পূর্ব্বে যে তুলসী দেওয়া হইয়াছে তাহা সরাইয়া এবং হস্ত ধৌত করিয়া অপর তুলসী দিবে)। অনন্তর মূলমন্ত্র জপ ও প্রণাম করিবার পর দক্ষিণা দিবে। দক্ষিণা দিবার সময়

* নিজের জন্য হইলে 'অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ' বলিবে না ও 'করিষ্যামি' না বলিয়া 'করিষ্যে' বলিবে।

'এতে গন্ধেপুষ্পে ওঁ কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ' এই মন্ত্র বলিয়া দক্ষিণার দ্রব্য অর্চ্চনা করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে (সঙ্কল্পের ন্যায়) জল স্পর্শ করিয়া 'বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ ....সর্ব্বাপচ্ছান্তিকামনয়া কৃতৈতৎ স্বস্ত্যয়নকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামেতৎ কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমহং শ্রীহরয়ে তুভ্যং দদানি' এই মন্ত্র বলিয়া দক্ষিণার দ্রব্যে সামান্য জলের ছিটা দিবে। অনন্তর যোড় হস্তে 'ওঁ কৃতৈতৎ-স্বস্ত্যয়ন-কর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু' এই মন্ত্র বলিবে

পঞ্চাঙ্গ স্বস্ত্যয়ন

(কঠিন পীড়ায় ইহা করা কর্ত্তব্য)

প্রথম—নারায়ণকে এক হাজার বা একশত আটটী সচন্দন তুলসীপত্র দিতে হয়। দ্বিতীয়—একহাজার বার দুর্গা নাম জপ করিতে হয়। তৃতীয়—একহাজার বার মধুসূদন নাম জপ করিতে হয়। চতুর্থ চারিটি পার্থিব-শিবলিঙ্গ পূজা করিতে হয় এবং পঞ্চম—পাঁচবার বা তিনবার চণ্ডীপাঠ করিতে হয়। এই পাঁচ প্রকারে দেবতাদের অর্চ্চনার নাম পঞ্চাঙ্গ স্বস্ত্যয়ন। অনেকে যথাক্রমে চণ্ডীপাঠ, দুর্গানাম জপ, পার্থিব শিবপূজা, নারায়ণকে তুলসীদান ও মধুসূদন নাম জপকে পঞ্চাঙ্গ স্বস্ত্যয়ন বলিয়া থাকেন।

অগ্রে নারায়ণাদির অর্চ্চনা ও স্বস্তিবাচন করিয়া সংকল্প করিতে হয়। প্রথম—বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেব-শর্ম্মণঃ জীববদেতৎস্থূলশরীরাবিরোধেন ঝটিতি সর্ব্বরোগ-প্রশমনপূর্ব্বক-শতায়ুষ্ট্বকামঃ ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহেতি মন্ত্রেণ প্রত্যেকপঠিতেন সহস্র- (বা অষ্টোত্তরশত-) সংখ্যক-সচন্দন-তুলসীপত্রাণা-মেকৈকেন হরিপূজনমহং করিষ্যামি। দ্বিতীয়—বিষ্ণুরোঁ... ...সহস্র-কৃত্বঃ দুর্গেতিদ্ব্যক্ষর-নামোচ্চারণমহং করিষ্যামি। তৃতীয়—বিষ্ণুরোঁ...

সহস্রকৃত্বঃ মধুসূদনেতি-পঞ্চাক্ষর-নামোচ্চারণমহং করিষ্যামি। চতুর্থ—বিষ্ণুরোঁ..... পার্থিব-শিবলিঙ্গ-পূজনমহং করিষ্যামি (চারিটীর পূজা এক সঙ্কল্পেই করিতে হয়)। পঞ্চম—বিষ্ণুরোঁ......শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নাভিধান-মহর্ষি-বেদব্যাস-প্রোক্ত-জয়াখ্য-মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয় ইত্যাদি-সাবর্ণি-র্ভবিতা মনুরোমিত্যন্ত-দেবীমাহাত্ম্যস্য পঞ্চকৃত্বঃ (বা ত্রিঃ) পাঠকর্ম্মাহং করিষ্যামি। অনন্তর গণেশাদি পঞ্চদেবতা এবং উক্ত নারায়ণাদি পঞ্চদেবতার পূজা সমাপনান্তে সঙ্কল্পিত কার্য্য শেষ করিয়া দক্ষিণাদান, অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্যসমাপন করিবে। শিবপূজার শেষে মহিম্নস্তব (স্তবমালা দেখ) পাঠ করিতে হয়।

হরিলুট প্রদান

আচমনান্তে বিষ্ণুস্মরণপূর্ব্বক যাহার মানসিক আছে, তাহার নাম বলিয়া সঙ্কল্প করিবে; যথা—বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি (মুখ্যচান্দ্রমাস) অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা (পরের হইলে "অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ") অভীষ্টসিদ্ধিকামো মানসিকহরিপূজনমহং করিষ্যে (পরার্থে করিষ্যামি)। সঙ্কল্পান্তে পূজা করিয়া ভোগদানের নিয়মে মিষ্টান্নাদি নিবেদন করিবে, পরে হরিধ্বনি সহকারে মিষ্টান্নের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ তিনবার ছড়াইয়া দিয়া পরে "ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম করিবে।

গ্রহণপুরশ্চরণ সঙ্কল্প

ওঁ অদ্যেত্যাদি রাহুগ্রস্তে দিবাকরে নিশাকরে বা অমুকগোত্রঃ শ্রীমুকদেবশর্ম্মা অমুকদেবতায়া অমুকমন্ত্রসিদ্ধিকামো গ্রাসাদ্বিমুক্তিপর্য্যন্তং অমুকমন্ত্রজপরূপপুরশ্চরণমহং করিষ্যে। ইতি সঙ্কল্প্য জপেৎ। তত্তদ্দিনে পরদিনে বা স্নানং বিধায় ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকমন্ত্রস্য কৃতৈতদ্‌গ্রহণকালীনেয়ৎ—সংখ্যক-

জপতদ্দশাংশহোমতদ্দশাংশতর্পণতদ্দশাংশাভিষেকতদ্দশাংশব্রাহ্মণভোজন-কর্ম্মাহং করিষ্যে, ইতি সঙ্কল্প্য হোমাদিকং কর্ম্ম কৃত্বা দক্ষিণাদিকং কুর্য্যাদিতি পুরশ্চরণপ্রয়োগঃ।

নূতন খাতাপূজা

১লা বৈশাখ যথাবিধানে ঘটে বা শালগ্রামের নিকট খাতা রাখিয়া লক্ষ্মীনারায়ণ, গণেশ ও শিবদুর্গা পূজা করিবে। তৎপরে বিষ্ণুহোমাদি করিবে। খাতার প্রথম পৃষ্ঠায় সিন্দূরের পুত্তলিকা আঁকিবে ও টাকার ছাপ এবং চন্দনের তিলক দিবে।

একতারা দর্শনদোষক্ষয়

নভোমণ্ডলে কেবল একটী তারা দেখিলে সাতবার কপিলমুনিকে অথবা দেবর্ষি নারদকে স্মরণ করিতে হয়।

নষ্ট চন্দ্রদর্শনে

নষ্ট চন্দ্র দেখিলে সামান্য পরিমাণ জল হস্তে গ্রহণপূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিয়া সেই জল পান করিতে হয়। মন্ত্র, যথা—

সিংহঃ প্রসেনমবধীৎ সিংহো জাম্ববতা হতঃ।
সুকুমারক মা রোদী স্তব হ্যেষ স্যমন্তকঃ॥

শ্রাদ্ধকাল

পূর্ব্বাহ্ণ—অন্বষ্টকা ও শুক্লপক্ষ বিহিত শ্রাদ্ধের। অপরাহ্ণ—সপিণ্ডীকরণ ও অমাবস্যাদি পার্ব্বণশ্রাদ্ধের। মধ্যাহ্ন—একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধের এবং প্রাতঃ—এক দণ্ড ও এক মুহূর্ত্ত বাদ দিয়া প্রথম তিন মুহূর্ত্ত বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের কাল। তন্মধ্যে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে অষ্টম মুহূর্ত্ত প্রশস্ততম, নবম মুহূর্ত্ত প্রশস্ততর, সপ্তম মুহূর্ত্ত প্রশস্ত। পার্ব্বণশ্রাদ্ধে একাদশ ও দ্বাদশ মুহূর্ত্ত প্রশস্ততম, নবম ও দশম মুহূর্ত্ত প্রশস্ততর, অষ্টমাদি মুহূর্ত্ত প্রশস্ত; রাত্রি, সন্ধ্যা ও সূর্য্যোদয়ের পর দেড় মুহূর্ত্ত ভিন্ন অন্য সময় বিহিতকাল।

শ্রাদ্ধপূর্ব্বদিন কৃত্য

শ্রাদ্ধপূর্ব্বদিনে হবিষ্যান্ন বা নিরামিষ একবার মাত্র ভোজন করতঃ সংযমী (মৈথুনাদি ত্যাগী) হইয়া থাকিবে।

শ্রাদ্ধদিনে ত্যাজ্য

শ্রাদ্ধদিনে শ্রাদ্ধকর্ত্তা দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিবে না। তিলের তৈল মাখা নিষিদ্ধ। শ্রাদ্ধ করিয়া সেই দিবস দ্বিতীয়বার ভোজন, এক ক্রোশের অধিক গমন, পাশা খেলা, অধ্যয়ন, মৈথুন, দান, প্রতিগ্রহ এবং সায়ংসন্ধ্যা এই আটটী কার্য্য ত্যাগ করিবে।

অকালে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য

উপস্থিত দিনের মত দিনান্তর পাইবার সম্ভাবনা না থাকিলে, নিরবকাশ অর্থাৎ নিম্নলিখিত কার্য্যাদি অকালেও করা যায়; যথা—রজঃস্রাবের ৪র্থ দিন হইতে দ্বাদশ দিনের মধ্যে করণীয় প্রথম গর্ভাধান, ষষ্ঠমাসে করণীয় মুখ্যান্নপ্রাশন, জাতকর্ম্মাদি ও মাসিকশ্রাদ্ধ, প্রায়শ্চিত্ত এবং সন্ধ্যা ও পঞ্চমহাযজ্ঞাদি, নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম এবং গ্রহণস্নান, শান্তিস্বস্ত্যয়নাদি।

সাবকাশ নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য অর্থাৎ উপস্থিত দিন অপেক্ষা যে সকল কার্য্যের জন্য উৎকৃষ্টতর দিন পাইবার সম্ভাবনা, তাহা অকালে করিতে নাই। যথা,—উপনয়ন, দেবতাপ্রতিষ্ঠা, গয়া ও গঙ্গাভিন্ন তীর্থ বা দেবতাদি দর্শন, মহাদান, যে অন্নপ্রাশনের দিন গত হইয়া গিয়াছে, তাহা অকালে নিষিদ্ধ।

ভোজনবিধি

হস্ত পদ ও মুখ ধৌত করিয়া পরিষ্কৃত স্থানে পূর্ব্ব বা পশ্চিমমুখ হইয়া উপবেশনপূর্ব্বক নিঃশব্দে পঞ্চাঙ্গুলি দ্বারা ভোজন করিবে।

উত্তর মুখে ও কোণাভিমুখে ভোজন করা বিধেয় নহে। পিতা ও মাতা জীবিত থাকিলে দক্ষিণমুখে বসিয়া ভোজন করিতে নাই। অন্ন-পাত্র রাখিবার স্থানে ব্রাহ্মণে চতুষ্কোণ, ক্ষত্রিয়ে ত্রিকোণ ও বৈশ্যে গোলাকৃতি মণ্ডল করিয়া তদুপরি ভোজনপাত্র স্থাপন করিবে। অনি-বেদিত অন্ন ভোজন করা উচিত নহে। উপনীত ব্রাহ্মণ গণ্ডূষের পূর্ব্বে ভোজনপাত্র বাম হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া লইবে। ব্যঞ্জনাদি একই সময় লইতে হয় এবং সকলদ্রব্যই ভোজনপাত্রের সহিত সংযুক্ত করিয়া রাখিতে হয়। উপনীত ব্রাহ্মণকে ভোজনের পূর্ব্বে গণ্ডূষ ও পঞ্চগ্রাস এবং ভোজনের শেষে গণ্ডূষ করিতে হয়।

আহারকালীন উদরের অর্দ্ধাংশ অন্নের দ্বারা, চতুর্থাংশ জল দ্বারা এবং অবশিষ্টাংশ বায়ুদ্বারা পূর্ণ করিবে। বামহস্ত দ্বারা জলপান করিতে নাই। হাঁটিতে হাঁটিতে, দাঁড়াইয়া, শ্মশানে, যানে, আর্দ্র বস্ত্রে, আর্দ্র মস্তকে শয়নাবস্থায় পাদুকা পরিধান করিয়া, দেবগৃহে, চর্ম্মাসনে বসিয়া ও পা ছড়াইয়া ভোজন করিতে নাই। সায়ংকালে প্রত্যূষে আহার করা শাস্ত্রনিষিদ্ধ। এক পঙ্ক্তিতে অনেকে খাইতে বসিয়া কাহাকেও রাখিয়া কেহ যদি উঠে, তাহা হইলে তাহার অপরের পাত্রোচ্ছিষ্ট ভোজন করা হয়। কিছু অন্ন পাতে রাখিয়া আহার শেষ করিতে হয়। ক্ষীর, দুগ্ধ, দধি; জল, ঘৃত, মধু, ছাতু ও শাকের নিঃশেষেই ভোজন করা উচিত। এই সকল জিনিষের ভুক্তাবশিষ্ট অপর লোককে ভোজন করিতে দিতে নাই। উচ্ছিষ্ট পাত্রে ঘৃত গ্রহণ ও রাত্রিকালে দধিভোজন করিতে নাই। দিবসে একবার ও রাত্রিতে একবার ভোজন করিবে।

গণ্ডূষ ও পঞ্চগ্রাসের মন্ত্র

অন্নভোজনের পূর্ব্বে উপনীত দ্বিজাতিগণকে মন্ত্রপাঠ সহকারে জল-গণ্ডূষ পান ও পঞ্চ প্রাণাহুতি দান করিতে হয়।

প্রথমতঃ আচমন পূর্ব্বক—'ও অস্মাকং নিত্যমস্ত্বেতৎ' এই মন্ত্র বলিয়া ব্যঞ্জনাদি মিশ্রিত কিঞ্চিৎ অন্ন হস্তে লইয়া 'ওঁ ভুবঃপতয়ে স্বাহা, ওঁ ভুবনপতয়ে স্বাহা, ওঁ ভূতানাংপতয়ে স্বাহা' বলিয়া ভূমিতে কিছু কিছু ফেলিয়া দিবে। পরে মাটীর উপর অল্প পরিমাণ অন্ন পাঁচ ভাগে রাখিয়া এক গণ্ডূষ জল লইয়া ওঁ নাগায় নমঃ, ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ, ওঁ কৃকরায় নমঃ, ওঁ দেবদত্তায় নমঃ, ওঁ ধনঞ্জয়ায় নমঃ এই পাঁচটি মন্ত্রের এক একটি মন্ত্র বলিতে বলিতে এক এক ভাগ অন্নে সামান্য একটু করিয়া জল দিবার পর অবশিষ্ট জল ওঁ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা' এই মন্ত্র বলিয়া অর্দ্ধেক পান করিবে ও অপরাংশ মাটিতে নিক্ষেপ করিবে।

পরে পঞ্চ প্রাণাহুতি মুদ্রা দ্বারা অল্প অল্প অন্ন লইয়া ওঁ প্রাণায় স্বাহা, ওঁ অপানায় স্বাহা, ওঁ সমানায় স্বাহা, ওঁ উদানায় স্বাহা, ওঁ ব্যানায় স্বাহা মন্ত্র বলিয়া পাঁচবার ভোজন করিবে এবং প্রত্যেকবারে ভুক্তাবশেষ কিঞ্চিৎ অন্ন ভূমিতে ঐ জলের উপর ফেলিবে। তৎপরে ভোজন শে হইয়া গেলে অন্নযুক্ত হস্তে এক গণ্ডূষ জল লইয়া 'ওঁ অমৃতাপিধানমসি স্বাহা' মন্ত্র বলিয়া অর্দ্ধেক জল পান করিবে ও অপরার্দ্ধ ভূমিতে ফেলিয়া দিবে।

মৎস্য মাংসাদি ভোজন করিলে দ্বিতীয় গণ্ডূষ গ্রহণের পূর্ব্বে হস্ত ধৌত করিবার পর জলগণ্ডূষ পান করিবে।

মাংস ভোজন ব্যবস্থা

মহানবমীতে দেবীকে মৎস্যমাংসাদি নিবেদন করিয়া সেই প্রসাদ দ্বারা মাংসভোজী পারণ করিবেন। হীনাঙ্গ, বিকৃতাঙ্গ, স্বয়ংমৃত, পীড়িত এবং দেবতা বা পিতৃলোকের উদ্দেশে অনিবেদিত, পৃষ্ঠমাংস, শুষ্কমাংস, নাড়ী এবং স্ত্রীপশুর মাংস অভক্ষ্য। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাংস ভোজন একেবারেই নিষিদ্ধ, অন্যথা ঘোর নরকগামিনী হইতে হয়।

মাংসশোধন

নিম্নোক্ত মন্ত্রে মাংসের উপর জলের ছিটা দিবে, যথা—

ওঁ প্রতদ্বিষ্ণুস্তবকে বীর্য্যেণ মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ।
যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণেষ্বধিক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বাঃ।

অভক্ষ্য

লশুন, গৃঞ্জন, (গাঁজর), পলাণ্ডু (পেঁয়াজ), কবক (ভুঁই ছাতু) এবং বৃথা মাংস খাইতে নাই। বৈষ্ণবের পক্ষে সাদা বেগুন অখাদ্য।

তিথি বিশেষে অভক্ষ্য

প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড (কুমড়া), দ্বিতীয়াতে বৃহতী (ব্যাকুড় বিশেষ), তৃতীয়াতে পটোল, চতুর্থীতে মূলা, পঞ্চমীতে বেল, ষষ্ঠীতে নিম্ব, সপ্তমীতে তাল, অষ্টমীতে নারিকেল, নবমীতে লাউ, দশমীতে কলম্বীশাক একাদশীতে শিম, দ্বাদশীতে পুঁইশাক, ত্রয়োদশীতে বেগুন, চতুর্দ্দশীতে মাষকলাই, পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় মাংস খাইবে না। রবিবারে মৎস্য মাংস, মাষ, মসূর, নিম্ব, আর্দ্রক ও দগ্ধদ্রব্য ভোজন নিষিদ্ধ।

হবিষ্যান্ন

আতপ তণ্ডুল, খই, কাঁচামুগ, তিল, যব, মটর, বাস্তুক (বেতোশাক), ঝিঙ্গা, লতাদির মূল, সৈন্ধবলবণ, গব্য-দুগ্ধ (সর তোলা না হয়), গব্য-দধি গব্যঘৃত, কাঁটাল, আম্র, কদলী, লবলী (নোড়), আমলকী, জীরা, তেঁতুল, ইক্ষু (আক), ইক্ষুর চিনি (গুড় নহে), হবিষ্য দ্রব্য।

উপবাসানুকল্প

উপবাসে অশক্ত হইলে জল, ফল, মূল, দুগ্ধ, ঘৃত এবং ব্রাহ্মণে লইয়া রাত্রিতে হবিষ্যান্ন ভোজন করিতে পারা যায়।

শয়ন বিধি

রাত্রিকালে ভোজনান্তে মুখ ও হস্তপদ প্রক্ষালন করিয়া উত্তমরূপে মুছিয়া শয়ন করিবে। বিষ্ণুকে ও ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করিয়া তদীয় মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে নিদ্রা যাইবে। পশ্চিম ও উত্তরদিকে মাথা করিয়া শয়ন করিবে না। কিন্তু প্রবাসে [illegible]দিকে মাথা করিয়া শুইতে পারা যায়। প্রাতঃকালে, সায়ংকালে, উত্তানভাবে অর্থাৎ চিৎ হইয়া, উলঙ্গ অবস্থায় এবং তৈলাক্ত মস্তকে শয়ন করা নিষিদ্ধ। আহারের পরে কিছুক্ষণ বামপার্শ্বে শয়ন করিবে।

স্ত্রীসংসর্গ

চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তিকে পর্ব্ব বলে। পর্ব্ব-দিনে, দিবাভাগে, প্রভাতে, সায়ংকালে, ব্রতদিনে, শ্রাদ্ধদিনে, ব্রত ও শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিনে এবং রুগ্নাবস্থায় স্ত্রীসহবাস নিষিদ্ধ। রজস্বলা (প্রথম ৩ দিন) ও পূর্ণগর্ভা স্ত্রীতে উপগত হইবে না। সংসর্গকালে স্ত্রীপুরুষের দেহ পবিত্র, মন প্রসন্ন ও ভগবচ্চিন্তানিরত থাকা আবশ্যক। সংসর্গকালে মনে পাপচিন্তা থাকিলে ও মন রিপুপরবশ হইলে সন্তান পাপিষ্ঠ ও লম্পট হয়।

ক্ষৌরবিধি

বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবারে ক্ষৌরকর্ম্ম করিতে নাই। পূর্ব্বাহ্নে ক্ষৌরকর্ম্ম করিবে। নাপিতের গৃহে যাইয়া না। অগ্রে কেশ, তৎপরে শ্মশ্রু (দাড়ি ও গোঁপ) শেষে নখ এইরূপে ক্ষৌরকর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। অশৌচান্তাদি নিষিদ্ধ বারেও ক্ষৌরকর্ম্ম করা বিধেয়। অনর্থক কেশ করা উচিত নহে; মাতা পিতার মরণে শিখা রাখিয়া কেশ-মুণ্ডন

করা উচিত। কোনরূপ কামনা করিয়া কেশ ও গোঁপ-দাড়ি রাখিলে তাহা মুণ্ডন করিতে নাই ; তবে পিতা-মাতার মরণে, অশৌচান্তাদিকারণে মুণ্ডন করিয়া পুনরায় কেশ ও গোঁপদাড়ি রাখিবে। প্রয়াগে, প্রায়শ্চিত্তের পূর্ব্বদিনে, চূড়াকরণ ও উপনয়নে শিখা সহিত কেশমুণ্ডন করিবে। কন্যা ও সধবার পক্ষে কেশ মুণ্ডনের পরিবর্ত্তে সমস্ত কেশের অগ্রভাগের অঙ্গুলিদ্বয় পরিমাণ ছেদন করিবে। বিধবাগণের কেশ ধারণ করা উচিত নহে।

ক্ষৌরকার্য্য করিয়া স্নান করিবে, কারণ ক্ষৌরকার্য্যের পর শরীর অপবিত্র হইয়া থাকে।

যথাবিধি তীর্থে গমন করিলে সকল তীর্থেই কেশমুণ্ডন করিবে, কেবল গয়া, গঙ্গা, বদরিকাশ্রম (বিশালা) ও পুরীতে (বিরজায়) কেশমুণ্ডন করিতে নাই। দশ মাসের ভিতর পুনরায় তীর্থ যাত্রা করিলে কেশমুণ্ডন করিতে হইবে না।

পঞ্চগব্য

গোমূত্র, গোময়, গব্যদুগ্ধ, গব্যদধি ও গব্যঘৃত—এই পাঁচটী দ্রব্যকে পঞ্চগব্য বলে। ইহাদের সহিত কুশোদক দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

পঞ্চগব্য পরিমাণ

গোময়ের দ্বিগুণ গোমূত্র, চতুর্গুণ ঘৃত, দধি এবং দুগ্ধ অষ্টগুণ করিবে। মতান্তরে সমানভাগে দিবার ব্যবস্থাও আছে।

সামবেদীয় পঞ্চগব্য শোধন মন্ত্র

গোমূত্র—গায়ত্রী পাঠ করিয়া দিবে। গোময়—ওঁ গাবশ্চিদ্‌ঘা সমন্যবঃ সজাত্যেন মরুতঃ সবন্ধবঃ। রিহতে ককুভো মিথঃ। দুগ্ধ—ওঁ গব্যো ষু ণো যথা পুরা-শ্বয়োত রথয়া। বরিবস্যা মহোনাম্‌। দধি—ওঁ

দধিক্রাবণ্ণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখাকরৎ প্রণ আয়ুংষি তারিষৎ। ঘৃত—ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানামধিশ্রিয়োর্ব্বী, পৃথ্বী মধুদুঘে সুপেশসা। দ্যাবাপৃথিবী বরুণস্য ধর্ম্মণা, বিষ্কভিতে অজরে ভূরিরেতসা। কুশোদক—ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বি-নোর্বাহুভ্যাং, পূষ্ণো হস্তাভ্যাং গৃহ্লামি। পরে গায়ত্রী পাঠ দ্বারা সমস্ত একত্র মিশাইবে।

যজুর্ব্বেদীয় পঞ্চগব্য শোধন মন্ত্র

গোমূত্র—গায়ত্রী পাঠ। গোময়—ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীং। ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্। দুগ্ধ—ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃষ্ণ্যম্। ভবা বাজস্য সংগথে। দধি—ওঁ দধিক্রাবণ্ণো ইত্যাদি। ঘৃত—ওঁ তেজোঽসি শুক্রমস্যমৃতমসি ধাম নামাসি। প্রিয়ং দেবানামনাধৃষ্টং দেবযজনমসি। কুশোদক—ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যামাদদে। পরে গায়ত্রী পাঠ দ্বারা সমস্ত একত্র মিশাইবে। ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের কার্য্যে যজুর্ব্বেদের মন্ত্র পাঠ করিবে।

ঋগ্বেদীয় পঞ্চগব্য শোধন মন্ত্র

গোমূত্র—গায়ত্রী পাঠ। গোময়—ওঁ গাবশ্চিদ্‌ঘা ইত্যাদি। দুগ্ধ—ওঁ আপো অস্মান্বচারিষং, রসেন সমগস্মহি। পয়স্বানগ্ন আ গহি, তং মা সংসৃজ বর্চ্চসা। দধি—ওঁ উদ্বধ্যধ্বং সমনসঃ সখায়ঃ, সমগ্নিমিন্ধং বহবঃ সনীড়াঃ। দধিক্রামগ্নিমুষসঞ্চ দেবীমিন্দ্রাবতোঽবসে নি হ্বয়ে বঃ। ঘৃত—ওঁ অগ্নিরস্মি জন্মনা জাতবেদা, ঘৃতং মে চক্ষুরমৃতং ম আসন্। অর্কস্ত্রিধাতু রজসো বিমানোঽজস্রো ঘর্ম্মো হবিরস্মি নাম॥ কুশোদক—ওঁ যোগে যোগে তবস্তরং, বাজে বাজে হবামহে। সখায় ইন্দ্রমূতয়ে। গায়ত্রী পাঠ দ্বারা সমস্ত একত্র মিশাইবে।

পঞ্চামৃত

দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, শর্করা (চিনি) ও মধু—এই পাঁচটী দ্রব্যকে পঞ্চামৃত বলে।

ত্রিবেদীয় পঞ্চামৃত শোধনমন্ত্র

যে যে বেদোক্ত পঞ্চগব্যশোধনে দধি দুগ্ধ প্রভৃতির শোধন মন্ত্র উল্লিখিত হইয়াছে, পঞ্চামৃত শোধনেও তত্তন্মন্ত্র প্রয়োগ করিবে। কুশোদক শোধনের মন্ত্রে শর্করা শোধন করিবে। মধুশোধনের মন্ত্র—ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ। ওঁ মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা। ওঁ মধুমান্নো বনস্পতির্ম্মধুমান্ অস্তু সূর্য্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ। ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু॥

গর্ভবতীর পঞ্চগব্য প্রাশন মন্ত্র

ওঁ গর্ভং ধেহি সিনীবালি গর্ভং ধেহি সরস্বতি।
গর্ভং তে অশ্বিনৌ দেবা বা ধত্তাং পুষ্করস্রজা॥

(সামবেদীয়—পুষ্করস্রজৌ)।

গর্ভবতীর পঞ্চামৃত প্রাশন মন্ত্র

ওঁ পিব পঞ্চামৃতং দেবি যতস্ত্বং গর্ভধারিণী।
দীর্ঘায়ুষং বংশধরং পুত্রং জনয় সুব্রতে॥

ভূতচতুর্দ্দশী

এই দিনে ভূতের উপদ্রব বেশী হয় বলিয়া কথিত আছে, এই নিমিত্ত এই দিনকে ভূতচতুর্দ্দশী বলে।

ভূতচতুর্দ্দশী দিনে সন্ধ্যার সময় দেবতার মন্দিরে, নিজের ঘরের

প্রাঙ্গণে, সক্ষম হইলে নদীতীর প্রভৃতি স্থানে প্রদীপ দিলে নরক-দর্শন করিতে হয় না। স্নানের পর যমতর্পণ করিতে হয়।

আ াশপ্রদীপ দান

কার্ত্তিকমাসে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিয়া শূন্যে প্রদীপ দিতে হয়। প্রদীপ দিবার প্রথম দিনে বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর পূজা করিতে হয়।

দীপদান মন্ত্র

ওঁ দামোদরায় নভসি তুলায়াং লোলয়া সহ।
প্রদীপন্তে প্রযচ্ছামি নমোঽনন্তায় বেধসে॥

ঘটোৎসর্গ

মহাবিষুবসংক্রান্তি অর্থাৎ চৈত্রমাসের শেষ দিন, অক্ষয়তৃতীয়া কিংবা সৌরবৈশাখ মাসের যে কোন দিনে মৃত পিতৃপিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষের, স্বামীর ও ইষ্টদেবদেবীর উদ্দেশে কিংবা নিজের নিমিত্ত সভোজ্য বা শক্তুসহ (ছাতুর সহিত) এবং সোপকরণাদি (তালবৃন্তাদি সহিত) জলপূর্ণঘট উৎসর্গ করিতে হয়। উৎসর্গের সময় পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিয়া আচমন ও বিষ্ণু স্মরণপূর্ব্বক গঙ্গাদির ও নারায়ণ প্রভৃতির আরাধনা করিয়া ঘটে চন্দনের প্রলেপ দিবে। চন্দন লেপনের মন্ত্র—

ঘট ত্বং ধর্ম্মরূপেণ ব্রহ্মণা নির্ম্মিতঃ পুরা।
ত্বয়ি লিপ্তে সন্তু লিপ্তা-শ্চন্দনৈঃ সর্ব্বদেবতাঃ॥

অনন্তর বাম হস্তে (উপুড় করিয়া) ঘটটী ধরিয়া 'এতস্মৈ সভোজ্য-সোপকরণ-জলপূর্ণ-ঘটায় নমঃ (যদি উৎসর্গে গামছা থাকে, তাহা হইলে 'এতস্মৈ সবস্ত্র-ভোজ্য' ইত্যাদি, গঙ্গাজল হইলে 'গঙ্গাজলপূর্ণ' ইত্যাদি)

৩ বার পাঠ করিয়া ঘটে ৩ বার জলের ছিটা দিবে। অনন্তর এতে গন্ধ-পুষ্পে (ওঁ) এতস্মৈ সভোজ্য-সোপকরণজলপূর্ণ-ঘটায় নমঃ,...এতদধিপতয়ে (ওঁ) শ্রীবিষ্ণবে নমঃ,...এতৎ সম্প্রদানায় (ওঁ) ব্রাহ্মণায় নমঃ' এই সকল মন্ত্র বলিয়া পূজা করিবে। পরে দক্ষিণ হস্তে ত্রিপত্র লইবে, ঐ ত্রিপত্র জলে ধরিয়া 'বিষ্ণুরোঁ তৎ সৎ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুকস্য শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ (স্ত্রীলোক হইলে শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামা) ইমং সভোজ্য-সোপকরণ-জলপূর্ণ-ঘটমর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমহং যথাসম্ভব-গোত্র-নাম্নে ব্রাহ্মণায় দদানি, এই বলিয়া ঘটে জলের ছিটা দিবে। তারপর যথাসম্ভব দক্ষিণা দিবে। কাঞ্চন-মূল্যকে অর্চ্চনা করিয়া—"বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য... শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামনয়া কৃতৈতৎ সভোজ্য-সোপকরণ-জলপূর্ণঘটদানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যমর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমহং যথাসম্ভব-গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় দদানি" বলিয়া দক্ষিণায় জলের ছিটা দিবে। অনন্তর যোড়হস্তে "(ওঁ) কৃতৈতৎ সভোজ্য-সোপকরণ-জলপূর্ণ-ঘট-দানকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু" বলিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। এইরূপে পিতামহ প্রপিতামহ, মাতামহ প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ প্রভৃতি প্রত্যেকের নামে পৃথক্ পৃথক্ ঘট উৎসর্গ করিবে, কিংবা পিতৃপক্ষের তিন জনের নামে একটী ও মাতামহপক্ষের তিনজনের নামে একটী ঘট উৎসর্গ করিলেও চলিতে পারে। পত্নীর স্বামীর জন্য উৎসর্গ বাক্য—ভর্ত্তুঃ। ইষ্টদেবদেবীর জন্য বাক্য...অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ (স্ত্রীলোক হইলে...গোত্রা, দেবী বা দাসী) শ্রীমদিষ্টদেবতা প্রীতিকামঃ (স্ত্রীলোক হইলে প্রীতিকামা) শ্রীমদিষ্টদেবতায়ৈ তুভ্যমহং সম্প্রদদে বলিবে। অনন্তর যোড়হস্তে নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিবে—

পানীয়ং প্রাণিনাং প্রাণাঃ পানীয়ং পাবনং মহৎ।
পানীয়স্য প্রদানেন প্রীয়তাং মে জনার্দ্দনঃ ॥

নিজের নিমিত্ত এই বাক্য......অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ মনোরথসফলত্ব-

কামঃ……যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং সম্প্রদদে। তারপর দক্ষিণান্তে 'পানীয়ং প্রাণিনাং' ইত্যাদি মন্ত্র বলিয়া শেষে নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিবে—

এষ ধর্ম্মঘটো দত্তো ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকঃ।
অস্য প্রদানাৎ সফলা মম সন্তু মনোরথাঃ॥

অনন্তর 'পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ' ইত্যাদি মন্ত্র বলিয়া পিতৃস্তুতি ও পিতৃপ্রণাম (তর্পণবিধি দেখ) করিবে। পরে হস্তে এক গণ্ডূষ জল লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিবে—

প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ।
তস্মিংস্তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ॥
এতৎ কর্ম্মফলং শ্রীকৃষ্ণায়ার্পিতমস্তু।

উপর্য্যুক্ত মন্ত্র বলিয়া মাটীতে জলগণ্ডূষ নিক্ষেপ করিবে। শেষে 'নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ' ইত্যাদি মন্ত্র বলিয়া বিষ্ণুকে প্রণাম করিবে।

দানোৎসর্গ

নিজের, অন্যের কিংবা প্রেতের নিমিত্ত ষোড়শ দান, দ্বাদশ দান কিংবা অন্ন-জল-বস্ত্র উৎসর্গ করিবার নিয়ম শাস্ত্রে আছে।

ষোড়শদানের দ্রব্য

(১) ভূমি (অভাবে—ধান্য, মৃত্তিকা ও ভূমির মূল্য), (২) আসন, (৩) জল, (৪) বস্ত্র, (৫) দীপ (৬) অন্ন, (৭) তাম্বূল, (৮) ছত্র, (৯) গন্ধ, (১০) মাল্য (শ্বেতপুষ্প), (১১) ফল (দুইটী দেওয়ার ব্যবস্থা আছে), (১২) শয্যা, (১৩) পাদুকা (পাদুকা-যুগল বা উপানদ্‌যুগল), (১৪) গো অথবা গোমূল্য ।৹ আনা বা ধেনুমূল্য ৷৹ আনা, (১৫) কাঞ্চন ও (১৬) রজত (কাঞ্চন ও রজত এক রতির কম না হয়)।

দ্বাদশদানের দ্রব্য

(১) ভূমি, (২) আসন, (৩) জল, (৪) অন্ন, (৫) বস্ত্র (৬) তাম্বূল, (৭) ফল, (৮) গন্ধ, (৯) ছত্র, (১০) পাদুকাযুগল, (১১) শয্যা ও (১২) গোমূল্য।

উপর্য্যুক্ত দ্রব্যগুলির মধ্যে সশস্য-ভূমিমূল্য, জল, দীপ, অন্ন, তাম্বূল, গন্ধ, মাল্য, ফল, গোমূল্য, কাঞ্চন ও রজত তৈজসাধারে অর্থাৎ পিত্তলাদি ধাতুপাত্রে রাখিয়া দান করিবার বিধি আছে। অনেকে মাটীর মালসায় ভূমিমূল্য ও গোমূল্য দান করিয়া থাকেন, তাহা করা উচিত নহে। ঘটোৎসর্গের ন্যায় সবস্ত্র ঐ সকল দ্রব্য উৎসর্গ করিতে হয়। উৎসর্গের সময় বাক্য—ইদং সবস্ত্র-তৈজসাধার-সশস্যভূমিমূল্যং (কোন্ ধাতুনির্ম্মিত আধার তাহার নাম করিতে হইবে), সবস্ত্র-তৈজসাধার-জলং (গঙ্গাজল হইলে 'গঙ্গাজলং' বলিতে হইবে) ইত্যাদি বলিবে। যদি নিজের জন্য উৎসর্গ করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার বাক্য...'অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ স্বর্গকামঃ . সম্প্রদদে' এইরূপ মন্ত্র বলিবে। অন্যের কিংবা প্রেতের জন্য করিলে তাহার বাক্য—...অমুকগোত্রস্য অমুকস্য প্রেতস্য, স্বর্গকামঃ ...দদানি এইরূপ মন্ত্র বলিবে। গ্রহণ সময় দানে—(সূর্য্যগ্রহণে) অমুক-দ্রব্যদশলক্ষদানজন্য-ফলসমফল-প্রাপ্তিকামঃ এবং (চন্দ্রগ্রহণে) অমুক-দ্রব্যলক্ষদানজন্য-ফলসমফলপ্রাপ্তিকামঃ ; চূড়ামণিযোগে—অনন্তামুকদ্রব্য-দানজন্যফলসমফল-প্রাপ্তিকামঃ। দীপ ও গন্ধ উৎসর্গ করিবার সময় এই বাক্য—'ইদং' স্থলে 'ইমং' বলিবে। শয্যা উৎসর্গ করিবার সময় এই বাক্য—'এতস্মৈ' স্থলে 'এতস্যৈ' বলিবে ; 'ঘটায়' স্থলে 'শয্যায়ৈ', 'ইমং' স্থলে 'ইমাং' ও শ্রীবিষ্ণুদৈবতং' স্থলে 'শ্রীবিষ্ণুদেবতাকাং' বলিবে।

ব্রাহ্মণের নামে উৎসর্গীকৃত দান-দ্রব্য ব্রাহ্মণকেই দিতে হয়, অন্য কাহাকেও দিতে নাই।

দোষে দান

চন্দ্রশুদ্ধি না থাকিলে (চন্দ্রদোষে) শঙ্খ, তারাশুদ্ধি না থাকিলে লবণ, নক্ষত্র করণ ও বারদোষে ধান্য, অশুভযোগে তিল, লগ্নদোষে কাঞ্চন ও মণি এবং তিথিদোষে আতপতণ্ডুল দান করিতে হয়। কাঞ্চন ও রৌপ্য অন্ততঃ এক রতি এবং লবণ, ধান্য, তিল ও আতপ তণ্ডুল পরিমাণে একসের হওয়া চাই।

কুমারী পূজা

অনূঢ়া অর্থাৎ অবিবাহিতা ও অনাগতার্ত্তবা অর্থাৎ যাহার ঋতু হয় নাই এরূপ কন্যাকে কুমারী বলে। বয়োভেদে কুমারীর বিশেষ বিশেষ নাম আছে। যথা—একবর্ষবয়স্কা সন্ধ্যা, দ্বিবর্ষা সরস্বতী, ত্রিবর্ষা ত্রিধামূর্ত্তি, চতুর্বর্ষা কালিকা, পঞ্চবর্ষা সুভগা, ষড়্‌বর্ষা উমা, সপ্তবর্ষা মালিনী, অষ্টবর্ষা গৌরী (কুব্জিকা), নববর্ষা রোহিণী (কালসন্দর্ভা), দশবর্ষা অপরাজিতা, একাদশবর্ষা রুদ্রাণী, দ্বাদশবর্ষা ভৈরবী, ত্রয়োদশবর্ষা মহালক্ষ্মী, চতুর্দ্দশবর্ষা পীঠনায়িকা, পঞ্চদশবর্ষা ক্ষেত্রজ্ঞা, ষোড়শবর্ষা অম্বিকা।

কুমারী-পূজা সঙ্কল্পিত পূজাদির সম্পূর্ণ ফললাভ কামনায় করা হয়। পূজক স্বয়ং পূর্ব্বমুখে বা উত্তরমুখে বসিয়া এবং কুমারীকে সম্মুখে বসাইয়া সঙ্কল্প পূর্ব্বক পূজাবিধির নিয়মানুসারে পূজা করিবে। পরে কুমারীকে নব বস্ত্র পরাইয়া ভোজন করাইবে এবং কুমারীকে প্রদক্ষিণ করিয়া দক্ষিণা প্রদান ও প্রণাম করিবে।

চাতুর্ম্মাস্য ব্রত

এই ব্রত মুখ্যচান্দ্র আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বাদশী হইতে কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দ্বাদশী পর্য্যন্ত, কিংবা আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা হইতে কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা পর্য্যন্ত, অথবা কর্কট সংক্রান্তি হইতে বৃশ্চিক সংক্রান্তি পর্য্যন্ত চারি মাস যাবৎ করিতে হয়। এই ব্রতে তৈল

ত্যাগ করিলে সৌন্দর্য্য, গুড় ত্যাগ করিলে মিষ্টস্বর, অন্ন ত্যাগ করিলে দীর্ঘজীবী বলিষ্ঠ সন্তান, মধুমাংস ত্যাগে সুস্থ শরীর ও বিষ্ণুভক্তি, নখ এবং চুল রাখিলে প্রত্যহ গঙ্গাস্নানের ফল, এবং একদিন অন্তর উপবাস করিলে বৈকুণ্ঠ লাভ হয়। 'ওঁ নমো নারায়ণায়' এই বিষ্ণুমন্ত্র জপ করিলে উপবাস ফল, মাংস বর্জ্জন করিলে আয়ুঃ, যশ ও বললাভ এবং বিষ্ণুকে প্রণাম করিলে গোদানের ফল লাভ হয়। এই ব্রত করিলে প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করিতে হইবে।

ব্রত আরম্ভদিনে প্রাতঃকালে স্নানাদি নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম করিবার পর স্বস্তি-বাচনান্তে 'সূর্য্যঃ সোমঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিতে হয়। সঙ্কল্পের বাক্য যথা—বিষ্ণুরোঁ। তৎসৎ অদ্য আষাঢ়ে মাসি শুক্লে পক্ষে দ্বাদশ্যাং তিথৌ [বা পৌর্ণমাস্যাং তিথৌ কিংবা অমুকতিথৌ (তিথির নাম) দক্ষিণায়নসংক্রান্ত্যাং] আরভ্য চতুর্ম্মাসং যাবৎ অমুকগোত্রঃ শ্রী অমুকঃ কীর্ত্ত্যায়ুর্যশোবলা-বাপ্তিকামঃ (অথবা দীর্ঘজীবিসন্তানকামঃ বা মধুরস্বরকামঃ ইত্যাদি কিংবা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ) চাতুর্ম্মাস্যব্রতমহং করিষ্যে। অনন্তর যোড়হস্তে নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিবে—

(ওঁ) ইদং ব্রতং ময়া দেব গৃহীতং পুরতস্তব।
নির্ব্বিঘ্নাং সিদ্ধিমাপ্নোতু প্রসাদাত্তব কেশব॥

(ওঁ) গৃহীতেঽস্মিন্ ব্রতে দেব যদ্যপূর্ণে ত্বহং ম্রিয়ে।
তন্মে ভবতু সম্পূর্ণং ত্বৎপ্রসাদাজ্জনার্দ্দন॥

ব্রতের শেষ দিনে কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিবে—

(ওঁ) ইদং ব্রতং ময়া দেব তব প্রীত্যৈ কৃতং বিভো।
ন্যূনং সম্পূর্ণতাং যাতু ত্বৎপ্রসাদাজ্জনার্দ্দন॥

অনন্তর ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাদান ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইবে।

চাতুর্ম্মাস্যব্রত অকালেও করা যাইতে পারে। এই চারিমাস শাক, কুমড়া, মাষকলাই, শ্বেত শিম্বী, পটোল ফল, বর্ব্বটী, মূলা, বেগুন, নেবু, মসূর, দুগ্ধ, তেঁতুল, দধি ও আক খাইতে নাই।

দক্ষিণার নিয়ম :- প্রাতঃকালে স্নানে, ছাতু ও ঘৃত, আমিষ ত্যাগ করিলে সবৎসা ধেনু বা তন্মূল্য অন্ততঃ বার আনা, ফল খাইলে ধান্য, একদিন অন্তর খাইলে ছাগী বা তাহার মূল্য অন্ততঃ দুই আনা ও শাক ত্যাগ করিলে রৌপ্যাধারে ঘৃত দক্ষিণা দিতে হয়। আবার সর্ব্বত্রই স্বর্ণ বা তাহার মূল্য ধরিয়া দিলেও চলে।

পূজাদির উপচার

পূজোপকরণের দ্রব্যাদিকে "উপচার" কহে। প্রায় দেবতাদিগের অর্চ্চনাতে ষড়্‌বিধ উপচারের শ্রেণীভেদ নির্দ্ধারিত আছে, কিন্তু তাহা থাকিলেও প্রায় সর্ব্বত্রই উপচারের ত্রিবিধ শ্রেণীভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। স্ত্রীদেবতার পূজায় চতুঃষষ্টি উপচারে ফলাধিক্য, কোন কোন নিয়মে ষট্‌ত্রিংশৎ উপচারে পূজাদ্বারাও ফলাধিক্য নির্দ্ধারিত আছে ; কিন্তু সেই সকল সংগ্রহ করা সাধারণের পক্ষে কষ্টকর। সাধারণতঃ ত্রিবিধ উপচারই বিশেষরূপে প্রচলিত আছে।

ষোড়শোপচার

যথা :—(১) আসন, (২) স্বাগত, (৩) পাদ্য, (৪) অর্ঘ্য, (৫) আচমনীয়, (৬) মধুপর্ক, (৭) আচমনীয়, (৮) স্নানীয়, (৯) বস্ত্র, (১০) আভরণ, (১১) গন্ধ, (১২) পুষ্প, (১৩) ধূপ, (১৪) দীপ, (১৫) নৈবেদ্য, (১৬) বন্দন, অর্থাৎ অন্যান্য নিবেদ্য বস্তু নিবেদন ও স্তব কবচাদি পাঠকপূর্ব্বক প্রণাম।

দশোপচার

যথা:—(১) পাদ্য, (২) অর্ঘ, (৩) আচমনীয়, (৪) স্নানীয়, (৫) গন্ধ, (৬) পুষ্প, (৭) ধূপ, (৮) দীপ, (৯) নৈবেদ্য, (১০) বন্দনা।

পঞ্চোপচার

যথা:—(১) গন্ধ, (২) পুষ্প, (৩) ধূপ, (৪) দীপ, (৫) নৈবেদ্য।

উপচার নিবেদন করিবার পূর্ব্বে দ্রব্যাদিকে অর্চ্চনা করিয়া পরে নিবেদন করিবে। অর্চ্চনার প্রণালী—"ওঁ এতস্মৈ রজতাসনায় নমঃ" এই মন্ত্র বলিয়া তিনবার আসনের উপরে জল দিয়া একটী পুষ্প হস্তে লইয়া 'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ রজতাসনায় নমঃ' বলিয়া রজত আসনের উপর ফুলটী দিবে, পরে পুনঃ 'এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় অমুকদেবতায়ৈ বা অমুকদেবায় নমঃ' বলিয়া সেই দেবতার উপর ফুল দিয়া পরে "এতৎ রজতাসনং ওঁ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ" বলিয়া আসনে নিবেদন করিয়া দিবে। এই প্রকারে সকল দ্রব্যই অর্চ্চনা করিয়া নিবেদন করিবে।

ষড়ঙ্গধূপ

ধূপ বহুপ্রকার আছে, কিন্তু পূজাদিতে ষড়ঙ্গ ধূপই প্রশস্ত। চিনি, মধু, গব্যঘৃত, শ্বেত চন্দনকাষ্ঠ, অগুরুকাষ্ঠ ও গুগ্‌গুল—এই সকল দ্রব্য একসঙ্গে বাটিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ষড়ঙ্গ ধূপ প্রস্তুত করিবে।

নামোচ্চারণ

ব্রাহ্মণের নামের পর 'দেবশর্ম্মা', ক্ষত্রিয়ের নামের পর 'ত্রাতৃবর্ম্মা', বৈশ্যের নামের পর 'দত্তভূতি' বা 'গুপ্তভূতি' এবং শূদ্রের নামের পর উপাধি ও শেষে 'দাস' বলিবে। দ্বিজাতি-কন্যার নামের পর 'দেবী'

এবং শূদ্রকন্যার নামের পর 'দাসী' বলিতে হয়। সঙ্কল্প প্রভৃতি করিবার সময় যেখানে 'অমুকঃ' আছে, সেখানে জাতি অনুসারে পুরুষ হইলে নামের পর দেবশর্ম্মা, ব্রাতৃবর্ম্মা, দত্তভূতিঃ বা গুপ্তভূতিঃ এবং স্ত্রীজাতি হইলে দেবী বা দাসী বলিবে। যেখানে 'অমুকস্য' আছে, সেখানে জাতি অনুসারে পুরুষ হইলে নামের পর দেবশর্ম্মণঃ, ব্রাতৃবর্ম্মণঃ, দত্তভূতেঃ বা গুপ্তভূতেঃ এবং স্ত্রী-জাতি হইলে দেব্যাঃ বা দাস্যাঃ বলিবে।

অচ্ছিদ্রাবধারণ

দেবতার উদ্দেশে যে কর্ম্ম সম্পাদন করা হইল, তাহা যে অচ্ছিদ্র অর্থাৎ নির্দোষ হইয়াছে, ব্রাহ্মণের সম্মতি লইয়া সেই বিষয়ের অবধারণকে (নিশ্চয় করাকে) অচ্ছিদ্রাবধারণ কহে। দক্ষিণাদি দিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিতে হইবে। ইহার বাক্য—(যোড় হস্ত হইয়া) (ওঁ) কৃতৈতল্লক্ষ্মী-পূজন-কর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু। পুরোহিতকে 'ওঁ অস্তু' বলিতে হইবে। কোন কোন কর্ম্মে অচ্ছিদ্রাবধারণের পর বৈগুণ্যসমাধান করিবার বিধি আছে।

বৈগুণ্যসমাধান

বৈগুণ্য-সমাধান অর্থাৎ ত্রুটি মার্জ্জনায় বামহস্তযুক্ত দক্ষিণ হস্তে ত্রিপত্র ও হরীতকী জলে ধরিয়া বলিবে; যথা—('বিষ্ণুরোঁ তৎ সৎ) অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকে তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মা কৃতেঽস্মিন্ কর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় বিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে। 'ওঁ তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং' ইত্যাদি মন্ত্র বলিয়া দশবার 'ওঁ বিষ্ণুঃ' (স্ত্রী ও শূদ্র 'ওঁ' স্থলে 'নমো' বলিয়া) এই মন্ত্র বলিয়া জপ সমাপনপূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রে বিষ্ণুর উদ্দেশে ঐ জল মাটীতে ফেলিয়া দিবে। মন্ত্র, যথা—

(ওঁ) অজ্ঞানাদ্ যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ।
স্মরণাদেব তদ্ বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতিঃ ॥

(ওঁ) যদসাঙ্গং কৃতং কর্ম্ম জানতা বাপ্যজানতা।
সাঙ্গং ভবতু তৎ সর্ব্বং হরের্নামানুকীর্ত্তনাৎ ॥

শ্রীহরিঃ শ্রীহরিঃ শ্রীহরিঃ। পরে হস্তে এক গণ্ডূষ জল লইয়া—

(ওঁ) প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ।
তস্মিংস্তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ ॥
এতৎ কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণায়ার্পিতমস্তু ॥ এই মন্ত্র বলিয়া জল ফেলিবে।

নূতন বস্ত্র পরিধান

বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে নূতন বস্ত্র পরিধান করিতে হয়। অন্য বারে পরিতে নাই। তবে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াতে বার দোষ ঘটে না।

যজ্ঞোপবীত ধারণ

পইতাকেই যজ্ঞোপবীত, যজ্ঞসূত্র বা ব্রহ্মসূত্র কহে। ত্রিদণ্ডীতে (তিন ফের সূতায় একটী গ্রন্থি) একটী যজ্ঞোপবীত হয়। ব্রহ্মচারীকে একটী যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতে হয়। সমাবর্ত্তনের পর একটী যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতে নাই, দুইটী বা তদধিক ধারণ করিবে। তৃতীয় যজ্ঞসূত্রে উত্তরীয় বস্ত্রের অভাব মোচন করে। অপবিত্র, ছিন্ন ও ভোজনের শেষে প্রস্তুত যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতে নাই। নূতন যজ্ঞোপবীত মন্ত্রপূত করিয়া ধারণ করিবে এবং অব্যবহার্য্য যজ্ঞোপবীত পদতল দিয়া গলাইয়া জলে দিবে। যজ্ঞোপবীতের পরিমাণ সামবেদীয় পাছার নিম্নদেশ পর্য্যন্ত এবং যজুর্ব্বেদী ও ঋগ্বেদীর নাভিদেশ পর্য্যন্ত হইবে। যজ্ঞোপবীত কণ্ঠচ্যুত করা, মালার ন্যায় গলায় ধারণ করা বা কোমরে গুঁজিয়া রাখা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। মলমূত্র ত্যাগকালে দক্ষিণ কর্ণে বা দুই ভাঁজে মালার ন্যায় করিয়া পৃষ্ঠদেশে ঝুলাইয়া রাখিতে হয়।

তৈলমর্দ্দনকালে, স্নান করিবার সময় ও গাত্রের ময়লা তুলিবার সময় যজ্ঞোপবীত কণ্ঠচ্যুত করিলে কোনরূপ দোষ হয় না। যদি ভ্রমবশতঃ মলমূত্র ত্যাগের সময় যজ্ঞোপবীত কণ্ঠে বা পৃষ্ঠে না রাখা হয়, তাহা হইলে সেই যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিয়া নূতন যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবে। যজ্ঞোপবীত গ্রন্থি দিবার পর উহা ধরিয়া গায়ত্রী পাঠ করিবে। যজ্ঞোপবীত দুই প্রকারের হয়, যথা—সাবিত্রীগ্রন্থি ও ব্রহ্মগ্রন্থি। সাবিত্রী-গ্রন্থিতে প্রবরসংখ্যানুসারে পাক দিয়া গাঁইট দিতে হয়। সাবিত্রীগ্রন্থি ও ব্রহ্মগ্রন্থি কাহারও নিকট দেখিয়া শিক্ষা করিতে হয়, কারণ লিখিয়া বুঝান কঠিন। সামবেদীরা সাধারণতঃ সাবিত্রীগ্রন্থি ব্যবহার করিয়া থাকেন।

যজ্ঞোপবীত ধারণমন্ত্র

ওঁ যজ্ঞোপবীতমসি যজ্ঞস্য ত্বা যজ্ঞোপবীতেনোপনহ্যামি।
ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং, প্রজাপতের্যৎ সহজং পুরস্তাৎ।
আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং, যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ॥

যজ্ঞোপবীত মাজ্জর্ন

যজ্ঞসূত্র কণ্ঠলম্বিত করিয়া দুগ্ধ, ঘৃত, দধি, সর্ষপতৈল, পিটুলি বা বেলের আটা দিয়া মার্জ্জন করিবে।

অজীর্ণতা নিবারণ

অগস্তিরগ্নির্বড়বানলশ্চ, ভুক্তং মমান্নং জরয়ন্ত্বশেষম্।
সুখঞ্চ মে তৎপরিণামসম্ভবং, যচ্ছত্বরোগং মম চাস্ত দেহে ॥১
আতাপির্ভক্ষিতো যেন বাতাপিশ্চ মহাসুরঃ।
সমুদ্রঃ শোষিতো যেন স মেহগস্ত্যঃ প্রসীদতু ॥ ২

অজীর্ণতায় উপর্য্যুক্ত মন্ত্র দুইটী বা একটী বলিয়া পেটে হাত বুলাইতে হয়।

বজ্রভয় নিবারণ

জৈমিনি মুনির স্মরণে বা নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠেও বজ্রভয় নিবারণ হয়।

রামং স্কন্দং হনূমন্তং বৈনতেয়ং বৃকোদরম্।
যে স্মরন্তি বিরূপাক্ষং ন তেষাং বৈদ্যুতাদ্ ভয়ম্।

দুঃস্বপ্ন দর্শনে

গোবিন্দ স্মরণ ও অশ্বত্থ বন্দনা করিতে হয়। "চিত্রং দেবানাং" ইত্যাদি (সন্ধ্যোক্ত) মন্ত্র পাঠ করিলেও দুঃস্বপ্নের শান্তি হইবে। স্ত্রী ও শূদ্র নিজনামে সঙ্কল্প করাইয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা উক্ত মন্ত্র পাঠ করাইবে।

সুখপ্রসব

নিম্নলিখিত মন্ত্রে জল পড়িয়া গর্ভিণীকে খাওয়াইলে প্রসব কষ্ট নিবারণ হয়। মন্ত্র, যথা—

অস্তি গোদাবরীতীরে জম্ভলা নাম রাক্ষসী।
তস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ বিশল্যা গর্ভিণী ভবেৎ॥

গোগ্রাসদান মন্ত্র

পূজার মন্ত্র—(ওঁ) গোভ্যো নমঃ।

সৌরভেয্যঃ সর্ব্বহিতাঃ পবিত্রাঃ পুণ্যরাশয়ঃ।
প্রতিগৃহ্ণন্তু মে গ্রাসং গাবস্ত্রৈলোক্যমাতরঃ।

প্রণাম

নমো গোভ্যঃ শ্রীমতীভ্যঃ সৌরভেয়ীভ্য এব চ।
নমো ব্রহ্মসুতাভ্যশ্চ পবিত্রাভ্যো নমো নমঃ॥

দীপান্বিতা অমাবস্যা

দীপান্বিতা অমাবস্যায় পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিয়া উল্কাদান অর্থাৎ আঁজল-

পিঁজল, সন্ধ্যার সময় অলক্ষ্মীর পূজা ও শূর্প অর্থাৎ কুলা বাজাইয়া তাহাকে গৃহের সীমা হইতে বাহির করিবার পর লক্ষ্মীপূজা, এবং লক্ষ্মীর প্রীতির জন্য গৃহাদিতে দীপদান করিবে।

সমুদ্রমন্থন সময়ে লক্ষ্মী উঠিবার পূর্ব্বে অলক্ষ্মী উঠিয়াছিল। সেইজন্য এইদিনে লক্ষ্মীর পূর্ব্বে অলক্ষ্মীর পূজা করিতে হয়। অলক্ষ্মীর পূজাকালে উঠানে গোময় পুত্তলিকাকে বামহস্ত দ্বারা কৃষ্ণপুষ্প দিয়া এবং অলক্ষ্মীর বিপরীত দিকে মুখ করিয়া 'ওঁ অলক্ষ্ম্যৈ নমঃ' এই মন্ত্র বলিয়া পূজা করিবে।

দীপদান

ত্বং জ্যোতিঃ শ্রীরবিশ্চন্দ্রো বিদ্যুৎসৌবর্ণতারকাঃ।
সর্ব্বেষাং জ্যোতিষাং জ্যোতি-দীপজ্যোতিঃস্থিতে নমঃ॥

উল্কাগ্রহণ

শস্ত্রাশস্ত্রহতানাঞ্চ ভূতানাং ভূতদর্শয়োঃ।
উজ্জ্বল-জ্যোতিষা দেহং দহেয়ং ব্যোমবহ্নিনা॥

উল্কাদান

অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেহপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম।
উজ্জ্বলজ্যোতিষা দগ্ধা স্তে যান্তু পরমাং গতিম্॥

পিতৃবিসর্জ্জন

যমলোকং পরিত্যজ্য আগতা যে মহালয়ে।
উজ্জ্বলজ্যোতিষা বর্ত্ম প্রপশ্যন্তো ব্রজন্তু তে॥

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া

কালীপূজার পর কার্ত্তিকী শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে ভগিনী ভ্রাতাকে প্রথমে তিলক দিবে, পরে অন্ন দিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিবে—

ভ্রাতস্তবাগ্রজাতাহং ভুঙ্ক্ষ ভক্তমিদং শুভম্।
প্রীতয়ে যমরাজস্য যমুনায়া বিশেষতঃ॥

যদি কনিষ্ঠাভগিনী হয়, তাহা হইলে 'ভ্রাতস্তবাগ্র-জাতাহং' না বলিয়া 'ভ্রাতস্তবানুজাতাহং' বলিবে। ভ্রাতারও ভগিনীকে কিছু দিতে হয়।

এই দিনে যমুনা দেবী তাঁহার নিজ ভ্রাতা যমকে ভোজন করাইয়াছিলেন। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে ভ্রাতা এবং ভগিনীর পুনর্ভোজন ও অধ্যয়ন শাস্ত্রনিষিদ্ধ। যদি ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পূজা করিতে হয়, তাহা হইলে ভোজনের পূর্ব্বে ভ্রাতা নিজে তাহা করিবে কিংবা ব্রাহ্মণ দ্বারা করাইবে। সঙ্কল্প করিবার সময় 'স্বরক্ষণকামো যমাদিপূজনমহং করিষ্যে'। অনন্তর 'ওঁ যমায় নমঃ' এই মন্ত্র বলিয়া পাদ্যাদি দ্বারা পূজান্তে অর্ঘ্য লইয়া 'এষোঽর্ঘ্যঃ' (সামবেদী ও ঋগ্বেদীরা ইদমর্ঘ্যং) বলিয়া নিম্ন লিখিত মন্ত্র বলিবে।

(ওঁ) এহ্যেহি মার্ত্তণ্ডজ-পাশহস্ত, যমান্তকালোকধরামরেশ।
ভ্রাতৃদ্বিতীয়া কৃত-দেবপূজাং গৃহাণ চার্ঘ্যং ভগবন্নমস্তে॥

অনন্তর 'ওঁ যমায় নমঃ' বলিয়া অর্ঘ্য প্রদান করিবে।

প্রণাম

(ওঁ) ধর্ম্মরাজ নমস্তুভ্যং নমস্তে যমুনাগ্রজ।
পাহি মাং কিঙ্করৈঃ সার্দ্ধং সূর্য্যপুত্র নমোঽস্তু তে॥

তারপর চিত্রগুপ্তকে 'চিত্রগুপ্তায় নমঃ', যমদূতকে 'যমদূতেভ্যো নমঃ' ও যমুনাকে 'যমুনায়ৈ নমঃ' বলিয়া পূজা করিবে।

যমুনার প্রণাম

(ওঁ) যমস্বসর্নমস্তেঽস্তু যমুনে লোকপূজিতে।
বরদা ভব মে নিত্যং সূর্য্যপুত্রি নমোঽস্তু তে॥

ভোজ্যদান বিধি

যাহাতে একজন ব্রাহ্মণের তৃপ্তির সহিত ভোজন হইতে পারে সেই পরিমাণে একটী ভোজ্য প্রস্তুত করিবে, তৎপরে ভোজ্য অর্চ্চনাপূর্ব্বক যাহার যে কামনা থাকে, সেই কামনা উচ্চারণ করিয়া মাস, তিথির উল্লেখপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে ভোজ্য দান করিবে ও তৎপরে দক্ষিণা দিবে।

আমিষ দ্রব্য

মৎস্য ও মাংস এই দুইটীই প্রধান আমিষ। আবার পাণ, রাঙ্গানটে, গোঁড়ালেবু ও দগ্ধবস্তু আমিষের মধ্যে গণ্য হয়।

পানের বোঁটা খাইলে পীড়া, শিরা খাইলে বুদ্ধিনাশ ও অগ্রভাগ খাইলে পাপ হয়, এবং শুষ্ক পাণ খাইলে আয়ুঃক্ষয় হয়।

প্রায়শ্চিত্ত বিধি

পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ও ইহকালার্জ্জিত দুষ্কর্ম্মাদির পাপক্ষয় জন্য প্রায়শ্চিত্ত করা আবশ্যক। পাপক্ষয়ে স্বাস্থ্যোন্নতি ও সংসারের আর্থিক উন্নতি প্রভৃতি হইয়া থাকে। প্রায়শ্চিত্তকারী পূর্ব্বদিনে মস্তক-মুণ্ডন প্রভৃতি ক্ষৌরকর্ম্ম করিয়া উপবাস করিয়া থাকিবে। প্রায়শ্চিত্তের পূর্ব্বদিনে সন্ধ্যার সময় ঘৃত-প্রাশ করিতে হয় এবং ঐ দিন কর্ম্মজনিত পাপক্ষয়ার্থে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাদি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকট হইতে আনিয়া রাখিবে। প্রায়শ্চিত্তদিবসে যথানিয়মে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গোগ্রাস দান ও পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। প্রায়শ্চিত্তে স্ত্রীলোকের মস্তকমুণ্ডন ও পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিতে নাই। বিধবা স্ত্রীলোকের পক্ষে মস্তক মুণ্ডন

বিধেয়। অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে প্রায়শ্চিত্ত করিতে নাই। প্রায়শ্চিত্তে অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে অন্যকে অর্থাৎ পুত্র কিংবা সপিণ্ড জ্ঞাতিকে শাস্ত্রানুযায়ী প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারা যায়। প্রায়শ্চিত্তে ধেনুদান করিতে অক্ষম হইলে তাহার যথাশাস্ত্র মূল্য অথবা কড়ি, তাম্র, রৌপ্য বা কাঞ্চন দান করিলেও চলিতে পারে।

বিবাদে জয়লাভ করা

মোকর্দ্দমা প্রভৃতি অশান্তি উপস্থিত হইলে বগলামুখী স্তব (স্তবমালা দেখ) পাঠ করিতে হয়।

ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শ্রীবগলামুখীস্তবপাঠকর্ম্মণি ইত্যাদি পাঠ করিয়া স্বস্তিবাচন সমাপনান্তে সঙ্কল্প করিবে। যথা—বিষ্ণুর্ওঁ তৎসদদ্য···অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা বিপক্ষেণ সহ বিবাদে জয়লাভকামঃ রুদ্রযামলোক্ত-শ্রীবগলামুখীস্তবপাঠকর্ম্মাহং করিষ্যে। অনন্তর বগলামুখী দেবীর পূজা করিয়া স্তবপাঠপূর্ব্বক দক্ষিণা প্রদান করিবে। বগলামুখী দেবী পীতপুষ্পে (হল্‌দে ফুলে) অতীব প্রীতা হন।

আপদুদ্ধার

আপদ্ উদ্ধারের জন্য সঙ্কল্পপূর্ব্বক বটুকভৈরব, দুর্গাষ্টক ও সঙ্কটাস্তব (স্তবমালা দেখ) পাঠ করিবার পর দক্ষিণা প্রদান করিবে।

কর্ম্মাক্ষমে প্রতিনিধি

কোনরূপ বিঘ্ন উপস্থিত হইলে, পূর্ব্বাহ্নে পবিত্র অবস্থায় প্রতিনিধি নিয়োগ করিবে। পুত্র ও সহোদর ভ্রাতাই শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি।

জ্ঞাতিগণ প্রতিনিধি হইতে পারে, যদি ইহাদিগের মধ্য হইতে প্রতিনিধি সংগৃহীত না হয়, তাহা হইলে জামাতা, ভাগিনেয়, পুরোহিত

কিংবা ব্রাহ্মণকে প্রতিনিধি করিয়া কার্য্য সমাপন করাইবে। অশুদ্ধ অবস্থায় প্রতিনিধি হইতে পারে না।

কর্ম্মাক্ষমে যেরূপ প্রতিনিধি নিয়োগের ব্যবস্থা আছে, সেইরূপ দ্রব্যাদির অভাব হইলেও প্রতিনিধির ব্যবস্থা আছে। যথা—মধুর অভাবে ইক্ষুগুড়, কুশের অভাবে কেশে, ঘৃতের অভাবে কোন কোন পূজায় তিল তৈল, সকল পুষ্পের অভাবে দূর্ব্বা, তণ্ডুল ও জল, সর্ব্বদ্রব্যের অভাবে যব, এবং সকল বাদ্যের অভাবে ঘণ্টাই প্রতিনিধি হইয়া থাকে। যখন প্রতিনিধি দ্রব্যের নিবেদন করা হয়, তখন মূল দ্রব্যেরই নাম উল্লেখ করিতে হয়।

সর্পভয় নিবারণ

নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলির পাঠে সর্পভয় দূর হয়।

অসিতঞ্চার্ত্তিমন্তঞ্চ সুনীথং বাপি যঃ স্মরেৎ।
দিবা বা যদি বা রাত্রৌ নাস্য সর্পভয়ং ভবেৎ॥
যো জরৎকারুণা জাতো জরৎকারৌ মহাযশাঃ।
আস্তীকঃ সর্পসত্রে বঃ পন্নগান্ যোঽভ্যরক্ষত।
তং স্মরন্তং মহাভাগা ন মাং হিংসিতুমর্হথ॥
সর্পাপসর্প ভদ্রং তে দূরং গচ্ছ মহাবিষ।
জনমেজয়স্য যজ্ঞান্তে আস্তীকবচনং স্মর॥

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়

পূজাবিধি

ব্রাহ্মণগণের বিষ্ণু ও শিবপূজা অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রাতঃসন্ধ্যা ও তর্পণা-ধিকারী তর্পণ পর্য্যন্ত শেষ করিবার পর বিষ্ণু ও শিবপূজা করিবেন। যাঁহারা দীক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহারা শিবপূজা করিবার পর গুরু ও নিজ নিজ ইষ্ট দেব-দেবীর পূজা করিবেন। নারায়ণ বা বাণেশ্বর কিংবা প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গের উপর স্ব স্ব ইষ্টদেব-দেবীর পূজা করা চলিতে পারে। যদি শিব না পাওয়া যায়, তাহা হইলে বিষ্ণুর উপর শিব প্রভৃতি সকল দেব-দেবীর পূজা করিবে। যাঁহারা দীক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহারা যদি পার্থিব (মৃত্তিকা গঠিত) শিব সংগ্রহ করিতে না পারেন, তাহা হইলে বাণেশ্বরের কিংবা বিষ্ণুর উপর শিবপূজা করিবেন।

পূজা কার্য্যে সর্ব্বাগ্রে ভূতশুদ্ধি না করিয়া অন্য কোন পূজায় অধিকার হয় না, বা পূজা জন্য কোন ফললাভ হয় না। যে সকল দেব-দেবীর স্থাপিত মূর্ত্তি, ঘট বা পট থাকে, সেই সকল দেবতার অর্চ্চনা করিতে হইলে তত্তৎ মূর্ত্তি প্রভৃতির উপর পূজা করিবে। প্রতিমা, ঘট, পট, যন্ত্র, শালগ্রাম প্রভৃতি না থাকিলে জলের উপর সকল দেব-দেবীর পূজা করা চলিতে পারে। প্রতিষ্ঠিত ঘটাদি ও নারায়ণ পূজা করিবার সময় আবাহন করিবার আবশ্যক হয় না। পার্থিব শিবলিঙ্গের উপর শিবপূজা ভিন্ন অন্য কোন দেব-দেবীর পূজা করা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। শিবপূজা উত্তরাভিমুখে এবং অন্যান্য দেব-দেবীর পূজা পূর্ব্ব ও উত্তরমুখে বসিয়া করা যাইতে পারে।

স্ত্রীদেবতার পূজা করিবার সময় তুলসী ব্যবহার করিবে না। শিবকে কেবল তিনটী তুলসী দিয়া পূজা করা যাইতে পারে, গণেশপূজায় তুলসী এবং সূর্য্যদেবের পূজায় বিল্বপত্র ব্যবহার করিবে না। পর্য্যুষিত বা বাসি ফুলে কোন পূজা চলে না। নারায়ণপূজায় রক্তপুষ্প বা যন্ত্রপুষ্প ব্যবহার করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। নিত্য-কর্ত্তব্য পূজায় পুষ্পাদি না থাকিলে কেবল জল দিয়া পূজা করিলেও পূজা সিদ্ধ হইবে।

সকল প্রকার নিত্য দেব-দেবীর পূজা যদি পূর্ব্বাহ্ণে সম্ভাবিত না হয়, তাহা হইলে যখন সময় হইবে তখনই পূজা করিবে। অসময়ে পূজা করিলে ফলের কিছু ন্যূনতা হয় বটে, কিন্তু সেজন্য অকরণ জন্য কোন দোষ হইবে না।

উপনীত ব্রাহ্মণ ব্যতীত প্রতিমা ও শালগ্রাম পূজায় অধিকার কাহারও নাই। স্ত্রী ও শূদ্রাদির শালগ্রাম পূজায় কোন অধিকার নাই। তাহারা তাহাদের ইষ্টদেব-দেবীর পূজা পটে ঘটে মূর্ত্তিতে বা জলে সম্পন্ন করিবে।

যদিও পূজার চতুঃষষ্টি, ষট্‌ত্রিংশৎ, অষ্টাদশ, ষোড়শ, দশ, পঞ্চ প্রভৃতি ভেদে উপচার নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু যখন যেরূপ সম্ভব হইবে, তখন সেইরূপ উপচারে পূজা করিলেও সিদ্ধ হইবে। কোন উপচারের অভাব হইল বলিয়া পূজায় প্রত্যবায় হইবে এরূপ মনে করিবে না।

আসন :—কাষ্ঠাসনে বসিয়া পূজা করিতে নাই। কুশাসন, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, কৃষ্ণাজিন বা কম্বল আসন পূজায় প্রশস্ত। পূজা করিতে বসিয়া সর্ব্বাগ্রে গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, নবগ্রহ, দশদিক্‌পাল এই সকল দেব-দেবীর পূজা সমাপন করিবার পর ইষ্টপূজা করিবে। যদিও পঞ্চদেবতার পূজার সময় শিবপূজা ও বিষ্ণুপূজা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা হইলেও মঙ্গলার্থী ব্যক্তিগণ পুনরায় পৃথক্ ভাবে শিব ও বিষ্ণুর পূজা করিবে, না করিলে নিত্য পূজার কোন ফল

হয় না। বিষ্ণুপূজাদি করিবার সময় মধুপর্কে নারিকেলের জল দিবে না ; নারিকেলের জল দেওয়া কেবল বীরাচারীদের পূজায় বিধি আছে। বিষ্ণু বা তাঁহার অবতারগণকে বিল্বপত্র প্রদান করিবে না।

পূজার সাধারণ পদ্ধতি

পূজার ক্রম—পূজা করিতে হইলে অগ্রে আচমন, বিষ্ণুস্মরণ, গন্ধাদি-অর্চ্চনা, নারায়ণাদি অর্চ্চনা, স্বস্তিবাচন, সঙ্কল্প, জলশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি, গুরুপঙ্‌ক্তি প্রণাম, করশুদ্ধি, পুষ্পশুদ্ধি, ভূতাপসারণ, দিগ্বন্ধন, ভূতশুদ্ধি, ন্যাস, প্রাণায়াম ও মানসপূজাদি, গণেশাদি পঞ্চদেবতা [গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা], নবগ্রহ, দশদিক্‌পাল, সর্ব্বদেবদেবীর ও পীঠপূজা (গন্ধপুষ্পদ্বারা বা পঞ্চোপচারে পূজা) করিয়া পুনর্ধ্যান আবাহন ও প্রধান পূজা কর্ত্তব্য। একাসনে বসিয়া অনেকগুলি দেবদেবীর পূজা করিতে হইলে আচমনাদি ও পঞ্চদেবতাদির পূজা একবার করিলেই চলিবে। নারায়ণাদি নিত্যপূজায় অনেকেই ন্যাসাদি করেন না এবং সংকল্প করিবার আবশ্যক নাই। সকল সম্প্রদায়েরই প্রথমে শিবপূজা কর্ত্তব্য।

একটী প্রদীপ জ্বালিয়া শুদ্ধ আসনে পূর্ব্বাভিমুখে বসিয়া—ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্‌। এই মন্ত্র বলিয়া আচমনের নিয়মানুসারে আচমন করিবে। অনন্তর একটী অর্ঘ্য সাজাইয়া কুশীর মধ্যে জল সহ ঐ অর্ঘ্যটী গ্রহণ করিয়া দুই হাতে ঐ কুশীটীকে ধরিয়া—এষোঽর্ঘঃ ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্‌, ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে। জগৎসবিত্রে শুচয়ে, সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে॥ নমো ভগবতে শ্রীসূর্য্যায় নমঃ॥

এই প্রকারে একটী সূর্য্যার্ঘ্য দিয়া "ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্‌" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিবে।

গন্ধাদির অর্চ্চনা

কোন দ্রব্যের পূজা না করিয়া দেবতাকে উৎসর্গ করিতে নাই, করিলে তাহা অসুরদিগের ভোগ্য হয়, দেবতারা উহা গ্রহণ করেন না। প্রথমে "বং এতেভ্যো গন্ধাদিভ্যো নমঃ" তিনবার বলিয়া গন্ধাদির উপর তিনবার জলের ছিটা দিয়া পরে গন্ধপুষ্প লইয়া "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতেভ্যো গন্ধাদিভ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতদধিপতয়ে বিষ্ণবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতৎসম্প্রদানেভ্যঃ পূজনীয়দেবতাভ্যো নমঃ" বলিয়া এক একটি গন্ধপুষ্প প্রক্ষেপ করিবে।

নারায়ণাদির অর্চ্চনা

পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে এক একটী গন্ধপুষ্প প্রক্ষেপ করত নারায়ণাদির অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য, যথা এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নারায়ণায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আদিত্যাদিনবগ্রহেভ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পালেভ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্ব্বাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ।

স্বস্তিবাচন

তৎপরে চন্দনমিশ্রিত কিছু চাউল হাতে লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিয়া স্বস্তিবাচন করিবে।

"ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ অমুককর্ম্মণি পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু" এই মন্ত্র তিনবার বলিয়া যজমান ব্রাহ্মণদ্বারা (পুরোহিতাদির দ্বারা) 'ওঁ পুণ্যাহং' এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করাইয়া তণ্ডুল ছড়াইবে। অন্য ব্রাহ্মণের অভাবে কর্ম্মকর্ত্তা ব্রাহ্মণ হইলে "পুণ্যাহং" ইত্যাদি মন্ত্র স্বয়ং

পাঠ করিবেন। পুনরায় আতপতণ্ডুল লইয়া "ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন অমুক-কর্ম্মণি ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু" তিনবার বলিয়া ঐরূপ ব্রাহ্মণদ্বারা "ওঁ ঋদ্ধ্যতাং" এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করাইয়া তণ্ডুল ছড়াইবে। পরে "ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ অমুককর্ম্মণি স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু" তিনবার বলিয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা "ওঁ স্বস্তি" এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করাইয়া আতপতণ্ডুল ছড়াইবে। ইহা যজুর্ব্বেদীদিগের পক্ষে। ঋগ্বেদী ও সামবেদী ব্রাহ্মণগণ প্রথমে "পুণ্যাহং...ব্রুবন্তু" পরে "স্বস্তি......ব্রুবন্তু" তৎপরে "ঋদ্ধিং... ..ব্রুবন্তু" এইরূপ ক্রমে বলিবেন। পরে যজমান ব্রতী ব্রাহ্মণদিগের সহিত (অভাবে একাকী) স্বস্তি সূক্তাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন।

সামবেদী স্বস্তিসূক্ত

ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমন্বারভামহে। আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিম্ ॥

ঋগ্বেদী স্বস্তিসূক্ত

ওঁ স্বস্তিনো মিমীতামশ্বিনা ভগঃ, স্বস্তি দেব্যদিতিরনর্ব্বণঃ। স্বস্তি পূষা অসুরো দধাতু নঃ, স্বস্তি দ্যাবাপৃথিবী সুচেতুনা ॥

ওঁ স্বস্তয়ে বায়ুমুপব্রবামহৈ, সোমং স্বস্তি ভুবনস্য যস্পতিঃ। বৃহস্পতিং সর্ব্বগণং স্বস্তয়ে, স্বস্তয়ে আদিত্যাসো ভবন্তু নঃ ॥

ওঁ বিশ্বেদেবা নো অদ্যা স্বস্তয়ে, বৈশ্বানরো বসুরগ্নিঃ স্বস্তয়ে। দেবা অবন্ত্বৃভবঃ স্বস্তয়ে, স্বস্তি নো রুদ্রঃ পাত্বংহসঃ ॥

ওঁ স্বস্তি মিত্রাবরুণা, স্বস্তি পথ্যে রেবতি।
স্বস্তি ন ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ, স্বস্তিনো অদিতে কৃধি ॥
ওঁ স্বস্তি পন্থামনুচরেম, সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিব।
পুনর্দদতা ঘ্নতা, জানতা সঙ্গমেমহি ॥

ওঁ স্বস্ত্যয়নং তার্ক্ষ্যমরিষ্টনেমিং, মহদ্ভূতং বায়সং দেবতানাম্। অসুরঘ্ন-মিন্দ্রসখং মহৎসু, বৃহদ্‌যশো নাব মিবা রুহেম॥

ওঁ অংহো মুচমাঙ্গিরসং গয়ঞ্চ, স্বস্ত্যাত্রেয়ং মনসা চ তার্ক্ষ্যম্। প্রযত-পাণিঃ শরণং প্রপদ্যে, স্বস্তিসম্বাধেষভয়ং নো অস্তু॥

যজুর্ব্বেদী স্বস্তিসূক্ত

ওঁ গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে। প্রিয়াণাং ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে। নিধীনাং ত্বা নিধিপতিং হবামহে। বসো মম।

পরে সর্ব্ববেদী ব্রাহ্মণই এই মন্ত্র পাঠ করিবেন।

ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ, স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ, স্বস্তিনো বৃহস্পতির্দধাতু॥ ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি॥

এইরূপে সকলে স্ব স্ব বেদোক্ত মন্ত্র বলিয়া হস্তস্থিত ঐ চন্দন মিশ্রিত চাউল তাম্রপাত্রে তিনবার ফেলিয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক পাঠ করিবে।

ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতান্যহঃ ক্ষপা।
পবনো দিক্‌পতির্ভূমিরাকাশং খচরামরঃ॥
ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্।
ওঁ তৎসৎ অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু॥

সকল বেদীয় ব্রাহ্মণই কেবল ওঁ 'স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ' এই স্বস্তিসূক্ত পাঠ করিলেও চলিবে।

শূদ্রের স্বস্তিবাচন

নমঃ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ অমুকপূজাকর্ম্মণি স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু (৩ বার বলিবে), পুরোহিত নমঃ স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি বলিবেন। অনন্তর পুরোহিত

ঘণ্টাধ্বনি সহকারে স্বস্তিসূক্ত পাঠ করিয়া আতপতণ্ডুল নিক্ষেপ করিবেন। স্ত্রী ও শূদ্র স্বস্তি-সূক্ত মন্ত্র পাঠ না করিয়া নমঃ নমঃ বলিবেন।

সঙ্কল্পবিধি

তদনন্তর উত্তরমুখ হইয়া দক্ষিণজানু ভূমিতে স্পর্শ করাইয়া কুশ-তিল ফল-পুষ্পসহ জলপূর্ণ তাম্রপাত্র বামহস্তে গ্রহণপূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তে আচ্ছাদন করিয়া সঙ্কল্প করিবে। সঙ্কল্প করিতে হরীতকীই প্রশস্ত, তদভাবে রম্ভা দিবে, কিন্তু সুপারি কদাচ দিবে না। জলাশয়, উপবন কূপপ্রতিষ্ঠা কালে পূর্ব্বমুখ হইয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকফল-প্রাপ্তিকামঃ (শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা) অমুককর্ম্ম (ব্রতং বা পূজনং ইত্যাদি কর্ম্মের উল্লেখ করিবে) অহং করিষ্যে।" (বলা বাহুল্য যে "অমুক" এই কথা স্থলে নিজ নাম প্রভৃতি উল্লেখ করিবেন, কৃষ্ণে বা শুক্লে পক্ষে পঞ্চম্যাস্তিথৌ এইরূপ বলিবেন। আর পরার্থে সঙ্কল্প করিতে হইলে এইরূপ হইবে; উদাহরণ—যেখানে কাশ্যপগোত্রশ্রীরমানাথদেব-শর্ম্মা পুরোহিত আর যজমান বাৎস্যগোত্রশ্রীকালীপদদেবশর্ম্মা সেখানে পুরোহিত বিষ্ণুরোম্...অমুকতিথৌ কাশ্যপগোত্রঃ শ্রীরমানাথদেবশর্ম্মা' বাৎস্যগোত্রস্য অমুকফলপ্রাপ্তিকামস্য শ্রীকালীপদদেবশর্ম্মণঃ···করিষ্যামি' এই রূপ বলিবে)। এই নিয়মে সঙ্কল্প করিয়া পাত্রস্থ জলের কিঞ্চিৎ ঈশানকোণে ভূমিতে ফেলিয়া স্বশাখোক্ত সূক্ত পাঠ করিবেন। সঙ্কল্প সূক্ত যথা—

সামবেদীয় সংকল্পসূক্ত

ওঁ দেবো বো দ্রবিণোদাঃ, পূর্ণাং বিবষ্ট্যাসিচম্। উদ্বা সিঞ্চধ্বমুপ বা পৃণধ্ব-মাদিদ্বো দেব ওহতে ॥

যজুর্ব্বেদীয় সংকল্পসূক্ত

ওঁ যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং, তদু সুপ্তস্য তথৈবৈতি। দূরং গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং, তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু ॥

ঋগ্বেদীয় সংকল্পসূক্ত

ওঁ যা গুঙ্গূর্য্যা সিনীবালী, যা রাকা যা সরস্বতী। ইন্দ্রাণীমহ্ব উতয়ে, বরুণানীং স্বস্তয়ে।

পরে—'সঙ্কল্পিতার্থাঃ সিদ্ধাঃ সন্তু' এই বলিয়া আবশ্যক থাকিলে ঘট স্থাপনা করিবে। নারায়ণাদি নিত্যপূজায় ঘটস্থাপন, স্বস্তিবাচন ও সংকল্পের আবশ্যক নাই।

সামান্যার্ঘ্য

মাটিতে ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তাহার উপর একটী গোলাকার এবং তাহার উপরেই একটী চতুষ্কোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া চন্দন মিশ্রিত তণ্ডুল হস্তে লইয়া "ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ, ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ" এই সকল মন্ত্রে অর্চ্চনা করিয়া 'ফট্' এই মন্ত্র বলিয়া কোশা প্রক্ষালনপূর্ব্বক তাহার উপর রাখিবে। অনন্তর 'ওঁ' এই মন্ত্র বলিতে বলিতে তিনবার জল দিয়া কোশা পূর্ণ করিবে। অতঃপর কোশার অগ্রভাগে একটী অর্ঘ্য স্থাপন করিয়া "ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ, অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ" এই সকল মন্ত্র বলিতে বলিতে গন্ধপুষ্প দিয়া অঙ্কুশ মুদ্রা দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে জল শুদ্ধ করিবে—

ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধুকাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥

এই মন্ত্রে তীর্থাবাহন করিয়া "ওঁ" এই মন্ত্রে জলে গন্ধপুষ্প দিয়া বং মন্ত্র বলিয়া ধেনুমুদ্রা দেখাইয়া মৎস্যমুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন করতঃ 'ওঁ' এই মন্ত্র অর্ঘ্যের উপর দশবার জপ করিবে।

উপর্যুক্ত মন্ত্রে জলশুদ্ধি করিয়া এবং সেই জল পূজার জন্য যে সকল দ্রব্য আছে সেই সকল দ্রব্যের উপর ও নিজ মস্তকে সামান্য পরিমাণে ছিটাইবে।

আসন শুদ্ধি

অতঃপর সুগন্ধি একটী ফুল হাতে লইয়া—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং আধারশক্তি-কমলাসনায় নমঃ। এই মন্ত্র বলিয়া আসনের উপর ফুলটী নিক্ষেপ করিয়া আসন স্পর্শ করিয়া—

আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্ম্মো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্॥

এই মন্ত্র পাঠ করিবে পরে করযোড়ে (বামে) ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমেষ্ঠিগুরুভ্যো নমঃ, (দক্ষিণে) ওঁ গণেশায় নমঃ, (ঊর্দ্ধে) ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, (অধঃ) ওঁ অনন্তায় নমঃ, (মধ্যে) ওঁ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ বলিবে।

করশুদ্ধি

গন্ধ পুষ্প লইয়া "ঐং বং অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্রে দুই হস্তে পেষণ করিয়া বামে নিক্ষেপ পূর্ব্বক গঙ্গাজলের ছিটা দিতে হয়।

পুষ্পশুদ্ধি

পুষ্পপাত্রস্থিত পুষ্পসকলের উপর হাত রাখিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া পুষ্পশুদ্ধি করিবে।

ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে ॥
পুষ্পপ্রচয়াবকীর্ণে হুঁ ফট্ স্বাহা ॥

দ্বারদেবতাদি পূজা

গন্ধপুষ্প লইয়া এতে গন্ধপুষ্পে 'ওঁ দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ' এই মন্ত্রে পূজাগৃহের দ্বারদেশে নিক্ষেপ করিবে। পরে এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ। এই বলিয়া পূজা করিবে।

ভূতাপসারণ ও দিগ্বন্ধন

প্রথমে একটী পুষ্প লইয়া এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ, "এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ" এই মন্ত্রে মাষভক্তবলি নিবেদন করিয়া "ওঁ ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ যে বসন্ত্যত্র ভূতলে। তে গৃহ্নন্তু ময়া দত্তো বলিরেষ প্রসাধিতঃ ॥ পূজিতা গন্ধপুষ্পাদ্যৈ-র্বলিভিস্তর্পিতাস্তথা। দেশা-দস্মাদ্বিনিঃসৃত্য পূজাং পশ্যন্তু মৎকৃতাম্। এই মন্ত্র পাঠ করতঃ শ্বেতসর্ষপ গ্রহণ করিয়া ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ। অপসর্পন্তু তে সর্ব্বে নারসিংহেন (চণ্ডিকাস্ত্রেণ) তাড়িতাঃ। ওঁ বিনায়কা বিঘ্নকরা মহোগ্রা যজ্ঞদ্বিষো যে পিশিতাশনাশ্চ। সিদ্ধার্থকৈর্ব্বজ্রসমানকল্পৈ-র্ময়া নিরস্তা বিদিশঃ প্রয়ান্তু॥" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দশদিকে শ্বেতসর্ষপ ছড়াইবে। পরে ভূমিতে তিনবার বামপদের গোড়ালীর আঘাত করিয়া "ফট্" মন্ত্রে মস্তকের উপর তিনবার করতালি দিবে এবং দশদিকে তুড়ি দিয়া দিগ্বন্ধন করিবে।

সংক্ষেপে ভূতাপসারণ ও দিগ্বন্ধন

শ্বেতসর্ষপ লইয়া ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ। যে ভূতা বিঘ্ন-কর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া॥ এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দিবে, পরে ভূমিতে তিনবার পদাঘাত করিয়া ও মস্তকের উপর তিনবার "ফট্" মন্ত্রে করতালি দিয়া ভূতাপসারণ ও তুড়ি দ্বারা দশদিক বন্ধন করিতে হয়।

ভূত শুদ্ধি

"রং" মন্ত্রে আপনার চতুর্দ্দিকে জলধারা দিয়া আপনাকে বহ্নিপ্রাচীরের মধ্যবর্ত্তী ভাবনা করিবে, পরে নিবিষ্টচিত্তে এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়—১।—ওঁ মূলশৃঙ্গাটাচ্ছিরঃ সুষুম্ণাপথেন জীবশিবং পরম-শিবপদে যোজয়ামি স্বাহা। ১। ওঁ যং লিঙ্গশরীরং শোষয় শোষয় স্বাহা। ২। ওঁ রং সঙ্কোচশরীরং দহ দহ স্বাহা। ওঁ পরমশিব সুষুম্ণাপথেন মূলশৃঙ্গাটমুল্লসোল্লস জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল সোঽহংহংসঃ স্বাহা।

কৃষ্ণবিষয়ক সংক্ষেপ ভূতশুদ্ধি

স্বকীয়-হৃদয়ে ধ্যায়েৎ শ্রীকৃষ্ণচরণাম্বুজং। ভূতশুদ্ধিরিয়ং প্রোক্তা সর্ব্বাগমবিশারদৈঃ॥ নিজ হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণদেবের চরণাম্বুজ ধ্যান করিলেই ভূতশুদ্ধি হয়।

প্রকারান্তরে ভূতশুদ্ধি

(তন্ত্রমতে পূজায়) "ওঁ ধর্ম্মকন্দসমুদ্ভূতং জ্ঞাননালং সুশোভনম্। ঐশ্বর্য্যাষ্টদলোপেতং পরবৈরাগ্যকর্ণিকম্॥ স্বীয়হৃৎকমলং ধ্যায়েৎ প্রণবেন প্রকাশিতম্। কৃত্বা তৎকর্ণিকাসংস্থং প্রদীপকলিকানিভম্॥ জীবাত্মানং

হৃদি ধ্যাত্বা মূলে সংচিন্ত্য কুণ্ডলীম্। সুষুম্নাবর্ত্মনাত্মানং পরমাত্মনি যোজয়েৎ ॥

মাতৃকান্যাস

অস্য মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো মাতৃকাসরস্বতী দেবতা হলো বীজানি স্বরাঃ শক্তয়ো মাতৃকান্যাসে বিনিয়োগঃ। শিরসি—ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ, মুখে—ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি—ওঁ মাতৃকাসরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ, গুহ্যে—ওঁ হল্‌ভ্যো বীজেভ্যো নমঃ, পাদয়োঃ-ওঁ স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ, সর্ব্বাঙ্গে—ওঁ অব্যক্তকীলকায় নমঃ।

পরে করন্যাস অঙ্গন্যাস ও প্রাণায়াম করিবে। করন্যাস ১২৯ পৃঃ ৬ পং ও অঙ্গন্যাস ১২৫ পৃঃ ২৩ পং দেখ। প্রাণায়াম ১২৮ পৃঃ ১৭ পং দেখ। তৎপরে ধ্যান, মানস পূজা, পঞ্চদেবতা পূজাদি করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যানান্তে যথাশক্তি পূজা প্রণামাদি করিবে।

পার্থিব শিবপূজা

মৃদাহরণ ও গঠন

'(নমঃ) হরায় নমঃ' এই মন্ত্র বলিয়া এক তোলা বা দুই তোলা মৃত্তিকা গ্রহণ করিয়া, '(নমঃ) মহেশ্বরায় নমঃ' এই মন্ত্র বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত শিবলিঙ্গ গঠন করিয়া, মাথাটী সামান্য টিপিয়া দিয়া তাহার উপরে বজ্র অর্থাৎ একটী মাটির গুল স্থাপন করিয়া কাঁসার পাত্রের উপর বিল্বপত্রের সোজা মসৃণ পৃষ্ঠে শিবটীকে বসাইবে। বিল্বপত্রের মাঝের পাতাটী এবং পিনেটটী উত্তরদিকে থাকিবে।

অনন্তর মৃত্তিকা বা শোধিত ভস্ম কিংবা চন্দন দ্বারা, অভাবে জল দ্বারা

ললাটে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ত্রিপুণ্ড্র করিয়া এবং গলায় শোধিত রুদ্রাক্ষমালা ধারণ করিয়া শিবপূজা করিবে।

শিবপূজার পুষ্পাদি আয়োজন করিয়া বসিবে। যদি কোনও দ্রব্যের অভাব হয়, তাহা হইলে জল দিলেই চলিবে। শিবলিঙ্গ গড়া না হইলে জলেই পূজা করিবে। জলে পূজা করিলে আবাহন ও বিসর্জ্জন করিতে হইবে না।

অনন্তর 'ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা' এই তিনটী মন্ত্রে উত্তরাভিমুখে বসিয়া এবং এক একবার জল পান করিয়া আচমন করিবে। তৎপরে স্বস্ববেদোক্ত স্বস্তিবাচন, সূর্য্যার্ঘ্য, অর্ঘ্য স্থাপন, আসনশুদ্ধি ও পুষ্পশুদ্ধি প্রভৃতি আবশ্যকীয় অনুষ্ঠানাদি সম্পাদন করিয়া গণেশাদি দেবতার পূজা করিবে।

সক্ষম হইলে ঋষ্যাদিন্যাস, করন্যাস ও অঙ্গন্যাস, হৌং মন্ত্র বলিয়া প্রাণায়ামও করিতে পারা যায়।

প্রতিষ্ঠা

গন্ধ মিশ্রিত তণ্ডুল, দূর্ব্বা ও পুষ্প শিবলিঙ্গের মস্তকের উপর ধরিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে। মন্ত্র, যথা—

'নমঃ শূলপাণে ইহ সুপ্রতিষ্ঠিতো ভব' বলিয়া শিবের উপর ঐ তণ্ডুল, দূর্ব্বা ও পুষ্প নিক্ষেপ করিবে।

আবাহন

নমঃ পিণাকধৃক্ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ; ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ; ইহ সন্নিধেহি; ইহ সন্নিরুধ্যস্ব; অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ, এই মন্ত্র

বলিয়া আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আবাহন করিবে। (মুদ্রাপ্রকরণ দ্রষ্টব্য)।

স্নপন

'ইদং স্নানীয়জলং নমঃ পশুপতয়ে নমঃ' এই মন্ত্র বলিয়া শিবলিঙ্গের উপর জল দিয়া এবং 'নমঃ বজ্রায় ফট্' এই মন্ত্র বলিয়া বজ্রটী নামাইয়া পিনেটের উপর রাখিবে।

পঞ্চদেবতার পূজা

গণেশ—এষ গন্ধঃ নমঃ গণেশায় নমঃ বলিয়া শিবের উপর দিবে। এতৎ পুষ্পং নমঃ গণেশায় নমঃ, এষ ধূপঃ নমঃ গণেশায় নমঃ, এষ দীপঃ নমঃ গণেশায় নমঃ, এতন্নৈবেদ্যং নমঃ গণেশায় নমঃ। নমঃ গণেশায় নমঃ বলিয়া প্রণাম করিবে।

এই প্রকার পঞ্চোপচারে পূজা করিতে অসমর্থ হইলে 'এতে গন্ধপুষ্পে নমঃ গণেশায় নমঃ' বলিয়া কেবল গন্ধপুষ্পে পূজা করিলেও চলিতে পারে। সূর্য্যাদি দেবতাগণের পক্ষেও এই প্রকার।

সূর্য্য—এষ গন্ধঃ নমঃ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। পরে গণেশের পূজার ন্যায়।

অতঃপর অর্ঘ্য হস্তে লইয়া ইদমর্ঘ্যং (যজুর্ব্বেদী পক্ষে এষোঽর্ঘঃ) নমঃ এহি সূর্য্য সহস্রাংশো, তেজোরাশে জগৎপতে। অনুকম্পয় মাং ভক্তং, গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর॥ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া শিবলিঙ্গের মস্তকে দিবে।

বিষ্ণু—এষ গন্ধঃ নমঃ বিষ্ণবে নমঃ। তারপর গণেশের পূজার ন্যায়।

শিব—এষ গন্ধঃ নমঃ শিবায় নমঃ। পরে গণেশের পূজার ন্যায়।

দুর্গা—এষ গন্ধঃ নমঃ দুর্গায়ৈ নমঃ। তারপর গণেশের পূজার ন্যায়।

অনন্তর এষ গন্ধঃ সূর্য্যাদিনবগ্রহেভ্যঃ নমঃ ইত্যাদি। এষ গন্ধঃ ইন্দ্রাদি-

দশদিক্‌পালেভ্যঃ নমঃ ইত্যাদি। এষ গন্ধঃ নমঃ সর্ব্বদেবতাভ্যো নমঃ ইত্যাদি (গণেশের পূজার ন্যায়) এই মন্ত্র বলিয়াও পূজা করিবে।

অতঃপর শিবলিঙ্গের মস্তকে 'ওঁ নমঃ শিবায়' এই মন্ত্র ১০ বার জপ করিয়া অঙ্গন্যাস, করন্যাসপূর্ব্বক কূর্ম্মমুদ্রা দ্বারা পুষ্প বা বিল্বপত্র লইয়া বুকের কাছে ধরিয়া এই মন্ত্রে মনে মনে ধ্যান করিবে। ধ্যান মন্ত্র, যথা—

ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসম্।
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশু-মৃগ বরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্।
পদ্মাসীনং সমস্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং,
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্॥

এই ধ্যান মন্ত্র পাঠান্তে পুষ্পটী নিজ মস্তকে দিয়া মানস পূজা করিবে (অর্থাৎ তাঁহাকে হৃৎপদ্মে বসাইয়া তাঁহার চরণে দেহ মন প্রাণ ইন্দ্রিয় সমস্তই মনে মনে অর্পণ করিবে)। পুনর্ব্বার কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প লইয়া ঐরূপ ধ্যান করিয়া পুষ্পটী নাসিকার নিকটে ধরিয়া হৃদয়স্থ দেবতা নিশ্বাস দ্বারা নির্গত হইয়া ঐ পুষ্পে অধিষ্ঠান করিলেন ভাবিয়া পুষ্পটী শিব-লিঙ্গের উপর রাখিয়া পূজা করিবে।

এতৎ পাদ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ বলিয়া জল দিবে। এই প্রকার সকল উপচার দিয়া পূজা করিতে হয়। 'এষোঽর্ঘঃ' স্থলে সামবেদীরা 'ইদমর্ঘং' বলিবে। ইদং আচমনীয়জলং, ইদং স্নানীয়জলং, এষ গন্ধঃ, এতৎ সচন্দনপুষ্পং, এতৎ সচন্দনবিল্বপত্রং, এষ ধূপঃ, এষ দীপঃ, এতৎ সোপকরণামান্ননৈবেদ্যং, ইদমাচমনীয়জলং, ইদং পানার্থজলং, এতৎ তাম্বূলম্—ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ বলিয়া পূজা করিবে। (শিবের অর্ঘে বিল্বপত্র ও বোঁটার সহিত কাঁটালী কলাও দেওয়া যায়)।

গৌরী-পূজা

অনন্তর গৌরীপীঠে (পিনেটের মূলে) এতে গন্ধপুষ্পে নমঃ গৌর্য্যৈ নমঃ বলিয়া গন্ধপুষ্প দিয়া পূজা করিবে।

অষ্টমূর্ত্তি-পূজা

(পূর্ব্বদিকে) এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ।

(ঈশানকোণে) এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ।

(উত্তরে) এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ।

(বায়ুকোণে) এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ।

(শক্তি লঙ্ঘন না করিয়া)

(পশ্চিমে) এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ভীমায় আকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ।

(নৈর্ঋতে) এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পশুপতয়ে যজমানমূর্ত্তয়ে নমঃ।

(দক্ষিণে) এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ।

(অগ্নিকোণে) এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ।

অথবা এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অষ্টমূর্ত্তিগণেভ্যো নমঃ এই মন্ত্র বলিয়া অষ্টমূর্ত্তির পূজাদি করিবে।

শিবপূজার পর এতে গন্ধপুষ্পে (ওঁ) ব্রাহ্ম্যাদ্যষ্টমাতৃকাভ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে (ওঁ) বৃষভায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে (ওঁ) গণেভ্যো নমঃ এই প্রকারে পঞ্চোপচারে পূজা করিতে হয়।

অতঃপর "এষ সচন্দন-পুষ্পবিল্বপত্রাঞ্জলিঃ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ" এই মন্ত্রে ৩বার, অভাবে ১বার অঞ্জলি দিয়া 'ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ' মন্ত্র ১৭ বার জপ করিবে ; অনন্তর হাতে বা কুশীতে এক গণ্ডূষ জল গ্রহণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিয়া শিবের নিম্ন দক্ষিণ হস্ত উদ্দেশে ভূমিতে জল ফেলিবে।

ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎ প্রসাদাৎ সুরেশ্বর ॥

অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দিয়া অনন্তর বম্ বম্ শব্দে দক্ষিণ গালবাদ্য ও বাম কক্ষ বাদ্য করিবে, পরে শিব স্তোত্রাদি পাঠ করিয়া প্রণাম করিবে।

প্রণাম মন্ত্র

ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং গতিস্ত্বং পরমেশ্বর ॥
ওঁ নমস্তুভ্যং বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্যচক্ষুষে।
নমঃ পিণাকহস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ ॥
ওঁ নমস্তে ত্বাং মহাদেব লোকানাং গুরুমীশ্বরম্।
পুংসামপূর্ণকামানাং কামপূরামরাঙ্ঘ্রিপম্ ॥

ক্ষমাপ্রার্থনা

আবাহনং ন জানামি নৈব জানামি পূজনম্।
বিসর্জ্জনং ন জানামি ক্ষমস্ব পরমেশ্বর ॥

বিসর্জ্জন

অনন্তর "(নমঃ) মহাদেব ক্ষমস্ব" এই মন্ত্র চারিবার বলিয়া শিব-লিঙ্গের মস্তকে জল দিয়া উহাকে উত্তর শিয়রে শয়ন করাইবে। পরে সংহারমুদ্রা দ্বারা নির্ম্মাল্য হইতে একটী ফুল হাতে লইয়া আঘ্রাণ করিতে করিতে মনে করিবে, যেন তাহা হইতে তেজোময় দেবতা শ্বাসবায়ুযোগে হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন। তাহার পর ফুলটী ফেলিয়া দিয়া হস্ত প্রক্ষালন পূর্ব্বক ঈশানকোণে একটী ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া এবং কিছু নির্ম্মাল্য

লইয়া "(নমঃ) চণ্ডেশ্বরায় নমঃ" এই মন্ত্র বলিয়া ঐ মণ্ডলের উপর স্থাপন করিবে। পরে ঐ শিবলিঙ্গ এবং নির্ম্মাল্য সমূহ জলে বা কোন বৃক্ষমূলে ফেলিয়া দিবে।

পাষাণাদি নির্ম্মিত প্রতিষ্ঠিত শিবপূজা

[পাষাণ, স্বর্ণ, রজত, পারদ, মুক্তা বা স্ফটিক দ্বারা নির্ম্মিত]

পাষাণাদি নির্ম্মিত শিবপূজায় জলশুদ্ধি হইতে অঙ্গন্যাস পর্য্যন্ত সমাপন করিয়া "ইদং স্নানীয়জলং (নমঃ) শিবায়" বলিয়া প্রতিষ্ঠিত শিবকে স্নান করাইবে। অতঃপর গণেশাদি পঞ্চ দেবতার পূজা হইতে প্রণাম পর্য্যন্ত সমাপন করিবে। শিবের কোনও পৃথক্ নাম থাকিলে তাহাও উচ্চারণ করিবে। যেমন—(নমঃ) বাণেশ্বরায় শিবায় নমঃ, (নমঃ) ঘণ্টেশ্বরায় শিবায় নমঃ ইত্যাদি। পাসাণাদি নির্ম্মিত শিবকে বিল্বপত্রের উপর বসাইতে হয় না, এবং পূজার শেষে সংহারমুদ্রাও দেখাইতে হয় না।

পাষাণাদি নির্ম্মিত শিবপূজা এবং প্রতিষ্ঠিত শিবপূজায় প্রভেদ এই যে, পার্থিব শিবলিঙ্গ গঠন সময়ে 'ওঁ হরায় নমঃ' ইত্যাদি কয়েকটী মন্ত্র বলিতে হয়, কিন্তু প্রতিষ্ঠিত শিবপূজায় তাহা বলিতে হয় না; ইহাতে আবাহন ও বিসর্জ্জন কিছুই করিতে হয় না।

বাণলিঙ্গ পূজাবিধি

শিবপূজা-প্রকরণে লিখিত জলশুদ্ধি হইতে অঙ্গন্যাস পর্য্যন্ত সমাপন করিবে। গুরুপঙ্‌ক্তি প্রণাম করিবার কালে (মধ্যে) হৌং বাণেশ্বরায় নমঃ এই মন্ত্র বলিয়া প্রণাম করিবার পর "বাং" ইত্যাদি ক্রমে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে বাণলিঙ্গ শিবের ধ্যান করিবে :—

ওঁ প্রমত্তং শক্তিসংযুক্তং বাণাখ্যঞ্চ মহাপ্রভম্।
কামবাণান্বিতং দেবং সংসার-দহনক্ষমম্।
শৃঙ্গারাদিরসোল্লাসং ভাবয়েৎ পরমেশ্বরম্॥

অতঃপর 'এতৎ পাদ্যং ওঁ বাণেশ্বরায় নমঃ' এই মন্ত্র বলিয়া পাদ্যাদি উপচারে পূজা সমাপন করিয়া জপ করিবে ও পূর্ব্বোল্লিখিত জপবিসর্জ্জন মন্ত্র বলিয়া জপ বিসর্জ্জন করিবে। অতঃপর নিম্নলিখিত মন্ত্রে বাণলিঙ্গ শিবকে প্রণাম করিবে।

প্রণামমন্ত্র

ওঁ বাণেশ্বরায় নরকার্ণব-তারণায়, জ্ঞানপ্রদায় করুণাময়সাগরায়।
কর্পূর-কুন্দধবলেন্দু-জটাধরায়,দারিদ্র্যদুঃখদহনায় নমঃ শিবায়॥

বাণেশ্বরের পূজাতেও ক্রমস্বাদি নাই। বাণেশ্বরের উপরে নিত্য-শিবপূজা করিতে পারা যায়। কিন্তু অগ্রে বাণেশ্বরের পূজা শেষ করিয়া নিত্য-শিবপূজা করিবে। শিবপূজার সময়ে সংশোধিত রুদ্রাক্ষ ও ভস্ম-ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিয়া পূজা করিতে হয়।

দুইটী শিবলিঙ্গ ও দুইটী শালগ্রাম শিলা একত্রে পূজা করিতে নাই। উহাদের পৃথক্ পৃথক্ পূজা করিতে হয়। "আলয়ঃ সর্ব্বদেবানাং লয়নাল্লিঙ্গমুচ্যতে" (স্কন্দপুরাণ)। সকল দেবতার মূল বলিয়া এবং সকলেই উহাতে লীন হয়, এই নিমিত্ত উহাকে লিঙ্গ বলে। চরলিঙ্গ অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণের কম হইবে না এবং স্থাবর লিঙ্গ হস্ত প্রমাণের কম করিবে না।

শিবরাত্রিতে শিবপূজা

প্রাতঃস্নান ও প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপন করিয়া, প্রাতঃকালেই স্বস্তি-বাচন পূর্ব্বক সংকল্প করিতে হয়। সংকল্প বিধি অনুসারে কুশতিল ফল পুষ্পাদি সহ তাম্রপাত্র গ্রহণ করিয়া—

(বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ) অদ্য ফাল্গুনে মাসি কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ শ্রীশিবপ্রীতিকামঃ শিবরাত্রিব্রতমহং করিষ্যে। পরে সংকল্প সূক্ত পাঠান্তে কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে।

ওঁ শিবরাত্রিব্রতং হ্যেতৎ করিষ্যেঽহং মহাফলম্।
নির্ব্বিঘ্নমস্তু মে চাত্র ত্বৎপ্রসাদাজ্জগৎপতে ॥
চতুর্দ্দশ্যাং নিরাহারো ভূত্বা শম্ভো পরেঽহনি।
ভোক্ষ্যেঽহং ভুক্তিমুক্ত্যর্থং শরণং মে ভবেশ্বর ॥

পাষাণাদি নির্ম্মিত অথবা পার্থিব শিবলিঙ্গে রাত্রিতে চারি প্রহরে চারি বার পূজা করিবে। চারি প্রহরে পূজা করিতে অক্ষম হইলে প্রথম প্রহরেই পর পর চারিবার শিবপূজা করিবে। পার্থিব শিবলিঙ্গ প্রতিবারে গড়িয়া লইবে।

শিবরাত্রি ব্রতের পূজায় প্রত্যেক প্রহরেই ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য দ্বারা স্নান ও অর্ঘ্যদানের সময় পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্র বলিতে হয়। স্নানের দ্রব্য দিয়া অগ্রে স্নান করাইয়া পুনর্ব্বার জল দিয়া স্নান করাইবে। এবং শিবপূজাও পূর্ব্বলিখিত শিবপূজার ন্যায় করিবে। স্নানান্তে অর্ঘ্যদান করিবে এবং পরে দশোপচারে পূজা করিয়া পার্থিব শিব বিসর্জ্জন দিবে। পাষাণাদি নির্ম্মিত শিব বিসর্জ্জন দিবে না।

শিবরাত্রি ব্রতের প্রথম প্রহরে দুগ্ধ দ্বারা—'ইদং স্নানীয়দুগ্ধং ওঁ হৌঁ ঈশানায় নমঃ' এই মন্ত্র বলিয়া শিবকে স্নান করাইবে। একটী অর্ঘ্য হস্তে লইয়া (সামবেদী ইদমর্ঘ্যং) এষোঽর্ঘঃ—

ওঁ শিবরাত্রিব্রতং দেব পূজাজপপরায়ণঃ।
করোমি বিধিবদ্দত্তং গৃহাণার্ঘ্যং মহেশ্বর ॥

ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ এই মন্ত্র বলিয়া অর্ঘ্য দিবে।

দ্বিতীয় প্রহরে দধি দ্বারা—'ইদং স্নানীয়ং দধি ওঁ হৌঁ অঘোরায় নমঃ' এই মন্ত্র বলিয়া শিবকে স্নান করাইবে। একটী অর্ঘ্য হস্তে লইয়া (সামবেদী ইদমর্ঘ্যং) এষোঽর্ঘঃ—

ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় সর্ব্বপাপহরায় চ।
শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যং প্রসীদ উময়া সহ॥

ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ এই মন্ত্র বলিয়া শিবের উপর দিবে।

তৃতীয় প্রহরে ঘৃত দ্বারা—ইদং স্নানীয়ং ঘৃতং ওঁ হৌঁ বামদেবায় নমঃ। এই মন্ত্র বলিয়া শিবকে স্নান করাইবে, পরে পূর্ব্বের ন্যায় অর্ঘ্য দিবে। অর্ঘ্য দান মন্ত্র—

ওঁ দুঃখদারিদ্র্য-শোকেন দগ্ধোঽহং পার্ব্বতীশ্বর।
শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যং, উমাকান্ত গৃহাণ মে॥

চতুর্থ প্রহরে মধু দ্বারা—ইদং স্নানীয়ং মধু ওঁ হৌঁ সদ্যোজাতায় নমঃ। এই মন্ত্র বলিয়া শিবকে স্নান করাইবে ; পরে পূর্ব্বের ন্যায় অর্ঘ্য দিবে।

অর্ঘ্য দান মন্ত্র—

ওঁ ময়া কৃতান্যনেকানি পাপানি হর শঙ্কর।
শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যমুমাকান্ত গৃহাণ মে॥

চতুর্থ প্রহরের পূজা সম্পন্ন করিয়া প্রভাতে কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে ; মন্ত্র যথা—

ওঁ অবিঘ্নেন ব্রতং দেব ত্বৎপ্রসাদাৎ সমর্পিতম্।
ক্ষমস্ব জগতাং নাথ ত্রৈলোক্যাধিপতে হর॥
যন্ময়াদ্য কৃতং পুণ্যং তদ্রুদ্রস্য নিবেদিতম্।
ত্বৎ প্রসাদান্ময়া দেব ব্রতমদ্য সমাপিতম্॥

প্রসন্নো ভব মে শ্রীমন্ মদ্ভুতিঃ প্রতিপাদ্যতাম্।
ত্বদালোকন-মাত্রেণ পবিত্রোঽস্মি ন সংশয়ঃ॥

শিবরাত্রি বিহিত শিবপূজার পর সমর্থ হইলে মহিম্নস্তোত্র পাঠ করা কর্ত্তব্য।

অনন্তর পার্থিব শিব বিসর্জ্জন দিয়া শিবরাত্রি ব্রতকথা শ্রবণ করিয়া দক্ষিণা দিবে। দেয় দক্ষিণায় '(ও) এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ' এই মন্ত্র বলিয়া তিনবার জলের ছিটা দিবে। অনন্তর 'এতে গন্ধপুষ্পে (ওঁ) এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ' বলিয়া এবং এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে বিষ্ণবে নমঃ বলিয়া এক একটী সচন্দন পুষ্প ঐ দক্ষিণায় নিক্ষেপ করিবে। পরে বামহস্তে (উপুড়হাতে) ঐ দক্ষিণা ধরিয়া দক্ষিণহস্তে কুশ (ত্রিপত্র) লইয়া কোশার মধ্যে দিয়া এবং বামহস্ত দ্বারা দক্ষিণ হস্ত স্পর্শপূর্ব্বক বিষ্ণুরোঁ তৎ সং অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকে তিথৌ শ্রীশিবপ্রীতিকামনয়া কৃতৈতচ্ছিবরাত্রিব্রতকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামেতৎ কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমহং শ্রীশিবায় তুভ্যং সম্প্রদদে। (পরার্থে…দদানি ইতি বিশেষঃ)। পরে দক্ষিণ হস্তে সামান্য জল লইয়া 'ওঁ কৃতৈতৎ শিবরাত্রি ব্রতমচ্ছিদ্রমস্তু' এই মন্ত্র বলিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। পরদিনে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া, চতুর্দ্দশী থাকিলে তাহার মধ্যে, অন্যথায় অমাবস্যায় নিজে পারণ করিবে। শিবরাত্রির পারণের মন্ত্র—

(ওঁ) সংসার-ক্লেশদগ্ধস্য ব্রতেনানেন শঙ্কর।
প্রসীদ সুমুখো নাথ জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদো ভব॥

শিবরাত্রি প্রভৃতি ব্রতকথা পরে লিখিত হইতেছে।

দ্রষ্টব্য—উপবাস-দিনে তৈলমর্দ্দন, দিবানিদ্রা, স্ত্রী-পুরুষ সহবাস বিলাসদ্রব্য উপভোগ, পাশা খেলা প্রভৃতি নিষিদ্ধ। যে দিন

পারণ করিতে হয়, সেই দিনে দুইবার খাওয়া, স্ত্রীপুরুষ-সহবাস, ক্লেশকর কর্ম্ম, দিবানিদ্রা, পরান্নভোজন, দূরপথে গমন প্রভৃতি শাস্ত্রবিরুদ্ধ। পুনঃ পুনঃ জলপান করিলে কিংবা দিবসে নিদ্রা গেলে 'ওঁ নমো নারায়ণায়' এই মন্ত্র ১০৮ বার জপ করিতে হয়।

উপবাস দিতে যদি প্রাণসংশয় হয় কিংবা উপবাসে অক্ষম হইলে জল, দুগ্ধ, ফল, মূল, ঘৃত ও ঔষধ খাওয়া চলিতে পারে। গুরু কিংবা ব্রাহ্মণের অনুমতি লইয়া রাত্রে বা পূজার শেষে হবিষ্যান্ন খাইলে ব্রতভঙ্গ-দোষ হয় না।

সধবা স্ত্রীলোকের শিবরাত্রি, জন্মাষ্টমী, সাবিত্রী চতুর্দ্দশী প্রভৃতি ব্রত, যাহাতে উপবাস করিতে হয়, এমন কোন ব্রত করিতে নাই, করিলে স্বামীর আয়ুঃক্ষয় হয়। তবে যদি একান্ত ব্রত করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে স্বামীর অনুমতি লইতে হয়। স্বামীর অনুমতি না লইয়া সধবা স্ত্রীলোকের উপবাস জনিত কোন ব্রতই করিতে নাই।

বিষ্ণুপূজা

পূজার সাধারণ পদ্ধতি অনুসারে আচমন, বিষ্ণুস্মরণ, আসনশুদ্ধি ও জলশুদ্ধি প্রভৃতি করিয়া তামার টাটে বিষ্ণুকে (শালগ্রাম শিলাকে) স্থাপন করিয়া ঘণ্টাধ্বনি সহকারে স্নান করাইবে। [সক্ষম হইলে পুষ্পশুদ্ধি ও ঘণ্টা পূজা করিবে। পূজাকালে 'হ্রাং হ্রীং হ্রূং ফট্' এই মন্ত্র বলিয়া পুষ্প-নৈবেদ্যাদিতে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিবে। অনন্তর 'ওঁ জয়ধ্বনি-মন্ত্র-মাতঃ স্বাহা' এই মন্ত্র তিনবার বলিয়া ঘণ্টাতে একটী সচন্দন ফুল প্রদান করিবে।]

অনন্তর নিম্নলিখিত স্নান মন্ত্র পাঠ করিবে :—

ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং সর্ব্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥

[ঋগ্বেদীরা 'সর্ব্বতো বৃত্বা' স্থলে 'বিশ্বতোবৃত্বা' বলিবেন এবং যজুর্ব্বেদীরা 'স ভূমিং' স্থলে 'স ভূমিগুঁ' ও 'সর্ব্বতো বৃত্বা' স্থলে 'সর্ব্বতঃ স্পৃত্বা' বলিবেন।]

উক্ত মন্ত্র বলিয়া 'এতৎস্নানীয়জলং ওঁ বিষ্ণবে নমঃ' বলিয়া বিষ্ণুকে স্নান করাইবে। যদি সেই স্থানে অন্য দেবতা থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকেও স্নান করাইবে।

অনন্তর চন্দনমিশ্রিত একটী তুলসী পত্র চিৎ করিয়া তাহার উপরে বিষ্ণুকে বসাইবে। পরে বিষ্ণুর উপরেও একটী চন্দন মিশ্রিত তুলসী চিৎ করিয়া দিবে। অতঃপর তাঁহাকে পইতা পরাইয়া যথাস্থানে রাখিয়া গন্ধাদি দ্বারা পঞ্চদেবতার পূজা করিবে। অনন্তর কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প লইয়া বিষ্ণুর ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা—

ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী,
নারায়ণঃ সরসিজাসন-সন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ মকর-কুণ্ডলবান্ কিরীটী,
হারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ॥

ঐ পুষ্প আপনার মস্তকে দিয়া হৃদয়ে হাত দুইটী রাখিয়া চক্ষু বুজিয়া মানস পূজা করিবে। *

অনন্তর পুনরায় ধ্যান করিয়া দশোপচারে পূজা করিবে।

* মানসপূজা—আসন—হৃৎপদ্ম। শিরস্থ অধোমুখ সহস্রদলপদ্ম হইতে গলিত যে অমৃত, তাহা পাদ্য। অর্ঘ্য—মন। আচমনীয়—উক্ত অমৃত। স্নানীয় জল—উক্ত অমৃত। বস্ত্র—দেহস্থ আকাশতত্ত্ব। গন্ধ—ক্ষিতিতত্ত্ব। পুষ্প—চিত্ত (বুদ্ধি)। ধূপ—প্রাণবায়ু। দীপ—তেজস্তত্ত্ব। নৈবেদ্য—হৃদয়ের কল্পিত সুধাসমুদ্র। বাদ্য—অনাহতধ্বনি (বক্ষঃস্থলের শব্দ)। চামর—

পূজা যথা—এতৎ পাদ্যং ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, † ইদমর্ঘ্যং (যজুর্ব্বেদী পক্ষে এষোঽর্ঘঃ) ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, ইদং আচমনীয়ং ও বিষ্ণবে নমঃ, এষ মধুপর্কঃ (অভাবে জল) ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, ইদং আচমনীয়ং ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এষ গন্ধঃ ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এতৎ পুষ্পং ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এতৎ সচন্দনতুলসীপত্রং ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা, ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এষ ধূপঃ ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এষ দীপঃ ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এতৎ নৈবেদ্যং ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, ইদং আচমনীয়ং ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, ইদং পানার্থজলং ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।

অনন্তর 'এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ বিষ্ণবে নমঃ' এই মন্ত্র বলিয়া তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া 'ওঁ নমো নারায়ণায়' এই মূল মন্ত্র সাধ্যানুসারে জপ করিবার পর নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিবে :—

ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রসাদাজ্জনার্দ্দন ॥

উপর্য্যুক্ত মন্ত্র বলিয়া বিষ্ণুর নিম্ন দক্ষিণ হস্তের উদ্দেশে করিয়া জলগণ্ডূষ প্রদান করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবে। মন্ত্র, যথা—

ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ-হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

বায়ুতত্ত্ব। ছত্র—শিরস্থ সহস্রদল পদ্ম। গীত—শব্দতত্ত্ব। নৃত্য—ইন্দ্রিয়কর্ম্ম। অর্থাৎ দেহের মধ্যেই পূজার উপকরণ সব আছে, সেই সব মনে মনে চিন্তা করিবে।

† শালগ্রাম শিলার অনেক প্রকার নাম আছে, যথা—লক্ষ্মীজনার্দ্দন, শ্রীধর, রঘুনাথ, দামোদর প্রভৃতি ; যে শালগ্রামের যা নাম, পূজার সময় সেই নাম উচ্চারণ করিতে হয়।

অতঃপর লক্ষ্মী, সরস্বতী, গরুড় ও আবরণ দেবতাগণের পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। যদি লক্ষ্মীর প্রতিমূর্ত্তি থাকে, তাহা হইলে তাহাতেই পূজা করিবে। মন্ত্র—ওঁ লক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ, ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ, ওঁ গরুড়ায় নমঃ, ওঁ আবরণদেবতাভ্যো নমঃ।

অনন্তর সক্ষম হইলে নিম্নলিখিত মন্ত্র কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবে। মন্ত্র, যথা—

ওঁ যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে দেব ময়া সুকৃত-দুষ্কৃতম্।
তৎ সর্ব্বং ত্বয়ি সংন্যস্তং ত্বৎপ্রযুক্তঃ করোম্যহম্॥
ওঁ মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং জনার্দ্দন।
যৎ পূজিতং ময়া দেব পরিপূর্ণং তদস্তু মে॥

অন্যান্য দেবতা থাকিলে তাঁহাদেরও পূজা করিবে।

দ্রষ্টব্য।—মেষ সংক্রান্তি হইতে বৃষ সংক্রান্তি পর্য্যন্ত **পুরুষ** দেবতার ধাতুময়ী বা পাষাণময়ী মূর্ত্তিকে প্রত্যহ পূজা ও ভোগের পর ধারায় বা ঝারায় বসাইতে হয়। অনন্তর বৈকালে সেই মূর্ত্তিকে ধারা হইতে উঠাইয়া বৈকালিক ফলমূলাদি উপকরণ দিয়া অর্চ্চনা করিবে।

কোন দেবতার যদি এক দিন কোন কারণ বশতঃ পূজা না হয়, তাহা হইলে পর দিন পূজা করিবার সময় দুইবার পূজা করিতে হইবে। এইরূপে দুই দিন পূজা না হইলে চারিবার এবং তিন দিন পূজা না হইলে ছয় বার পূজা করিতে হইবে। যদি তিন দিনের পর ছয় মাস পর্য্যন্ত পূজা না হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বে দেবতাকে অষ্ট কলসের জলে স্নান করাইবে, তারপর বিশেষরূপে পূজা করিবে। ছয় মাসের অধিক যদি পূজা না হয়, তাহা হইলে যথাবিধি সংস্কার বা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। অঙ্গহীন, ভগ্ন, দূষিত স্থানে পতিত, স্ফুটিত বা ফাটা এবং কুষ্ঠরোগী যে দেবতাকে স্পর্শ

করিয়াছে, সেই দেবতার পূজা করা চলিবে না। অঙ্গহীন, ভগ্ন, স্ফুটিত অন্য দেবতাকে জলে দিবে, কেবল শালগ্রাম শিলার যদি চক্র নষ্ট না হয়, তাহা হইলে তাঁহার পূজা করা চলে এবং কোন স্পর্শদোষ ঘটিলে পঞ্চগব্যে স্নান করাইয়া পূজা করা চলে। বরাহপুরাণে উক্ত আছে—

শালগ্রামশিলা ভগ্না পূজনীয়া সচক্রিকা।
খণ্ডিতা স্ফুটিতা বাপি শালগ্রামশিলা শুভা॥

অনাদিলিঙ্গে ও মহাপীঠে কোন স্পর্শ দোষ হয় না।

ইষ্টদেবতা ও গুরুর পূজা

[সংক্ষেপে]

প্রাতঃসন্ধ্যা ও শিবপূজা সমাপনান্তে তান্ত্রিক আচমন করিতে হইবে। পরে 'এতে গন্ধপুষ্পে (নমঃ) দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ' এই মন্ত্র বলিয়া দ্বারদেশে সচন্দন পুষ্প নিক্ষেপ করিয়া প্রাণায়াম, ঋষ্যাদিন্যাস, করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিতে হইবে। অনন্তর কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প গ্রহণ করিয়া গুরুর ধ্যান করিয়া সেই ফুল আপনার মস্তকে দিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া গুরুর মানস পূজা করিবে। পুনরায় কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প গ্রহণ করিয়া গুরুর ধ্যান করিবে। গুরু উপস্থিত থাকিলে সেই ফুলটী তাঁহার চরণে দিবে, আর গুরু উপস্থিত না থাকিলে সেই ফুলটী জলে দিয়া মনে মনে গুরুর পূজা করিবে। পূজার মন্ত্র, যথা—

ঐং এতৎ পাদ্যং (নমঃ) শ্রীগুরবে নমঃ। এই প্রকার ঐং ইদমর্ঘ্যং (নমঃ) শ্রীগুরবে নমঃ*। ঐং ইদমাচমনীয়ং (নমঃ) শ্রীগুরবে নমঃ †। ঐং এষ মধুপর্কঃ (নমঃ) শ্রীগুরবে নমঃ ‡। ঐং ইদমাচমনীয়ং (নমঃ)

* দ্বিজাতিরা 'নমঃ' স্থানে 'স্বাহা' উচ্চারণ করিবেন। † দ্বিজাতিরা 'নমঃ' স্থলে 'স্বধা' বলিবেন। ‡ দ্বিজাতিরা 'নমঃ' স্থলে 'বৌষট্' বলিবেন।

শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ঐং এষ গন্ধঃ (নমঃ) শ্রীগুরবে নমঃ। ঐং এতৎ পুষ্পং (নমঃ) শ্রীগুরবে নমঃ। ঐং এষ ধূপঃ (নমঃ) শ্রীগুরবে নমঃ। ঐং এষ দীপঃ (নমঃ) শ্রীগুরবে নমঃ। ঐং এতৎ নৈবেদ্যং (নমঃ) শ্রীগুরবে নমঃ। ঐং ইদমাচমনীয়ং (নমঃ) শ্রীগুরবে নমঃ। ঐং ইদং পানার্থজলং (নমঃ) শ্রীগুরবে নমঃ। ঐং ইদং তাম্বূলং (নমঃ) শ্রীগুরবে নমঃ।

অনন্তর এতে গন্ধপুষ্পে (নমঃ) গুরুভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে নমঃ পরমগুরুভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে (নমঃ) পরাপরগুরুভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে (নমঃ) পরমেষ্ঠিগুরুভ্যো নমঃ। এতে গন্ধ-পুষ্পে (নমঃ) পীঠদেবতাভ্যো নমঃ। তারপর ভক্তিপূর্ব্বক গুরুকে প্রণাম করিবে।

অতঃপর কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব ইষ্টদেবদেবীর ধ্যান করিয়া সেই পুষ্প নিজের মস্তকে রাখিয়া মানস পূজা করিবে। তাহার পর পুনরায় কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প গ্রহণপূর্ব্বক ধ্যান করিয়া সেই পুষ্প ঘটে, পটে, যন্ত্রে বা জলে দিয়া পূজা করিবে। পূজার মন্ত্র, যথা,—

(ইষ্টমন্ত্র) এতৎ পাদ্যং (নমঃ) শ্রীঅমুকদেবতায়ৈ নমঃ। (ইষ্টমন্ত্র) ইদমর্ঘ্যং (নমঃ) শ্রীঅমুকদেবতায়ৈ নমঃ। (ইষ্টমন্ত্র) ইদমাচমনীয়ং (নমঃ) শ্রীঅমুকদেবতায়ৈ নমঃ। (ইষ্টমন্ত্র) এষ মধুপর্কঃ (নমঃ) শ্রীঅমুকদেবতায়ৈ নমঃ। (ইষ্টমন্ত্র) ইদমাচমনীয়ং (নমঃ) শ্রীঅমুকদেবতায়ৈ নমঃ। (ইষ্টমন্ত্র) এষ গন্ধঃ (নমঃ) শ্রীঅমুকদেবতায়ৈ নমঃ। (ইষ্টমন্ত্র) এতৎ পুষ্পং (নমঃ) শ্রীঅমুকদেবতায়ৈ নমঃ। (ইষ্টমন্ত্র) এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ নমঃ শ্রীঅমুকদেবতায়ৈ নমঃ। (ইষ্টমন্ত্র) এষ ধূপঃ (নমঃ) শ্রীঅমুকদেবতায়ৈ নমঃ। (ইষ্টমন্ত্র) এষ দীপঃ (নমঃ) শ্রীঅমুকদেবতায়ৈ নমঃ। (ইষ্টমন্ত্র) এতৎ নৈবেদ্যং (নমঃ) শ্রীঅমুকদেবতায়ৈ নমঃ। (ইষ্টমন্ত্র) ইদমাচমনীয়ং (নমঃ) শ্রীঅমুক-

দেবতায়ৈ নমঃ। (ইষ্টমন্ত্র) ইদং পানার্থজলং (নমঃ) শ্রীঅমুক-দেবতায়ৈ নমঃ। (ইষ্টমন্ত্র) ইদং তাম্বূলং (নমঃ) শ্রীঅমুকদেবতায়ৈ নমঃ। অনন্তর এতে গন্ধপুষ্পে নমঃ আবরণদেবতাভ্যো নমঃ বলিবে।

অনন্তর ইষ্টমন্ত্র জপ ও "গুহ্যাতিগুহ্য" মন্ত্র পাঠ করিয়া জপ সমাপন করিবে। জপ সমাপন করিয়া (ইচ্ছা হইলে স্তব পাঠ করিয়া) পুনরায় প্রাণায়াম করিয়া স্ব স্ব ইষ্টদেব-দেবীকে প্রণাম করিবে।

দ্রষ্টব্য :—দ্বিজাতিরা হস্তে এক গণ্ডূষ জল লইয়া "ওঁ ইতঃপূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎ স্মৃতং যদুক্তং যৎ কৃতং, তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু স্বাহা; মাং মদীয়ং সকলং সম্যক্ শ্রীঅমুকদেবতায়ৈ সমর্পয়ামি। ওঁ তৎসৎ। এই মন্ত্র বলিয়া ইষ্টদেবতার শ্রীচরণ উদ্দেশ করিয়া সেই হস্তস্থিত জল গণ্ডূষ মাটীতে নিক্ষেপ করিবে।

বরণ

যদি কেহ নিজেই পূজা করে কিংবা পুরোহিত স্বয়ং যজমানের নামে সঙ্কল্প করেন, তাহা হইলে বরণ করিবার আবশ্যক হয় না। যদি যজমান নিজেই সঙ্কল্প করে, এবং পুরোহিত দ্বারা পূজা করান হয়, তাহা হইলে পুরোহিতকে বরণ করিতে হয়; পুরোহিত আচমনান্তে উত্তরাভিমুখে বসিবেন এবং যজমান পূর্ব্বাভিমুখে বসিয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক পুরোহিতকে নিম্নোক্ত মন্ত্র বলিবে। যথা—ওঁ সাধু ভবানাস্তাম্। পুরোহিত বলিবেন—ওঁ সাধ্বহমাসে। যজমান—ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তম্। পুরোহিত—ওঁ অর্চ্চয় বলিবেন।

অনন্তর যজমান—এতানি গন্ধপুষ্পাদীনি (ওঁ) ব্রাহ্মণায় নমঃ" এই মন্ত্র বলিয়া পুরোহিতকে গন্ধ, পুষ্প, যজ্ঞোপবীত (সক্ষম হইলে অঙ্গুরীয়) এবং বস্ত্র প্রদান করিবে।

পরে পুরোহিতের দক্ষিণ জানুতে আতপ-তণ্ডুল দিয়া তাহার উপর হস্ত উপুড় করিয়া ধরিয়া অর্থাৎ ডান হাতের পৃষ্ঠে বাম হাত স্থাপন করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র বলিবে—

বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকে তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা (শূদ্র হইলে দাসঃ, স্ত্রী হইলে—অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকীদেবী বা দাসী) মৎসঙ্কল্পিত-অমুকদেবতাপূজনকর্ম্মণি পূজাদিকর্ম্মকরণায় অমুক-গোত্রং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণম্ (পুরোহিতের গোত্র ও নাম বলিতে হইবে) অভ্যর্চ্চ্য ভবন্তমহং বৃণে। এই মন্ত্র বলিয়া হাত ছাড়িয়া দিবে।

অনন্তর পুরোহিত বলিবেন—ওঁ বৃতোঽস্মি। অতঃপর যজমান কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক "ওঁ যথাবিহিতং কর্ম্ম কুরু" এই মন্ত্র বলিলে পুরোহিত বলিবেন—ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি।

অনন্তর পুরোহিত আচমন করিয়া বিষ্ণুস্মরণ করিবেন।

শেষে পঞ্চগব্য শোধন করিয়া তাহা পূজাস্থানে প্রোক্ষণ পূর্ব্বক ঘটস্থাপন করিতে হয়। স্থাপিত ঘট "ফট্" মন্ত্রে প্রোক্ষণ করিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কুম্ভায় নমঃ" এই মন্ত্র বলিয়া ঘটে গন্ধপুষ্প অর্পণ করিয়া 'ওঁ' উচ্চারণ পূর্ব্বক ভূমি প্রভৃতি প্রত্যেকটী জিনিষ স্পর্শ করিয়া সেই সেই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়।

ঘটস্থাপন

শিব ও নারায়ণ পূজাদিতে ঘটস্থাপনার আবশ্যক না থাকিলেও প্রতিমা পূজাদি কার্য্যে ঘটস্থাপনার প্রয়োজন আছে।

পঞ্চগুড়ি দিয়া অষ্টদলপদ্ম মণ্ডল আঁকিয়া তাহার উপর মৃত্তিকা ও পঞ্চশস্য (ধান্য, মাষকলাই, তিল, মুগকলাই, যব) দিয়া তদুপরি জলপূর্ণ ঘট বসাইবেন। ঘটের মুখে পঞ্চপল্লব (আম্র, অশ্বত্থ, বট, পাকুড়, যজ্ঞোড়ুম্বর) অভাবে কেবল আম্রশাখা দিবেন ও তাহার উপর একসরা আতপ চাউল, সশীষ ডাব, সিন্দুর ও পুষ্প দিবেন। ঘটের বক্ষঃস্থলে সিন্দূর দিয়া

পুত্তলিকা আঁকিবে এবং দধি ও আতপচাউল দিবেন। গলায় সূতা বাঁধিবে ও বস্ত্র (অভাবে গামছা) দ্বারা আচ্ছাদন করিবেন।

ঘটমধ্যে নবরত্ন বা পঞ্চরত্ন প্রদান করিতে হয়। তদভাবে কেবল সুবর্ণ প্রদান করিলেও চলিতে পারে।

* বিস্তারে ষট্‌ত্রিংশৎ (৩৬) অঙ্গুলি, উচ্চে ষোড়শ (১৬) অঙ্গুলি, কণ্ঠ চারি অঙ্গুল, মুখের বিস্তার ছয় অঙ্গুলি এবং তন্দেশ পঞ্চাঙ্গুলি পরিমিত, স্বর্ণ, † রৌপ্য, তাম্র, কাংস্য, মৃত্তিকা, পাষাণ বা কাচনির্ম্মিত ঘট স্থাপন করিবেন। দেবতার প্রীতির জন্য ঘট নির্ম্মাণে বিত্ত-শঠতা করিবে না—অর্থাৎ অবস্থানুযায়ী ঘট প্রস্তুত করাইয়া স্থাপন করা কর্ত্তব্য ‡। ঘট সুদৃশ্য ও অক্ষত হওয়া আবশ্যক।

স্বর্ণনির্ম্মিত ঘট ভোগপ্রদ, রজতনির্ম্মিত ঘট মোক্ষপ্রদ, প্রীতিকর কার্য্যে তাম্রনির্ম্মিত, পুষ্টিবর্দ্ধনে কাংস্যনির্ম্মিত, বশীকরণে কাচনির্ম্মিত ও স্তম্ভন কার্য্যে পাষাণনির্ম্মিত ঘট প্রশস্ত। পরিষ্কৃত ও সুদৃশ্য মৃত্তিকানির্ম্মিত ঘট সর্ব্বকার্য্যে প্রশস্ত।

* ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুলায়ামং ষোড়শাঙ্গুলমুচ্চকৈঃ। চতুরঙ্গুলকং কণ্ঠং মুখমস্য ষড়ঙ্গুলম্। পঞ্চাঙ্গুলিমিতং মূলং বিধানং ঘটনির্ম্মিতেঃ॥ ইতি মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্।

† সৌবর্ণং রাজতং তাম্রং কাংস্যজং মৃত্তিকোদ্ভবম্। পাষাণ-কাচজং বাপি ঘটমক্ষতমব্রণম্॥ কারয়েদ্দেবতাপ্রীত্যৈ বিত্তশাঠ্যং বিবর্জ্জয়েৎ॥

‡ সৌবর্ণং ভোগদং প্রোক্তং রাজতং মোক্ষদায়কম্। তাম্রং প্রীতিকরং জ্ঞেয়ং কাংস্যজং পুষ্টি-বর্দ্ধনম্। কাচং বশ্যকরং প্রোক্তং পাষাণং স্তম্ভকর্ম্মণি। মৃন্ময়ং সর্ব্বকার্য্যেষু সুদৃশ্যং সুপরিষ্কৃতম্॥

সামবেদি-ঘটস্থাপন

ভূমিতে হাত দিয়া পাঠ করিবেন—ওঁ মহি ত্রীণামবরস্তু দ্যুক্ষং মিত্রস্যার্য্যম্ণঃ। দুরাধর্ষং বরুণস্য।" *

ধান্য স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবেন—ওঁ ধানাবন্তং করম্ভিণ-মপূপবন্তমুক্থিনং। ইন্দ্র প্রাতর্জুষস্ব নঃ॥

উভয় হস্তদ্বারা ঘটধারণ করত পাঠ করিবেন—ওঁ আবিশন্ কলশং সুতো বিশ্বা অর্ষন্নভিশ্রিয়ঃ। ইন্দুরিন্দ্রায় ধীয়তে।

জল স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবেন—ওঁ আ নো মিত্রাবরুণা ঘৃতৈর্গব্যূতি-মুক্ষতং। মধ্বা রজাংসি সুক্রতূ॥

পল্লব ধরিয়া পাঠ করিবেন—অয়মূর্জ্জাবতো বৃক্ষ, উর্জ্জীব ফলিনী ভব। পর্ণং বনস্পতে নুত্বা, নুত্বা চ সূয়তাং রয়িঃ।

ফল ধারণ করিয়া পাঠ করিবেন—ওঁ ইন্দ্রং নরো নেমধিতা হবন্তে যৎপার্য্যা যুনজতে ধিয়স্তাঃ। শূরো নৃষাতা শবসশ্চকান আ গোমতি ব্রজে ভজা ত্বং নঃ।

বস্ত্র স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবেন—ওঁ যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আ গাৎ স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ। তং ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ।

পুষ্প স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবেন—ওঁ পবমান ব্যশ্নুহি রশ্মিভির্ব্বাজসা তমঃ। দধৎ স্তোত্রে সুবীর্য্যম্।

সিন্দূর স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবেন—ওঁ সিন্ধোরুচ্ছ্বাসে পতয়ন্তমুক্ষণম্। হিরণ্যপাবাঃ পশুমপ্সু গৃভ্ণতে।

স্থিরীকরণ (ঘট ধারণ করিয়া পাঠ করিবেন,)—ওঁ স্তাবতঃ পুরূবসো বয়মিন্দ্র প্রণেতঃ। স্মসি স্থাতর্হরীণাম্। ওঁ স্থাং স্থীং স্থিরো ভব।

---

* মন্ত্রান্তর—ওঁ ভূমিরন্তরিক্ষং দ্যৌ র্দ্বা ভূতায়াঃ।

কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক পাঠ করিবেন—ওঁ সর্ব্বতীর্থোদ্ভবং বারি সর্ব্বদেব-সমন্বিতম্। ইমং ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ দেব গণৈঃ সহ। †

ঋগ্বেদি-ঘটস্থাপন

ভূমি স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবেন,—ওঁ উর্ব্বী সদ্মনী বৃহতী ঋতেন হুবে দেবানামবসা জনিত্রী। দধাতে যে অমৃতং সুপ্রতীকে দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাৎ।

ধান্য স্পর্শ করিয়া—ওঁ ধানাবন্তং করম্ভিণমপূপবন্তমুক্থিনম্। ইন্দ্র প্রাতর্জুষস্ব নঃ।

ঘটে হস্ত দিয়া—ওঁ এতানি ভদ্রা কলশ ক্রিয়াম, কুরুশ্রবণ দদতো মঘানি। দান ইদ্ বো মঘবানঃ সো অস্ত্বয়ঞ্চ সোমো হৃদি যং বিভর্ম্মি।

জল স্পর্শ করিয়া—ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি। বরুণস্য স্কম্ভসর্জ্জনীস্থঃ। বরুণস্য ঋতসদন্যসি, বরুণস্য ঋতসদনমসি। বরুণস্য ঋতসদনমাসীদ।

ফল ধারণ করিয়া—ওঁ যাঃ ফলিনীর্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিণীঃ। বৃহস্পতি-প্রসূতা-স্তা নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ। (১)

স্থিরীকরণ,—"ওঁ স্থিরো ভব বিড়ঙ্গ আশুর্ভব বাজ্যর্ব্বন্! পৃথুর্ভব সুষদ-স্ত্বমগ্নেঃ পুরীষবাহনঃ। পরে "সর্ব্বতীর্থোদ্ভবং বারি" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন।

যজুর্ব্বেদি-ঘটস্থাপন

ভূমি স্পর্শ করিয়া—ওঁ ভূরসি ভূমিরস্যদিতিরসি বিশ্বধায়া বিশ্বস্য ভুবনস্য ধর্ত্রী। পৃথিবীং যচ্ছ, পৃথিবীং দৃংহ, পৃথিবীং মা হিংসীঃ।

---

† স্ত্রীদেবতার নিমিত্ত ঘট স্থাপনকালে "তিষ্ঠ দেবি গণৈঃ সহ" বলিতে হইবে।

(১) সিন্দূরমন্ত্র, বস্ত্রমন্ত্র, পুষ্পমন্ত্র, যজুর্ব্বেদীয় ঘটস্থাপনায় দ্রষ্টব্য।

ধান্য স্পর্শ করিয়া—ওঁ ধান্যমসি ধিনুহি দেবান্ ধিনুহি যজ্ঞং। ধিনুহি যজ্ঞপতিং, ধিনুহি মাং যজ্ঞন্যম্।

ঘট স্পর্শ করিয়া,—ওঁ আ জিঘ্র কলশং মহ্যা ত্বা বিশন্ত্বিন্দবঃ। পুনরূর্জ্জা নিবর্ত্তস্ব সা নঃ সহস্র' ধুক্ষ্বোরুধারা পয়স্বতী পুনর্ম্মা বিশতাদ্রয়িঃ।

জল স্পর্শ করিয়া - ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি বরুণস্য স্কম্ভসর্জ্জনীস্থঃ। বরুণস্য ঋতসদন্যসি, বরুণস্য ঋতসদনমসি। বরুণস্য ঋতসদনমাসীদ।

পল্লব স্পর্শ করিয়া,—ওঁ ধন্বনাগা ধন্বনাজিং জয়েম, ধন্বনা তীব্রাঃ সমদো জয়েম। ধনুঃ শত্রোরপকামং কৃণোতি ধন্বনা সর্ব্বাঃ প্রদিশো জয়েম॥ (২)

ফল স্পর্শ করিয়া—ওঁ যাঃ ফলিনীর্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিণিঃ। বৃহস্পতি-প্রসূতা-স্তা নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ।

সিন্দূর স্পর্শ করিয়া—ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধ্বনে শূঘনাসো বাতপ্রমিয়ঃ পতয়ন্তি যহ্বাঃ। ঘৃতস্য ধারা অরুষো ন বাজী কাষ্ঠা ভিন্দন্নূর্ম্মিভিঃ পিন্বমানঃ॥

পুষ্প স্পর্শ করিয়া—ওঁ শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা-বহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি রূপমশ্বিনৌ ব্যাত্তম্। ইষ্ণন্নিষাণামুংম ইষাণ সর্ব্বলোকং ম ইষাণ॥

বস্ত্র ধারণ করিয়া—ওঁ যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ। তৎ ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ॥

স্থিরীকরণ—ওঁ সর্ব্বতীর্থোদ্ভবং বারি সর্ব্বদেবসমন্বিতম্। ইমং ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ দেব গণৈঃ সহ॥ ওঁ স্থাং স্থীং স্থিরো ভব, বিড়্ঙ্গ আশুর্ভব বাজ্যর্ব্বন্। পৃথুর্ভব সুষদ-স্ত্বমগ্নেঃ পুরীষবাহনঃ॥

(২) মন্ত্রান্তর—"অশ্বত্থে বো নিষদনং পর্ণে বো বসতিষ্কৃতো। গোভাজ ইৎ কিলাসথ যৎ সনবথ পুরুষম্।"

লক্ষ্মীপূজা

ত্র্যহস্পর্শ, সংক্রান্তি, নন্দা, অষ্টমী, দ্বাদশী ও ত্রয়োদশী ভিন্ন তিথিতে শুক্লপক্ষে বৃহস্পতিবারে, অভাবে রবি ও সোমবারে লক্ষ্মীপূজা হইয়া থাকে। কিন্তু এতদ্দেশে বহুস্থানে কেবল বৃহস্পতিবারেই লক্ষ্মীপূজা প্রচলিত।

পবিত্রচিত্তে আসনে উপবেশনপূর্ব্বক আচমন করিয়া স্বস্তিবাচন করিবে, যথা—ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শ্রীলক্ষ্মীপূজাকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু ইত্যাদি পাঠ করিয়া স্বস্তিসূক্ত পাঠ করিবে, পরে সংকল্প করিবে যথা—বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীলক্ষ্মী-প্রীতিকামো লক্ষ্মীপূজামহং করিষ্যে। (পরার্থে করিষ্যামি)।

সংকল্পসূক্তপাঠাদি পূর্ব্বক গণেশাদি পূজা ও "শ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ"—ইত্যাদিক্রমে করাঙ্গন্যাসাদি করিয়া কূর্ম্মমুদ্রাযোগে সচন্দন পুষ্প লইয়া লক্ষ্মী দেবীর ধ্যান করিবেন। যথা—

ওঁ পাশাক্ষমালিকাম্ভোজ-সৃণিভির্যাম্যসৌম্যয়োঃ।
পদ্মাসনস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোক্যমাতরম্॥
গৌরবর্ণাং সুরূপাঞ্চ সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিতাম্।
রৌক্মপদ্ম-ব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু॥

এই ধ্যান পাঠ করিয়া পুষ্পটী নিজের মস্তকে দিয়া, মানসোপচারে অর্চ্চনা করিয়া পুনরায় করাঙ্গন্যাস করিতে হইবে; অতঃপর পুনর্ব্বার কূর্ম্ম-মুদ্রায় সচন্দন পুষ্প গ্রহণপূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় ধ্যান মন্ত্র পাঠান্তে পুষ্পটী নারায়ণচক্রোপরি প্রদান করিয়া "এতৎ পাদ্যং শ্রীং লক্ষ্ম্যৈ নমঃ"—এই ক্রমে দশোপচারে পূজা করিবে এবং লক্ষ্মীদেবীকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া তাঁহার গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ ও প্রণাম করিবে।

পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র—ওঁ নমস্তে সর্ব্বদেবানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে।
যা গতিস্ত্বৎপ্রপন্নানাং সা মে ভূয়াত্ত্বদর্চ্চনাৎ॥

গায়ত্রী—ওঁ মহালক্ষ্ম্যৈ বিদ্মহে মহাশ্রিয়ৈ ধীমহি তন্নঃ শ্রীঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।

প্রণামমন্ত্র—ওঁ বিশ্বরূপস্য ভার্য্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে।
সর্ব্বতঃ পাহি মাং দেবি মহালক্ষ্মি নমোঽস্তু তে॥

তৎপরে নারায়ণ, কুবের ও ইন্দ্রের পূজা করিবে।

কুবেরের ধ্যান—কুবেরং ধনদং খর্ব্বং দ্বিভুজং পীতবাসসম্।
প্রসন্নবদনং দেবং যক্ষগুহ্যকসেবিতম্॥

প্রণাম—ওঁ ধনদায় নমস্তুভ্যং নিধিপদ্মাধিপায় চ।
ভবন্তু ত্বৎপ্রসাদান্মে ধনধান্যাদিসম্পদঃ॥

গঙ্গা পূজাপদ্ধতি

কৃত্যনিত্যক্রিয় সাধক শুদ্ধাসনে উপবেশনপূর্ব্বক আচমন করত স্বশাখোক্ত-স্বস্তিবাচন করিয়া "সূর্য্যঃ সোম" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে গণেশ, আদিত্যাদি নবগ্রহ ও বিষ্ণুকে গন্ধপুষ্প প্রদানপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিতে হয়। যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা সর্ব্বপাপক্ষয়পূর্ব্বক-শ্রীগঙ্গাপ্রীতিকামো গণপত্যাদি-নানাদেবতাপূজাপূর্ব্বক-শ্রীগঙ্গাদেবীপূজনমহং করিষ্যে।" (পরার্থে করিষ্যামি)।

এইরূপ সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্বশাখোক্তসূক্ত পাঠ করিয়া পূজা আরম্ভ করিতে হয়। প্রতিমায় পূজা করিতে হইলে মূলমন্ত্রে চক্ষুর্দ্দান ও ঘটস্থাপন করিতে হয়। পরে আসনশোধন ও সামান্যার্ঘ্য স্থাপনপূর্ব্বক ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম করত গুরুপংক্তি নমস্কার করিয়া, মাতৃকন্যাসাদি করিবেন। পরে গণেশাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক্পাল, মৎস্যাদি দশাবতার, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, দুর্গা, যমুনা, নারায়ণ, লক্ষ্মী, ভাস্কর, ভগীরথ, নাগরাজ ও হিমালয়ের পূজা করিয়া, "গাং

অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ” এই ক্রমে করন্যাস ও “গাং হৃদয়ায় নমঃ” এই ক্রমে অঙ্গন্যাস করিয়া কূর্ম্মমুদ্রাযোগে পুষ্প গ্রহণ করত দেবীর ধ্যান করিবে। যথা,—

“ওঁ সুরূপাং চারুনেত্রাঞ্চ চন্দ্রাযুতসমপ্রভাম্। চামরৈর্বীজ্যমানাস্তু শ্বেতচ্ছত্রোপশোভিতাম্। সুপ্রসন্নাং সুবদনাং করুণার্দ্র নিজান্তরাম্। সুধাপ্লাবিতভূপৃষ্ঠামার্দ্র গন্ধানুলেপনাম্। ত্রৈলোক্যনমিতাং গঙ্গাং দেবাদিভিরভিষ্টুতাম্।”

এইরূপ ধ্যান করিয়া হস্তস্থিত পুষ্পটী স্বীয় মস্তকে দিয়া, মানসোপচারে পূজা করত পীঠন্যাস করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপনপূর্ব্বক পুনরায় করন্যাসাদি করত ধ্যান করিয়া প্রতিমাতে পুষ্প প্রদানপূর্ব্বক আবাহন ও প্রাণপ্রতিষ্ঠাদি করিয়া * “ওঁ গাং গঙ্গায়ৈ, বিশ্বমুখ্যায়ৈ শিবামৃতায়ৈ শান্তিপ্রদায়িন্যৈ নারায়ণ্যৈ নমো নমঃ” এই মন্ত্রে যথাশক্তি পূজা করিবেন। পরে প্রাণায়াম করিয়া—“ওঁ গঙ্গায়ৈ বিশ্বমুখ্যায়ৈ শিবামৃতায়ৈ” ইত্যাদি মন্ত্র যথাশক্তি জপ করিয়া জপ সমর্পণ করত নিম্নমন্ত্রে নমস্কার করিবেন। যথা—

“ওঁ সদ্যঃ পাতকসংহন্ত্রী সদ্যো দুঃখবিনাশিনী।
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ ॥

অতঃপর যথাশক্তি বলিদান ও হোমাদি করিয়া দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন।

মনসাদেবী পূজাপদ্ধতি

গৃহাঙ্গনে বেদিকোপরি প্রতিমা স্থাপন করিয়া সাধক নিত্যক্রিয়া

* সাক্ষাৎ গঙ্গায় পূজা করিতে হইলে আবাহন ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হয় না।

সমাপনান্তে স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক "সূর্য্যঃ সোম" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত সঙ্কল্প করিবেন। যথা,—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা উরগাদিভয়োপশমনপূর্ব্বকশ্রীমনসাদেবীপ্রীতি-কামো গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বকানন্তাদ্যষ্টনাগসহিতশ্রীমনসাদেবী-পূজনমহং করিষ্যে।" (পরার্থে করিষ্যামি)।

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া স্বশাখোক্ত সূক্ত পাঠ করিতে হয়। "ওঁ ইদং নেত্রত্রয়ং দিব্যং চন্দ্রসূর্য্যানলপ্রভম্। তারাকারময়ং দেবি পশ্য ত্বং ভুবনত্রয়ম্॥" ইহা পাঠ করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক অঞ্জন দ্বারা দেবীর চক্ষুর্দ্দান করিতে হয়। অতঃপর স্বীয় বেদানুসারে ঘটস্থাপনপূর্ব্বক আসন-শোধন ও সামান্যার্ঘ্য স্থাপনাদি করিয়া গণেশাদিপঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল, মৎস্যাদিদশাবতার প্রভৃতির পূজা করিয়া কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প গ্রহণ করিয়া মনসাদেবীর ধ্যান করিতে হয়। যথা—

"ওঁ দেবীমম্বামহীনাং শশধরবদনাং চারুকান্তিং বদান্যাং, হংসারূঢ়া-মুদারামরুণিতবসনাং সর্ব্বদাং সর্ব্বদৈব। স্মেরাস্যাং মণ্ডিতাঙ্গীং কনক-মণিগণৈর্নাগরত্নৈরনেকৈ-র্ব্বন্দেহহং সাষ্টনাগামুরুকুচযুগলাং ভোগিনীং কামরূপাম্।"

এই প্রকার ধ্যান করিয়া হস্তস্থিত পুষ্পটী স্ব-মস্তকে প্রদান করিয়া মানসোপচারে পূজাপূর্ব্বক বিশেষার্ঘ্য স্থাপনানন্তর পীঠন্যাসক্রমে পীঠপূজা করিতে হইবে। অনন্তর পুনর্ব্বার করন্যাসাঙ্গন্যাসপূর্ব্বক পুনরপি পূর্ব্ববৎ ধ্যান করিয়া হস্তস্থিত পুষ্পটী ঘটে বা প্রতিমায় প্রদান করিয়া কৃতাঞ্জলি-পূর্ব্বক আবাহন করিতে হইবে। যথা,—

"ওঁ আস্তিকস্য মুনের্ম্মাতা জগদানন্দকারিণী। এহ্যেহি মনসাদেবি নাগমাতর্নমোহস্তু তে॥ ওঁ আগচ্ছ বরদে দেবি, সর্ব্বকল্যাণকারিণি স্নুহীশাখাং সমারুহ্য তিষ্ঠ পূজাং করোম্যহম্॥ ওঁ ভগবতি মনসাদেবি

ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ, ইহ সন্নিহিতা ভব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।"

এই প্রকারে আবাহন করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক। "ওঁ মনসাদেব্যৈ নমঃ"—এই মন্ত্র বলিয়া যথাসম্ভব উপচারে পূজা করিতে হইবে। স্নান করাইবার সময় "ওঁ ত্রৈলোক্যপূজিতাং দেবীং নাগাভরণভূষিতাম্। স্নাপয়ামি মহাভাগাং পুত্রায়ুর্ধনবৃদ্ধয়ে॥" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া মনসাদেবীকে দুগ্ধদ্বারা স্নান করাইয়া পুনরায় চন্দনমিশ্রিত জলদ্বারা স্নান করাইতে হয়। যথা,—"ওঁ গন্ধচন্দনমিশ্রেণ তোয়েন নাগমাতরম্। স্নাপয়ামি মহাভাগাং সর্ব্বসম্পত্তিহেতবে।"

অনন্তর পাদ্যাদি দ্বারা অষ্টনাগগণের পূজা করিতে হয়। যথা,—"ওঁ অনন্তনাগ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদিক্রমে আবাহন করিয়া "ওঁ অনন্তায় নাগায় নমঃ" এই বলিয়া পূজা করিতে হয়। এই ক্রমে,—বাসুকয়ে নাগায়, পদ্মায় নাগায়, মহাপদ্মায় নাগায়, তক্ষকায় নাগায়, কুলিরায় নাগায়, কর্কোটকায় নাগায়, শঙ্খায় নাগায়" বলিয়া প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন পূজা করিতে হয়। আবাহনও প্রত্যেকের স্বতন্ত্র করিতে হইবে। অতঃপর মনসাদেবীকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া প্রণাম করিতে হয়। প্রণাম মন্ত্র, যথা—

"ওঁ খযোনিসম্ভবে মাতর্মহেশ্বরসুতে শুভে।
পদ্মালয়ে নমস্তভ্যং রক্ষ মাং বৃজিনার্ণবাৎ॥
ওঁ আস্তিকস্য মুনের্মাতা ভগিনী বাসুকেস্তথা।
জরৎকারুমুনেঃ পত্নী মনসাদেবি নমোঽস্তু তে॥"

অনন্তর যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিয়া জপ সমর্পণপূর্ব্বক বলিদান হোম ও দক্ষিণাদি করিয়া সংহারমুদ্রা দ্বারা "মনসাদেবি ক্ষমস্ব" এই বলিয়া বিসর্জ্জন করিয়া শান্তি আশীর্ব্বাদ করিতে হয়।

সরস্বতী-পূজাপদ্ধতি

প্রথমে নিত্যক্রিয়াদি সমাপনপূর্ব্বক শুদ্ধাসনে উপবেশন করিয়া স্বশাখোক্ত স্বস্তিবাচন করত "সূর্য্য সোমঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া সঙ্কল্প করিতে হয়। যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য মাঘে মাসি শুক্লে পক্ষে পঞ্চম্যাং তিথৌ অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা প্রভূতবিদ্যালাভকামঃ শ্রীসরস্বতীপ্রীতিকামো বা গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বকং মস্যাধারলেখনীসহিতশ্রীসরস্বতী-পূজনকর্ম্মাহং করিষ্যে।" (পরার্থে করিষ্যামি)

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক সূক্ত পাঠ করিয়া (প্রতিমাপক্ষে মূলমন্ত্রে চক্ষুর্দ্দান করিবে) ঘটস্থাপন করিতে হয়। অতঃপর সমান্যার্ঘ্য স্থাপন, আসনশুদ্ধ্যাদি ক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক গণেশাদিপঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল, মৎস্যাদি দশাবতার, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, মহাদেব, দুর্গা, মনসাদেবী, গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি দেবতাগণের অর্চ্চনা করিতে হয়।

অনন্তর প্রতিমাস্থলে—গুরুপংক্তি নমস্কার, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস, বাহ্যমাতৃকান্যাস ও প্রাণায়ামাদি করিয়া "সাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" ইত্যাদি ক্রমে করাঙ্গন্যাস করিয়া কূর্ম্মমুদ্রাযোগে সচন্দন পুষ্প লইয়া দেবীর ধ্যান করিতে হয়। যথা—

"ওঁ তরুণশকলমিন্দোর্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ,
কুচভরনমিতাঙ্গী সন্নিষণ্ণা সিতাব্জে।
নিজকরকমলোদ্যল্লেখনীপুস্তকশ্রীঃ,
সকলবিভবসিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্‌দেবতা নঃ।"

অতঃপর হস্তস্থিত পুষ্প নিজ মস্তকে দিয়া মানসোপচারে অর্চ্চনা করিয়া বিশেষার্ঘ্য স্থাপনপূর্ব্বক পুনরায় ধ্যান করিয়া আবাহন ও প্রাণ

প্রতিষ্ঠা করিবে। অনন্তর "ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ"—এই মন্ত্র বলিয়া যথাশক্ত্যুপচারে দেবীর অর্চ্চনা করিতে হয়।

তদনন্তর লক্ষ্মী, নারায়ণ এবং মস্যাধার ও লেখনীর পূজা করিতে হয়। অতঃপর দেবীকে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিতে হয়। মন্ত্র যথা,—

"ওঁ ভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং সরস্বত্যৈ নমো নমঃ।
বেদবেদাঙ্গবেদান্তবিদ্যাস্থানেভ্য এব চ॥
এষ সচন্দন-পুষ্পবিল্বপত্রাঞ্জলিঃ ঐঁ সরস্বত্যৈ নমঃ।"

অতঃপর কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রার্থনা করিতে হয়। যথা,—"ওঁ যথা ন দেবো ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। ত্বাং পরিত্যজ্য সংতিষ্ঠেৎ তথা ভব বরপ্রদা॥ ওঁ বেদাঃ শাস্ত্রাণি সর্ব্বাণি নৃত্য-গীতাদিকঞ্চ যৎ। ন বিহীনং ত্বয়া দেবি তথা মে সন্তু সিদ্ধয়ঃ॥ ওঁ লক্ষ্মী-র্মেধা ধরা তুষ্টির্গৌরী পুষ্টিঃ প্রভা ধৃতিঃ। এতাভিঃ পাহি তনুভিরষ্টাভির্মাং সরস্বতী॥" অতঃপর দেবীকে প্রণাম করিতে হয়। মন্ত্র যথা—

ওঁ সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তু তে॥"

অনন্তর হোম করিয়া দক্ষিণা দান ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিয়া বিসর্জ্জন করিতে হয়।

সূর্য্যপূজা

মাঘমাসের শুক্ল পক্ষের সপ্তমী তিথিতে প্রাতঃকালে কর্ত্তা স্নানের ইতিকর্ত্তব্যতা সম্পাদন করিয়া সাতটী বদরীপত্র (কুলপাতা) ও সাতটী অর্কপত্র (আকন্দপত্র) মস্তকে লইয়া—"ওঁ যদ্‌যদ্‌জন্মকৃতং পাপং ময়া সপ্তসু জন্মসু। তন্মে রোকঞ্চ শোকঞ্চ মাকরী হন্তু সপ্তমী॥" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান করিতে হয়। পরে সপ্ত অর্কপত্র ও সপ্ত বদরীপত্র, ফল, দূর্ব্বা, তণ্ডুল, পুষ্প ইত্যাদি দ্বারা অর্ঘ্য প্রস্তুত করিয়া এই মন্ত্রে সঙ্কল্প করিতে

হয়। যথা—"বিষ্ণুরোঁ অদ্য মাঘে মাসি শুক্লে পক্ষে সপ্তম্যান্তিথৌ অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীসূর্য্যপ্রীতিকামঃ সূর্য্যায়ার্ঘ্যমহং দদে" এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া "ওঁ অর্কপত্রসমাযুক্তং বদরীফলসমন্বিতম্। অরুণোদয়বেলায়াং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর॥ ওঁ নমো বিবস্বতে" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া 'ওঁ জননী সর্ব্বভূতানাং সপ্তমী সপ্তসপ্তিকে। সপ্তব্যাহৃতিকে দেবি নমস্তে রবি মণ্ডলে॥" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সূর্য্যার্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক প্রণাম করিতে হয়। মন্ত্র যথা—"ওঁ সপ্তসপ্তিবহ প্রীত সপ্তলোকপ্রদীপন। সপ্তম্যাং হি নমস্তভ্যং নমোঽনন্তায় বেধসে॥"

অনন্তর স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিতে হয়। যথা—"বিষ্ণুরোঁ অদ্য মাঘে মাসি শুক্লে পক্ষে সপ্তম্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা আরোগ্যকামঃ (শ্রীসূর্য্যপ্রীতিকামো বা) গণপত্যাদিদেবতাপূজাপূর্ব্বকশ্রীসূর্য্যপূজাকর্ম্মাহং করিষ্যে।" (পরার্থে করিষ্যামি)।

অনন্তর সূক্ত পাঠ করিয়া গণপত্যাদি দেবতা পূজাপূর্ব্বক ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, বাস্তুপুরুষ, গঙ্গা, যমুনা, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতীর পূজা করিয়া —"ওঁ" মন্ত্রে প্রাণায়াম করত গুরুপঙ্‌ক্তি প্রণাম করিয়া যথাশক্তি ন্যাসাদি করিয়া "সাং হৃদয়ায় নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্র বলিয়া করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিয়া কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প গ্রহণপূর্ব্বক ধ্যান করিবেন। "ওঁ রক্তাম্বুজাসনমশেষগুণৈকসিন্ধুং, ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি। পদ্মদ্বয়া-ভয়বরান্ দধতং করাব্জৈর্মাণিক্যমৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্॥" এই মন্ত্রে ধ্যান করিয়া নিজমস্তকে পুষ্প প্রদান করিয়া মানসোপচারে পূজা করত বিশেষার্ঘ্য স্থাপনপূর্ব্বক পুনরপি ধ্যান করিয়া ঘটে পুষ্প প্রদান করিতে হয়।

অনন্তর "ওঁ হ্রীং সূর্য্য ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক—আবাহন করতঃ "ওঁ হ্রীং সূর্য্যায় নমঃ" মন্ত্রে যথাশক্তি পূজা করিয়া মূলমন্ত্র জপ করত জপ সমর্পণ করিয়া "ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।

ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্ ॥" এই মন্ত্রে প্রণাম করিয়া দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিতে হয়।

গন্ধেশ্বরী পূজা

বৈশাখমাসের পূর্ণিমাতিথিতে বাণিজ্যবৃদ্ধি কামনায় এই পূজা করিতে হয়। কর্ত্তা স্বস্তিবাচনাদি করিয়া সঙ্কল্প করিবেন—"বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য বৈশাখে মাসি শুক্লে পক্ষে পৌর্ণমাস্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ বাণিজ্য-বৃদ্ধিকামঃ শ্রীদুর্গাপূজাকর্ম্মাহং করিষ্যে" এই রূপে সঙ্কল্প পূর্ব্বক সূক্ত পাঠ করিয়া ঘটস্থাপনপূর্ব্বক গণেশাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল, মৎস্যাদি দশাবতার প্রভৃতি দেবতার পূজা ও যথাশক্তি ন্যাসাদি শেষ করত 'হ্রীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" ইত্যাদিরূপে করন্যাসাদি করিয়া পরবর্ত্তী মন্ত্রে ধ্যান করিতে হয়—"ওঁ সিংহস্থা শশিশেখরা মরকতপ্রেক্ষা চতুর্ভির্ভুজৈঃ, শঙ্খং চক্র-ধনুঃশরাংশ্চ দধতী নেত্রৈস্ত্রিভিঃ শোভিতা। আমুক্তাঙ্গদহার-কঙ্কণরণৎ-কাঞ্চীকণন্নূপুরা, দুর্গা দুর্গতিহারিণী ভবতু মে রত্নোল্লসৎকুণ্ডলা॥" এইরূপে ধ্যান করিয়া "ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে যথাশক্তি পূজা করত জপ সমাপন পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া চণ্ডীপাঠ ইত্যাদি করিয়া দক্ষিণান্ত করিতে হয়।

শীতলাপূজা

নিত্যকর্ম্ম শেষ করিয়া কর্ত্তাকে স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিতে হয়। "বিষ্ণুরোঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা বিস্ফোটকাদিরোগোপশমন-পূর্ব্বকশ্রীশীতলা-প্রীতিকামো গণপত্যাদিদেবতা-পূজাপূর্ব্বক-শ্রীশীতলা-পূজনমহং করিষ্যে" (পরার্থে করিষ্যামি)। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া স্ব স্ব সূক্ত পাঠপূর্ব্বক ঘটস্থাপন করিবে। চক্ষুর্দান মন্ত্র যথা—

—"ওঁ ইদং নেত্রত্রয়ং দিব্যং বহ্নিভানুসমপ্রভম্। তারাকারময়ং দেবি পশ্য ত্বং ভুবনত্রয়ম্।" পরে গণেশাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল, মৎস্যাদি দশাবতার, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, গঙ্গা, যমুনা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি দেবতাগণের পূজা করিয়া "শাং হৃদয়ায় নমঃ" ইত্যাদিরূপে করন্যাস, অঙ্গন্যাস করিয়া কূর্ম্মমুদ্রাযোগে পুষ্পগ্রহণ করত ধ্যান করিতে হয়—"ওঁ শ্বেতাঙ্গীং রাসভস্থাং করযুগ-বিলসন্মার্জ্জনী-পূর্ণকুম্ভাং, মার্জ্জন্যা পূর্ণকুম্ভাদমৃতময়জলং তাপশান্ত্যৈ ক্ষিপন্তীম্। দিগ্বস্ত্রাং মূর্দ্ধ্নি সূর্পাং কনকমণিগণৈ-র্ভূষিতাঙ্গীং ত্রিনেত্রাং, বিস্ফোটাদ্যুগ্রতাপ-প্রশমনকরীং শীতলাং তাং ভজামি।" এইরূপে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা করত বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া পুনঃ ধ্যান করত ঘটে পুষ্প প্রদান করিতে হয়। অনন্তর "ওঁ হ্রীঁং শ্রীশীতলে দেবি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদিরূপে আবাহন করিয়া প্রতিমাপক্ষে "আং হ্রীং" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করত "শ্রী" এতদ্‌রজতাসনং ওঁ হ্রীং শীতলায়ৈ দেব্যৈ নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে শীতলার পূজা করিয়া—"এতৎ পাদ্যং ওঁ ঘণ্টাকর্ণায় নমঃ" ইত্যাদিরূপে ঘণ্টাকর্ণের পূজাপূর্ব্বক প্রণাম করিতে হয়। "ওঁ ঘণ্টাকর্ণ মহাবীর সর্ব্বব্যাধিবিনাশন। বিস্ফোটকভয়ে প্রাপ্তে রক্ষ রক্ষ মহাবল॥" তৎপরে যথাশক্তি জপ করিয়া জপ সমর্পণপূর্ব্বক বলিদান ও হোম শেষ করিয়া (স্তবপাঠ করিয়া) প্রণাম করিতে হয়। যথা—ওঁ শীতলে ত্বং জগন্মাতা শীতলে ত্বং জগৎপিতা। শীতলে ত্বং জগদ্ধাত্রী শীতলায়ৈ নমো নমঃ॥" অনন্তর দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিতে হয়।

প্রতিমাপূজা (সংক্ষেপে)

প্রতিমা পূজাকালে বিশেষরূপে ন্যাসাদি করিবার আবশ্যক হয়;

মাতৃকান্যাস

অস্য মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রী চ্ছন্দো মাতৃকা-সরস্বতীদেবতা হলো বীজানি, স্বরাঃ শক্তয়ো, মাতৃকান্যাসে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ বলিয়া শির স্পর্শ করিতে হয়, ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ বলিয়া মুখ স্পর্শ করিতে হয়, ওঁ মাতৃকা-সরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ বলিয়া হৃদয় স্পর্শ করিতে হয়, ওঁ হল্‌ভ্যো বীজেভ্যো নমঃ বলিয়া গুহ্যদেশ স্পর্শ করিতে হয়, ওঁ স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ বলিয়া পদদ্বয় স্পর্শ করিতে হয়। অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ বলিয়া উভয় তর্জ্জনী দ্বারা উভয় অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করিতে হয়, ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা বলিয়া উভয় অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা উভয় তর্জ্জনী স্পর্শ করিতে হয়, উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্ বলিয়া দুই হস্তেরই অঙ্গুষ্ঠদ্বারা মধ্যমা স্পর্শ করিতে হয়, এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং হুং বলিয়া দুই হস্তেরই অঙ্গুষ্ঠদ্বারা অনামিকা স্পর্শ করিতে হয়, ওং পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ বলিয়া দুই হস্তেরই অঙ্গুষ্ঠদ্বারা কনিষ্ঠা স্পর্শ করিতে হয়, অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ বলিয়া উভয় হস্তের করতলে করতলে এবং করপৃষ্ঠে করপৃষ্ঠে স্পর্শ করিয়া তলাঘাত করিতে হয়। অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ বলিয়া হৃদয় স্পর্শ করিতে হয়, ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং শিরসে স্বাহা বলিয়া মস্তক স্পর্শ করিতে হয়, উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং শিখায়ৈ বষট্ বলিয়া শিখা স্পর্শ করিতে হয়, এং তং থং দং ধং নং ঐং কবচায় হুং বলিয়া বাহুমূলদ্বয় স্পর্শ করিতে হয়, ওং পং ফং বং ভং মং ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ বলিয়া নেত্রত্রয় স্পর্শ করিতে হয়, অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ বলিয়া উভয় হস্তের করতলে করতলে এবং করপৃষ্ঠে করপৃষ্ঠে স্পর্শ করিয়া তলাঘাত করিতে হয়।

অনন্তর নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে হয় :—

ওঁ পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্ত-মুখদোঃ-পন্মধ্যবক্ষঃস্থলাং,
ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধ-চন্দ্রশকলা মাপীন-তুঙ্গস্তনীম্।
মুদ্রামক্ষগুণং সুধাঢ্য-কলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈ-
র্বিভ্রাণাং বিশদ-প্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্দেবতা-মাশ্রয়ে ॥

অতঃপর অং নমঃ বলিয়া পুষ্পদ্বারা ললাট স্পর্শ, আং নমঃ বলিয়া মুখকুহর স্পর্শ, ইং নমঃ বলিয়া দক্ষিণ চক্ষু স্পর্শ, ঈং নমঃ বলিয়া বাম চক্ষু স্পর্শ, উং নমঃ বলিয়া দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ, ঊং নমঃ বলিয়া বাম কর্ণ স্পর্শ, ঋং নমঃ বলিয়া দক্ষিণ নাসা স্পর্শ, ৠং নমঃ বলিয়া বাম নাসা স্পর্শ, ঌং নমঃ বলিয়া দক্ষিণ গণ্ডদেশ স্পর্শ, ৡং নমঃ বলিয়া বাম গণ্ডদেশ স্পর্শ, এং বলিয়া ওষ্ঠদেশ নমঃ স্পর্শ, ঐং নমঃ বলিয়া অধরদেশ স্পর্শ, ওং নমঃ বলিয়া ঊর্দ্ধদিকের দন্তপঙ্‌ক্তি স্পর্শ, ঔং নমঃ বলিয়া নিম্নদিকের দন্তপঙ্‌ক্তি স্পর্শ, অং নমঃ বলিয়া শিরোদেশ স্পর্শ, অঃ নমঃ বলিয়া বদনমণ্ডল স্পর্শ, কং নমঃ বলিয়া দক্ষিণ বাহুমূল স্পর্শ, খং নমঃ বলিয়া কনুই স্পর্শ, গং নমঃ বলিয়া কব্জি বা মণিবন্ধ স্পর্শ, ঘং নমঃ বলিয়া অঙ্গুলীর মূলদেশ স্পর্শ, ঙং নমঃ বলিয়া অঙ্গুলীর অগ্রভাগ স্পর্শ, চং নমঃ বলিয়া বাম বাহুমূল স্পর্শ, ছং নমঃ বলিয়া কনুই স্পর্শ, জং নমঃ বলিয়া কব্জি বা মণিবন্ধ স্পর্শ, ঝং নমঃ বলিয়া অঙ্গুলীর মূলদেশ স্পর্শ, ঞং নমঃ বলিয়া অঙ্গুলীর অগ্রভাগ স্পর্শ, টং নমঃ বলিয়া দক্ষিণ ঊরুর মূলদেশ স্পর্শ, ঠং নমঃ বলিয়া দক্ষিণ জানুদেশ স্পর্শ, ডং নমঃ বলিয়া দক্ষিণ গুল্‌ফ স্পর্শ, ঢং নমঃ বলিয়া দক্ষিণপদের অঙ্গুলীমূলদেশ স্পর্শ, ণং নমঃ বলিয়া অঙ্গুল্যগ্রভাগ স্পর্শ, তং নমঃ বলিয়া বাম ঊরুমূল স্পর্শ, থং নমঃ বলিয়া বাম জানুদেশ স্পর্শ, দং নমঃ বলিয়া বাম গুল্‌ফ স্পর্শ, ধং নমঃ বলিয়া বামপদের অঙ্গুলীমূল স্পর্শ, নং নমঃ বলিয়া অঙ্গুল্যগ্রভাগ স্পর্শ, পং নমঃ বলিয়া দক্ষিণ পার্শ্বদেশ স্পর্শ, ফং নমঃ

বলিয়া বামপার্শ্বদেশ স্পর্শ, বং নমঃ বলিয়া পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ, ভং নমঃ বলিয়া নাভিদেশ স্পর্শ, মং নমঃ বলিয়া উদর স্পর্শ, যং নমঃ বলিয়া বক্ষঃস্থল বা হৃদয় স্পর্শ, রং নমঃ বলিয়া দক্ষিণ স্কন্ধ স্পর্শ, লং নমঃ বলিয়া ককুদ অর্থাৎ ঘাড় স্পর্শ, বং নমঃ বলিয়া বাম স্কন্ধ স্পর্শ, শং নমঃ বলিয়া হৃদয় বা বক্ষঃস্থল হইতে দক্ষিণ হস্তের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত স্পর্শ, ষং নমঃ বলিয়া হৃদয় হইতে বাম হস্তের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত স্পর্শ, সং নমঃ বলিয়া হৃদয় হইতে দক্ষিণ পাদদেশের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত, স্পর্শ, হং নমঃ বলিয়া হৃদয় হইতে বাম পাদদেশের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত স্পর্শ, লং নমঃ বলিয়া হৃদয় হইতে উদর পর্য্যন্ত এবং ক্ষং নমঃ বলিয়া হৃদয় হইতে বদনমণ্ডল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে হয়।

প্রাণায়াম

বীজমন্ত্র পাঠ করিয়া তিনবার প্রাণায়াম করিতে হয়। (প্রাণায়াম বিধি ৬৬ পৃঃ ও ১২৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

পীঠন্যাস

একটী পুষ্প হস্তে লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে নিম্নোক্ত স্থানসমুদায় স্পর্শ করিবে।

হৃদয়ে হস্তস্থাপন করিয়া ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ, ওঁ ক্ষীরসমুদ্রায় নমঃ, ওঁ রত্নদীপায় নমঃ, ওঁ মণিমণ্ডপায় নমঃ, ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ, ওঁ রত্নবেদিকায়ৈ নমঃ, ওঁ রত্নসিংহাসনায় নমঃ। দক্ষিণ বাহুমূলে হস্তস্থাপন করিয়া ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ, বামবাহুমূলে হস্তস্থাপন করিয়া ওঁ জ্ঞানায় নমঃ, বাম উরুমূলে হস্ত-স্থাপন করিয়া ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ, দক্ষিণ উরুমূলে হস্তস্থাপন করিয়া ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ, মুখে হস্তস্থাপন করিয়া ওঁ অধর্ম্মায় নমঃ, বামপার্শ্বে

হস্তস্থাপন করিয়া ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ, নাভিদেশে হস্তস্থাপন করিয়া ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ, দক্ষিণ পার্শ্বে হস্ত স্থাপন করিয়া ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ, হৃদয়ে হস্ত স্থাপন করিয়া ওঁ শেষায় নমঃ, ওঁ পদ্মায় নমঃ, অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ, মং বহ্নি-মণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ, সং সত্ত্বায় নমঃ, রং রজসে নমঃ, তং তমসে নমঃ, আং আত্মনে নমঃ, অং অন্তরাত্মনে নমঃ, পং পরমাত্মনে নমঃ, হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ।

অনন্তর প্রদক্ষিণানুসারে হৃৎপদ্মের পূর্ব্বাদি অষ্টকেশরে এবং মধ্যে (তত্তদ্দেবতার) অষ্টপীঠশক্তি ও পীঠমনু ন্যাস করিতে হয়। দুর্গপক্ষে মন্ত্র যথা—আং প্রভায়ৈ, ঈং মায়ায়ৈ, উং জয়ায়ৈ, এং সূক্ষ্মায়ৈ, ঐং বিশুদ্ধায়ৈ, ওঁ নন্দিন্যৈ, ঔং সুপ্রভায়ৈ, অং বিজয়ায়ৈ, অঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়ৈ নমঃ। মধ্যে—ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হুং ফট্ নমঃ। অন্যান্য দেবতার পীঠশক্তি ও পীঠমন্ত্র জানা না থাকিলে হৃদয়ের মধ্যস্থল স্পর্শ করিয়া ওঁ পীঠশক্তিভ্যো নমঃ, ওঁ পীঠমনুভ্যো নমঃ বলিতে হয়।

ঋষ্যাদি ন্যাস

মস্তকে ঋষি, মুখে ছন্দঃ, হৃদয়ে দেবতা, গুহ্যদেশে বীজ, পাদদ্বয়ে শক্তি ও সর্ব্বাঙ্গে কীলক ন্যাস করিবে। যে দেবতার পূজায় যে ঋষি যে ছন্দ সেই সকল নামাদি উচ্চারণ করিয়া উক্তস্থান সকল স্পর্শ করিতে হয়। এস্থলে উদাহরণ স্বরূপ দুর্গাপূজার বিধি লিখিত হইল। যথা—অস্য দশাক্ষরজয়দুর্গামন্ত্রস্য নারদঋষি র্গায়ত্রীচ্ছন্দ শ্রীদুর্গাদেবতা মম সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধ্যর্থং দুর্গাপূজনে বিনিয়োগঃ। শিরসি ওঁ নারদর্ষয়ে নমঃ, মুখে ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি ওঁ জয়দুর্গায়ৈ নমঃ, গুহ্যে ওঁ প্রণবায় বীজায় নমঃ, পাদয়োঃ ওঁ স্বাহা শক্তয়ে নমঃ, সর্ব্বাঙ্গে ওঁ অব্যক্তকীলকায় নমঃ।

করন্যাস

(১২৯ পৃঃ ৬পং দেখ)।

অঙ্গন্যাস

(১২৯ পৃঃ ২৩পং দেখ)।

ব্যাপকন্যাস

ওঁ বা মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক হৃদয় হইতে আরম্ভ করিয়া পাদ পর্য্যন্ত এবং পা হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত দুই হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক গাত্রের অতি সন্নিকট স্থান দিয়া সঞ্চালন করাকে ব্যাপকন্যাস বলে। ব্যপকন্যাস নবধা বা সপ্তধা করিবে, মস্তক হইতে পা পর্যন্ত এবং পা হইতে মস্তক পর্য্যন্ত ঐরূপে ন্যাস করিবে।

মানস-পূজা

পরে কূর্ম্মমুদ্রা (বাম করতল ঊর্দ্ধমুখ করিয়া তাহার অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যস্থানে দক্ষিণ করতল অধোমুখ করিয়া তাহার মধ্যমা ও অনামিকা সঙ্কুচিত করিবে, পরে দক্ষিণ তর্জ্জনীর অগ্রভাগে (বাম অঙ্গুষ্ঠ এবং দক্ষিণ কনিষ্ঠাদ্বারা বামতর্জ্জনীর অগ্রভাগ সংযুক্ত করিয়া বামহস্তের মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা দক্ষিণ কনিষ্ঠার মূলদেশস্পর্শ করাকে কূর্ম্মমুদ্রা বলে) পুষ্প লইয়া ধ্যান মন্ত্র পাঠ করিয়া সেই পুষ্প নিজ মস্তকে রাখিয়া বক্ষঃস্থলে চিৎভাবে বামহস্তের উপর দক্ষিণহস্ত রাখিয়া বাক্য মন ও হৃদয়দ্বারা মানসপূজা করিবে। মানস পূজা বিধি ২০৫ পৃঃ ১৯পং দ্রষ্টব্য)।

বিশেষার্ঘ্যস্থাপন

স্ববামে ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া উক্ত মণ্ডলে এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ বলিয়া পূজা করিবে।

তৎপরে "অঃ ফট্" এই মন্ত্রে শঙ্খ ধুইয়া ত্রিপদিকাযুক্ত শঙ্খ ঐ মণ্ডলের উপর স্থাপন করিবে। পরে "নমঃ" এই মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দূর্ব্বা ও আতপতণ্ডুল দিয়া অর্ঘ্য সাজাইয়া শঙ্খের অগ্রে দিবে। তন্ত্রোক্ত পূজায় বিলোম-মাতৃকাবর্ণ উচ্চারণ পূর্ব্বক শঙ্খে জল দিবে। যথা—ক্ষং লং হং সং ষং শং বং লং রং যং মং ভং বং ফং পং, নং ধং দং থং তং, ণং ঢং ডং ঠং টং, ঞং ঝং জং ছং চং, ঙং ঘং গং খং কং, অঃ অং ঔং ওং ঐং এং ৯ৃং ৯ং ৠং ঋং ঊং উং ঈং ইং আং অং, এবং মূলমন্ত্র উচ্চারণ করত তিনবার জল দিবে। পরে আধারে মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ, শঙ্খে অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, জলে উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ বলিয়া গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিবে। পরে অঙ্কুশমুদ্রা দ্বারা শঙ্খের জল স্পর্শ করিয়া—ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব ইত্যাদি মন্ত্রে তীর্থ আবাহন করিবে। অনন্তর দেবতাকে ঐ জলে আবাহন করিয়া "হুং" মন্ত্রে অবগুণ্ঠন মুদ্রা ও "বষট্" মন্ত্রে গালিনীমুদ্রা প্রদর্শন করাইবে। পরে "বৌষট্" মন্ত্রে সেই জল দেখিয়া অর্ঘ্যপাত্রের উপর অঙ্গন্যাস এবং গন্ধপুষ্পাদিদ্বারা দেবতার পূজা পূর্ব্বক মৎস্যমুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন করতঃ মূলমন্ত্র আটবার জপ করিবে। পরে "বং" মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা দেখাইবে। তদনন্তর অর্ঘ্যপাত্রস্থ কিঞ্চিৎ জল প্রোক্ষণীপাত্রে লইয়া সেই জল নিজ মস্তকে ও পূজার উপকরণাদিতে কিঞ্চিৎ ছড়াইয়া দিবে। অনন্তর গণেশাদি পঞ্চদেবতার, নবগ্রহের, দশদিক্‌পাল ও সর্ব্বদেবদেবীর পূজা করিয়া পীঠন্যাস ক্রমে পীঠদেবতাদিগের পূজা করিবে। পরে পূর্ব্বোক্ত কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প লইয়া ধ্যান মন্ত্র পাঠ করিয়া সেই পুষ্প ঘটে বা দেবতার মস্তকে দিবে।

আবাহন

গণেশ, দুর্গা, বায়ু, আকাশ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ব্যাহৃতিদ্বারা

আবাহন করিবে। ব্যাহৃতি—ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ অমুকদেব (আবাহনী মুদ্রা দ্বারা) ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, (স্থাপনীমুদ্রা দ্বারা) ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ, (সন্নিধাপনীমুদ্রা দ্বারা) ইহ সন্নিধেহি, (সংরোধিনীমুদ্রা দ্বারা) ইহ সন্নিরুধ্যস্ব, (সম্মুখীকরণী মুদ্রাদ্বারা) অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, (কৃতাঞ্জলিপুটে) মম পূজাং গৃহাণ। এই স্থলে আবাহনের বিশেষমন্ত্র যাহা আছে তাহাও পাঠ করিতে হয়।

চক্ষুর্দ্দান

ঘৃতদ্বারা বিল্বপত্রে কাজল প্রস্তুত করিয়া বিল্বপত্রের বোঁটা দ্বারা সেই কাজল দিয়া মূলমন্ত্র বা গায়ত্রী পাঠপূর্ব্বক চক্ষুর্দ্দান করিবে। অগ্রে দক্ষিণ পরে বামনেত্রে কিন্তু ত্রিনেত্র দেবতা হইলে অগ্রে ঊর্দ্ধনেত্রে পরে দক্ষিণ এবং বামনেত্রে, স্ত্রীদেবতা হইলে অগ্রে বামচক্ষুঃ পরে দক্ষিণ চক্ষুঃ দান করিতে হয়।

প্রাণপ্রতিষ্ঠা

(লেলিহামুদ্রা দ্বারা প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হয়) শিব ও শক্তির ব্রহ্মরন্ধ্র বা গণ্ডদ্বয় বিষ্ণুর হৃদয় অন্য দেবতার চরণস্পর্শ করিয়া ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হোং হংসঃ অমুকদেবতায়াঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ। আং হ্রীং······অমুকদেবতায়াঃ জীব ইহ স্থিতঃ। ওঁ আং হ্রীং......অমুকদেবতায়াঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি। ওঁ আং হ্রীং······ অমুকদেবতায়াঃ বাঙ্মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা। হৃদয় স্পর্শ করিয়া ওঁ মনোজ্যোতির্জুষতামাজ্যস্য বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং তনোতু। অরিষ্টং যজ্ঞং সমিমং দধাতু বিশ্বেদেবাস ইহ মাদয়ন্তামোং প্রতিষ্ঠ। অস্যৈ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্তু অস্যৈ প্রাণাঃ ক্ষরন্তু চ। অস্যৈ দেবত্বসিদ্ধয়ে স্বাহা (পুং দেবতা হইলে অস্যৈ স্থলে অস্মৈ বলিবে)। পরে মূলমন্ত্র দশবার জপ করিয়া প্রতিমার অঙ্গে আং হৃদয়ায় নমঃ

ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গন্যাস করিবে। পরে যথাশক্ত্যুপচারে পূজা করিবে।

অধিবাস

প্রথমে দক্ষিণহস্তে কোশাস্থিত জলে ত্রিপত্র ও হরীতকী ধারণপূর্ব্বক তাহার উপর বামহস্ত নিম্নমুখে রাখিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে সঙ্কল্প করিতে হয়। যথা—বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ (বা দাসস্য ইত্যাদি) অমুকদেবতা-(দেবতার নাম) প্রীতিকামঃ সঙ্কল্পিত অমুকদেবতা-(দেবতার নাম) পূজাঙ্গভূতং শ্রীঅমুক-(দেবতার নাম) দেবতায়াঃ অধিবাসনকর্ম্মাহং করিষ্যামি। তৎপরে বরণডালাস্থিত মহী প্রভৃতি (মহী অর্থাৎ গঙ্গামৃত্তিকা, গন্ধ, শিলা অর্থাৎ নুড়ি, ধান্য, দূর্ব্বা, পুষ্প, ফল, দধি, ঘৃত, স্বস্তিক অর্থাৎ পিটুলি দ্বারা নির্ম্মিত দ্রব্যবিশেষ, সিন্দুর, শঙ্খ, কজ্জল, রোচনা অর্থাৎ বাটা হলুদ, সিদ্ধার্থ অর্থাৎ সাদা সরিষা, কাঞ্চন, রৌপ্য, তাম্র, চামর, দর্পণ, দীপ প্রশস্তিপাত্র অর্থাৎ বরণ-ডালাস্থিত সর্ব্বদ্রব্য) দ্রব্য স্পর্শ করিয়া মূলমন্ত্র বা গায়ত্রী জপ করিতে হইবে এবং ক্রমান্বয়ে এক একটী দ্রব্য হস্তে লইয়া নিম্নলিখিত বাক্যপাঠ করিয়া ঘটে প্রতিমায় ও ভূমিতে স্পর্শ করাইয়া পুনরায় বরণডালাতেই রাখিতে হইবে। বাক্যপাঠ—ওঁ অনয়া মহ্যা অস্যাঃ শুভাধিবাসনমস্তু (পুরুষ দেবতা হইলে 'অস্যাঃ' না বলিয়া 'অস্য' বলিতে হইবে), অনেন গন্ধেন অস্যাঃ শুভাধিবাসনমস্তু, অনয়া শিলয়া অস্যাঃ শুভাধিবাসনমস্তু, অনেন ধান্যেন অস্যাঃ শুভাধিবাসনমস্তু, অনয়া দূর্ব্বয়া অস্যাঃ শুভাধিবাসনমস্তু, অনেন পুষ্পেন অস্যাঃ শুভাধিবাসনমস্তু, অনেন ফলেন অস্যাঃ শুভাধিবাসনমস্তু, অনেন দধ্না অস্যাঃ শুভাধিবাসনমস্তু, অনেন ঘৃতেন অস্যাঃ শুভাধিবাসন-মস্তু, অনেন স্বস্তিকেন অস্যাঃ শুভাধিবাসনমস্তু, অনেন সিন্দূরেণ অস্যাঃ

শুভাধিবাসনমস্তু, অনেন শঙ্খেন অস্যাঃ শুভাধিবাসনমস্তু, অনেন কজ্জলেন অস্যাঃ শুভাধিবাসনমস্তু, অনয়া রোচনয়া অস্যাঃ শুভাধিবাসনমস্তু, অনেন সিদ্ধার্থেন অস্যাঃ শুভাধিবাসনমস্তু, অনেন কাঞ্চনেন অস্যাঃ শুভাধিবাসনমস্তু, অনেন রৌপ্যেণ অস্যাঃ শুভধিবাসনমস্তু, অনেন তাম্রেণ অস্যাঃ শুভাধিবাসনমস্তু, অনেন চামরেণ অস্যাঃ শুভাধিবাসনমস্তু, অনেন দর্পণেন অস্যাঃ শুভাধিবাসনমস্তু, অনেন দীপেন অস্যাঃ শুভাধিবাসনমস্তু, অনেন প্রশস্তি-পাত্রেণ অস্যাঃ শুভাধিবাসনমস্তু। অনন্তর আইভাঁড় প্রভৃতি মাঙ্গল্য দ্রব্য নিম্নলিখিত বাক্যপাঠ করিয়া ঘটে ও প্রতিমায় স্পর্শ করাইয়া যথাস্থানে রাখিতে হইবে। (আইভাঁড়) অনেন মাঙ্গল্যদ্রব্যেণ অস্যাঃ শুভাধিবাসনমস্তু, (শ্রী) অনেন মাঙ্গল্যদ্রব্যেণ অস্যাঃ শুভাধিবাসনমস্তু, ৫ বা ৭ গাছা (দূর্ব্বাসমন্বিত-হরিদ্রামিশ্রিত সূত্র) অনেন মাঙ্গল্য-সূত্রেণ অস্যাঃ শুভাধিবাসনমস্তু। অনন্তর স্ত্রীদেবতার বামহস্তের এবং পুরুষদেবতা হইলে দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধে ঐ সূতা বাঁধিয়া দিতে হইবে। অধিকন্তু স্ত্রীদেবতা হইলে তাঁহার কপালে সিন্দূরের ফোঁটা দিতে হইবে।

অনন্তর যে দেবদেবীর অধিবাস হইতেছে তাঁহার ষোড়শোপচারে পূজা করিতে হয়। অবশেষে নিবেদনীয় অন্য দ্রব্যসকল উৎসর্গ করিতে হয়। দুর্গাপূজাদি বিশেষ বিশেষ পূজায় পূর্ব্বদিনে অধিবাস করিতে হয়। সংক্ষেপ পূজায় সদাই করা হইয়া থাকে।

আবরণ পূজা

দেবতার পূজায় আবরণ বা অঙ্গপূজা করিতে হয়। প্রত্যেক দেবতারই আবরণপূজা বিভিন্ন প্রকারে হইয়া থাকে। যদি তাহা জানা না থাকে, তাহা হইলে "ওঁ আবরণদেবতাভ্যো নমঃ" বলিয়া পূজা করিলেও চলিবে। পরে দেবতার পরিবারগণের পূজা করিবে।

সংক্ষেপ হোম পদ্ধতি

(যজুর্ব্বেদী)

হোতা পূর্ব্বাভিমুখে আচমনপূর্ব্বক বালুকাদি দ্বারা সুপরিষ্কৃত স্থানে সপ্তবিংশতি অঙ্গুল প্রমাণ চতুরস্র মণ্ডল রচনাপূর্ব্বক চারিদিকে ৩ আঙ্গুল বাদ দিয়া হস্ত পরিমাণ স্থণ্ডিল করিবে এবং পরে উহা গোময়দ্বারা তিনবার লেপন করিয়া কুশ দ্বারা স্থণ্ডিলের পশ্চিম প্রান্ত হইতে পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত তিনটী রেখা করিবে। ঐ রেখা তিনটী দক্ষিণ দিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর দিক্ পর্য্যন্ত সমভাগে করিতে হইবে। দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে উল্লিখিত রেখা হইতে ধূলি লইয়া ঈশান কোণে ফেলিয়া দিবে। পরে স্থণ্ডিল জলের দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া নিজের দক্ষিণ দিকস্থিত কাংস্যপাত্রস্থ বা নূতন শরাবস্থ অগ্নি হইতে জ্বলদ অগ্নি গ্রহণ করিয়া ওঁ ক্রব্যাদ-মগ্নিং প্রহিণোমি দূরং যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ। এই মন্ত্র উচ্চারণ করত দক্ষিণ পশ্চিমকোণে ফেলিয়া দিবে। পরে অপর অগ্নি গ্রহণ পূর্ব্বক ওঁ ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া নিজের অভিমুখে স্থণ্ডিল মধ্যে বহ্নিস্থাপন করিবে। পরে প্রজ্বলিত অগ্নির প্রতি কৃতাঞ্জলি হইয়া মন্ত্রপাঠ করিবে; যথা—ওঁ সর্ব্বতঃ পাণিপাদান্তঃ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখঃ। বিশ্বরূপো মহানগ্নিঃ প্রণীতঃ সর্ব্বকর্ম্মসু। অনন্তর অগ্নির দক্ষিণদিকে যজ্ঞিয় কাষ্ঠ নির্ম্মিত পীঠে পূর্ব্বাগ্রে কুশ পাতিয়া ব্রহ্মার আসন কল্পনা করিবে। অনন্তর পূর্ব্ববৃত ব্রহ্মা অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করিয়া পশ্চিমাভিমুখে অবস্থান পূর্ব্বক ওঁ অহে দৈধিষব্যোদতাস্তিষ্ঠান্যস্য সদনে সীদ যোঽস্মৎ পাকতরঃ। এই মন্ত্র পাঠান্তে ব্রহ্মাসন দর্শন করিবে, পরে সেই ব্রহ্মাসন হইতে একটী কুশ বামহস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা গ্রহণপূর্ব্বক ওঁ নিরস্তঃ পাপ্মা সহ তেন বরং দ্বিষ্মঃ। এই মন্ত্র পাঠান্তে ঐ কুশটী দক্ষিণ পশ্চিমকোণে ফেলিয়া দিবে। পরে ওঁ ইদমহং বৃহস্পতেঃ সদনে

সীদামি প্রসূতো দেবেন সবিত্রা তদগ্নয়ে প্রব্রবীমি তদ্ বায়বে তৎ পৃথিব্যৈ। এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক অগ্নির অভিমুখে উপবেশন করিবে। কুশময় ব্রহ্মপক্ষে হোতাই উক্ত মন্ত্রসমূহ পাঠ করিবেন।

অনন্তর অগ্নির উত্তর দিকে আস্তরণের জন্য কতকটা স্থান বাদ দিয়া পূর্ব্বাগ্রকুশের দ্বারা দুইটী আসন কল্পনা করিয়া বামহস্তে চমস (চাম্‌চের মত) গ্রহণ করিয়া দক্ষিণ হস্তধৃত পাত্রস্থ জলের দ্বারা উহা পূরণপূর্ব্বক প্রথমে পশ্চিমাসনে রাখিয়া স্পর্শ করিয়া পূর্ব্বাসনে স্থাপন করিবে। পরে কুশাস্তরণ করিবে, যথা—অগ্নির পূর্ব্বদিকে ঈশান কোণ হইতে অগ্নি কোণ পর্য্যন্ত, দক্ষিণে ব্রহ্মাসন হইতে অগ্নি পর্য্যন্ত, পশ্চিমে নৈঋত কোণ হইতে বায়ু কোণ পর্য্যন্ত এবং উত্তরে অগ্নি হইতে প্রণীতা পর্য্যন্ত পূর্ব্বাগ্রে একসারি করিয়া কুশ পাতন করিবে।

অনন্তর অগ্রভাগ হইতে প্রাদেশ প্রমাণ (অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী প্রসারণ করিয়া সেই মাপে) কুশপত্র (পবিত্র) ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ। এই মন্ত্রে নখ ব্যতিরিকে কুশের দ্বারা ছেদন করিয়া ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতে স্থঃ, এই মন্ত্রে জলদ্বারা অভ্যুক্ষণপূর্ব্বক প্রোক্ষণীপাত্রে উত্তরাগ্রে রাখিবে। পরে তাহাতে প্রণীতোদক ঢালিয়া বামহস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পবিত্রাগ্র এবং দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পবিত্রের মূল ধরিয়া ঐ পবিত্রের মধ্যভাগের দ্বারা প্রোক্ষণীপাত্রের জল তিনবার উত্তোলন পূর্ব্বক ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া পবিত্র প্রোক্ষণীপাত্রে রাখিবে। পরে দক্ষিণহস্তের দ্বারা প্রোক্ষণীপাত্র উত্তোলন করিয়া বামহস্তে গ্রহণপূর্ব্বক তাহার কিঞ্চিৎ জল দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিদ্বারা ফেলিয়া দিবে। পরে প্রণীতাপাত্রস্থ জল দ্বারা উহা প্রোক্ষণ করিবে। তৎপরে প্রোক্ষণীপাত্রস্থ জলদ্বারা সকল দ্রব্যকে এক একবার প্রোক্ষণ করিয়া প্রণীতা ও অগ্নির মধ্যভাগে প্রোক্ষণীপাত্র রাখিয়া দিবে। অনন্তর আজ্যস্থালীতে ঘৃত ঢালিয়া অগ্নিতে গালাইয়া একখণ্ড জ্বলন্ত কাষ্ঠ ঘৃতের উপর চতুর্দ্দিকে

ঘুরাইবে। তদন্তর দক্ষিণহস্তে স্রুব গ্রহণ করিয়া প্রাগগ্রে অধোমুখে অগ্নিতে সামান্য গরম করিবে, পরে বামহস্তে উহা লইয়া সম্মার্জ্জন কুশ বটুকের অগ্রভাগ দ্বারা উহার উপরিভাগে মূল হইতে অগ্র পর্য্যন্ত এবং মূলের দ্বারা অধোভাগে অগ্রভাগ হইতে মূল দেশ পর্য্যন্ত সম্মার্জ্জন করিয়া প্রণীতোদক দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিবে, পরে উহা পুনরায় অগ্নিতে গরম করিয়া দক্ষিণাংশে রাখিবে। পরে পুনর্ব্বার ঘৃত উদ্বাসন করিয়া (উত্তোলন করিয়া) অগ্নির উত্তর ভাগে রাখিয়া পুনঃ অগ্নির পশ্চাৎ ভাগে রাখিবে। পরে ওঁ সবিতু স্ত্বা প্রসব উৎ পুণাম্যচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ (স্বাহা) এই মন্ত্রে পূর্ব্বপবিত্রের অগ্রভাগ বামহস্তের অনামা ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা এবং মূলদেশ দক্ষিণহস্তের অনামা ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা উত্তান হস্তে ধরিয়া উহার মধ্য-ভাগদ্বারা ঘৃত উত্তোলন পূর্ব্বক পবিত্র করিয়া উহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। পরে ঘৃত পাত্র অবলোকন করতঃ উহাতে কোন অপকৃষ্ট দ্রব্য থাকিলে তাহা ফেলিয়া দিয়া প্রোক্ষণীকেও পূর্ব্বমত পবিত্র দ্বারা পবিত্রীকৃত করিয়া উপযমন কুশগুলি দক্ষিণহস্তে গ্রহণ করিয়া বামহস্তে জড়াইয়া তিনটী ঘৃতাক্ত সমিধ অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিয়া দক্ষিণহস্তের গণ্ডূষে সপবিত্র প্রোক্ষণীপাত্রস্থ জল গ্রহণ করিয়া অগ্নির ঈশান কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর দিক পর্য্যন্ত সেচন করিবে। সংস্রব ধারণার্থ পাত্র প্রণীতা ও অগ্নির মধ্যস্থানে রাখিবে। পরে স্রুব গ্রহণ করিয়া দক্ষিণজানু ভূমিতে পাতিত করিয়া ব্রহ্মাকে স্পর্শ করিয়া "ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা" এই মন্ত্রে অগ্নির উত্তর ভাগে পূর্ব্বাগ্র অবিচ্ছিন্ন ঘৃতধারা দিবে। পরে অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ ঘৃত "ইদং প্রজাপতয়ে" এই মন্ত্রে দেবতার উদ্দেশে সংস্রব পাত্রান্তরে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ বিধি সর্ব্বত্র জানিবে। "ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা" এই মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণ ভাগে পূর্ব্বাগ্র অবিচ্ছিন্ন ঘৃতধারা দিবে, পরে "ইদমিন্দ্রায়" এই মন্ত্রে দেবতোদ্দেশে দান করিবে। "ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা" এই মন্ত্রে অগ্নির উত্তরার্দ্ধ পূর্ব্বার্দ্ধে ঘৃত দিবে, "ইদমগ্নয়ে" এই মন্ত্রে

দেবতোদ্দেশ। "ওঁ সোমায় স্বাহা" এই মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণার্দ্ধ পূর্ব্বার্দ্ধে ঘৃত দিবে, "ইদং সোমায়" এই মন্ত্রে দেবতোদ্দেশ। ইহা সর্ব্বকর্ম্মসাধারণ কুশণ্ডিকা।

অতঃপর প্রকৃত কর্ম্ম করিবে, যথা—বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীদুর্গাপ্রীতিকামঃ অমুকমন্ত্রেণ ইয়ৎসংখ্যাক-সাজ্যামুকসামগ্রিঃ (অথবা ইয়ৎসংখ্যকাজ্যাহুতিভিঃ) শ্রীদুর্গাদেবতাহোম-মহং করিষ্যে, পরার্থে করিষ্যামি। এইরূপে সংকল্প করিয়া "অগ্নে ত্বং বরদ-নামাসি" এই প্রকারে অগ্নির নামকরণ করিয়া ওঁ পিঙ্গভ্রূ-শ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গ-জঠরোরুণঃ। ছাগস্থঃ সাক্ষ-সূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চ্চিঃ শক্তিধারকঃ। এই মন্ত্রে ধ্যান করত ওঁ বরদনামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ এইরূপে আবাহন পূর্ব্বক ওঁ বরদনামাগ্নয়ে নমঃ এইরূপে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিবে। পরে ওঁ এতাভ্যঃ ইয়ৎসংখ্যকসাজ্যামুকসামগ্র্যৈ নমঃ, এতদধিপতয়ে বিষ্ণবে নমঃ, এতৎসম্প্রদানায় শ্রীমদ্দুর্গাদেব্যৈ নমঃ এইরূপে অর্চ্চনা করিয়া যথোক্ত মন্ত্রে হোম করিবে। ইদং শ্রীদুর্গাদেব্যৈ নমঃ এইরূপে দেবতোদ্দেশ করিবে।

অনন্তর উদীচ্য কর্ম্ম করিবে, যথা—ব্রহ্মা হোতাকে স্পর্শ করিয়া থাকিবেন। প্রথমে ঘৃতদ্বারা মহাব্যাহৃতি হোম করিবে, যথা—ওঁ ভূঃ স্বাহা। ইদমগ্নয়ে—দেবতোদ্দেশ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা। ইদং বায়বে—দেবতোদ্দেশ। ওঁ স্বঃ স্বাহা। ইদং সূর্য্যায়—দেবতোদ্দেশ। পরে প্রায়শ্চিত্ত হোম করিবে। যথা—বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যেত্যাদি শ্রীঅমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা কৃতেঽস্মিন্ হোমকর্ম্মণি যদ্ বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় "ত্বন্নো অগ্নে" ইত্যাদিভিঃ পঞ্চভির্ম্মন্ত্রৈঃ প্রায়শ্চিত্তহোম-মহং করিষ্যে। এইরূপে সংকল্প করিয়া—"ওঁ অগ্নে ত্বং বিধুনামাসি" এইরূপ অগ্নির নাম করিয়া "ওঁ বিধুনামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি বলিয়া আবাহন করত "ওঁ বিধুনামাগ্নয়ে নমঃ" এই মন্ত্রে গন্ধপুষ্পাদি-

দ্বারা অগ্নির পূজা করিবে। পরে ওঁ ত্বন্নো অগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্ দেবস্য হেড়ো অব যাসিসীষ্ঠাঃ। যজিষ্ঠো বহ্নিতমঃ শোশুচানো বিশ্বা দ্বেষাংসি প্রমুমুগ্ধ্যস্মৎ স্বাহা। ইদং মগ্নীবরুণাভ্যাং—ইতি দেবতোদ্দেশ। ওঁ সত্বন্নো অগ্নেঽবমো ভবোতী নেদিষ্ঠো অস্যা উষসো ব্যুষ্টৌ। অব যক্ষ্ব নো বরুণং ররাণো বীহি মৃড়ীকং সুহবো ন এধি স্বাহা। ইদমগ্নীবরুণাভ্যাং—দেবতোদ্দেশ। ওঁ অয়াশ্চাগ্নেঽস্যনভিশস্তিপাশ্চ সত্যমিত্ত্ব ময়া অসি। অয়া নো যজ্ঞং বহা স্যয়া নো ধেহি ভেষজং স্বাহা। ইদমগ্নয়ে—দেবতোদ্দেশ। ওঁ যে তে শতং বরুণ যে সহস্রং যজ্ঞিয়াঃ পাশা বিততা মহান্তঃ। তেভির্নো অদ্য সবিতোত বিষ্ণু বিশ্বে মুঞ্চন্তু মরুতঃ স্বর্কাঃ স্বাহা। ইদং বরুণায় সবিত্রে বিষ্ণবে বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো মরুদ্ভ্যঃ স্বর্কেভ্যঃ—দেবতোদ্দেশ। ওঁ উদুত্তমং বরুণ পাশমস্মদবাধমং বিমধ্যমং শ্রথায়। অথা বয় মাদিত্যব্রতে তবানাগসো অদিতয়ে স্যাম স্বাহা। ইদং বরুণায়—দেবতোদ্দেশ। ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা। ইদং প্রজাপতয়ে—দেবতোদ্দেশ। ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা। ইদমগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে—দেবতোদ্দেশ। অতঃপর ওঁ সূর্য্যায় স্বাহা ইদং সূর্য্যায়—দেবতোদ্দেশ। এইরূপে আদিত্যাদি নবগ্রহের হোম করিবে। ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা। ইদমিন্দ্রায়—দেবতোদ্দেশ। এইরূপে ইন্দ্রাদি দশদিকপালের হোম করিবে। অথবা—ওঁ সূর্য্যাদি-নবগ্রহেভ্যঃ স্বাহা। ইদং সূর্য্যাদিগ্রহেভ্যঃ—দেবতোদ্দেশ। ওঁ ইন্দ্রাদিদশদিক্ পালেভ্যঃ স্বাহা। ইদমিন্দ্রাদিদশদিক্পালেভ্যঃ—দেবতোদ্দেশ। তৎপরে গ্রাম্য দেবতা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী ও বাস্তুর দেবতাগণের হোম করিতে হয়। তৎপরে "ওঁ অগ্নে ত্বং মৃড়নামাসি" এইরূপে নাম করিয়া "ওঁ মৃড়নামাগ্নে ইহাগচ্ছ" ইত্যাদিরূপে আবাহন করতঃ ওঁ মৃড়নামাগ্নয়ে নমঃ এই মন্ত্রে অগ্নির পূজা করিবে। পরে ফল তাম্বূলাদি অগ্নিকে প্রদান করত পূর্ণাহুতি দিবে। যথা।—যজমানের সহিত উঠিয়া ঘৃতপূর্ণ স্রুব গ্রহণ করত ওঁ মূর্দ্ধানং দিবো

আরতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানর মৃত আজাতমগ্নিম্। কবিং সম্রাজমিতিথিং জনানামাসন্না পাত্রং জনয়ন্ত দেবাঃ স্বাহা। এই মন্ত্রে পূর্ণাহুতি দিবে। পরে অগ্নির ঈশান কোণে দুগ্ধ ঢালিয়া স্রুবের দ্বারা হোমভস্ম গ্রহণ-পূর্ব্বক অনামিকা দ্বারা তিলক করিবে। ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং (ললাটে)। ওঁ জমদগ্নেস্ত্র্যায়ুষং (কণ্ঠে)। ওঁ যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং (দক্ষিণস্কন্ধে)। ওঁ তন্মে অস্তু ত্র্যায়ুষং (হৃদয়ে)। পরে "ওঁ অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ" বলিয়া অগ্নিকে বিসর্জ্জনপূর্ব্বক "ওঁ পৃথ্বি ত্বং শীতলা ভব" এই মন্ত্রে অগ্নিতে দধি ও জল সেচন করিবে। পরে শান্তি করিবে। শান্তিমন্ত্র পরে লিখিত হইতেছে। তৎপরে ওঁ এতস্মৈ পূর্ণপাত্রায় নমঃ (অথবা পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যায় নমঃ), এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এৎসম্প্রদানায় ওঁ ব্রাহ্মণায় নমঃ, এইরূপে অর্চ্চনা করিয়া বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যেত্যাদি শ্রীঅমুকদেবতা প্রীতিকামনয়া কৃতৈতদ্ধোম-কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং পূর্ণপাত্রং (পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যং) শ্রীবিষ্ণু-দৈবতমহং অমুকগোত্রায় শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণে ব্রহ্মণে ব্রাহ্মণায় (কুশব্রহ্মপক্ষে—যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়) সম্প্রদদে। এইরূপে পূর্ণাপাত্র দক্ষিণা দান করিয়া স্ব স্ব কর্ম্মের দক্ষিণা দান করিবে। (কুশব্রাহ্মণ পক্ষে) ওঁ ব্রহ্মন্ ক্ষমস্ব এই মন্ত্রে বিসর্জ্জন করিয়া গ্রন্থিমোচন করিবে।

দক্ষিণা

উদাহরণ স্বরূপ দুর্গাদেবীর দক্ষিণার নিয়ম দেওয়া হইল।

প্রথমে পূজকের দক্ষিণা দিতে হয়। যজমান "ওঁ এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ" বলিয়া রজতমুদ্রাদি অর্চ্চনা করিয়া বামহস্ত উপুড় করিয়া ধরিয়া এবং দক্ষিণ হস্তদ্বারা ত্রিপত্র সহ কোশার জলে হরীতকী ধরিয়া নিম্নোক্ত বাব বলিবে—বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ শ্রীদুর্গাপ্রীতিকামনয়া মৎসঙ্কল্পিত শ্রীদুর্গাপূজনকর্ম্মণি

কৃতৈতৎপূজনকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমহং অমুকগোত্রায় শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণে (পূজকের গোত্র ও নাম) পূজকায় ব্রাহ্মণায় তুভ্যং সম্প্রদদে, বলিয়া জলের ছিটা দিয়া পূজকের হস্তে দিতে হয়। অতঃপর পুরোহিত সেই দক্ষিণা লইয়া "ওঁ স্বস্তি" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। তাহার পর মূল দক্ষিণার অর্চ্চনা করিয়া পুনরায় বলিবেন—বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ…… শ্রীদুর্গাপ্রীতিকামনয়া কৃতৈতদ্দুর্গাপূজনকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতমহং শ্রীদুর্গায়ৈ তুভ্যং সম্প্রদদে, এই বলিয়া জলের ছিটা দিতে হয়। পূজক ঐ দক্ষিণা ঘটে স্পর্শ করাইয়া লইবেন। অনন্তর অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্য সমাধান করিবেন।

সায়ং আরতি

সন্ধ্যার পর চারি দণ্ডের ভিতরেই দেবতার আরতি সম্পন্ন করিয়া শীতল দিতে হয়।

বিসর্জ্জন

পরদিন সকালে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া দইকড়মা (সংস্কৃত নাম দধিকড়ম্ব) নিবেদন করিতে হয়। দইকড়মার মন্ত্র—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ দধিকড়ম্বায় নমঃ, ইদং দধিকড়ম্বং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ। তাহার পর আরতি করিয়া "ওঁ দুর্গে দেবি ক্ষমস্ব" পাঠ করিয়া ঘটে জলের ছিটা দিয়া ঘট ও প্রতিমা সামান্য নাড়াইয়া দিবে। অতঃপর সংহার মুদ্রায় একটী নির্ম্মাল্য অর্থাৎ নিবেদিত পুষ্প গ্রহণ করিয়া আঘ্রাণপূর্ব্বক (সেই সময় মনে করিতে হইবে যেন তেজঃস্বরূপিণী দেবী হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছেন) হস্ত ধৌত করিয়া কুণ্ডহাঁড়ীর উপর হইতে দর্পণ হস্তে লইয়া দেবীর মুখের দিকে ধরিয়া তাঁহার প্রতিবিম্ব লইয়া পর পৃষ্ঠায় লিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন—

ওঁ উত্তরে শিখরে দেবি ভূম্যাং পর্ব্বতবাসিনি।
ব্রহ্মযোনি-সমুৎপন্নে গচ্ছ দেবি মমান্তরম্॥
ওঁ গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং পরমেশ্বরি।
সংবৎসরে ব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ॥

দ্রষ্টব্য—পুরুষ দেবতা হইলে উপর্য্যুক্ত মন্ত্রের শেষের দুই লাইন বলিতে হইবে এবং 'পরমেশ্বরি' স্থানে 'পরমেশ্বর' বলিতে হইবে।

অনন্তর ঘণ্টাবাদ্যাদি সহ দর্পণটী হলুদজলে ডুবাইয়া দেবতার পায়ের নিক বাখিতে হইবে, যাহাতে দেবতার পাদপদ্ম উহাতে প্রতিবিম্বিত হয়। অতপরঃ ঈশান-কোণে ত্রকোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া "ওঁ নির্ম্মাল্যধারিণ্যৈ নমঃ" বলিয়া ঐ মণ্ডলের উপর নির্ম্মাল্য বা নিবেদিত পুষ্প স্থাপন করিবে, তাহার পর বাদ্যাদি সহকারে ঘট এবং প্রতিমাকে যথাসময়ে নদী, প্রশস্ত পুষ্করিণী প্রভৃতিতে নিক্ষেপ করিবে, কিন্তু ঘটটীকে জলে পূর্ণ করিয়া পুনরায় গৃহে ফিরাইয়া আনিতে হয়। শেষে ঐ ঘটের জল দ্বারা পুরোহিত শান্তি দিবেন।

শান্তি

যজমান স্বজনগণসহ পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিলে পূজক পশ্চিমাভিমুখে দাঁড়াইয়া কুশ বা আম্র পল্লবাদি দ্বারা ঘটের জল সকলের মাথায় ছিটাইয়া দিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে—

কয়া নশ্চিত্র ইতি ঋকত্রয়স্য বামদেব ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ ইন্দ্রো দেবতা শান্তিকর্ম্মণি জপে বিনিয়োগঃ।

ওঁ কয়া নশ্চিত্র আ ভুব,-দূতী সদা বৃধঃ সখা। কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা॥ ওঁ কস্বা সত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো মৎস-দন্ধসঃ। দৃঢ়া চিদারুজে বসু॥ ওঁ অভী ষুণঃ সখীনা, মবিতা জরিতৃ‌ণাং। শতং ভবাস্যূতয়ে॥ (ঋগ্বেদী ও যজুর্ব্বেদী পক্ষে—ভবাস্যূতিভিঃ বলিবে)। এই মন্ত্রতিনটী তিনবার পাঠ করিয়া

(ঋগ্বেদ ও যজুর্ব্বেদের এই মন্ত্র সাম নহে, তজ্জন্য তত্তদ্‌বেদীরা একবার পাঠ করিয়া) ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্র ইত্যাদি মন্ত্রও তিনবার (ঋগ্বেদী ও যজুর্ব্বেদী একবার) উচ্চারণ করিবে। স্বস্তি ন ইন্দ্র ইত্যাদি মন্ত্রের পূর্ব্বে যজুর্ব্বেদীয় বিশেষ মন্ত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ওঁ দ্যৌঃ শান্তি-রন্তরিক্ষং শান্তিঃ, পৃথিবী শান্তি-রাপঃ শান্তি-রোষধয়ঃ শান্তিঃ। বনস্পতয়ঃ শান্তি-র্বিশ্বে দেবাঃ শান্তি-র্ব্রহ্ম শান্তিঃ, সর্ব্বং শান্তিঃ, শান্তিরেব শান্তিঃ, সা মা শান্তিরেধি ॥

সর্ব্বসাধারণের জন্য—ওঁ সর্ব্বরোগশান্তিঃ। ওঁ সর্ব্বাপচ্ছান্তিঃ। ওঁ যত এবাগতং পাপং তত্রৈব প্রতিগচ্ছতু। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

এই প্রকারে শান্তিজল লইয়া প্রণাম ও আশীর্ব্বাদাদি করিয়া মিষ্টান্ন খাইতে হয়।

সূতিকাষষ্ঠী পূজা

(ষেটেরা পূজা)

পুত্রজননের ষষ্ঠদিবসে পিতা সন্ধ্যাবেলা আচমনপূর্ব্বক উত্তরাভিমুখে বসিয়া স্বস্তিবাচন পাঠ করিয়া "সূর্য্যঃ সোম" ইত্যাদি মন্ত্র বলিয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা—ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রস্য শ্রীমতো মমাভিজাতনবকুমারস্য সংরক্ষণকামঃ (সর্ব্বারিষ্টপ্রশমনপূর্ব্বকদীর্ঘায়ুষ্ট্বকমো বা) বহির্বলিদানানন্তরং গণেশষষ্ঠ্যাদিদেবতাপূজনকর্ম্মাহং করিষ্যে। অতঃপর সংকল্পসূক্ত পাঠানন্তর বাহিরে সাতটী মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তাহার উপর আস্তৃত কুশোপরি বটপত্রে মাষভক্তবলি দিবে। যথা—(ক্ষেত্রপালগণকে) "ওঁ ক্ষেত্রপালা ইহাগচ্ছত" ইত্যাদিরূপে আবাহন করিয়া পাদ্যাদি দ্বারা পূজাপূর্ব্বক "ওঁ ক্ষেত্রপালা নমো বোঽস্তু সর্ব্বশক্তিফলপ্রদাঃ। বালস্য বিঘ্ননাশায় প্রতিগৃহ্ণন্ত্বিমং বলিম্ ॥" এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ক্ষেত্রপালেভ্যো

নমঃ”। অনন্তর পূর্ব্বাদি দিকস্থিত ভূতগণকে আবাহনপূর্ব্বক পূজা করিয়া “ওঁ পূর্ব্বাদিদিগ্বিভাগেষু স্বস্থানপ্রতিবাসিনঃ। শান্তিং কুর্ব্বন্তু তে সর্ব্বে প্রতিগৃহ্নন্ত্বিমং বলিম্॥ এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ পূর্ব্বাদিদিগ্বিভাগস্থভূতেভ্যো নমঃ” বলিয়া মাষভক্তবলি প্রদান করিবে। তারপর ভূতদৈত্য-পিশাচগণকে আবাহনপূর্ব্বক পূজা করিয়া “ওঁ ভূতদৈত্যপিশাচাস্থা গন্ধর্ব্বা যক্ষরাক্ষসাঃ। শুভং কুর্ব্বন্তু তে সর্ব্বে মম গৃহ্নন্ত্বিমং বলিম্॥ এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ভূতদৈত্যপিশাচাদিভ্যো নমঃ” বলিয়া প্রদান করিবে। অনন্তর মাতৃকাগণকে আবাহন ও পূজা করিয়া “ওঁ নানারূপধরাঃ সর্ব্বা মাতরো দেবযোনয়ঃ। স্বয়ং রক্ষন্তু মে পুত্রং তুষ্টা গৃহ্নন্ত্বিমং বলিম্॥ এষ মাষভক্ত-বলিঃ ওঁ মাতৃভ্যো নমঃ।” অতঃপর আদিত্যাদি নবগ্রহকে আবাহনপূর্ব্বক পূজা করিয়া “ওঁ আদিত্যাদি গ্রহা যে চ স্বস্থানপ্রতিবাসিনঃ। শান্তিং কুর্ব্বন্তু তে সর্ব্বে মম গৃহ্নন্ত্বিমং বলিম্॥ এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ আদিত্যাদি-নবগ্রহেভ্যো নমঃ” বলিয়া প্রদান করিবে। অনন্তর যোগিন্যাদিকে আবাহনপূর্ব্বক পূজা করিয়া “ওঁ যোগিনী ডাকিনী চৈব মাতরো নিবসন্তি যাঃ। শান্তিং কুর্ব্বন্তু তাঃ সর্ব্বা মম গৃহ্নন্ত্বিমং বলিম্॥ এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ যোগিন্যাদিভ্যো নমঃ।” বলিয়া দিবে। তৎপরে দিক্‌পালদিগকে আবাহন-পূর্ব্বক পূজা করিয়া “ওঁ দিক্‌পালাশ্চ তথেন্দ্রাস্থাঃ স্বস্থানপ্রতিবাসিনঃ। শান্তিং কুর্ব্বন্তু তে সর্ব্বে মম গৃহ্নন্ত্বিমং বলিম্। এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ইন্দ্রাদি-লোকপালেভ্যো নমঃ।” বলিয়া দিবে। অনন্তর দ্বারদেশে গমন করিয়া “ওঁ দ্বারপালেভ্যো নমঃ” বলিয়া পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া “ওঁ দ্বারপাল নমস্তুভ্যং সর্ব্বশান্তিফলপ্রদ (সর্ব্বোপদ্রবনাশন)। বালবিঘ্নবিনাশায় পূজাং গৃহ্ন সুরোত্তম॥ ওঁ খড়্গপাণে নমস্তুভ্যং সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন। ত্বৎপ্রসাদাদ-বিঘ্নেন চিরং জীবতু বালকঃ॥” বলিয়া দিবে। অতঃপর ওঁ জম্ভায় নমঃ বলিয়া পূজা করিয়া প্রণাম করিবে, যথা—ওঁ জম্ভাসুর মহাবীর সর্ব্বশান্তি-ফলপ্রদ। রক্ষস্ব মম বালং ত্বং পূজাং গৃহ্ন যথাসুখং॥ তৎপরে সামান্যার্ঘ্য

হইতে মাতৃকান্যাস পর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া ঘটস্থাপনমন্ত্রে ঘটস্থাপন করিয়া "গাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা করাঙ্গন্যাস সমাপনান্তে গণেশকে ধ্যান করিয়া "ওঁ গণেশ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ" ইত্যাদি মন্ত্র বলিয়া আবাহনপূর্ব্বক পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবে। তৎপরে গণেশকে প্রণাম করিবে, "ওঁ সর্ব্ববিঘ্নরোঽসি ত্বমেকদন্তো গজাননঃ। ষষ্ঠীগেহেঽর্চ্চিতঃ প্রীত্যা শিশুং দীর্ঘায়ুষং কুরু॥ লম্বোদর মহাভাগ সর্ব্বোপদ্রবনাশন। ত্বৎপ্রসাদাদ-বিঘ্নেন চিরং জীবতু বালকঃ॥" বলিয়া গণেশকে প্রণাম করিবে। অনন্তর ষষ্ঠীপূজা করিবে। প্রথমে ষাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ষীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা করাঙ্গন্যাস করিয়া ষষ্ঠীদেবীর ধ্যান করিবে। যথা—"ওঁ দ্বিভুজাং হেমগৌরাঙ্গীং রত্নালঙ্কারভূষিতাম্। বরদাভয়হস্তাঞ্চ শরচ্চন্দ্রনিভাননাম্। পট্টবস্ত্রপরীধানাং পীনোন্নতপয়োধরাম্। অঙ্কার্পিতসুতাং ষষ্ঠীমম্বুজস্থাং বিচিন্তয়েৎ॥" বলিয়া ধ্যান করিয়া মানসোপচার দ্বারা পূজা সমাপন করিয়া পীঠ দেবতার পূজা করিবে। যথা—আধারশক্ত্যাদিকে আবাহন-পূর্ব্বক পূজা করিবে, পরে জয়াদিগকে আবাহনপূর্ব্বক পূজা করিবে। যথা—'ওঁ জয়ায়ৈ নমঃ' বলিয়া গন্ধ ও পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিবে। এই প্রকার 'ওঁ বিজয়ায়ৈ নমঃ' ওঁ অজিতায়ৈ নমঃ, ওঁ অপরাজিতায়ৈ নমঃ, ওঁ কাল্যৈ নমঃ, ওঁ ভদ্রকাল্যৈ নমঃ, 'ওঁ মঙ্গলায়ৈ নমঃ', 'ওঁ সিদ্ধায়ৈ নমঃ', মধ্যে 'ওঁ লোহিতায়ৈ নমঃ', 'ওঁ মৃষোণায়ৈ নমঃ'। অনন্তর পূর্ব্ববৎ ধ্যান করিয়া আবাহন করিবে। আবাহন মন্ত্র যথা—ওঁ আয়াহি বরদে দেবি মহাষষ্ঠীতি বিশ্রুতে। শক্তিরূপেণ মে পুত্রং রক্ষ জাগরবাসরে॥ ষষ্ঠীদেবি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি বলিয়া আবাহনপূর্ব্বক "ওঁ ষষ্ঠ্যৈ নমঃ" বলিয়া পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবে। অনন্তর ওঁ গৌর্য্যাঃ পুত্রো যথা স্কন্দঃ শিশুঃ সংরক্ষিতস্ত্বয়া। তথা মমাপ্যয়ং বালো রক্ষ্যতাং ষষ্ঠি তে নমঃ॥ এই মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া স্তবপাঠ পূর্ব্বক প্রণাম করিবে। যথা—ওঁ জগন্মাতর্জগদ্ধাত্রী (জয় দেবি জগন্মাতঃ) জগদানন্দকারিণি।

প্রসীদ মম দেবেশি ষষ্ঠীদেবি নমোঽস্তু তে ॥ ওঁ শক্তিস্ত্বং সর্ব্বদেবানাং লোকানাং হিতকারিণি। ত্বমিমং রক্ষ মে বালং মহাষষ্ঠি নমোঽস্তু তে॥ ওঁ ভূতদৈত্যপিশাচেষু ডাকিনীযোগিনীষু চ। মাতেব রক্ষ মে পুত্রং শ্বাপদে পন্নগেষু চ। ষষ্ঠীদেবি মহাভাগে ভক্তানামভয়প্রদে। বরদে ত্বৎ-প্রসাদেন চিরং জীবতু বালকঃ। অস্মিংস্তু সূতিকাগারে দেবীভিঃ পরি-বারিতে। রক্ষাং কুরু মহাভাগে সর্ব্বোপদ্রবনাশিনী॥ ওঁ আয়ুর্দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে। পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি সর্ব্বান্ কামাংশ্চ দেহি মে॥ অতঃপর "ওঁ ত্রিশরণায়ৈ নমঃ" বলিয়া পূজা করিবে। এই প্রকার বৃদ্ধমাতা, গৌরী, চকটপূতনা, পূজিতহারিণী, গোময় পুত্তলিকায় জাতহারিণী, ইহাদিগকে পূজা করিবে। অনন্তর জয়ন্তী, মঙ্গলা, কালী, ভদ্রকালী, কপালিনী, দুর্গা, শিবা, ক্ষমা, ধাত্রী, স্বাহা, স্বধা, ইহাদিগের পূজা করিবে। তৎপরে গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি, তুষ্টি, আত্মদেবতা ও কুলদেবতাকে পূজা করিবে। প্রত্যেকের পৃথক্ পূজায় অক্ষম হইলে "ওঁ গৌর্য্যাদিষোড়শমাতৃকাভ্যো নমঃ" বলিয়া পূজা করিবে। তৎপরে ওঁ জন্মদায়ৈ নমঃ বলিয়া জন্মদার পূজান্তে প্রণাম করিবে, মন্ত্র যথা—ওঁ যা জন্মদেতি বিখ্যাতা শুভদা ভুবি পূজিতা। করোতু সর্ব্বদা রক্ষাং বালস্য সূতিকাগৃহে॥ অনন্তর মার্কণ্ডেয়কে ধ্যান করিয়া পূজা করিবে। পুষ্পাঞ্জলি দিবার মন্ত্র—ওঁ মার্কণ্ডেয় মহাবাহো প্রার্থয়েঽহং কৃতাঞ্জলিঃ। চিরজীবী যথা ত্বং ভোস্তথা ভবতু মে সুতঃ। অনন্তর সপ্ত চিরজীবিগণের পূজা করিবে। (অশ্বত্থামা, বলি, ব্যাস হনুমান্, বিভীষণ, কৃপ, পরশুরাম—এই সপ্ত চিরজীবী)। অতঃপর "ওঁ নারদাদিভ্যো নমঃ" বলিয়া পূজা করিবে, এই প্রকার গঙ্গায়ৈ নমঃ, দুর্গায়ৈ নমঃ, মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ, সরস্বত্যৈ নমঃ, অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রেভ্যো নমঃ, বিষ্কুম্ভাদিযোগেভ্যো নমঃ, ববাদিকরণেভ্যো নমঃ,

প্রতিপদাদি-তিথিভ্যো নমঃ, সূর্য্যাদিবারেভ্যো নমঃ, বলিয়া ইহাদিগের পূজা করিবে। অনন্তর স্কন্দকে আবাহনপূর্ব্বক পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া "ওঁ কার্ত্তিকেয় মহাবাহো (মহাভাগ বা) গৌরীহৃদয়নন্দন। বালং মে রক্ষ ভীতিভ্যঃ ষড়ানন নমোঽস্তু তে ॥" বলিবে। অনন্তর শিবায়ৈ নমঃ, সম্ভূত্যৈ নমঃ, কীর্ত্ত্যৈ নমঃ, সন্তত্যৈ নমঃ, অনসূয়ায়ৈ নমঃ, ক্ষমায়ৈ নমঃ এইরূপে পূজা করিবে, অথবা ওঁ ষট্ কৃত্তিকাভ্যো নমঃ বলিয়া পূজা করিবে। তৎপরে মন্থানদণ্ডের পূজা করিবে। প্রণাম মন্ত্র—ওঁ মন্থান মন্দরোঽসি ত্বং মথিতঃ সাগরস্ত্বয়া। তথা মমাপি পুত্রস্য মথ বিঘ্নং নমোঽস্তু তে ॥ তৎপরে বাসুদেবকে পাদ্যাদিদ্বারা পূজা করিয়া প্রণাম করিবে, যথা—ওঁ বাসুদেব নমস্তে তু শঙ্খচক্রগদাধর। কুমারং রক্ষ ভীতিভ্যঃ শান্তিং কুরু নমোঽস্তু তে ॥ ত্রৈলোক্যপূজিত শ্রীমন্ দৈত্যচক্রবিমর্দ্দন। শান্তিং কুরু গদাপাণে নারায়ণ নমোঽস্তু তে ॥ অনন্তর পুনর্ব্বার মাষভক্তবলি দিবে। মন্ত্র—ওঁ বলিং গৃহ্নন্তু মে দেবা আদিত্যা বসবস্তথা। মরুতশ্চাশ্বিনৌ দেবাঃ সুপর্ণাঃ পন্নগা গ্রহাঃ ॥ অসুরা যাতুধানাশ্চ রথস্থা দেবতাশ্চ যাঃ। দিবিষ্ঠা লোকপালাশ্চ যে চ বিঘ্নবিনায়কাঃ। সর্ব্বতঃ স্বস্তি কুর্ব্বন্তু দিব্যা মহর্ষয়স্তথা। সুতং কুর্ব্বন্তু মে রক্ষাং শান্তিং পুষ্টিং ধৃতিস্তথা ॥ এষ মাষভক্তবলিঃ সর্ব্বেভ্যো নমঃ, বলিয়া মাষভক্তবলি প্রদান করিবে। পরে—ওঁ যে রৌদ্রা রৌদ্রকর্ম্মাণো রৌদ্রস্থাননিবাসিনঃ। সৌম্যাশ্চৈব তু যে কেচিৎ সৌম্যস্থাননিবাসিনঃ। মাতরো রৌদ্ররূপাশ্চ গণানামধিপাশ্চ যে। বিঘ্নভূতাস্তথা চান্যে দিগ্বিদিক্ষু সমাশ্রিতাঃ। সর্ব্বে তে প্রীতমনসঃ প্রতিগৃহ্নন্ত্বিমং বলিম্। সিদ্ধিং দিশন্তু মে পুত্রং ভয়েভ্যঃ পান্তু মে সদা ॥ এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ভূতেভ্যো নমঃ। এই বলিয়া মাষভক্তবলি প্রদান করিবে। পরে বালককে বস্ত্রাবৃত ব্যজনের উপর রাখিয়া ষষ্ঠীর পদে সমর্পণ করিবে। মন্ত্র—ওঁ দেবানাঞ্চ ঋষীণাঞ্চ ভক্তানাং ভববৎসলে। মাতেব রক্ষ মে পুত্রং মহাষষ্ঠি নমোঽস্তু তে ॥ জননী সর্ব্বভূতানাং বালানাঞ্চ বিশেষতঃ।

নারায়ণীস্বরূপেণ সুতং মে রক্ষ সর্ব্বতঃ।। জগদাদ্যে জগন্মাতর্জগদানন্দ-কারিণি। সমর্পিতো ময়া দেবি পাদয়োস্তব মে সুতঃ। নিজপুত্রবদেনং ত্বং কুরু দীর্ঘায়ুষং সদা। অয়ং মম কুলোৎপন্নো রক্ষার্থং পাদয়োস্তব। নীতো ময়া মহাভাগে চিরং জীবতু বালকঃ।। এই বলিয়া পরে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রণাম করিবে। মন্ত্র যথা—ওঁ মাহেশ্বরি শিবে নিত্যং শিবদে শিবনায়িকে। সুতং মে রক্ষ পদ্মাক্ষি শিবো ভবতু মে সুতঃ।। অনন্তর সাদা সরিষা ছড়াইয়া "ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ। অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা বিঘ্নকারকাঃ।। বিনায়কা বিঘ্নকরা মহোগ্রা যজ্ঞদ্বিষো যে পিশিতাশনাশ্চ। সিদ্ধার্থকৈর্বজ্র-সমানকল্পৈর্ময়া নিরস্তা বিদিশঃ প্রয়ান্তু।।" এই মন্ত্র বলিয়া শিশুকে রক্ষা করিবে। তৎপরে দক্ষিণান্ত করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্য সমাপন করিবে। অনন্তর ধনুঃকাণ্ড গৃহে রাখিয়া আচারবশতঃ বকুলপত্র দ্বারা হোম করিবে। তৎপরে বিষ্ণুর দ্বাদশ নাম কুঙ্কুম বা হরিদ্রাদ্বারা বস্ত্রে লিখিয়া বালক ও প্রসূতির শিরোদেশে রাখিবে। বিষ্ণুর দ্বাদশ নাম, যথা—কেশব, অচ্যুত, গোবিন্দ, পদ্মনাভ, ত্রিবিক্রম, বাসুদেব, হৃষীকেশ, পুণ্ডরীকাক্ষ, বামন, নরসিংহ, হয়গ্রীব ও নারায়ণ, এই কয়টী নাম হরিদ্রা বা কুঙ্কুম দ্বারা বস্ত্রে লিখিবে। এই দিনে ১২শ জন ব্রাহ্মণের পদধূলি লইয়া মিষ্টান্নাদি দান করিতে হয়। সূতিকাগৃহে ছাগ, ছাগের খোঁটা, অস্ত্র, অগ্নি, জল, দোয়াত, কলম, প্রদীপ লৌহ, ঘুনসি, আতমরা ফল ও তালপত্র প্রভৃতি রাখিতে হয়। নিজে পূজা না করিয়া পুরোহিত দ্বারা পূজা করাইলে পুরোহিতকে বস্ত্র দিতে হয়।

সূর্য্যার্ঘ্য

দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ কামনায় সূর্য্যার্ঘ্য দিবার বিধান আছে। সূর্য্যার্ঘ্য শুক্লপক্ষে সপ্তমী তিথিতে ও রবিবারে দিবার প্রশস্ত সময়। পূর্ব্বদিনে নিরামিষ ভোজন করিতে হয় এবং কর্ম্মের দিনে

প্রাতঃস্নানাদি ও প্রাতঃ সন্ধ্যাদি ক্রিয়া শেষ করিয়া গন্ধাদি ও নারায়ণাদির অর্চ্চনাপূর্ব্বক "ওঁ সূর্য্যঃ সোম" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠান্তে সঙ্কল্প করিতে হয়। যথা—বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ শ্রীঅমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা (অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ দাসস্য বা) গোচরবিলগ্নাদি-যথাস্থানাবস্থিতাবলোকক-রব্যাদি-নবগ্রহ-সংসূচিত-সংসূচ্যমান সংসূচয়িষ্যমাণ-সর্ব্বারিষ্টপ্রশমনপূর্ব্বকং জীববদেতৎ-স্থূলশরীরা-বিরোধেন সর্ব্বরোগাণাং ঝটিতিপ্রশমনকামঃ ওঁ হংসায় নমঃ ইত্যাদি সপ্ততিসংখ্যকমন্ত্রৈঃ শ্রীসূর্য্যার্ঘ্যদানমহং করিষ্যে (অপরের নিমিত্ত হইলে 'করিষ্যামি' বলিতে হইবে)। তৎপরে সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিবে।

যে স্থলে সূর্য্যের দর্শন হয় এরূপ স্থলে পূর্ব্বাভিমুখে বসিয়া অষ্টদল পদ্ম অঙ্কন করিয়া পদ্মের পূর্ব্বদলে বর্ত্তুলাকার রক্তবর্ণ সূর্য্যের আকৃতি অঙ্কন করিবে, এবং অগ্নিকোণে রবি, দক্ষিণে বিবস্বান্, নৈর্ঋতে ভগ, পশ্চিমে বরুণ, বায়ুকোণে মিত্র, উত্তরে আদিত্য, ঈশানকোণে বিষ্ণু এবং মধ্যে ভাস্করমূর্ত্তি অঙ্কনপূর্ব্বক ইহাদিগকে পুষ্পতণ্ডুল দ্বারা আবাহনপূর্ব্বক পূজা করিবে। পরে সূর্য্যকে আবাহন করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া পূর্ব্বাদি ক্রমে দীপ্তা, সূক্ষ্মা, জয়া, ভদ্রা, বিভূতি, বিমলা, অমোঘা ও বিদ্যুতা ইঁহাদিগকে পূজা করিয়া মধ্যে ছায়াকে পূজা করিবে। অথবা—

প্রাঙ্গণে চতুর্দ্দিকে ও ঊর্দ্ধে একহস্ত পরিমিত একটী খাত করিয়া তাহার কিয়দংশ জল দিয়া পূর্ণ করিবে। খাতটী এমন জায়গায় করিতে হইবে যেন সেই খাতে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়িতে পারে। অনন্তর জলশুদ্ধি হইতে গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা পর্য্যন্ত সমাপনান্তে ঐ খাতস্থিত জলে ষোড়শোপচারে সূর্য্যের পূজা করিতে হইবে।

পরে পঞ্চোপচারে কিংবা কেবল গন্ধপুষ্প দ্বারা নিম্নলিখিত হংসাদির প্রত্যেকের নামে পূজা করিবে।

অনন্তর তাম্রপাত্রে অর্ঘ্য সাজাইয়া তাহাকে অর্চ্চনা করিতে হইবে।

অর্চ্চনার সময় নিম্নোক্ত মন্ত্রপাঠ করিতে হইবে "এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ হংসায় নমঃ" ইত্যাদিরূপে প্রত্যেকবার এক একটীর নাম বলিতে হইবে। অনন্তর মস্তকের নিকট অর্ঘ্য পাত্রটী দুই হস্তে ধারণ করিয়া এবং উক্ত মণ্ডল বা থাত প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক পূর্ব্বাভিমুখে হাঁটু পাতিয়া উপবেশন পূর্ব্বক সূর্য্যের দিকে চাহিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র বলিবে—"ইদমর্ঘ্যং (যজুর্ব্বেদী পক্ষে এষোঽর্ঘঃ) ওঁ নমোবিবস্বতে ব্রহ্মন্" ইত্যাদি মন্ত্র বলিয়া "ওঁ হংসায় নমঃ" বলিয়া পূর্ব্বোক্ত মণ্ডলে বা থাতে নিক্ষেপ করিবে। অতঃপর "ওঁ জবাকুসুমসংকাশং" ইত্যাদি মন্ত্রে সূর্য্যকে প্রণাম করিবে। পরে পুনরায় অর্ঘ্য সাজাইয়া পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে নিম্নোক্ত দ্বিতীয় নামের অর্চ্চনা, প্রদক্ষিণ, অর্ঘ্যপ্রদান ও প্রণাম করিবে। এই প্রকার ৭০টী অর্ঘ্য প্রদান করিতে হইবে। অর্ঘ্য দিবার সময় করবী, জবা ইত্যাদি লালবর্ণের পুষ্প, দূর্ব্বা, আতপতণ্ডুল, রক্তচন্দন ও জল দিবে। যে সকল নামে অর্ঘ্য দিতে হয় সেই সকল হংসাদি ৭০টীর নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) ওঁ হংসায় নমঃ, (২) ওঁ ভানবে নমঃ, (৩) ওঁ সহস্রাংশবে নমঃ, (৪) ওঁ তপনায় নমঃ, (৫) ওঁ তাপনায় নমঃ, (৬) ওঁ রবয়ে নমঃ, (৭) ওঁ বিকর্ত্তনায় নমঃ, (৮) ওঁ বিবস্বতে নমঃ, (৯) ওঁ বিশ্বকর্ম্মণে নমঃ, (১০) ওঁ বিভাবসবে নমঃ, (১১) ওঁ বিশ্বমুখায় নমঃ, (১২) ওঁ বিশ্বকর্ত্রে নমঃ, (১৩) ওঁ মার্ত্তণ্ডায় নমঃ, (১৪) ওঁ মিহিরায় নমঃ, (১৫) ওঁ অংশুমতে নমঃ, (১৬) ওঁ আদিত্যায় নমঃ, (১৭) ওঁ উষ্ণগবে নমঃ, (১৮) ওঁ সূর্য্যায় নমঃ, (১৯) ওঁ অর্যম্ণে নমঃ, (২০) ওঁ ব্রধ্নায় নমঃ, (২১) ওঁ দিবাকরায় নমঃ, (২২) ওঁ দ্বাদশাত্মনে নমঃ, (২৩) ওঁ সপ্তহয়ায় নমঃ, (২৪) ওঁ ভাস্করায় নমঃ, (২৫) ওঁ অহস্করায় নমঃ (২৬) ওঁ খগায় নমঃ, (২৭) ওঁ সূরায় নমঃ, (২৮) ওঁ প্রভাকরায় নমঃ, (২৯) ওঁ শ্রীমতে নমঃ, (৩০) ওঁ লোকচক্ষুষে নমঃ, (৩১) ওঁ গ্রহেশ্বরায় নমঃ, (৩২) ওঁ ত্রিলোকেশায় নমঃ, (৩৩) ওঁ লোকসাক্ষিণে

নমঃ, (৩৪) ওঁ তমোহরয়ে নমঃ, (৩৫) ওঁ শাশ্বতায় নমঃ, (৩৬) ওঁ শুচয়ে নমঃ, (৩৭) ওঁ গভস্তিহস্তায় নমঃ, (৩৮) ওঁ তীব্রাংশবে নমঃ, (৩৯) ওঁ তরণয়ে নমঃ, (৪০) ওঁ সুমহোহরণয়ে নমঃ, (৪১) ওঁ দ্যুমণয়ে নমঃ, (৪২) ওঁ হরিদশ্বায় নমঃ, (৪৩) ওঁ অর্কায় নমঃ, (৪৪) ওঁ ভানুমতে নমঃ, (৪৫) ওঁ ভয়নাশায় নমঃ, (৪৬) ওঁ ছন্দোহশ্বায় নমঃ, (৪৭) ওঁ বেদবেদ্যায় নমঃ, (৪৮) ওঁ ভাস্বতে নমঃ, (৪৯) ওঁ পূষ্ণে নমঃ, (৫০) ওঁ বৃষাকপয়ে নমঃ, (৫১) ওঁ একচক্ররথায় নমঃ (৫২) ওঁ মিত্রায় নমঃ, (৫৩) ওঁ মান্দ্যহরায় নমঃ, (৫৪) ওঁ তমিস্রঘ্নে নমঃ, (৫৫) ওঁ দৈত্যঘ্নায় নমঃ, (৫৬) ওঁ পাপহর্ত্রে নমঃ, (৫৭) ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ, (৫৮) ওঁ ধর্ম্মপ্রকাশকায় নমঃ, (৫৯) ওঁ হেলিকায় নমঃ, (৬০) ওঁ চিত্রভানবে নমঃ, (৬১) ওঁ কলিঘ্নায় নমঃ, (৬২) ওঁ তার্ক্ষ্যবাহনায় নমঃ, (৬৩) ওঁ দিক্‌পতয়ে নমঃ, (৬৪) ওঁ পদ্মিনীনাথায় নমঃ, (৬৫) ওঁ কুশেশয়করায় নমঃ, (৬৬) ওঁ হরয়ে নমঃ, (৬৭) ওঁ ঘর্ম্মরশ্ময়ে নমঃ, (৬৮) ওঁ দুর্নিরীক্ষ্যায় নমঃ, (৬৯) ওঁ চণ্ডাংশবে নমঃ, (৭০) ওঁ কশ্যপাত্মজায় নমঃ।

উপর্য্যুক্ত ৭০টী নামে ৭০টী অর্ঘ্য প্রদান করার পর স্তবপাঠ, সাধ্যানুসারে মূলমন্ত্র জপ, জপসমর্পণ, দক্ষিণাদান, অচ্ছিদ্রাবধারণাদি ও বৈগুণ্য সমাধান করিতে হইবে। অতঃপর রোগীকে শান্তিজল প্রদান করিবে।

ব্রতমালা

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রত

[পূজাপদ্ধতি সহ]

তত্রাদৌ পূর্ব্বাহ্ণকালে স্বস্তি বাচয়িত্বা সূর্য্যঃ সোম ইতি পঠিত্বা সঙ্কল্পং কুর্য্যাৎ। বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য ভাদ্রে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে অষ্টম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা সর্ব্বাপচ্ছান্তিপূর্ব্বকশ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো গণেশাদিনানাদেবতাপূর্ব্বক-শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রতমহং করিষ্যে। পরার্থে করিষ্যামীতি বিশেষঃ। ততঃ সঙ্কল্পসূক্তং পঠেৎ। ততঃ অর্দ্ধরাত্রে পূজামণ্ডপং গত্বা আসনোপবিষ্টঃ সন্ সামান্যার্ঘ্যং জলশুদ্ধিং আসনশুদ্ধিঞ্চ কুর্য্যাৎ। ততো ভূতশুদ্ধ্যাদিকং কৃত্বা গণেশাদিদেবান্ সংপূজ্য, শ্রীকৃষ্ণং ধ্যায়েৎ। যথা—অতসীকুসুমপ্রখ্যং কৃষ্ণং কমললোচনম্। শরৎপার্ব্বণচন্দ্রাস্যং ধৃতবাসং মনোহরম্॥ পীতবস্ত্রপরীধানং বনমালাবিরাজিতম্। শ্রীবৎসকৌস্তভোরস্কং সর্ব্বাভরণভূষিতম্॥ নির্গুণং নিখিলাধারং জগদ্বীজং সনাতনম্। সুনন্দাদ্যৈঃ পরিবৃতং বন্দে কৃষ্ণং জগৎপতিম্॥ ইতি ধ্যাত্বা মানসোপচারৈঃ সম্পূজ্য বিশেষার্ঘ্যং কুর্য্যাৎ। ততঃ শ্রীকৃষ্ণং ষোড়শোপচারৈঃ সংপূজ্য আবরণদেবতাপূজাং কুর্য্যাৎ। যথা—সুনন্দানন্দোপনন্দপ্রভৃতীন্ পার্ষদান্ সংপূজ্য বাসুদেবদেবক্যক্রূরোদ্ধবাদি যাদবাংশ্চ ষষ্ঠীমার্কণ্ডেয়ৌ চ সমভ্যর্চ্চ্য নন্দং যশোদাং রোহিণীং বলদেবং শ্রীদামাদীংশ্চ গোপবালকান্ পূজয়েৎ। ততো দুর্গাং শিবং যমুনাং গঙ্গাং চ সংপূজ্য কথাং শৃণুয়াৎ।

অথ ব্রতকথা।—একদা শ্রীকুলাচার্য্যং বশিষ্ঠং মুনিসত্তমম্। রাজা দিলীপঃ পপ্রচ্ছ বিনয়াবনতঃ সুধীঃ॥ দিলীপ উবাচ॥ ভাদ্রে মাস্যসিতে পক্ষে যস্যাং জাতো জনার্দ্দনঃ। তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব মহামুনে। কথং

বা ভগবান্ জাতঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ। দেবকীজঠরে জন্ম কিং কর্ত্তুং কেন হেতুনা॥ বশিষ্ঠ উবাচ। শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি যস্মাজ্জাতো জনার্দ্দনঃ। পৃথিব্যাং ত্রিদিবং ত্যক্ত্বা ভবতে কথয়াম্যহম্॥ পুরা বসুন্ধরা হ্যাসীৎ কংসা-রাধনতৎপরা। স্বাধিকারপ্রমত্তেন কংসদূতেন তাড়িতা॥ ক্রন্দিতা লজ্জিতা সাপি যযৌ ঘূর্ণিতলোচনা। যত্র তিষ্ঠতি দেবেশ উমাকান্তো বৃষধ্বজঃ। কংসেন তাড়িতা দেব ইতি তস্মৈ ন্যবেদয়ৎ। বাষ্পধারাং প্রবর্ষন্তীং বিবর্ণাং চাবমানিতাম্। ক্রন্দিতাং তাং সমালোক্য কোপেন স্ফুরিতাধরঃ। উময়া সহিতঃ সর্ব্বৈর্দ্দেববৃন্দৈরনুদ্রুতঃ॥ আজগাম মহাদেবো বিধাতুর্ভবনং রুষা। গত্বা চোবাচ ব্রহ্মাণং কংসধ্বংসনিমিত্তকম্॥ উপায়ঃ সৃজ্যতাং ব্রহ্মন্ ভবতা বিষ্ণুনা সহ। ঐশ্বরং তদ্বচঃ শ্রুত্বা গন্তুং প্রাক্রমদাত্মভূঃ। ক্ষীরোদে যত্র বৈকুণ্ঠঃ সুপ্তঃ স ভুজগোপরি॥ হংসপৃষ্ঠে সমারুহ্য হরেরন্তিকমাযযৌ। তত্র গত্বা হরিং ধ্যাত্বা দেববৃন্দৈর্হরাদিভিঃ॥ সংযুক্তঃ স্তৌতি তং বাগ্ভিরর্থ্যা-ভির্ব্বাগ্বিদাং বরঃ। নমঃ কমলনেত্রায় হরয়ে পরমাত্মনে। জগৎপালন-কর্ত্রে চ লক্ষ্মীকান্ত নমোঽস্তু তে। ইতি তেষাং স্তুতিং শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ জনার্দ্দনঃ। সর্ব্বান্ ক্লিষ্টমুখান্ দৃষ্ট্বা ভবতামাগমঃ কথম্॥ ব্রহ্মোবাচ। শৃণু দেব জগন্নাথ যস্মাদস্মাকমাগমঃ। কথয়ামি সুরশ্রেষ্ঠ তদহং লোকতারণ। শূলপাণিবরোন্মত্তঃ কংসরাজো দুরাসদঃ॥ বসুধা তাড়িতা তেন পদাঘাতেন মুষ্টিনা॥ বরং দত্ত্বা পুরাপ্যুগ্রো মায়য়া স প্রবঞ্চিতঃ। ভাগিনেয়ং বিনা রাজন্ শাস্তা ন ভবিতা তব॥ তস্মাদ্‌গচ্ছ সুরশ্রেষ্ঠ কংসং হন্তুং দুরাসদম্। দেবকীজঠরে জন্ম লব্ধ্বা গত্বা চ গোকুলম্॥ ব্রহ্মণা প্রেরিতো দেবঃ প্রত্যুবাচ পশোঃ পতিম্। পার্ব্বতীং দেহি দেবেশ অস্মং স্থিত্বা গমিষ্যতি। উময়া রময়া সার্দ্ধং শঙ্খচক্রগদাধরঃ। উদ্দিশ্য মথুরাচক্রে প্রয়াণং কংসনাশনম্॥ দেবকীজঠরে জন্ম লেভে তত্র গদাধরঃ। যশোদাকুক্ষিমধ্যস্থা শর্ব্বাণী মৃগ-লোচনা। নবমাসাংশ্চ বিশ্রম্য কুক্ষৌ নবদিনাধিকান্॥ ভাদ্রে মাস্যসিতে পক্ষে অষ্টমীসংজ্ঞিতে তিথৌ। রোহিণীতারকাযুক্তা রজনী ঘনঘোরিতা॥

ধূমযোনৌ তড়িদ্‌যুক্তে বারি বর্ষতি শোভনে। বৈষ্ণবীমায়য়া নিদ্রাং গতাঃ সর্ব্বে চ রক্ষকাঃ॥ অত্রান্তরে নিশার্দ্ধে তু রোহিণীসংযুতে তিথৌ। তস্যাং জাতো জগন্নাথঃ কংসারির্বসুদেবজঃ॥ বৈরাটে নন্দপত্নী চ যশোদাঽজীজনৎ সুতাম্॥ পুত্রং চতুর্ভুজং শ্যামং শঙ্খাদ্যায়ুধসংযুতম্॥ পঙ্কজাস্যং পদ্মনাভং প্রসন্নকমলেক্ষণম্। রম্যং চতুর্ভুজং শান্তং শঙ্খচক্রগদাধরম্। তদা ক্রন্দিতুমারেভে দৃষ্ট্বা চানকদুন্দুভিঃ॥ কংসরাজভয়াৎ ত্রাহীত্যুবাচ দেবকী তদা। অভূদাকাশবাণী চ তত্রৈব সময়েঽপি চ। বৈরাটং গচ্ছ বিপ্রেন্দ্র যত্র নন্দো বিবর্দ্ধতে। সুতং দত্ত্বা যশোদায়ৈ সুতাং তস্যাঃ সমানয়॥ তাং দৃষ্ট্বা কংসরাজোঽপি সভয়ং চ হনিষ্যতি॥ তস্য বাক্যং সমাকর্ণ্য দ্বিজশ্রেষ্ঠোঽতি-দুঃখিতঃ। অঙ্কে কুমারমাদায় বৈরাটাভিমুখং যযৌ। যমুনা জলসম্পূর্ণা তৎপথে মধ্যবর্ত্তিনী। অতিস্রোতা মহাবীর্য্যা সুতীক্ষ্ণা ভয়কারিণী। তাং দৃষ্ট্বা তত্তটে স্থিত্বা কুমারমবলোকয়ন্। বসুদেবোঽতিদুঃখার্ত্তো বিলোল-চেতনোঽভবৎ॥ কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি বিধিনাত্রাপি বঞ্চিতঃ। কথমদ্য গমিষ্যামি বৈরাটে নন্দমন্দিরম্॥ হরিণা তত্র সানন্দং মায়য়া বঞ্চিতঃ পিতা। ক্ষণমাত্রং তটে স্থিত্বা যমুনামবলোকয়ন্॥ তেন দৃষ্টা ততঃ সাপি ক্ষীণা জানুবহাঽভবৎ। শিবারূপেণ গচ্ছন্তী দেবী তু যমুনাজলে। তাং দৃষ্ট্বা হৃষ্টচিত্তঃ সন্নবলম্ব্য সরিজ্জলে। মায়াং কৃত্বা জগন্নাথঃ পিতুরঙ্কাজ্জলেঽপতৎ। তং সুতং পতিতং দৃষ্ট্বা সূর্য্যজাজীবনে দ্বিজঃ। তদা ক্রন্দিতুমারেভে ভালে স ব্যহনৎ করম্। বিধিনা বৈরিণা হ্যত্র দুঃখিতোঽহং প্রবঞ্চিতঃ। ত্রাহি মাং জগতাং নাথ পুত্রং দেহি সুরোত্তম। জনকং ক্রন্দিতং দৃষ্ট্বা কংসারিঃ কৃপয়ান্বিতঃ। জলক্রীড়াং সমাচর্য্য পিতুরঙ্কেঽবসৎ পুনঃ॥ তদা তেন দ্বিজ-শ্রেষ্ঠো গতবান্ নন্দমন্দিরম্। সুতং দত্ত্বা যশোদায়ৈ সুতাং তস্যাঃ সমানয়ৎ॥ সুতামঙ্কে কথমপি গৃহীত্বানকদুন্দুভিঃ। নিজাগারং স্বয়ং প্রাপ্য পুনঃ প্রত্যর্পিতা সুতা। দেবকী চ প্রসূতেতি বার্ত্তা প্রাপ্তা সুরারিণা। আনে-তুং প্রেষিতো দূতঃ সুতং দুহিতরং তু বা। আগত্য কংসদূতোঽসৌ সুতাং

নেতুং প্রচক্রমে। বলাদঙ্কাৎ সমাকৃষ্য দেবকীবসুদেবয়োঃ। কংসদূতো গৃহীত্বা তাং কংসায়াদর্শয়ৎ পুনঃ। তাং দৃষ্ট্বা কংসরাজোঽপি সভয়োঽদ্ভুরাসদঃ॥ তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাং। দৃষ্ট্বা কংসো বিহস্যৈতাং বিদ্যুৎস্ফুরিতলোচনাম্। আদিদেশাসুরশ্রেষ্ঠো বধং নীত্বা শীলোপরি। আজ্ঞাং লব্ধাঽসুরাস্তস্য নিষ্পেষ্টুং তাং প্রবর্ত্তিতাঃ। বিদ্যুদ্রূপধরা গৌরী জগাম শঙ্করান্তিকম্। অন্তরীক্ষে ক্ষণং স্থিত্বা সুরারিং প্রাহ পার্ব্বতী॥ হন্তুং ত্বাং গোকুলে জাতঃ কেশবঃ সুরপালকঃ। তত্র তিষ্ঠন্ জগন্নাথঃ কংসারিঃ সুরকৃত্যকৃৎ। ক্রীড়িত্বা বালভাবেন কংসধ্বংসমনা হি সঃ॥ প্রাপ্তমাত্রেণ তঃ কংসং জঘান জগদীশ্বরঃ। এতত্তে কথিতং রাজন্ বিষ্ণোর্জন্মদিনব্রতম্। য ইদং কুরুতে ভক্ত্যা যা চ নারী হরেব্রর্তম্। প্রপ্নোত্যৈশ্বর্য্যমতুলমিহ লোকে যথোচিতম্। অন্তকালে হরেঃ স্থানং লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥

ইতি ভবিষ্যপুরাণে বশিষ্ঠদিলীপসংবাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রতকথা সমাপ্তা।

সমাপনমন্ত্রঃ—ওঁ ভূতায় ভূতেশ্বরায় ভূতপতয়ে ভূতসম্ভবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥ পারণমন্ত্রঃ—ওঁ সর্ব্বায় সর্ব্বেশ্বরায় সর্ব্বপতয়ে সর্ব্বসম্ভবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

শিবরাত্রিব্রতকথা

(পূজাপদ্ধতি ২০০ পৃষ্ঠা দেখ)

পুরা কৈলাসশিখরে সর্ব্বরত্নবিভূষিতে। দেবদানবগন্ধর্ব্বসিদ্ধচারণসেবিতে! অপ্সরোভিঃ পরিবৃতে নৃত্যগীতৈরিতস্ততঃ। সর্ব্বর্ত্তুকুসুমাকীর্ণে সর্ব্বর্ত্তুফলশোভিতে॥ স্থিরচ্ছায়াদ্রুমাকীর্ণে সন্তানকবনাবৃতে। পারিজাতপ্রসূনোত্থগন্ধামোদিতদিঙ্মুখে। আকাশগঙ্গাসলিলতরঙ্গগণনাদিতে। ত্রৈগুণ্যললিতৈশ্চারুমরুদ্ভিরুপবীজিতে। ব্রহ্মর্ষিবদনোদ্ভূত-বেদধ্বনিনিনাদিতে। উবাস সুচিরং প্রীতো ভবো গিরিজয়া সহ। সুখোষিতা কদাচিত্তু দেবী পপ্রচ্ছ শঙ্করম্॥ দেব্যুবাচ। কর্ম্মণা কেন ভগবন্ ব্রতেন তপসাপি বা। ধর্ম্মার্থ-

কামমোক্ষাণাং হেতুস্ত্বং পরিতুষ্যসি ॥ ইতি দেব্যা বচঃ শ্রুত্বা ভগবান্ শঙ্করোঽব্রবীৎ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। ফাল্গুনে কৃষ্ণপক্ষস্য যা তিথিঃ স্যাচ্চতুর্দ্দশী। তস্যাং যা তামসী রাত্রিঃ সোচ্যতে শিবরাত্রিকা। তত্রোপবাসং কুর্ব্বাণঃ প্রসাদয়তি মাং ধ্রুবম্। ন স্নানেন ন বস্ত্রেণ ন ধূপেন ন চার্চ্চয়া।। তুষ্যামি ন তথা পুষ্পৈর্যথা তত্রোপবাসতঃ। ত্রয়োদশ্যাং কৃতাস্নানো ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ। নিরামিষং হবিষ্যং বা সকৃদ্ ভুঞ্জীত নান্যথা ॥ মন্নাম সংস্মরন্ রাত্রৌ শয়িতঃ স্থণ্ডিলে কুশে। রাত্রিশেষে সমুত্থায় কুর্য্যাদাবশ্যকং ততঃ। সন্ধ্যামুপাস্য বিধিবদ্ বিল্বপত্রাণ্যুপার্জ্জয়েৎ ॥ ততো নিত্যক্রিয়াং কৃত্বা সন্ধ্যাঞ্চোপাস্য পশ্চিমাম্। নদ্যাদৌ স্থণ্ডিলে বাপি লিঙ্গে বা স্থাবরে চরে ॥ বিল্বপত্রৈর্বিমৃজ্যাথ লিঙ্গপীঠং প্রযত্নতঃ। একতঃ সর্ব্বপুষ্পং স্যাৎ বিল্বপত্রং তথৈকতঃ। মণিমুক্তাপ্রবালৈশ্চ স্বর্ণপুষ্পাদিভিস্তথা ॥ ন তথা জায়তে প্রীতির্বিল্বপত্রৈর্যথা মম। দুগ্ধেন প্রথমং স্নানং দধ্না চৈব দ্বিতীয়কম্। তৃতীয়ে চ তথাজ্যেন চতুর্থে মধুনা তথা। পঞ্চরাত্রবিধানেন মূলমন্ত্রেণ চৈব হি। পূজয়েন্মাং সদা ভক্ত্যা নৃত্যগীতাদিভিস্তথা। অপরেদ্যুস্ততো বিপ্রান্ মম ভক্তান্ শুচিব্রতান্। ভোজয়িত্বা তথাভ্যর্চ্চ্য পারণং স্বয়মাচরেৎ। এবমেতদ্ব্রতং দেবি মম প্রীতিকরং পরম্। যজ্ঞদানতপাংস্যস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্। এতদ্‌ব্রতপ্রভাবেণ গাণপত্যমবাপ্নুয়াৎ। সপ্তদ্বীপেশ্বরঃ পৃথ্ব্যাং জায়তে কামচারবান্ ॥ তিথেরস্যাশ্চ মাহাত্ম্যং বাচ্যমানং ময়া শৃণু। অস্তি বারাণসী নাম পুরী সর্ব্বগুণৈর্যুতা ॥ ব্যাধস্তত্রাবসদ্‌ঘোরঃ সর্ব্বদা প্রাণিহিংসকঃ। খর্ব্বঃ কৃষ্ণবপুঃ ক্রূরঃ পিঙ্গাক্ষঃ পিঙ্গকেশরঃ। বাগুরাপাশশল্যাদিপ্রপূরিতগৃহান্তরঃ। স একদা বনং গত্বা হত্বা চ বিবিধান্ পশূন্। মাংসভারং বহন্ গেহং স্বকীয়ং গন্তুমুদ্যতঃ। সোঽসমর্থস্তু তং ভারং বোঢ়ুং শ্রান্তো বনান্তরে। বিশ্রামহেতোঃ সুষ্বাপ মূলে বৈ কস্যচিত্তরোঃ ॥ অথাস্তমগমৎ সূর্য্যো নিশা-ভূৎ সুভয়প্রদা। তত উত্থায় সোঽপশ্যন্ন কিঞ্চিত্তিমিরাবৃতম্ ॥ হস্তামর্ষবশাত্তত্র বৃক্ষে শ্রীফলসংজ্ঞকে।

লতাপাশৈর্ব্বহুবিধৈর্মাংসভারং ববন্ধ সঃ ॥ তমেব বৃক্ষকোত্তস্থৌ মূলে শ্বাপদভীষিতঃ। শীতার্ত্তশ্চ ক্ষুধার্ত্তশ্চ কম্পান্বিতকলেবরঃ ॥ জজাগার তদা রাত্রৌ প্লুতো নীহারবারিণা। দৈবযোগাচ্চ তন্মূলে লিঙ্গং তিষ্ঠতি মামকম্। শিবরাত্রিতিথিঃ সা চ নীরাহারশ্চ লুব্ধকঃ। অথ তদ্দেহসংসর্গী হিমপাতো মমোপরি। যজ্ঞে তদা বরারোহে ভগ্নপত্রচ্যুতিঃ ক্ষণাৎ। তস্য তেনৈব ভাবেন মম তোষো মহানভূৎ। তিথিমাহাত্ম্যতো দেবি বিল্বপত্রস্য চেশ্বরি ॥ ন স্নানং ন তথা পূজা ন নৈবেদ্যাদিসম্ভবঃ ॥ তথাপি তিথিমাহাত্ম্যাৎ তত্র মেঽর্চ্চা মহাফলা ॥ অথ প্রভাতে বিমলে গতোঽসৌ নিজমন্দিরম্। কদাচিদায়ুষঃ শেষে যমদূতস্তমভ্যগাৎ ॥ বদ্ধুকামস্তু তং দূতং পাশেন বিবিধেন চ। পুরুষো বারয়ামাস মদীয়ো মন্নিয়োগতঃ। অথোভয়োর্ব্যাধহেতোঃ কলহঃ সুমহানভূৎ। তথাহতো মদীয়েন দূতেন যমদূতকঃ ॥ যমং সমানয়ামাস মৎপুরদ্বারমুজ্জ্বলম্। দৃষ্ট্বা চ নন্দিনং তত্র সর্ব্বা-মকথয়ৎ কথাম্। ব্যাধস্য চ কুকর্ম্মত্বং যাবজ্জীবং তমব্রবীৎ। তচ্ছ্রুত্বা তস্য সর্ব্বজ্ঞো বচনং নন্দিকেশ্বরঃ। ব্যাধস্য তদ্দিনে কর্ম্ম শ্রাবয়ামাস তং যমম্। এবমেব ন সন্দেহো যাবজ্জীবং দুরাত্মবান্ ॥ পাপমেবাকরোদ্ব্যাধো ধর্ম্মরাজ-স্তথাপ্যসৌ। শিবরাত্রিপ্রভাবেণ নীতঃ সর্ব্বেশসন্নিধিম্। গতোঽসৌ বিস্ময়াবিষ্টো বন্দিত্বা নন্দিনং যমঃ। দূতান্বিতো যযৌ গেহং স্বকীয়ং শিবভাবতঃ। এবমস্য প্রভাবং হি ব্রতস্য বরবর্ণিনি। অবোচং তব ভাবেন কিমন্যৎ কথয়ামি তে ॥ তচ্ছ্রুত্বা ভগবদ্বাক্যং বিস্মিতা হিমশৈলজা। প্রশশংস তদৈবৈতৎ শিবরাত্রিব্রতং সদা ॥ বান্ধবেভ্যোঽপকথয়দ্ ব্রতমেতৎ পতিব্রতা। তৈশ্চাপি কথিতং পৃথ্ব্যাং প্রকাশমুপপাদিতম্ ॥ ভূতেশ্বরাদিহ পরোঽস্তি ন পূজনীয়ো, নৈবাশ্বমেধসদৃশঃ ক্রতুরস্তি লোকে। গঙ্গাসমং ত্রিভুবনে ন চ তীর্থমস্তি, নান্যদ্ব্রতং হি শিবরাত্রিসমং তথাস্তি ॥

ইতি ভবিষ্যপুরাণোক্তা শিবরাত্রিব্রতকথা সমাপ্তা।

পারণমন্ত্রঃ—ওঁ সংসারক্লেশদগ্ধস্য ব্রতেনানেন শঙ্কর। প্রসীদ সুমুখো নাথ জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদো ভব॥

আরণ্যষষ্ঠী ব্রত

নিয়ম।—মুখ্যচান্দ্র জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লষষ্ঠীকে আরণ্যষষ্ঠী কহে। এই ষষ্ঠীতে স্ত্রীগণ তালবৃন্ত হস্তে লইয়া অরণ্যপ্রান্তে গমনপূর্ব্বক বিন্ধ্যবাসিনী ষষ্ঠীদেবীর আরাধনা করিয়া ফলমূলাদি সেবন করিলে সন্ততি লাভ হইয়া থাকে। স্বর্ণ বা চন্দন দ্বারা ষষ্ঠীদেবীর প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করিতে হয়। দেশবিশেষে তণ্ডুলচূর্ণ দ্বারাও প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

পূজা প্রয়োগ যথা,—পুরোহিত আসনোবিষ্ট হইয়া আচমনপূর্ব্বক স্বস্তিবাচন করিয়া "সূর্য্যঃ সোম" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবেন। যথা,—

বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য জ্যৈষ্ঠে মাসি শুক্লে পক্ষে ষষ্ঠ্যাস্তিথৌ অমুকগোত্রায়াঃ শ্রীমত্যা অমুকীদেব্যাঃ শুভসন্ততিপ্রাপ্তিকামঃ গণপত্যাদি-নানাদেবতাপূজাপূর্ব্বকবিন্ধ্যবাসিনীস্কন্দষষ্ঠীপূজনকর্ম্মাহং করিষ্যামি।"

এইপ্রকার সঙ্কল্প করিয়া সূক্ত পাঠপূর্ব্বক সামান্যার্ঘ্য স্থাপন, আসন-শুদ্ধি ও ভূতশুদ্ধ্যাদি করিয়া গণেশাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পাল ও মৎস্যাদি দশাবতার প্রভৃতি দেবতাগণের পূজাপূর্ব্বক করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিয়া স্কন্দষষ্ঠীর ধ্যান করিবেন। মন্ত্র যথা,—

"ওঁ দ্বিভুজাং যুবতীং ষষ্ঠীং বরাভয়যুতাং স্মরেৎ। গৌরবর্ণাং মহাদেবীং নানালঙ্কারভূষিতাম্॥ দিব্য-বস্ত্রপরীধানাং বামক্রোড়ে সপুত্রিকাম্। প্রসন্নবদনাং নিত্যাং জগদ্ধাত্রীং সুখপ্রদাম্॥ সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নাং পীনোন্নতপয়োধরাম্। এবং ধ্যায়েৎ স্কন্দষষ্ঠীং সর্ব্বদা বিন্ধ্যবাসিনীম্॥"

এইরূপে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে অর্চ্চনাপূর্ব্বক বিশেষার্ঘ্য

স্থাপনানন্তর পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া—"ওঁ বিন্ধ্যবাসিন্যৈ স্কন্দষষ্ঠ্যৈ নমঃ" এই মন্ত্রে যথাশক্তি উপচারে পূজা সমাপন করিয়া প্রণাম করিবেন। প্রণাম মন্ত্র, যথা—

"ওঁ জয় দেবি জগন্মাতর্জ্জগদানন্দকারিণি। প্রসীদ মম কল্যাণি নমস্তে ষষ্ঠীদেবতে॥"

অতঃপর ব্রতকারিণীকে কথা শ্রবণ করাইবেন। ব্রত কথা শ্রবণানন্তর দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া বৈগুণ্য প্রশমনার্থ বিষ্ণু স্মরণ করিবেন।

ব্রতকথা

সাধোঃ সমুদ্রসেনস্য সর্ব্বাবয়বশোভনা। দুহিতা সুমনানাম্নী যুবতী সা বভূব হ॥ সাধোর্হিণ্যরাজস্য সুতায়ৈনাং দদৌ পিতা। বিদুষে স্বর্ণরাজায় স্বধর্ম্মনিরতায় চ॥ ততো নাবং সমারুহ্য বাণিজ্যার্থং গতো হি সঃ। ততঃ শ্বশ্রূশ্বশুরয়োরন্যেষাং সাপি চাপ্রিয়া॥ বন্ধুভির্নিন্দ্যমানা চ রুরোদাতীব দুঃখিতা। সস্মার ষষ্ঠিকাং দেবীং সর্ব্বদা সুমনা তথা॥ প্রসীদ বরদে দেবি নমস্তে মাতরম্বিকে॥ ততোঽতিকৃপয়াবিষ্টা দেবী ভগবতী তদা। বৃদ্ধাং তনুং সমাশ্রিত্য পুরতঃ সংস্থিতাব্রবীৎ॥ দেব্যুবাচ।—কুরু পুত্রি ব্রতং ষষ্ঠ্যাঃ সর্ব্বদা কামদায়কম্। জ্যৈষ্ঠে মাসি সিতে পক্ষে ষষ্ঠ্যাং বনসমীপতঃ॥ সুবর্ণপ্রতিমাং ষষ্ঠ্যাঃ কৃত্বা বা চন্দনাত্মিকাম্। পূজয়েদ্‌গন্ধপুষ্পাদ্যৈশ্চতুষ্কোণে চ মণ্ডলে॥ ধূপদীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্নানাফলসমন্বিতৈঃ। চন্দনাগুরুতাম্বূলৈ-রংশুকৈশ্চ প্রপূজয়েৎ॥ স্কন্দস্য জননীং দেবীং মন্ত্রেণানেন সুব্রতে। ওঁ ধাত্রী ত্বং কার্ত্তিকেয়স্য মহাষষ্ঠীতি বিশ্রুতা॥ ত্বৎপ্রসাদাদহং দেবি প্রাপ্নুয়াং বৃদ্ধিমুত্তমাম্। রূপং দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে॥ পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি সর্ব্বান্ কামাংশ্চ দেহি মে॥ তদা ভগবতী দেবী সর্ব্বাভীষ্টপ্রদাভবৎ॥ ইত্যুক্ত্বা সা মহাদেবী তত্রৈবান্তর্হিতাভবৎ। উপদেশবশাত্তস্যাশ্চক্রে সা ব্রতমুত্তমম্॥ তৎপ্রসাদাদ্ধনৈর্ধান্যৈঃ স্বর্ণরম্যা-

দিত্তিস্তথা। পুত্রৈঃ পরিবৃতা সাধ্বী ভাতি শ্রীরিব রূপিণী॥ তস্যা জ্যেষ্ঠসুতস্যাধো ধর্ম্মরাজস্য চাঙ্গনা। ষষ্ঠ্যৈ যৎ সমুপন্যস্তং রত্নপুষ্পফলাদিকম্॥ তদগ্রভাগং ভুঞ্জনা হ্যবসৎ পাপচারিণী। ততঃ কোপপরা ষষ্ঠী শশাপৈনাং সুদুঃখিতা। ভূত্বা ভূত্বা বিনশ্যন্তু পুত্রাস্তে মম কোপতঃ॥ ততো বিদ্যাধরঃ পূর্ব্বং কার্ত্তিকেয়েন ধীমতা। শপ্তোবৈ সপ্তকৃত্তস্ত নিবাসায় চ মানুষে॥ প্রত্যাদেশাত্তু ষষ্ঠ্যাশ্চ তস্যাং জাতোঽভবৎ স্বয়ম্। ষড়্গর্ভজাতমাত্রোঽসৌ প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা তু গচ্ছতি॥ সা চাপমানিতা সর্ব্বৈর্বান্ধবৈশ্চ নিরাকৃতা। গুর্ব্বিণী চাতিদুঃখার্ত্তা বিবেশ গহনং বনম্॥ তস্যাঃ শ্বশ্রূঃ সদা ষষ্ঠীং ফলপুষ্পাদিদীপকৈঃ। নপ্তৃণাং জীবনার্থায় পূজয়েৎ প্রযতাত্মিকা॥ অদ্রেরুপত্যকায়ান্তু দাবানলসমীপতঃ। সুষুবে সা চ তন্বঙ্গী সুতং বৈ কামরূপিণম্॥ ততঃ স কৃপয়াবিষ্টো মাতুঃ স্মরতি দুঃখিতঃ। কথমেনামনাথাঞ্চ সদা প্রসবদুঃখিতাম্॥ নিদ্রয়াপহৃতজ্ঞানাং ত্যক্ত্বা গচ্ছামি মাতরম্। বনস্থাং দশমাসাংশ্চ ধ্রিয়মানোঽনয়া ধ্রুবম্॥ এতস্মিন্নন্তরে কালে বিদ্যাধর্য্যঃ সমাগতাঃ। ভাবিন্যো বামনয়না ঊচুর্বিদ্যাধরং প্রতি॥ উত্তিষ্ঠ নাথ গচ্ছামঃ স্বস্থানং কমলালয়ম্। কথমস্মান্ পরিত্যজ্য তিষ্ঠসি ত্বমিয়ংক্ষণম্॥ বিদ্যাধর উবাচ।—ইয়ং মে জনয়িত্রী হি সদ্যঃ প্রসবদুঃখিতা। বিশেষতো বনস্থা চ বন্ধুভিশ্চ বিবর্জ্জিতা॥ ত্যক্ত্বৈনাং সুখসম্পত্তির্নেহামুত্র চ বিদ্যতে। শ্রুতানি মে পুরাণানি চেতিহাসানি বৈ স্ত্রিয়াঃ। অনাথাং মাতরং পুত্রস্ত্যজেদনপরাধিতঃ। স যাতি নরকং পাপী নিশ্চিতং ধর্ম্মশাসনাৎ॥ গর্ভধারণপোষাভ্যাং জননী হ্যধিকা গুরুঃ। দোষযুক্তো গুরুস্ত্যাজ্যঃ পিতা ভ্রাতা চ বান্ধবঃ॥ মাতরং ভগিনীঞ্চাপি সদোষামপি ন ত্যজেৎ॥ মাতরং কপিলাঞ্চাপি যশ্চ কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণম্। প্রদক্ষিণীকৃতা তেন সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা॥ গচ্ছধ্বং হি মহাভাগা আশ্রমং দেবনির্ম্মিতম্। শীঘ্রং সমাগমিষ্যামি ছলমাশ্রিত্য কঞ্চন॥ নৃত্যগীতৈশ্চ সৈন্যৈশ্চ পিতা মাং ন নয়েদ্ যদি। সামাগমং তদা বিদ্ধি নিশ্চিতং

সুরযোষিতঃ ॥ নার্য্য ঊচুঃ।—যদ্যেতদপি কুর্ব্বীত কর্ত্তব্যং কিং ত্বয়া প্রভো ॥ বিদ্যাধর উবাচ।—গন্ধপুষ্পফলৈঃ ষষ্ঠীং পিতা ন পূজয়েদ্ যদি। তদা সমাগমিষ্যামি ষষ্ঠীজাগরবাসরে ॥ ব্রাহ্মণানাঞ্চ নির্ঘোষৈর্ব্বেদধ্বনিপুরঃসরৈঃ। ন পূজয়েদ্‌যদা ষষ্ঠীং তদা যাস্যাম্যহং পুনঃ॥ নার্য্য ঊচুঃ।—যদ্যেতদপি কুর্ব্বীত কর্ত্তব্যং কিং ত্বয়া প্রভো। তস্মাত্ত্বং বদ চাস্মাকং গমনস্যাপ্যুপায়কম্ ॥ বিদ্যাধর উবাচ।—নামান্নপ্রাশনে চৈব বীণাবাদিত্রনিস্বনৈঃ। নটনর্ত্তকশব্দৈশ্চ নানন্দং কুরুতে যদি ॥ গোবিন্দেতি সমাহ্বানং পিতা ন কুরুতে মম। তদা সমাগমিষ্যামি নিশ্চিতং সুরযোষিতঃ॥ নার্য্য ঊচুঃ।—যদ্যেতদপি কুর্ব্বীত কর্ত্তব্যং কিং ত্বয়া প্রভো॥ বিদ্যাধর উবাচ।—রাজ-নাপিত-কেশাংশ্চ চূড়ায়াঃ করণে মম। ক্ষুরেণ চ লবিষ্যামি স মে পাদে পতেদ্ যদি ॥ পুটিচট্টৌ সমাদায় ছত্রধারী চ ভক্তিমান্। তথাহি প্রতিবাসিন্যাঃ কুষ্মাণ্ডবিটপঞ্চ যৎ॥ সহস্রফলসংযুক্তং লবিষ্যামি ন সংশয়ঃ। সাপি বস্ত্রযুগং দত্ত্বা মৎপাদেষু চ হর্ষিতা। যদা হ্যমাবসীযুক্তো ভবেদ্‌বারঃ কুজস্য চ। বক্তব্যং তত্র মে তৈলমপকৃষ্টং প্রদীয়তাম্॥ সদগ্নমীনং রুচ্যন্নং ভোজনার্থঞ্চ দেহি মে। বারতিথ্যোশ্চ সংযোগে দোষো বৈ জায়তে মহান্॥ ইত্যাকলয্য জননী যদ্যভীষ্টং প্রদাস্যতি। তদা কিল বিবাহস্য সময়ে মুখচন্দ্রিকে॥ প্রার্থনীয়ং পানপাত্রং পর্কটীজলপূর্ণকম্। মক্ষিকাপক্ষ-রচিতং ব্যজনং সোদনং দধি॥ দ্বাদশাব্দস্য পানীয়ং প্রাপ্নোতি যদি তৎক্ষণাৎ। জ্যৈষ্ঠে মাসি সিতে পক্ষে ষষ্ঠ্যাং ষষ্ঠীং ন পূজয়েৎ॥ মধ্যাহ্নে চ দিনে স্থিত্বা মমাহ্বানং করিষ্যসি। যুষ্মদ্বাক্যবশাদেব গমিষ্যামি ন সংশয়ঃ। ইত্যুক্ত্বা প্রেষয়ামাস স্বস্থানং সুরযোষিতঃ। কোপিনীনাং তদা তাসাং কৈলাসং প্রতি সত্বরম্॥ গচ্ছন্তীনাস্তু কস্যাশ্চিৎ পতিতং হস্তকঙ্কণম্। সা তত্র প্রসবিত্রী চ মুখ্যয়া নিদ্রয়া যুতা॥ অপশ্যচ্চক্ষুরুন্মীল্য পুরতো হস্তকঙ্কণম্। সমাদায় তদাদ্রাক্ষীদ্দেবেভ্যো

ব্রজকাময়ান্॥ তামুবাচ তদা সা তু শৃণুতৈধোবিদারকাঃ। অহং হিরণ্যরাজস্য জ্যেষ্ঠপুত্রস্য চাঙ্গনা॥ বনে মহতি গম্ভীরে জীবৎপুত্রা বসাম্যহম্। স্থাপিতব্যো ভবস্তিশ্চ মৎস্বামী লোকবেষ্টিতঃ। যথা নয়তি মাং ক্ষিপ্রং নৃত্যগীতাদিবাদনৈঃ। ততস্তৈস্ত স্থাপিতঃ স্বামী সামায়াতো বলৈর্বৃতঃ॥ আদায় পত্নীং পুত্রঞ্চ জগাম স্বগৃহং পুনঃ। ততঃ প্রভৃতি তৎশ্রুত্বা বিস্মিতৌ মাতৃপুত্রকৌ॥ হারয়ামাস তদ্দ্রব্যং, ষষ্ঠীং পূজয়িতুং ততঃ। অথ ষষ্ঠেঽহ্নি সায়াহ্নে গন্ধপুষ্পফলাদিভিঃ॥ মণি-মাণিক্য-রত্নাদ্যৈর্ধূপদীপৈশ্চ ষষ্ঠিকাম্। পূজিতা চাহ বণিজং বরং বরয় সুব্রত॥ সাধুরুবাচ।—জীববৎসা চ ভার্য্যা মে ভবতীতি ময়া ব্রতম্। এবমস্ত্বিতি সা দেবী উক্ত্বা চান্তর্হিতাভবৎ॥ নামান্নপ্রাশনে চৈব কৃতস্তত্র মহোৎসবঃ। গোবিন্দেতি চ নামাস্য কৃতং পিত্রা মহাত্মনা॥ ততো নাপিতসেবাঞ্চ রত্নতাম্বূলবস্ত্রকৈঃ। কৃত্বা পঞ্চপলং স্বর্ণং দত্ত্বা তৎপাদসন্নিধৌ॥ উবাচ পতিতঃ সাধুর্নাপিতং শৃণু মে বচঃ। যদি মহ্যং দদাসি ত্বং পুত্রং পুত্রী ভবাম্যহম্॥ স মে বিদ্যাধরঃ পুত্রশ্ছলনার্থমিহাগতঃ। চূড়ান্তে ভবতঃ কেশাল্লঁবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ পটিচট্টৌ সমাদায় ভবান্ পাদে পতেদ্যদি। তদা তিষ্ঠতি মে পুত্রঃ পুত্রভিক্ষাং দদস্ব মে॥ নাপিতস্যানুমত্যা চ কৃতচূড়া যথাবিধি। ততঃ স্বর্ণপলং দত্ত্বা প্রার্থিতা প্রতিবাসিনী॥ কুষ্মাণ্ডবিটপে চ্ছিন্নে পাদয়োস্ত্বং পতিষ্যসি। কিয়ৎকালে তথাচ্ছিন্নে গৃহীত্বা বাসসী কিল॥ পতিতে পাদয়োশ্চাস্তে বিস্মিতোঽসৌ মহাবলঃ। কুজবারেপ্যমায়াঞ্চ যদভীষ্টং দদৌ পিতা॥ বিবাহে চ তথা পাত্রং পর্কটীজলপূরিতম্। মক্ষিকাপক্ষরচিতং ব্যজনং সোদনং দধি॥ দ্বাদশাব্দস্য পানীয়ং প্রার্থিতং প্রাপ্য তৎক্ষণাৎ। জ্যৈষ্ঠে মাসি ততঃ ষষ্ঠীং ন চৈবার্চ্চয়তে যদি॥ ষষ্ঠ্যাঞ্চৈব ময়াবশ্যং গন্তব্যং নাত্র সংশয়ঃ। ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা স্থিতোঽসৌ গমনোৎসুকঃ॥ ততঃ ষষ্ঠ্যাঞ্চ শুক্লায়াং ধূপদীপফলাদিভিঃ। মাতা ষষ্ঠীঞ্চ সম্পূজ্য প্রার্থয়েৎ সুতমঙ্গলম্॥ যত্র যাতি কুমারোঽসৌ তত্র

সাপ্যনুগচ্ছতি। অথ মধ্যাহ্নকালে চ বিদ্যাধর্য্যঃ সমাগতাঃ॥ গোবিন্দেতি সমাহ্বানং চক্রুরাকাশসংস্থিতাঃ। তাসাং বাক্যবশাদেব গচ্ছন্তং স্বর-যোষিতম্॥ ততো মাতা সমাদায় পুত্রঞ্চেদমুবাচ হ। অনাথাং মাতরং ত্যক্ত্বা বালাঞ্চৈব তথা বধূম্। গচ্ছতো নৈব ধর্ম্মোঽসৌ বিনা চ পিতুরাজ্ঞয়া। ধর্ম্মং বিলঙ্ঘ্য গন্তুং হি যদি তে নিশ্চিতং মনঃ। কঙ্কণঞ্চ গৃহাণেদং মনঃ প্রাণাংশ্চ তৎপরম্॥ ইতি মাতৃবচঃ শ্রুত্বা তাসাং সম্বোধনং কৃতম্॥ যথাকালং গমিষ্যামি কিয়ৎকালমপেক্ষ্যতাম্। মাতুরাজ্ঞাং সমানীয় গৃহং প্রতি নিবর্ত্তিতম্॥ য ইদং শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা ষষ্ঠ্যাখ্যানং পুরাতনম্। শীঘ্রং স হি সুতং প্রাপ্য প্রয়াতি পরমাং গতিম্॥ ইতি ভবিষ্যপুরাণোক্তারণ্যষষ্ঠীব্রতকথা সমাপ্তা।

মঙ্গলচণ্ডিকা ব্রত

জ্যৈষ্ঠমাসের প্রতি মঙ্গলবারে এই ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়। ষোলটী সুপারি, ষোলটী কাঁটালের পাতা, আম্র, তণ্ডুল, দূর্ব্বা ও ফল সমস্তই ষোলটী করিয়া দিতে হয়। ব্রতকারিণীগণ সেই দিবস দেবী-প্রসাদ চিপিটকাদি ভক্ষণ করিয়া থাকিবেন।

পূজাবিধি।—পুরোহিত শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমনপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবেন। যথা,—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রায়াঃ শ্রীঅমুকীদেব্যা ধনধান্যসন্ততি-প্রাপ্তিকামঃ গণপত্যাদি-নানাদেবতাপূজাপূর্ব্বকং মঙ্গলচণ্ডিকা-পূজাকর্ম্মাহং করিষ্যামি।" পরে সূক্ত পাঠ করিয়া ঘটস্থাপন করিবেন। অতঃপর ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি করিয়া গণেশাদিপঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল ও মৎস্যাদি দশাবতার প্রভৃতি দেবতাগণের পূজাপূর্ব্বক "হ্রীং" বীজ দ্বারা করাঙ্গন্যাস করিয়া মঙ্গলচণ্ডীর ধ্যান করিবেন। যথা,—"ওঁ যৈষা ললিতকান্তাখ্যা দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা, বরদাভয়হস্তা চ দ্বিভুজা গৌরদেহিকা। রক্তপদ্মাসনস্থা

চ মুকুটোজ্জ্বলমণ্ডিতা। রক্তকৌশেয়বস্ত্রা চ স্মিতবক্ত্রা শুভাননা। নবযৌবনসম্পন্না চার্ব্বঙ্গী ললিতপ্রভা।" এইরূপে ধ্যান করিয়া হস্তস্থ পুষ্প নিজের মস্তকে স্থাপন করিয়া মানসোপচারে পূজাপূর্ব্বক পুনরায় ধ্যান করিয়া আবাহন করত "এতৎ পাদ্যং ওঁ হ্রীং মঙ্গলচণ্ডিকায়ৈ নমঃ" বলিয়া পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবেন। অনন্তর "হ্রীং" মন্ত্রে প্রাণায়াম ও যথাশক্তি জপ করত—"ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং" ইত্যাদি মন্ত্রে জপসমর্পণ পূর্ব্বক—"ওঁ ললিতকান্তায়ৈ নমঃ, ওঁ দিবাকরবাসিন্যৈ নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিয়া কথা শ্রবণ করাইবেন। অন্তর দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণ প্রভৃতি করিবেন।

ব্রতকথা

বনবাসগতো রাজা ধর্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ। ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ সর্ব্বৈর্নারদেন সমাবৃতঃ।। যুধিষ্ঠিরং প্রতি নারদ উবাচ।—আসীৎ সত্যযুগে রাজা অঙ্গো নাম মহাতপাঃ। তস্যাপি মহিষী নাম্নী সুনীতিঃ সুব্রতাভবৎ।। সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমাযুক্তশ্চাঙ্গদেশাধিপো নৃপঃ। অপত্যং নাস্তি তস্যাপি তদ্দুঃখেন চ দুঃখিতঃ।। আস্তে সিংহাসনে রাজা পাত্রমিত্রসমন্বিতঃ। শৃণ্বন্নানা-কথাশ্চাপি মুনিভিশ্চ সমন্বিতঃ।। এবং শৃণোতি রাজাসাবহং তত্র সমাগতঃ। বীণাপাণিঃ স্বয়ং গায়ন্ কৃষ্ণগানং সতুম্বুরুঃ।। জয়ো জয়োঽস্তু শব্দেন রাজ্ঞে চাশীঃ কৃতা তদা। স চ রাজা মহাভাগো নারদং সমুপাগতম্।। দৃষ্ট্বা তং পূজয়ামাস মধুপর্কাদিভিস্তথা। স্বাগতঞ্চ মহাবাহো দেবানামপি দুর্ল্লভম্।। সর্ব্বং জানাসি বিপ্রর্ষে ভাগ্যেন সমুপাগতঃ। কিন্তু পৃচ্ছামি মদ্দুঃখং পুত্রো মে ন ভবেৎ কথম্।। রাজ্ঞোঽপি তদ্বচঃ শ্রুত্বা নারদো মুনিসত্তমঃ। শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি যতস্তে মঙ্গলং ভবেৎ।। জয়চণ্ডীং পূজয়স্ব ভার্য্যয়া সহিতঃ সদা। পূজিতা সা মহাভাগা তুভ্যং পুত্রং প্রদাস্যতি।। নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা হৃষ্টো রাজা স ভার্য্যয়া। ভূয়ঃ প্রপচ্ছ দেবর্ষিং ভক্তিভাবসমন্বিতঃ।। রাজোবাচ।—জয়চণ্ডী মহামায়া

যা ত্বয়া কথিতা মম। তস্যাঃ পূজাং ন জানামি কথয়স্ব মহামুনে ॥ ক মাসে বাসরে কাপি তস্যাঃ পূজাং করিষ্যতি। কো মন্ত্রঃ কো বিধিশ্চাপি কিং দ্রব্যং পূজনে ভবেৎ। শ্রুত্বা চ নারদো বাক্যং রাজানং প্রতি চাব্রবীৎ ॥ নারদ উবাচ।—এতদ্‌ব্রতং প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্ব সুসমাহিতঃ। জ্যৈষ্ঠে মাসি শুভে কালে ব্রতারম্ভং করিষ্যতি ॥ ভার্য্যয়া সহিতো রাজন্ বারে মঙ্গলসংজ্ঞকে। বিশেষেণাপি নার্য্যাশ্চ ব্রতমেতৎ শুভপ্রদম্॥ নার্য্যো ব্রতং করিষ্যন্তি যাবৎ প্রাণস্য ধারণম্। দ্রব্যঞ্চাস্য প্রবক্ষ্যামি পূজাঞ্চাপি বিশেষতঃ॥ পনসস্য চ পত্রাণি গুবাকস্য ফলানি চ। আম্রতণ্ডুলদূর্ব্বাশ্চ সর্ব্বাঃ ষোড়শ ষোড়শ॥ নানাবিধৈশ্চ পুষ্পৈশ্চ বস্ত্রযজ্ঞোপবীতকৈঃ। ধ্যানেন চাগমোক্তেন পূজয়েজ্জয়চণ্ডিকাম্॥ নৈবেদ্যঞ্চ ততো দদ্যাত্তাম্বূলং ষড়্-গুণান্বিতম্। প্রার্থয়েচ্চ ততো দেবীং নারী ভক্তিসমন্বিতা॥ জয়চণ্ডি মহামায়ে ত্রৈলোক্যজননি শিবে। সিদ্ধিং কুরু মহামায়ে নমস্তে হরবল্লভে॥ পুত্রং দেহি ধনং দেহি ভাগ্যং মে দেহি সর্ব্বদা। ক্ষমস্ব চাপরাধং মে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ এবং স্তুত্বা ততো দেবীং নমস্কৃত্য পুনঃ পুনঃ। ব্রতিগণং নমস্কৃত্য ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্ততঃ॥ অর্দ্ধং বিপ্রায় দাতব্যং স্বয়ং ভুঞ্জীত নান্যথা। আম্রাণাং পনসানাঞ্চ সুপক্কানি ফলানি চ॥ অথবা পৃথু-লড্ডুকান্ ষড়্‌গুণান্ দধিমিশ্রিতান্। বিপ্রেভ্যো দক্ষিণাং দত্ত্বা তৎকালং শ্রাবয়েৎ কথাম্॥ নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা স রাজা হৃষ্টমানসঃ। ভার্য্যাং প্রাহ ব্রতং সর্ব্বং নারদেনেরিতং বচঃ॥ সুনীতিঃ প্রাঞ্জলিশ্চাপি রাজানং বাক্যমব্রবীৎ। এতদ্‌ব্রতং করিষ্যামি যদি চাজ্ঞা ভবেত্তব। রাজা প্রাহ ততো ভার্য্যাং ক্রিয়তাং ব্রতমুত্তমম্। ভর্ত্তুরাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য নারদস্য বচস্তদা॥ সুনীতিঃ স্বামি-সুভগা প্রাকরোদ্ ব্রতমুত্তমম্। ততো দেবর্ষিঃ প্রযযৌ নারদো মুনিসত্তমঃ॥ আকাশং বিষ্ণুপদবীং তুম্বুরু-সহিতস্তদা। বর্ষমেকং ব্রতং কৃত্বা গর্ভিণী সুনীতির্ব্বভৌ॥ দশমাসে তু সম্পূর্ণে প্রসূতা পুত্রমুত্তমম্। দিনে দিনে স ববৃধে যথা শুক্লস্য চন্দ্রমাঃ॥

পুত্রজন্মনি রাজা চ বিপ্রায় প্রদদৌ ধনম্। ততো বেণ ইতি নাম চকার চ পুরোহিতঃ॥ কালেন কিয়তা চাপি রাজপুত্রো বিবর্দ্ধিতঃ। প্রজানাং কদনং চক্রে দোষান্মাতামহস্য চ॥ ততো নিবেদনং চক্রুঃ প্রজাঃ সর্ব্বাঃ সমাহিতাঃ। অকরোত্তব বালোঽসাবস্মাকং কদনং মহৎ॥ দিনে দিনে কুকর্ম্মত্বং শ্রুত্বা রাজা মহামনাঃ। অগমদ্‌বিপিনং রাজা মনস্তাপৈশ্চ তাপিতঃ॥ মার্গয়ামাস রাজানং প্রজা দুঃখেন দুঃখিতাঃ। রাজানং তঞ্চ নাসাদ্য পুরং যাতাঃ সমাহিতাঃ॥ বেণমূচুশ্চ তং সর্ব্বে পাত্রমিত্রাদয়ো নৃপ। রাজপুত্র মহাবাহো প্রজাপালনতৎপর॥ তেষাঞ্চ বচনং শ্রুত্বা বেণঃ প্রাণ সমাহিতঃ। অহং রাজা ভবিষ্যামি নাত্র কালবিচারণা॥ এবমুক্ত্বা ততো বেণঃ সিংহাসনমুপাবিশৎ। একদা মুনয়ঃ সর্ব্বে অভি-ষেকার্থমাগতাঃ॥ মুনীন্ দৃষ্ট্বা ততো বেণঃ সম্মানং নাকরোত্তদা। ততোঽপি মুনয়ঃ সর্ব্বে জগ্মুঃ স্বস্বাশ্রমং প্রতি॥ ততো বেণো দুরাত্মাভূৎ সন্ধ্যাদিপ্রতিষেধকঃ। ন দেবে ন গুরৌ ভক্তির্ব্রাহ্মণেঽপি তথাবিধা॥ ভূয়োঽপি মুনয়ঃ সর্ব্বে বিজ্ঞাপয়িতুমাগতাঃ। মুনয়ঃ ঊচুঃ।—শৃণু রাজন্ মহাবাহো প্রজানাং কদনং কথম্। এবং শ্রুত্বা ততো বেণো মুনীন্ প্রোবাচ কোপিতঃ॥ যুষ্মাভি র্ন শ্রুতং কিঞ্চিৎ সর্ব্বদেবসমো নৃপঃ। ততো ময্যেব তৎসর্ব্বং পূজনং সম্ভবেদিতি॥ বেণস্য বচনং শ্রুত্বা মুনয়ঃ কুপিতা ভৃশম্ হুঙ্কারেণৈব শব্দেন ভস্মীকৃত্য গতাস্তদা॥ দগ্ধং পুত্রং সমাসাদ্য বেণস্য জননী তদা। হা পুত্র পুত্রেতি ভৃশং রুরোদ ব্যাকুলা তদা॥ বনং জগাম মৎস্বামী পুত্রো মে ব্রাহ্মণৈর্হতঃ। অভাগ্যাহং ক গচ্ছামি বিধিনা বঞ্চিতা-প্যহম্॥ এবং রুদিত্বা সস্মার জয়চণ্ডীং কৃপাময়ীম্। তুষ্টাব বেণজননী পুত্রশোকেন বিহ্বলা॥ চণ্ডিকে চণ্ডমথনি নিশুম্ভশুম্ভনাশিনি। মহৎ দণ্ডস্ত্বয়া পুত্রো ব্রাহ্মণৈঃ সোঽদ্য মে হতঃ॥ তস্যাশ্চ করুণং শ্রুত্বা পার্ব্বতী শঙ্করপ্রিয়া। উবাচ রাজজননীং পুত্রশোকেন কার্ষতাম্॥ মা রোদীর্ব্বেণ-জননি তব পুত্রো ভবিষ্যতি। ভূয়োঽপি মুনয়ঃ সর্ব্বে তব পুত্রস্য

কারণম্ ॥ আগমিষ্যন্তি মুনয়ঃ পুত্রং স্থাপয়িতুং ধ্রুবম্। আকাশবাণীং তাং শ্রুত্বা চিন্ময়ীং বিশদাং তদা ॥ ততশ্চ বেণজননী পুত্রং নীত্বা ত্বরান্বিতা। ভর্জ্জয়িত্বা তু তৈলেন সা পুত্রস্য শরীরকম্ ॥ সুনীতিঃ স্থাপয়িত্বা চ স্থানে জনবিবর্জ্জিতে। জয়চণ্ড্যাশ্চ বচনং হৃদি কৃত্বা গৃহেঽবসৎ ॥ অরাজক-বশাত্তত্র প্রজা দুঃখপ্রপীড়িতাঃ। প্রজানাং রুদনং দৃষ্ট্বা মুনয়ো বহুদুঃখিতাঃ ॥ আজগ্মু রাজনিলয়ং কমণ্ডলুজলান্বিতাঃ। বেণস্য জননীং প্রাহুঃ শৃণুষ্ব বচনং শুভম্ ॥ শরীরং তব পুত্রস্য বর্ত্ততে দীয়তাং বহিঃ। ঋষীণাং বচনং শ্রুত্বা সুনীতির্হৃষ্টমানসা ॥ আনয়ামাস তং পুত্রং ঋষিভ্যশ্চ তদা দদৌ। সুনীতের্দ্দগ্ধপুত্রস্য শরীরং মুনয়স্তদা। মমথুশ্চ কুশৈঃ পুষ্পৈঃ কমণ্ডলুজলৈস্তথা। শরীরাৎ প্রযযৌ তচ্চ যদেব পাপসংযুতম্ ॥ ততো দক্ষিণবাহোশ্চ পৃথুরাজো মহাতপাঃ। সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নঃ সুনীতিশোকনাশনঃ ॥ আজগাম মহারাজো বিষাদো নাত্র কস্যচিৎ। অভিষেকং ততঃ কৃত্বা পৃথুরাজ্যে মহাবলম্ ॥ জগ্মুশ্চ মুনয়ঃ সর্ব্বে জয়শব্দসমন্বিতাঃ। গতশোকা সুনীতিশ্চ জয়চণ্ডী-প্রসাদতঃ ॥ পুত্রং প্রাপ্য মহাহৃষ্টা তাং দেবীং পূজয়েৎ সদা। ততো যুধিষ্ঠিরং প্রাহ নারদো মুনিসত্তমঃ ॥ ত্বং কারয় মহারাজ দ্রৌপদীং রুচিরান-নাম্। তস্য ব্রতস্য করণাৎ সুপুত্রা চ ভবেদিতি ॥ এবং ব্রতং যা কুরুতে সা ভবেদ্ বহুপুত্রিণী। ইহলোকে সুখং স্থিত্বা যাত্যন্তে চণ্ডিকালয়ম্ ॥ ইতি ভবিষ্যপুরাণে মঙ্গলচণ্ডিকাব্রতকথা সমাপ্তা ॥

মঙ্গলসংক্রান্তিব্রত

মঙ্গলবারে সংক্রান্তি হইলে সেই দিন মঙ্গলসংক্রান্তি ব্রতানুষ্ঠান করিবে। পুরোহিত স্বস্তিবাচনাদি করিয়া সঙ্কল্পান্তে সূক্ত পাঠাদি করত যথাবিধি মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করিবেন।

এই ব্রতাচরণ করিলে নারীগণ সর্ব্বসৌভাগ্যশালিনী হইয়া থাকে। ইহার প্রতিষ্ঠাদি নাই। যখনই মাসের সংক্রান্তি দিনে মঙ্গলবার প্রাপ্ত হইবে তখনই মঙ্গলচণ্ডীকে পূজা করিবে।

মঙ্গলবার ব্রত

প্রতি মঙ্গলবারে অষ্টদলপদ্মোপরি রক্তবর্ণ তণ্ডুলপূর্ণ নূতন শরাবদ্বয় স্থাপনপূর্ব্বক পুরোহিত আচমন করত স্বস্তিবাচন করিয়া সঙ্কল্প করাইবেন। যথা,—

"বিষ্ণুর্ন্মোঽদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকীদেবী দাসী বা ঝটিতি দীর্ঘায়ুঃ পুত্রোৎপত্তিকামা গণেশাদিদেবতা-পূজাপূর্ব্বকমঙ্গলপূজা-কথাশ্রবণরূপমঙ্গলবারব্রতমহং করিষ্যে।" এইরূপে সঙ্কল্প করাইয়া পুরোহিত সূক্ত পাঠান্তে আসনশুদ্ধ্যাদি করিয়া গণেশাদি দেবতাগণের পূজাপূর্ব্বক মঙ্গলের ধ্যান করিবেন। যথা—ওঁ রক্তমাল্যাম্বরধরং শূলশক্তিসমন্বিতম্। গদাপদ্মধরং দেবং মেঘরূপং বরপ্রদম্॥" এই প্রকারের ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজাপূর্ব্বক পুনঃ ধ্যান করিয়া আবাহনপূর্ব্বক—"ওঁ মঙ্গলায় নমঃ" এই মন্ত্রে পূজাপূর্ব্বক করবী ও জবাপুষ্প দ্বারা অঞ্জলি দিয়া প্রণাম করিবেন। অনন্তর ব্রতকর্ত্রী "মঙ্গলায় নমস্তুভ্যং নমস্তে ঋণহারিণে। পুত্রপৌত্রপ্রদাত্রে চ মঙ্গলায় নমো নমঃ॥" বলিয়া দ্বাদশগ্রন্থিযুক্ত রক্তচন্দনচর্চ্চিত রক্তসূত্রের ডোরক বাম করে ধারণ করিবে। অনন্তর ফলহস্ত হইয়া কথা শ্রবণ করিবে। পরে কথা শ্রবণান্তে দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবেন।

ব্রতকথা

নারদ উবাচ—নারদঃ প্রাহ তত্ত্বজ্ঞো জ্ঞানবান্ স মহামতিঃ। প্রণম্য পার্ব্বতীং দেবীং সশ্রদ্ধঃ সুসমাহিতঃ॥ ন জীবন্তি সুতো যস্যা ন গর্ভ উপজায়তে। কস্মাদ্‌ব্রতাদ্‌ভবেন্নারী পুত্রপৌত্রসমন্বিতা॥ মহেশ্বরি তদাচক্ষ, ব্রতানাং ব্রতমুত্তমম্। ভক্তিং গৃহাণ মে দেবি ধনধান্যপ্রদায়িনি॥ দেব্যুবাচ।—বন্ধ্যা জনয়তে পুত্রং মৃতবৎসা তথৈব চ। অচিরেণ পতিস্তস্যা নির্ধনশ্চ ধনী ভবেৎ॥ অথ তাম্রময়েনৈব চাশক্তৌ মৃণ্ময়েন বা।

মঙ্গলপ্রতিমাং কৃত্বা পূজয়েন্মঙ্গলে দিনে ॥ শুদ্ধপট্টময়ং ডোরং রক্তচন্দনচর্চ্চিতম্। রক্তবর্ণং দৃঢ়ঞ্চৈব দ্বাদশগ্রন্থিসংযুতম্ ॥ সংপূজ্য মঙ্গলং বামে ভক্ত্যা ধার্য্যং সুডোরকম্। মঙ্গলায় নমস্তুভ্যং নমস্তে ঋণহারিণে ॥ পুত্রপৌত্রপ্রদাত্রে চ মঙ্গলায় নমো নমঃ। মঙ্গলায় নমস্তুভ্যং নমস্তে ধনদায়িনে। বৃষ্টিকর্ত্রে চ হর্ত্রে চ মঙ্গলায় নমো নমঃ। মঙ্গলায় নমস্তুভ্যং নমস্তে দুঃখহারিণে ॥ ভূমিপুত্রায় শুদ্ধায় চোগ্রায় চ নমো নমঃ। মঙ্গলায় নমস্তুভ্যং নমঃ পাটলচক্ষুষে ॥ রক্তাম্বরায় দেবায় মঙ্গলায় নমো নমঃ। নমস্তে ভূমিপুত্রায় ঋণহর্ত্রে চ বৈ নমঃ ॥ রক্তপুষ্পোপহারায় মঙ্গলায় নমো নমঃ। মঙ্গলায় নমস্তুভ্যং নমস্তে সুখদায়িনে ॥ পুত্রপৌত্রধনৈশ্বর্য্যদায়িনে মঙ্গলায় বৈ। মঙ্গলায় নমস্তুভ্যং সিন্দূরারুণচক্ষুষে ॥ লোহিতায় সমস্তায় মঙ্গলায় নমো নমঃ। মঙ্গলায় নমস্তুভ্যং নমস্তে ধনদায়িনে ॥ লোহিতায় চ শান্তায় মঙ্গলায় নমো নমঃ। মঙ্গলাষ্টকমিদং পুণ্যং পাঠয়েন্মঙ্গলে দিনে। সংবৎসরকৃতং কার্য্যং মঙ্গলস্য মহাফলম্। অনেনৈব বিধানেন পূজয়েন্মঙ্গলং প্রভুম্ ॥ ভবেন্নারী পুত্রবতী পতিস্তস্যা ভবেদ্ধনী। যাবৎ করোতি কল্যাণী ব্রতমেতন্মহোদয়ম্ ॥ তাবৎ কালং ভবেৎ সৌখ্যং সহ পত্যা স সংশয়ঃ। রক্তপুষ্পৈশ্চ ধূপৈশ্চ পঞ্চোপচারসংযুতৈঃ ॥ নৈবেদ্যৈঃ পূজয়েদ্ভক্ত্যা মঙ্গলং সকলেষ্টদম্। কথিতং তে মুনিশ্রেষ্ঠ মঙ্গলস্য মহাব্রতম্ ॥ নোপবাসো ন যজ্ঞশ্চ ন চৈবেহ ধনব্যয়ঃ। কথাশ্রবণমাত্রেণ ব্রতস্য লভতে ফলম্ ॥ ডোরকং দ্বাদশে মাসি নূতনঞ্চৈব ধারয়েৎ। পুরাতনং জলমধ্যে প্রক্ষিপেচ্চ সুপূজিতম্ ॥ ব্রতমেতন্মহাভাগ কুরুতে যা পতিব্রতা। অপুত্রা লভতে পুত্রং নির্ধনশ্চ ধনং লভেৎ ॥ পুত্রঞ্চ লভতে শূরং পণ্ডিতং সুচিরায়ুষম্ ॥ দুর্লভা বন্ধুবর্গাণাং স্বামিনঃ সুভগা ভবেৎ ॥ ব্রতানামুত্তমং প্রোক্তং মঙ্গলস্যার্চ্চনং মহৎ। দেবানাঞ্চ মনুষ্যাণাং সর্ব্বেষামপি দুর্লভম্ ॥

ইতি ভবিষ্যপুরাণে মঙ্গলবারব্রতকথা সমাপ্তা ॥

বিপত্তারিণীব্রত

বিধি—এই ব্রত মুখ্যচান্দ্র আষাঢ়ের শুক্লা তৃতীয়া হইতে নবমী তিথির যে কোন তিথিতে শনি বা মঙ্গলবারে করিতে হয়। ব্রত পূর্ব্বদিনে হবিষ্যান্ন ভক্ষণ, ত্রিসন্ধ্যা অবগাহন ও ব্রতদিনে উপবাস বিধেয়।

পূজাপ্রয়োগ—প্রাতঃকালে পুরোহিত স্বস্তিবাচনাদি পূর্ব্বক ব্রতকারিণীকে সঙ্কল্প করাইবেন। "বিষ্ণুর্ন্মোহদ্য আষাঢ়ে মাসি শুক্লে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী দাসী বা যাবদ্বিপন্নাশপূর্ব্বকসমুখা-বৈধব্যকামা বিপত্তারিণীদুর্গাপ্রীতিকামা বা বিপত্তারিণীব্রতমহং করিষ্যে।" (পরার্থে করিষ্যামীতি বিশেষঃ) এইরূপে সঙ্কল্প করাইয়া সূক্ত পাঠ করিয়া সাধারণ ন্যাসাদি সম্পাদনপূর্ব্বক ঋষ্যাদি ন্যাস করিবেন।

"অস্য মন্ত্রস্য ভৈরবঋষিঃ পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দঃ শ্রীবিপত্তারিণী ভগবতী সঙ্কটা দেবতা মায়াবীজং, শ্রীঁং শক্তিঃ ক্রীঁং কীলকং সর্ব্বাপদুদ্ধরণমহাসঙ্কটনাশনে বিনিয়োগঃ।" শিরসি "ভৈরবঋষয়ে নমঃ", মুখে "পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দসে নমঃ", হৃদি "বিপত্তারিণ্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ" গুহ্যে "হ্রীং বীজায় নমঃ", পাদয়োঃ "শ্রীং শক্তয়ে নমঃ", সর্ব্বাঙ্গে ক্রীঁং কীলকায় নমঃ॥" অনন্তর করাঙ্গন্যাস করিবেন, যথা—

ওঁ "অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হ্রীঁ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, শ্রীঁং মধ্যমাভ্যাং বষট্‌, ক্রীঁ অনামিকাভ্যাং হুঁং, বিপত্তারিণ্যৈ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্‌, স্বাহা-করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্‌"। এইরূপেই অঙ্গন্যাস করিয়া ধ্যান করিবেন।

"ওঁ করালবদনাং ঘোরাং নানালঙ্কারভূষিতাম্‌, মুকুটাগ্র-লসচ্চন্দ্রলেখাং দিগ্বসনান্বিতাম্‌। খড়্গাখর্পরযুক্তাঙ্ক মুণ্ডচর্ম্মবরান্বিতাম্‌। মুক্তাহারলতারাজৎ পীনোন্নতঘটস্তনীম্‌॥" এইরূপে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজাপূর্ব্বক বিশেষার্ঘ্য স্থাপন ও পীঠপূজা করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যানান্তে—"ক্রীঁং বিপত্তারিণ্যৈ স্বাহা" মন্ত্রে ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া মূলমন্ত্র যথাশক্তি জপকরত জপ সমাপনপূর্ব্বক পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া—"ওঁ সর্ব্বমঙ্গল-

মঙ্গল্যে” ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম করিবেন। পরে বিবিধ পিষ্টক ও সুপারি প্রভৃতি ত্রয়োদশ ফল উৎসর্গ করিবে।

অনন্তর “ওঁ সঙ্কটে ত্বং মহামায়ে ব্রতসূত্রমিদং তব। বধ্নামি বাহুমূলেঽহং বরং দেহি যথেপ্সিতম্॥” এই মন্ত্রে দক্ষিণহস্তে ত্রয়োদশ গ্রন্থিযুক্ত রক্তবর্ণ ডোর ধারণ করিয়া ভোজ্য উৎসর্গ করত কথা শ্রবণ করিবেন। পরে দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবেন। তৎপরে ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া নিজে ভোজন করিবেন।

ব্রতকথা

মার্কণ্ডেয় উবাচ। একদা নারদো যোগী পরানুগ্রহকাম্যয়া। পর্য্যটন্ সকলাল্লোঁকান্ কৈলাসং সমুপাগমৎ॥ শিবেন সহিতাং গৌরীং দৃষ্ট্বা দেবর্ষিসত্তমঃ। প্রণম্য দণ্ডবদ্ ভক্ত্যা পপ্রচ্ছ মুনিসত্তমঃ॥ ব্রতেন কেন দেবেশ লভতে বাঞ্ছিতং ফলম্। তদ্‌বদস্ব মহাদেব কৃপা ময়ি ভবেদ্ যদি॥ মহাদেব উবাচ।—বিপত্তারিণীদুর্গায়া ব্রতং কুর্ব্বন্তি যাঃ স্ত্রিয়ঃ। তাসাং যাবদ্বিপন্নাশং কুরুতে ভবসুন্দরী। অবৈধব্যঞ্চ লভতে সর্ব্বত্র সসুখং বসেৎ॥ নারদ উবাচ।—কেন বা তৎ কৃতং কর্ম্ম মর্ত্ত্যে কেন প্রকাশিতম্। এতন্মে বিস্তরাদ্ ব্রূহি পার্ব্বতীপ্রাণবল্লভ॥ মহাদেব উবাচ। বিদর্ভাধিপতিঃ শ্রীমান্ রাজা সত্যপরাক্রমঃ। তস্য পত্নী গুণবতী সর্ব্বপ্রাণিহিতে রতা॥ একদা চর্ম্মকারস্য পত্ন্যা সহ সুনির্জ্জনে। মিলিতা চ মহারাজ্ঞী মিথো বৈ মিত্রতা কৃতা॥ নানাবিধানি দ্রব্যাণি রাজপত্নী দদৌ মুদা। চর্ম্মকারস্য পত্ন্যৈ সা নানাবিধফলানি চ॥ একদা চর্ম্মকারস্য পত্নী রাজগৃহং যযৌ। রাজপত্নী সমাহূয় পরস্পরমভাষত॥ রাজপত্ন্যুবাচ। কীদৃশঞ্চ গবাং মাংসং দ্রষ্টুমিচ্ছাম্যহং সখি। নয় ত্বং বহুযত্নেন গোপনং মম বেশ্মনি॥ রাজপত্নীবচঃ শ্রুত্বা মাংসং বহুবিধং তথা। পাত্রস্থং বস্ত্রমাচ্ছাদ্য রাজবেশ্ম যযৌ মুদা॥ দৃষ্ট্বা মাংসং রাজপত্নী গোপনং রক্ষিতং

গৃহে। মাংসং দৃষ্ট্বা রাজভৃত্যো রাজ্ঞে সর্ব্বং ন্যবেদয়ৎ॥ রাজা চ গৃহমাগত্য রাজপত্নীং জগাদ সঃ। চর্ম্মকারগৃহদ্রব্যঃ কিং গৃহে রক্ষিতং সতি॥ সত্যবাক্যং বদস্বাস্থ সন্নিধৌ মম ভামিনি। নোচেত্ত্বাং প্রাপয়িষ্যামি ধর্ম্মরাজস্য সংক্ষয়ম্। ফলং বহুবিধং রাজন্ পুষ্পঞ্চ পরিরক্ষিতম্। এতদুক্ত্বা রাজপত্নী দুর্গাদেবীমপূজয়ৎ॥ রাজপত্ন্যুবাচ।—বিপত্তারিণি দুর্গে ত্বং বিপন্নাং ত্রাহি মাং শিবে। ভক্তিভাবং ন জানামি বালাঽহং দুষ্কৃতং কৃতম্। অদ্য রক্ষ মহামায়ে ঘোরদুষ্কৃতকর্ম্মণি। যাবজ্জীবাম্যহং দুর্গে ব্রতং তাবৎ কারোম্যহম্॥ দেব্যুবাচ। তুষ্টাস্মি তেঽনয়া বাচা বরমেবং দদামি তে। যদ্‌গৃহে রক্ষিতং মাংসং ফলং বহুবিধং ভবেৎ। মহারাজায় দত্তং চেৎ প্রীতিস্তস্য ভবিষ্যতি॥ ততো দেব্যা বচঃ শ্রুত্বা গৃহমধ্যগতা সতী। দৃষ্ট্বা বহুবিধং রম্যং ফলং পুষ্পং প্রহৃষ্টধীঃ॥ ফলং পুষ্পঞ্চ তৎসর্ব্বং দদৌ রাজ্ঞে মুদান্বিতা। রাজা দৃষ্ট্বা বহুবিধং ফলং সংহৃষ্টমানসঃ॥ এবং গুণবতী রাজ্ঞী ব্রতং কৃত্বা সুদুর্ল্লভম্। ইহ ভোগান্ বরান্ ভুক্ত্বা অন্তে স্বর্গপুরং যযৌ॥ নারদ উবাচ।—কিং বিধানং ব্রতস্যাস্য বদ মে শঙ্কর প্রভো॥ মহাদেব উবাচ।—বিধানং তে প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্ব সুসমাহিতঃ॥ আষাঢ়স্য সিতে পক্ষে দ্বিতীয়ায়াঃ পরং মুনে। পূর্ব্বং দশম্যাস্তন্মধ্যে শনিভৌমদিনে তথা॥ ব্রতবাসরপূর্ব্বেদ্যুর্ভুক্ত্বা চৈকং নিরামিষম্। অতীতে যামিনীকালে স্নাত্বা সঙ্কল্পমাচরেৎ॥ ভূমৌ ঘটং সমারোপ্য সহকারফলান্বিতম্। নৈবেদ্যং বিবিধং দদ্যাৎ নানাবিধফলানি চ॥ পিষ্টকং বিবিধং রম্যং তণ্ডুলাদিবিনির্ম্মিতম্। পূগাদিফলসংযুক্তং তাম্বূলঞ্চ পৃথক্ পৃথক্॥ এবং বহুবিধং দ্রব্যং ত্রয়োদশমিতং পৃথক্। সর্ব্বাপত্তারিণীদেব্যৈ দত্ত্বা বিপ্রায় দাপয়েৎ॥ সোপবীতং সুভোজ্যঞ্চ ব্রাহ্মণায় প্রদাপয়েৎ। কর্ম্মান্তে দক্ষিণাং দদ্যাদন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ॥ যা নারী ভক্তিভাবেন করোতি ব্রতমুত্তমম্। বিধবা ন ভবেৎ কাপি পতিসৌভাগ্যমাপ্নুয়াৎ॥ পুত্রপৌত্রসমাযুক্তা ভুক্ত্বা ভোগান্ মনোরমান্।

অন্তে প্রাপ্নোতি সা নারী নক্ষত্রে চ পুনর্ব্বসৌ ॥ বিপত্তারিণীদুর্গায়া ব্রতং কুর্ব্বন্তি যাঃ স্ত্রিয়ঃ। বিপন্ন সম্ভবেৎ কাপি সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়ুঃ ॥ ত্রয়োদশগ্রন্থিযুক্তং সুরক্তঞ্চ সুডোরকম্। নারী বা পুরুষো বাপি বধ্নীয়াদ্দক্ষিণে করে ॥ ইতি বিপত্তারিণীব্রতকথা সমাপ্তা।

সুবচনী-ব্রত

পূজাবিধি।—স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক "সূর্য্যঃ সোম" ইত্যাদি পাঠ করিয়া সঙ্কল্প করিতে হয়। যথা—"অদ্যেত্যাদি অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীমতী অমুকী দেবী দাসী বা সর্ব্বাপচ্ছান্তিপূর্ব্বক-মনোঽভীষ্টসিদ্ধিকামা গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বক (শুভসূচনী) শুভচণ্ডী দুর্গাপূজাতৎকথাশ্রবণমহং করিষ্যে"। এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া ন্যাসাদিপূর্ব্বক গণেশাদিদেবতাগণকে পূজা করত (শুভসূচনী) শুভচণ্ডীদেবীর ধ্যান করিতে হয়। মন্ত্র, যথা—"ওঁ রক্তাঙ্গী চ চতুর্ম্মুখী ত্রিনয়না রক্তাম্বরালঙ্কৃতা। পীনোত্তুঙ্গকুচা দুকূলবসনা হংসাধিরূঢ়া পরা। ব্রহ্মানন্দময়ী কমণ্ডলুকরা-ভীতিপ্রদানোৎসুকা, ধ্যেয়া সা শুভকারিণী ত্রিজগতাং সর্ব্বাপদুদ্ধারিণী ॥" এই প্রকার ধ্যান করিয়া ওঁ শুভসূচনী (শুভচণ্ডী) দৈব্যে নমঃ এই মন্ত্রে ষোড়শোপচারে পূজা করিতে হয়। অতঃপর হংসপ্রভৃতির পূজা করিয়া কথা শ্রবণপূর্ব্বক দক্ষিণা প্রদান করিতে হয়।

ব্রতকথা

বন্দমাতা সুবচনী, পুরাণে মহিমা শুনি, পতিতপাবনী পুরাতনী। বলি আমি করপুটে, অধিষ্ঠান হও ঘটে, শুন আপনার ব্রতবাণী ॥ প্রণমিয়া দেবগুরু বিপ্রের চরণে। সুবচনী মাতা বন্দ আনন্দিত মনে ॥ প্রজা ল'য়ে রাজ্য করে কলিঙ্গ ঈশ্বর। সেই দেশে অনাথা ব্রাহ্মণী করে ঘর ॥ সবে মাত্র এক পুত্র পড়ে পাঠশালে। ভিক্ষা মেগে যজ্ঞসূত্র দিল যথাকালে॥ পাঠশালে পড়ে সবে নানা দ্রব্য খায়। দ্বিজপুত্র দুঃখী

সবাকার পানে চায়.॥ মনে করে ত্বরা ক'রি আজি ঘরে যাব। পরিপূর্ণ ক'রে মৎস্য মাংস অন্ন খাব ॥ ঘরে গিয়া পুত্র জননীর কাছে বলে। উত্তম সুখাদ্য খায় বালক সকলে ॥ ব্রাহ্মণীর পুত্র ইহা কয় হেসে হেসে। পরম আনন্দে জননীর কোলে ব'সে ॥ অন্তের বালক মাগো নানা দ্রব্য খায়। মৎস্য আদি পক্ষিমাংস খেতে সাধ যায় ॥ ব্রাহ্মণী বলেন বাছা আমি কোথা পাব। তনয় বলেন কাল আমি এনে দিব ॥ উঠিয়া প্রভাতে তবে দ্বিজের তনয়। নগর ভ্রমণ করে ত্যজিয়া আলয় ॥ হংসশালে নৃপতির আছে যত হাঁস। দিবারাত্র রক্ষক আছয়ে বারোমাস ॥ চরে সব হংস সন্ধ্যাকালে যায় ঘরে। পাছু ছিল খোড়া হাঁস দ্বিজপুত্র ধরে ॥ আছাড়িয়া মেরে জননীর কাছে দিল। রন্ধন করিয়ে মাংস গোপনে খাইল ॥ প্রাতঃকালে দেখে পালে খোঁড়া হাঁস নাই। রাজার শাসনে দুত চলে ধাওয়া ধাই ॥ রাজা বলে আজি খোড়া হাঁস খুজে আন। খোড়া হাঁস না পাইলে বধিব পরাণ ॥ ভয়ে ব্যগ্র হ'য়ে খুজে যত হংসচর। ঘাট বাট মহারণ্য সবাকার ঘর ॥ হংসের সন্ধান কোন মতে নাহি পায়। ব্রাহ্মণীর বাটীর নিকট দিয়া যায় ॥ সেই হংস পাখা দেখে বিপ্র ভস্মকুণ্ডে। দ্বিজপুত্রে ধরে সবে বজ্র পাড়ে মুণ্ডে ॥ ব্রাহ্মণীরে যথোচিত তিরস্কার করে। তার পুত্রে ধরে দিল রাজার গোচরে ॥ ব্রাহ্মণ দেখিয়া কলিঙ্গের অধিকারী। ক্রোধে পরিপূর্ণ করে আত্মনাদ করি ॥ রাজা বলে বেটা তোর এত অহঙ্কার। হংস মেরে খাইয়াছ পাবে ফল তার ॥ আজ্ঞা দিল রাজা দ্বিজে রাখ বন্দিশালে। বক্ষেতে পাথর দাও ফেলে ভূমিতলে ॥ বন্দিশালে রাখে দুত নৃপ আজ্ঞা পেয়ে। ব্রাহ্মণীরে সমাচার সবে দিল গিয়ে। শুনিয়া আছাড় খায় কেশ নাহি বান্ধে। তারিণী ব্রহ্মাণী বলে দ্বিজমাতা কান্দে ॥ ভয়ে দ্বিজমাতা কান্দে, কেশপাশ নাহি বান্ধে, অচেতনে পড়ে ভূমিতলে। করে হাহাকার রব, শুনি ধেয়ে এল সব, আহা! আহা! উঠ বলি

তোলে ।। ব্রাহ্মণের নহে ধর্ম্ম, করেছে কুৎসিত কর্ম্ম, হোক ব্রাহ্মণের ছেলে বটে। সাম্য হো'ক নৃপক্রোধ, সবে গিয়া উপরোধ, রাজাকে করিব করপুটে ॥ কেহ কহে উপদেশ, কহি শুন সবিশেষ, কান্দিলে না হবে কিছু আর। কা হতে কিছু না হয়, শাস্ত্রেতে এমন কয়, ভাল মন্দ কর্ম্ম দেবতার ।। আর কেহ নাহি যার, সুবচনী মাতা তার, এক ভাবে পদ ভাব তার। ভেবে হারা মরা পায়, এবা কোন বড় দায়, তব পুত্রে করিবেন উদ্ধার ।। সেই গ্রামে এক ঘরে, সুবচনী পূজা করে, তথা যায় এয়ো নারীগণ। শুনিয়া পূজার কথা, ব্রাহ্মণী গেলেন তথা, একভাবে করয়ে মানন ॥ আমার পুত্র রাজদ্বারে, উদ্ধারিয়া এলে ঘরে, সুবচনী মায়েরে পূজিব। সবে বল সিদ্ধ হোক, মায়ের মহিমা রোক, মিথ্যা হ'লে পরাণ ত্যজিব। ব্রাহ্মণী কাতর দেখি, সকলে সজল আঁখি, করপুটে করিছে মানন। উর মাতা নিজ গুণে, মুক্ত করিয়া ব্রাহ্মণে, নিজ পূজা করহ গ্রহণ ।। দেবী শুনিলেন কাণে, রাজা শুয়ে যেই স্থানে, মহানিশি কাছে ছয় রাণী ॥ উদ্ধারিতে দ্বিজবরে, দেবী গিয়ে সেই ঘরে, রাজারে কহিছে স্বপ্নবাণী ॥ শোন্ রাজা তোরে কই, কার মন্দকারী নই, এলাম হিতকথা কহিবারে। মেরেছে যে খোঁড়া হাঁস, সে আমার ব্রতদাস, বন্দিশালে রেখেছ তাহারে ॥ আমি তার অপমানে, ব্যথা পাই বড় মনে, দেখ্ তোর সর্ব্বনাশ হয়। হবে রক্ত অগ্নিবৃষ্টি, নষ্ট হবে সব সৃষ্টি, পুরী সব হবে ভস্মময় ॥ যদি বল খোড়া হাঁস, ব্রাহ্মণ ক'রেছে নাশ, সে কেবল লোকের লাগান। কালি প্রাতঃকাল হ'লে, তুমি গিয়া হংসশালে, খোঁড়াকে দেখিবে বিদ্যমান ॥ দ্বিজপুত্রে ক'রে মুক্ত, তবে তায় উপযুক্ত, ঐ রাজ্য দিয়া কর মান। মোর কথা সত্য জ্ঞানে, মিথ্যা না ভাবিহ মনে, শকুন্তলা কন্যা দিবে দান ॥ তবে রাজ্য রক্ষা হবে, দেশে দেশে কীর্ত্তি রবে, এত বলি দেবী অন্তর্দ্ধান। এসব দেবীর রঙ্গ, নৃপতির নিদ্রাভঙ্গ,

ভয় পেয়ে রাণীরে জ'গান ॥ উঠ উঠ উঠ রাণী, শুনহ স্বপ্নের স্বপ্ন দেখি পরাণ বিকল নিদ্রাবশে যে দেখিনু, বুঝি সব হারাইনু, রাজ্য ধন পুত্রাদি সকল ॥ করাগারে দ্বিজসুতে, ক্লেশ দিনু বিধিমতে, দেবীর সে বরপুত্র হয়। সেই অধর্ম্মের ফলে, রাজ্য পুত্রাদি সকলে, বুঝি সুবচনী করে ক্ষয় ॥ শুনিয়া স্বপ্নের কথা, রাণী মনে পায় ব্যথা, অতিশয় চঞ্চলা হইল। ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে, ক্ষণেক রাজার পার্শ্বে, উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে লাগিল ॥ বলিতে কহিতে নিশা, পোহাইয়া হ'ল উষা, উঠি রাজা হংসশালে যান। নৃপতির কাছে কাছে, মৃত খোঁড়াহাঁস নাচে, দেবী বরে পেয়ে প্রাণ দান ॥ দেখে রাজার হৈল বোধ, নৃপতির গেল ক্রোধ, বৈসে এসে বাহির দালানে। উদ্বেগ উঠিছে মনে, পাত্র মিত্র বন্ধুগণে, ত্বরা করে ডাকাইয়া আনে ॥ বন্দিশালে আছে বিপ্র, মুক্ত করে আন ক্ষিপ্র, তাহারে অর্পিব মম রাজ্য। তাহার আশ্রয় লব, শকুন্তলা কন্যা দিব, আজি সমর্পিব শুভকার্য্য ॥ নৃপ-আজ্ঞা পাবা মাত্র, নৃপতির পাত্রমিত্র, বিপ্রপুত্রে মুক্ত করি' আনে। দিব্যবস্ত্র পরাইয়া, নানা আভরণ দিয়া, আপনারে ধন্য করি মানে ॥ নৃপ দ্বিজের নিকটে, দাণ্ডাইয়া করপুটে, স্তুতি করে বিবিধ প্রকারে। হয়ে মোরে অবতংশ, রক্ষা কর মোর বংশ, সবান্ধব শরণাগতেরে। চিনিতে নারিলাম তোমা, অপরাধ কর ক্ষমা, যত দুঃখ তোমারে দিলাম। দিয়া কন্যা রাজ্যদান, রাখিব তোমার মান, আজি হইতে আশ্রয় নিলাম ॥ পরে রত্নসিংহাসনে, বসাইয়া সে ব্রাহ্মণে, নিজ হস্তে চরণ ধুয়ায়। দূত গিয়া ত্বরা করে, পুরোহিত ব্রাহ্মণেরে, সেই ক্ষণে সভায় আনায় ॥ জ্যোতিষ শাস্ত্রের মত, দিন করি আনন্দিত, শুভ লগ্ন করিলেন স্থির। তবে কলিঙ্গ-ঈশ্বর, নিজ রাজ্যে কর ঘর, শোভা করে সভার মন্দির ॥ দেখে দিন শুভক্ষণে, স্ত্রীগণে ডাকিয়া আনে, তৈল হরিদ্রা দিতে গায়। বসন ভূষণ পরি, নানা বর্ণে বেশ ধরি,

সীমন্তিনী সারি সারি যায়॥ শুনি বিবাহের রব, বাদ্যকর যত সব, রাজার রাজ্যেতে বাস ছিল। যন্ত্র সুমিলন করি, সবে বেশ ভূষা করি, রাজার পুরীতে প্রবেশিল॥ এককালে বাদ্যধ্বনি, সবে চমকিত শুনি, ক্ষিতিতে বৈসেছে লোক যত। বাজিতেছে জগঝম্প, শব্দে হয় ভূমিকম্প, শুনি রাণী হৈল আনন্দিত॥ এয়ো সব হ'ল জড়, অন্তরে আহ্লাদ বড়, যত নারী হরিদ্রা মাখায়। শঙ্খরব হুলাহুলি, সব সীমন্তিনী মিলি, সরোবর স্নান হেতু যায়॥ ঘটেতে পূরিয়া বারি, লইল মস্তকোপরি, রাজরাণী অঞ্চলে লুটায়ে। প্রবেশি নিজ মন্দিরে, ঘটেরে প্রণাম করে, রত্ন দীপ বাসরে জ্বালিয়ে॥ জিজ্ঞাসয়ে রাজরাণী, শুন সব সীমন্তিনী, হাই আমলা বাটিবেক কে। স্বামী ধরিবেক ছাতা, নাহি পাবে কোন ব্যথা, পতির প্রেয়সী হবে সে॥ কাছে ছিল বিপ্রসুতা, বড় রূপগুণযুতা, পতির প্রেয়সী সেই ধ্বনি। তাহারে আদেশ করি, সঙ্গে বহু সহচরী, হাই আমলা বাটাইল রাণী॥ ব্রাহ্মণীর পুত্র লয়ে, মঙ্গলাচার করিয়ে, করাইল স্নান অধিবাস। সন্ধ্যায় লইয়া বরে, তারা স্ত্রী-আচার করে, নানা মতে করে পরিহাস॥ ছাদ্‌নায় দোঁহে লয়ে, পুরোহিত ডাকাইয়ে, শুভকর্ম্ম করে আরম্ভন। দু'হাত একত্রে লয়ে, বান্ধে পুষ্পমালা দিয়ে, রাজরাণী আনন্দে মগন॥ তবে জলধারা দিয়ে, বর কন্যা গৃহে লয়ে, বাসর ঘরে করে জাগরণ। সব সখীগণ সঙ্গে, নানা মত খেলা রঙ্গে, প্রাতঃকালে উঠে দুই জন॥ ব্রাহ্মণীর পুত্র কয়, বিলম্ব উচিত নয়, বিদায় করহ ত্বরা করি। মঙ্গল আসনোপরে, বসাইল কন্যা বরে, রূপ হেরে যত নরনারী॥ রাজ কন্যা বৈসে বামে, রতি যেন শোভা কামে, নারায়ণে শোভে সিন্ধু সুতা। শচী যেন আখণ্ডলে, হৈমবতী হরকোলে, বশিষ্ঠেতে অরুন্ধতী যথা॥ ধান্য দূর্ব্বা দিয়ে শিরে, সবে আশীর্ব্বাদ করে, হাতে হাতে কন্যা সঁপে রাণী। ধরি জামাতার হাতে, শকুন্তলার হস্ত তাতে, দিয়া কহে সুমধুর বাণী॥ মনে না করিবে রোষ, ক্ষমা কর সব দোষ,

শকুন্তলা ল'য়ে কর ঘর। কন্যার বিদায় কালে, রাণা ভাসে অশ্রুজলে, আজি হৈতে বাছা হৈল পর॥ করে হাহাকার ধ্বনি, সকাতরে কান্দে রাণী, ধূলায় ধূসর হ'য়ে গায়। শুনিয়া ক্রন্দন বাণী, সকাতরে নৃপমণি, সভা মধ্যে কান্দে উভরায়॥ নানা বাদ্য শব্দ উঠে, আগে পিছে লোক ছুটে, পদে পদ নাহি পায় পথ। দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল, ব্রাহ্মণীর পুত্র আইল, ধনে পরিপূর্ণ সঙ্গে রথ॥ ধেয়ে গিয়া কয় লোক, ঠাকুরাণী ত্যজ শোক, দেখ সে তোমার মন ভাল। বন্দি পুত্র কারাগারে, বিবাহ করিয়া ঘরে, রাজার তনয়া লয়ে এলো॥ শুনে এই শুভ বাণী, আনন্দিত ঠাকুরাণী, মনে করে এখন কি হবে। সুবচনী মাতা বুঝি, হাতে তুলে দিল নিধি, হারাধনে দুঃখিনী আজ পাবে॥ এতেক বলিয়া উঠে, বাদ্য শুনে সন্নিকটে, আনন্দ সাগরে যেন ভাসে। অঙ্গের অম্বর তার, সম্বরা হইল ভার, অমনি ধাইল এলোকেশে॥ পুত্র আসিয়া নিকটে, দাণ্ডাইয়া করপুটে, জননীরে করিল প্রণাম। ব্রাহ্মণী বলেন এসো, অভাগিনীর কোলে বসো, দেবী পুরাইল মনস্কাম॥ তবে জলধারা দিয়ে, বর কন্যা গৃহে লয়ে, অঙ্গিনায় পূজে সুবচনী। চারি কোণা করি ঘর, কাটিল অঙ্গিনা' পর, আলিপনা দিলেন ব্রাহ্মণী॥ চিত্র বিচিত্র করি, যোড়া হাঁস সারি সারি, লিখি তায় আরোপিলা তাতে। আম্রশাখা পূর্ণ করি, দুগ্ধেতে গহ্বর পুরী, দিব্য শোভা পদ্মিনী পালাতে॥ সুবচনী পূজা সব, সাঙ্গপুরে শঙ্খরব, শুনে সবে দণ্ডবৎ হয়ে। এয়োরে করয়ে দান, নাড়ু রম্ভা গুয়া পান, তৈল সিন্দুর সবে দিয়ে॥ সীমন্তিনী সারি সারি, দাণ্ডাইল শোভা করি, ব্রাহ্মণী চরণে দিল জল। অঞ্চল লোটায়ে তাতে, দিল পুত্রবধূ মাথে, মনোবাঞ্ছা হইল সফল। প্রসাদীয় দ্রব্য যাহা, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ তাহা, ব্রাহ্মণী আপনি বাঁটি দিল। একান্ত মনে সকলে, বিস্তার করি অঞ্চলে, ভক্তিভাবে সকলে লইল॥ দক্ষিণান্ত সমর্পিয়া, ঘট বিসর্জ্জন দিয়া, পুরোহিত করিল গমন। তবে পুত্রবধূ লয়ে, পূর্ণ ঘট কক্ষে দিয়ে, গৃহ মধ্যে প্রবেশে তখন॥ ইতি সুবচনী ব্রতকথা সমাপ্তা।

সত্যনারায়ণ ব্রত

পূজাপদ্ধতি।—যে কোন দিনে সন্ধ্যাসময়ে সায়ংকৃত্য সমাপনান্তে স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক—তাম্রপাত্রে তিল, তুলসী, ত্রিপত্র ও ফল এবং জল লইয়া উত্তরমুখ হইয়া নিম্নলিখিত বাক্যে সঙ্কল্প করিতে হয়। যথা—

"বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মা সর্ব্বাপচ্ছান্তিসৌভাগ্যবর্দ্ধন-মনোগতা-ভীষ্টসিদ্ধিপূর্ব্বকশ্রীসত্যনারায়ণপ্রীতিকামঃ শ্রীসত্যনারায়ণপূজনতৎ-কথাশ্রবণ-মহং করিষ্যে।"

অনন্তর ,স্বশাখোক্তসংকল্পসূক্ত পাঠ, সামান্যার্ঘ্য, আসনশুদ্ধি, জলশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি সমাপনপূর্ব্বক গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা করত অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া সত্যনারায়ণের ধ্যান করিতে হয়। যথা—

"ওঁ ধ্যায়েৎ সত্যং গুণাতীতং গুণত্রয়সমন্বিতম্‌।
লোকনাথং ত্রিলোকেশং পীতাম্বরধরং বিভুম্‌॥
ইন্দীবরদলশ্যামং শঙ্খচক্রগদাধরম্‌।
নারায়ণং চতুর্ব্বাহুং শ্রীবৎসপদভূষিতম্‌।
গোবিন্দং গোকুলানন্দং জগতঃ পিতরং গুরুম্‌॥

এইরূপ ধ্যানান্তে মানসোপচারে পূজা করিয়া পীঠার্চ্চনা করত বিশেষ অর্ঘ্যস্থাপনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার ধ্যানান্তে পুষ্পটি ঘটে বা শালগ্রামে স্থাপন করিয়া "শ্রীভগবৎসত্যনারায়ণ দেব ইহাগচ্ছ, ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ, ইহ তিষ্ঠ, অত্রাধি-ষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ। ওঁ আগচ্ছ ভগবন্‌ দেব সর্ব্বকাম-ফলপ্রদ। মৎপূজন-সুসিদ্ধ্যর্থং সান্নিধ্যমিহ কল্পয়॥" এইরূপে আবাহন করত ষোড়শোপচারে (অশক্ত হইলে দশোপচারে বা পঞ্চোপচারে)

"ওঁ সত্যনারায়ণায় নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিবে ॥ পরে নৈবেদ্য * (কাঁচাসিরণী) নিবেদন করিতে হয়। কাঁচাসিরণী প্রদানে বিশেষ মন্ত্র, যথা।—

ওঁ সপাদং গোধূমচূর্ণং দুগ্ধরম্ভাদিশর্করম্। সম্যৈকীকৃতং সর্ব্বং নৈবেদ্যং গৃহ্যতাং প্রভো। এতদ্ গোধূমচূর্ণ-দুগ্ধ-রম্ভা-শর্করাদ্যেকীকৃত-নৈবেদ্যং ওঁ সত্যনারায়ণায় নমঃ। †

অনন্তর বামকরে গ্রাসমুদ্রাপ্রদর্শন পূর্ব্বক—দক্ষিণকরের অঙ্গুষ্ঠে, কনিষ্ঠা ও অনামিকা দ্বারা "প্রাণায় স্বাহা"; তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে "অপানায় স্বাহা"; মধ্যমা, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে—"সমানায় স্বাহা", তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে "উদানায় স্বাহা", অঙ্গুলিপঞ্চক-যোগে—"ব্যানায় স্বাহা" বলিতে হয়। অনন্তর পানার্থোদক পুনরাচমনীয়, তাম্বুল ইত্যাদি দিয়া যথাশক্তি জপান্তে "গুহ্যাতিগুহ্য" ইত্যাদি মন্ত্রে জলনিক্ষেপপাত্রে কিঞ্চিৎ জল দিয়া জপ সমর্পণ করিতে হয়। তৎপরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে মণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতে হয়; যথা—ওঁ যানি যানি চ পাপানি সর্ব্বকালকৃতানি চ। তানি তানি বিনশ্যন্তু প্রদক্ষিণং পদে পদে ॥ অনন্তর পুষ্পাঞ্জলি লইয়া নিম্নোক্ত স্তবপাঠ করিতে হয়। যথা—"যন্ময়া ভক্তিযোগেন পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্। নিবেদিতঞ্চ নৈবেদ্যং তদ্গৃহাণানুকম্পয়া। ত্বদীয়ং বস্তু গোবিন্দ তুভ্যমেব সমর্পয়ে। গৃহাণ সুমুখো ভূত্বা প্রসীদ পুরুষোত্তম। মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং জনার্দ্দন। যৎপূজিতং ময়া দেব পরিপূর্ণং তদস্তু মে। অমোঘং পুণ্ডরীকাক্ষং

* দুগ্ধ, গুড়, রম্ভা ইত্যাদির সহিত ময়দা বা তণ্ডুলচূর্ণ মিশাইয়া নৈবেদ্য দিবে। ইহার নাম কাঁচা শির্ণি।

† তণ্ডুলচূর্ণ হইলে "সপাদং গোধূমচূর্ণং" স্থলে "সপাদং শালি-তণ্ডুলচূর্ণং" এবং "এতদ্ গোধূমচূর্ণং" স্থলে "এতৎশালিতণ্ডুলচূর্ণং" বলিবে।

নৃসিংহং দৈত্যসূদনম্। হৃষীকেশং জগন্নাথং বাগীশং বরদায়কম্। সগুণঞ্চ গুণাতীতং গোবিন্দং গরুড়ধ্বজম্। জনার্দ্দনং জনানন্দং জানকী-জীবনং হরিম্। প্রণমামি সদা দেবং পরং ভক্ত্যা জগৎপতিম্। দুর্গমে বিষমে ঘোরে শত্রুভিঃ পরিপীড়িতে। নিস্তারয়তু সর্ব্বেষু তথানিষ্টভয়েষু চ। নামান্যেতানি সংকীর্ত্ত্য ঈপ্সিতং ফলমাপ্নুয়াৎ। সত্যনারায়ণং দেবং বন্দেঽহং কামদং প্রভুম্। লীলয়া বিততং বিশ্বং যেন তস্মৈ নমো নমঃ॥” পরে পুষ্পাদি হস্তে লইয়া কথা শ্রবণ করিতে হয়। অনন্তর আরতি করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ ও দক্ষিণা প্রদান করিতে হয়, পরে সিরণী বিতরণাদি করিয়া সভক্তিতে প্রসাদ লইতে হয়।

শঙ্করাচার্য্যের সত্যনারায়ণ-ব্রতকথা

প্রথমে বন্দিনু দেব গৌরীর তনয়। বিঘ্নবিনাশন নাম ভকত-সদয়॥ হর-গৌরী বন্দিনু বিরিঞ্চি নারায়ণ। ব্যাসদেব বাল্মীকাদি বন্দি মুনিগণ। প্রণমিহ সত্যপীর নিয়ৎ হাশিল। যাঁহার কৃপায় হয় ভুবনে অখিল॥ সরস্বতী বন্দি শিবা সারদা ভবানী। সত্যপীর-উপাখ্যান অপূর্ব্ব-কাহিনী। শুন হে সকল লোক হ'য়ে এক-চিত। যার যে পাইবে বর মনের বাঞ্ছিত। দরিদ্র ব্রাহ্মণ এক ছিল মথুরায়। না জানে সুখের লেশ, দুঃখে কাল যায়॥ এক দিন সেই দ্বিজ ভ্রমিয়া নগর। কিছু না পাইয়া ভিক্ষা হইল কাতর॥ বসিয়া বৃক্ষের তলে কাঁদে হেঁট-মাথা। কহিতে লাগিল—হায় পরম দেবতা॥ এত দুঃখ লিখেছিলে কপালে আমার। এমত দুঃখিত নাহি পৃথিবীতে আর॥ কান্দিতে কান্দিতে দ্বিজ হইল অস্থির। দেখিয়া দয়ার্দ্র বড় হৈলা সত্যপীর॥ দরশন দিলা সেই ব্রাহ্মণের আগে। ধরিয়া ফকির বেশ কহে অনুরাগে॥ কি লাগিয়া কান্দ কহ ব্রাহ্মণ-তনয়। দেখিয়া তোমার দুঃখ বড় দয়া হয়॥ দ্বিজ বলে তোমারে কহিয়া কার্য্য কি বা। আপনারে নহ তুমি, মোরে কি করিবা। হাসিয়া বলেন পীর—শুন রে

অজ্ঞান। আমি কি ফকির, তুমি করিয়াছ জ্ঞান॥ যে হই পশ্চাৎ আমি দিব পরিচয়। কহ হে আপন কথা সত্য যে বা হয়॥ দ্বিজ বলে—মাগিয়া যাবৎ কাল খাই। আজি না পাইনু ভিক্ষা, মিছামিছি যাই॥ পীর বলে আজি হৈতে দুঃখ গেল দূর। অতুল সম্পদ্ হৈল, যাও নিজ পুর॥ নিশ্চয় তোমারে কহি, আমি সত্যপীর। কলিযুগে পৃথিবীতে হয়েছি জাহির॥ এই রূপ ভাবিয়া যে সিন্নি দেয় মোরে। সেই কালে হইবেক সম্পদ্ সত্বরে॥ দ্বিজ বলে নিত্য পূজি শালগ্রাম-শিলা। তথাপি না যায় দুঃখ, বিধি যা লিখিলা॥ তথাপি ভরসা মাত্র আছে এক মনে। পরকালে নিস্তার করিবে নারায়ণে॥ তাহা ঘুচাইয়া কেন পীরেরে ভজিব। যবন-আচার করি নরকে মজিব॥ হাসিয়া কহেন পীর—শুন রে অজ্ঞান। যেই পীর, সেই ত জানিও নারায়ণ॥ বেদ আর কোরান্ বুঝিয়া দেখ এক। জগতে নাহিক দুই, শুন পরতেক॥ বলিতে বলিতে সেই অখিলের নাথ। শঙ্খ চক্র-গদা-পদ্ম ধরে চারি হাত॥ গলায় কৌস্তভ মণি, শ্রীবৎস হৃদয়। পূর্ণব্রহ্ম সনাতন মহাতেজোময়॥ সেই রূপ দেখি দ্বিজ পড়িল ধরণী। করিল অনেক স্তব গদ্‌গদ বাণী॥ চিনিতে না পারি আমি, তুমি কোন্ জন। সহজে ভিক্ষুক আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ॥ দেখিতে দেখিতে পুনঃ হইল ফকির। পূর্ব্বের যেমত রূপ হইল জাহির॥ সে রূপ ভাবনা বড় উৎকট দায়। এইরূপে ছলিতে তৎকালে তাঁরে পায়॥ দ্বিজ বলে যত কিছু, তুমি সে সকল। সার্থক জীবন মোর নয়ন সফল॥ কিরূপ সিরনি দিব পূজার প্রকার। কহ কহ মহাপ্রভু, শুনি একবার॥ বলিতে লাগিলা প্রভু ব্রাহ্মণের তরে। গম কিংবা ধান্যাদির আটা স'য়া সেরে॥ স'য়া ছড়া কলা করিবেক আয়োজন। সওয়া গুবাক আর পাণ স'য়া পণ॥ স'য়া সের চিনি আর স'য়া সের ক্ষীর। যাহাতে সন্তুষ্ট হই আমি সত্যপীর॥ চিনি আর ক্ষীর দিতে যার নাই শক্তি। দুগ্ধ আর গুড় দিয়া করিবেক ভক্তি॥ সর্ব্বদ্রব্য জড় করি মধ্যেতে রাখিয়ে। বসিবেক ভক্ত লোক

চৌদিকে বেড়িয়ে ॥ গুণকথা আমার শুনিবে এক মনে। সাঙ্গ হৈলে মুজ্‌রা করিবে জনে জনে ॥ সত্যপীর বলিয়া কপালে দিবে হাত। ইথে হেলা করিলে সে অশেষ উৎপাত ॥ সত্য-সত্যনারায়ণ বলি বার-বার। কর যোড় করিয়া করিবে নমস্কার ॥ প্রসাদ লইবে তবে যত জন তথা। বিরচিল শঙ্কর আচার্য্য এই কথা ॥

এতেক বলিয়া পীর হৈল অন্তর্দ্ধান। ঘরেতে চলিয়া গেল দ্বিজ ভাগ্য-বান্ ॥ ব্রাহ্মণীকে সমাচার সকলি কহিল। সেই নিশি নিরাহারে অমনি রহিল ॥ দণ্ড দুই প্রভাতে ভ্রমিয়া ঘর কত ॥ পাঁইল অনেক দ্রব্য অপরূপ যত ॥ সিরিনি করিল দ্বিজ সে মত প্রকারে। অপূর্ব্ব সকল দ্রব্য লইয়া সত্বরে ॥ প্রসাদ লইল তবে কিছু কিছু সবে। অতুল সম্পদ্ হৈল পূজা-অনুভাবে ॥ দাস দাসী গো মহিষ কত ঘোড়া হাতী। ধন ধান্য জায়া পুত্র-আদি নানাজাতি ॥ পূজার প্রচার কৈল ব্রাহ্মণ প্রথমে। তার পর আর যত বলি ক্রমে ক্রমে ॥ কাষ্ঠ কাটিবারে যায় কাঠুরে সকল। ব্রাহ্মণের বাড়ী যায় খাইবারে জল। দেখিয়া বিস্মিত বড় চাষার সমাজ। রাতারাতি ব্রাহ্মণ হইল মহারাজ ॥ পাইল কাহার ধন, কিবা কার বরে। ভক্তি করি জিজ্ঞাসিল ব্রাহ্মণ-গোচরে ॥ কি হ'তে এমন ধন করিলে অতুল। আপন শকতি কিংবা কোনো জন মূল ॥ হেরি যে কাহারে পূজ লয়ে উপহার। অবশ্য কহিবে মোরে সব সমাচার। কহিতে লাগিলা তবে শুদ্ধমতি ধীর। যেমন প্রকারে বর দিলা সত্যপীর ॥ সেইমত দ্বিজবর কহিলা সমস্ত। শুনিয়া কাঠুরে সব হইল নিরস্ত ॥ ভকতি করিয়া কহে শুনহ ঠাকুর। আমা সবাকার যদি দুঃখ যায় দূর ॥ এমত প্রকারে সির্নি দিব ঘরে ঘরে। এত বলি সবে গেল বনের ভিতরে ॥ কাটিয়া বেচিল কাষ্ঠ, পাইল অনেক। জানিল কাঠুরে পীর বড় পরেতক ॥ দুদিন মধ্যেই তিন দুঃখ গেল দূর। পীরের প্রতাপে হৈল বিভব প্রচুর ॥ সদানন্দ নামে সাধু লয়ে টাকা-কড়ি। কাষ্ঠ কিনিবারে যায় কাঠুরের

বাড়ী ॥ দেখিয়া বিস্ময় বড় হইল সাধুর। আগে গিয়া জিজ্ঞাসিল বচন মধুর ॥ শুনিয়া বিনয়-বাক্যে কহে বিবরণ। সাধুর ভকতি বড় বাড়িল তখন ॥ সকল আছয়ে মোর পুত্র আদি ধন। এক দুঃখ অনলেতে সদা পোড়ে মন ॥ কন্যা যদি একটি আমায় দেন তিনি। এমত প্রকারে আমি করিব সিরিনি ॥ এতেক বলিয়া গেল আপনার ঘর। এক কন্যা জনমিল কত দিনান্তর ॥ শুভক্ষণে দেখে সাধু কন্যার বদন। ফকির বৈষ্ণবে কত বিলাইল ধন ॥ যথাকালে বিয়া দিল ভাল বর আনি। পাসরিল পূর্ব্ব কথা করিতে সিরিনি ॥ জামাতা লইয়া যায় করিতে ব্যাপার। সাত নায় নানা দ্রব্য পূরিয়া অপার ॥ দক্ষিণ পাটনে রাজা, নাম কলানিধি। সেই দেশে স'দাগরে মিলাইল বিধি ॥ রাজা সম্ভাষিতে গেলা নানা উপহারে। শ্বশুর জামাতা দুইজন একেবারে ॥ সিরোপা পাইয়া রহে চাপিয়া সে তরী। প্রমাদ ঘটান পীর অতি কোপ করি ॥ সেই ত রাজার দ্রব্য ভাণ্ডারে যতেক। মুকুতা প্রবাল স্বর্ণ বর্ণিব কতেক ॥ পীরের আদেশে যত চেলাগণ আসি। প্রবেশিয়া রাজপুরী ঘোরতর নিশি ॥ যতেক রাজার দ্রব্য বহিয়া বহিয়া। রাখিল সাধুর নায় সমস্ত পূরিয়া ॥ প্রভাতে উঠিয়া শূন্য দেখিয়া ভাণ্ডার। কোটাল বিকল বড়, লাগি চমৎকার ॥ চৌদিকে বেড়ায় চোর চাহিয়া নগর। ঘাটে উত্তরিল গিয়া যথা স'দাগর। নৌকায় দেখিল দ্রব্য সেই ত সকল। সাধুরে বান্ধিল দিয়া লোহার শিকল ॥ ডাকু দাগাবাজ বেটা মিছা স'দাগর। এত বলি লয়ে গেল রাজার গোচর ॥ সাধু কহে কেহ মোরা কিছুই না জানি। কার দ্রব্য কে বা লয়ে রাখিল তরণী ॥ পুণ্যবান্ রাজা শুন নিবেদন মোর। পরীক্ষা করুন, আমি যদি হই চোর ॥ রাজা বলে—ডাকু চোর বড় দাগাবাজ। কদাচ না শুনি যে সাধুর হেন কাজ ॥ হাতে লোতে ধরিয়াছি তবু "শুন কথা"। মশানেতে দেহ বলি, কাটি লয়ে মাথা। সত্যপীর ঠাকুর সে দিলেন বিবোধ। পাত্র বলে বন্দি রাখ, না করহ বধ ॥

শ্বশুর জামাতা লয়ে রাখ কারাগারে। নৌকার যতেক দ্রব্য আনহ ভাণ্ডারে॥ কি কহিব সাধুর দুঃখের সীমা নাই। মাগিয়া উদর পূরে শ্বশুর জামাই॥ শঙ্কর আচার্য্য ইহা করিল রচন। এমত জানিহ ভাই ব্যাসের বচন॥

হইল অনেক কাল, অন্ন নাহি জোড়ে। দুঃখরূপ অনলেতে সদা মন পোড়ে॥ হেথায় রমণী তার আর তার সুতা। পতির বিলম্ব দেখি মহাদুঃখ-যুতা॥ সেই ত সাধুর কন্যা দ্বিজের বাড়ীতে। দৈবযোগে এক দিন গেল বেড়াইতে॥ সিরিনি করিতে তথা দেখিয়া জিজ্ঞাসে। কাহার করহ পূজা কোন্ অভিলাষে॥ ব্রাহ্মণী কহিল তারে সকলি নিশ্চয়॥ সত্যপীর সেবিলে সকল কার্য্য হয়॥ সাধুর তনয়া বলে মোর এই কাম। পতি সহ পিতা মোর আসুন স্বধাম॥ এমত প্রকারে আমি করিব সিরিনি। ইশাদ ইহার তুমি থাক ঠাকুরাণী॥ এতেক বলিয়া গেল আপনার ঘর। দয়ালু হইলা পীর কৃপার সাগর॥ শ্বশুর জামাতা বন্দী যথায় পাটান। সেথায় রাজারে গিয়া কহেন স্বপন॥ মাথায় বেষ্টিত কালা দিব্য দীপ্ত পাক। ছাগলের ছড়া ছড়ি, গুদ্‌ড়ি পোষাক॥ হাতেতে জৈতুন-মালা জপিতে জপিতে। সাত শত আউল্যে যোগান তাঁর সাথে॥ পরিচয় দিলা মোর নাম সত্যপীর। কলিযুগে পৃথিবীতে হয়েছি জাহির॥ ঘৃণা না করিও রাজা দেখিয়া এ বেশ। বিরিঞ্চি মাধব আমি সাক্ষাৎ মহেশ॥ আমার সেবক বটে সাধু সদানন্দ। নাহি করে ডাকা চুরি, নাহি করে মন্দ। বান্ধিয়া রাখিলে তারে, লয়ে যত ধন। দুঃখ পায় তারা, করে আমার স্মরণ॥ শ্বশুর জামতা তারা যত দুঃখ পায়। কি কহিব শেল যেন ফোটে মোর গায়। নিশা পোহাইলে সেই সাধু দোঁহাকারে। খালাশ্ করিয়া পূজ বস্ত্র-অলঙ্কারে॥ এক গুণ লইয়াছ, দশ গুণ দিবে। তবে সে আমার ঠাঁই নিস্তার পাইবে॥ রাজ্যের সহিত নৈলে বিনাশ নিশ্চয়। বুঝিয়া করহ কার্য্য যবো মনে লয়॥

প্রভাতে চেতনা পেয়ে সেই মহারাজ। বাহিরে দিলেন বার লইয়া সমাজ ॥ পাত্র মিত্র সবে শুনে স্বপনের কথা। জানিল সকল গুণ, সফল দেবতা ॥ আদেশ পাইয়া তবে কোটাল সত্বরে। খালাশ্ করিয়া আনে দুই স'দাগরে ॥ বস্ত্র অলঙ্কার রাজা বহুমূল্য দিল। যোড় হাত করি তবে বিনয় করিল ॥ দশগুণ ধন পেয়ে নায়ে দিল ভরা। যাইতে সাধুর দেশে বড় হৈল ত্বরা ॥ বিবিধ বাজনা বাজে জয়-কোলাহল। না জানে :পীরের পাকে হইল কুশল ॥ সত্যপীর ঠাকুর বুঝিতে তার মন। ফকিরের বেশে ঘাটে দিলা দরশন ॥ ডাক দিয়া কহে ওহে শুন সদাগর। কি ধন লইয়া যাও নৌকার উপর ॥ কিছু যদি দিয়ে যাও, তুষ্ট হয়ে যাই। সতত করিব দো'য়া শুন সাধু ভাই ॥ ফকির নহি ত আমি সত্যপীর হই। খালাশ্ করিনু তোরে নৃপতিরে কই ॥ সাধু বলে—বস্ত্র বিনে ছেঁড়া কানি পর। পীর যদি হও তুমি, দুঃখে কেন মর ॥ কড়ার ভিখারী তুমি, কড়া লয়ে যাহ। নহে ত ডাকিয়া মর, ওই খানে রহ ॥ তুষ আর অঙ্গার আছয়ে মোর নায়। কিছু যদি থাকে কার্য্য, দিব সর্ব্বদায় ॥ এ কথা শুনিয়া কিছু না দিলা উত্তর। বসিয়া রহিল তথা দেব গদাধর ॥ বাহিয়া চলিল সাধু পরম আনন্দ। না চিনিল ঠাকুরেরে, চক্ষু থেকে অন্ধ ॥ কত দুর গিয়া দেখে সাধুর জামাই। তুষাঙ্গার বিনা নায়ে আর কিছু নাই ॥ সাত নায় যত ধন, সকলি অমনি। কান্দে দুই সদাগর শিরে কর হানি ॥ কোন্ দেব শাপ দিল, একি পরমাদ। দেশেতে যাইতে আর নাহি করি সাধ ॥ ঝাঁপ দিব আজ, জলে যাউক পরাণ। কোন্ মহাজন সহে এত অপমান ॥ কাহার শরণ লব, কে বা দিবে বর। এইরূপ কান্দে সাধু হইয়া কাতর ॥ জামাতা কহিল তবে শ্বশুরে সান্ত্বিয়া। ইহার কারণ এক শুন মন দিয়া ॥ ঐ যে ফকিরে দেখে করিয়াছ হেলা। আর কারো কর্ম্ম নহে, তার এই খেলা ॥ সেই খোন্‌কার পীর, কভু নহে আন। চরণে শরণ লহ, হইবে বিধান ॥ এ কথা শুনিয়া সাধু ফিরাইল তরী।

পুনঃ গেল সেই ঘাটে অতি ত্বরা করি।। দেখে সে ফকির আছে ঘাটেতে বসিয়া। দুই জনে বলে তাঁর চরণ ধরিয়া ।। ক্ষম অপরাধ প্রভু, মোরে কর দয়া। কাতর দেখিয়া দেহ চরণের ছায়া ।। চিনিতে না পারি আমি, তুমি কোন্ জন। পূজিব তোমার পদ করিলাম পণ।। হাসিয়া কহেন পীর—নায়ে গিয়া চড়। গরিব ফকির আমি, পায়ে কেন পড় ।। কড়ার ভিখারী আমি, কড়া পাইলে যাই। শাপ বর দিবার কি শক্তি আছে ভাই ।। কান্দিতে কান্দিতে পুনঃ কহে স'দাগর। কপট ত্যজিয়া দয়া কর গুণাকর ।। যদি প্রভু পরিচয় না দিবে আপনি। গলায় মারিয়া ছুরি মরিব এখনি ।। কহিতে লাগিলা পীর তবে সত্যবাণী। সত্যপীর মোর নাম, শুন ফরমানি ।। কন্যা যে দিলাম তাহা পাসরিলে শেষে। মানিয়া না দিলে সির্নি, আসিলা বিদেশে। তেকারণে পাটনে রাখিনু বন্দী করি। পাইলে অনেক দুঃখ লুট গেল তরী ।। তোমার নন্দিনী ঘরে সিরিনি মানিল। কাতরা দেখিয়া তারে দয়া উপজিল ।। স্বপনে কহিনু আমি নৃপতির পাশ। তেকারণে দেশে যাও হইয়া খালাশ্ ।। সাধু বলে— এ কথা সকলি সত্য বটে। সিরিনি না দিয়া এত পরমাদ ঘটে।। সত্যপীর ঠাকুর হইলা গুণধাম। নৌকায় চড়িল সাধু করিয়া প্রণাম ।। সকলি হইল রত্ন পূর্ব্বমত নায়। জাহির হইলা পীর, সাধু তরী বায় ।। বিবিধ বাজনা বাজে, জয় পূরে ঠাটে। দেশে উত্তরিল গিয়া আপনার ঘাটে ।। বাটীতে কহিতে দূত গেল রড়ারড়ি। সাধুর রমণী শুনি আনন্দিত বড়ি ।। দশজন ভক্তে ডাকি পুরমাঝে আনি। নিয়মিত সর্ব্বদ্রব্যে করিল সিরিনি ।। সাধুর তনয়া সেই সিরিনি খাইতে। থূ থূ করি ফেলি দিল ঘৃণায় মহীতে ।। সিরিনি ফেলিল দেখি পীর পয়গম্বর। হইল বড়ই ক্রুদ্ধ কাঁপে কলেবর ।। আমার সিরিনি ফেলে, এতেক যোগ্যতা। দেখিব আসিয়া রাখে কেমন দেবতা ।। নৌকার উপরে ছিল সাধুর জামাই ।। সে গেল অমনি তল, আর দেখা নাই ।। কান্দে সাধু স'দাগর শিরে কর

হানি। ইহার কারণ আমি কিছুই না জানি॥ কোন্ দেব শাপ দিল, এ কি পরমাদ। হায় হায় আচম্বিতে কে সাধিল বাদ॥ জামাতা দুঃখের ভাগী, প্রাণের সমান। তাহা বিনা মোর মনে আর নাহি আন॥ সাধুর তনয়া কান্দে আর তার মা। ক্ষিতি লোটাইয়া কান্দে, বুকে মারে ঘা॥ পতির সহিত রামা যায় ডুবিবারে। জননী যতনে তারে রাখিবারে নারে॥ শরীর ছাড়িব আমি, নিবেদিল মায়। অগ্নিকুণ্ড করি দেহ, প্রবেশিব তায়॥ কাষ্ঠ আনি কুণ্ড-সজ্জা করিল সকল। সত্যপীর ঠাকুর সে হইলা বিকল। ক্রোধ করি সাধুপুত্রে লুকাইনু জলে। তেকারণে সাধুসুতা প্রবেশে অনলে॥ হেন ভাবি সত্যপীর ব্রাহ্মণের বেশে। আসি উত্তরিলা সেই স'দাগর-পাশে॥ তোমার জামাতা তল গেল যে কারণ। আমি তাহা ভাল জানি, শুন বিবরণ॥ তোমার নন্দিনী ঘরে সিরিনি খাইতে। থু থু করি ফেলি দিল ঘৃণায় মহীতে॥ সেই অপরাধে পীর ডুবাইল না। পুনরপি গিয়া তাহা কুড়াইয়া খা॥ তল হ'তে পাইবেক পতি ধন তরী। এত বলি চলি গেলা দ্বিজরূপী হরি॥ সাধুর নন্দিনী তবে এ কথা শুনিয়া। যেখানে ফেলিয়াছিল, খাইল চাটিয়া॥ তাহার মিশালে মাটি জিভে কত লাগে। পরম যতনে খায় পতি-অনুরাগে॥ হেথায় ভাসিয়া ওঠে সাধুর জামাই। সকলি তেমনি আছে, কিছু নড়ে নাই॥ আশ্চর্য্য সবার মনে লাগে বড় ধন্ধ। শুভক্ষণে ঘরে গেল সাধু সদানন্দ॥ নৌকার যতেক দ্রব্য ভাণ্ডারে পূরিল। দরিদ্র দ্বিজের তরে কিছু কিছু দিল॥ নগরের লোক যত পুর-মাঝে আনি। স'য়া সের সোণা দিয়া করিল সিরিনি॥ স্বপনে কহেন পীর—শুন স'দাগর। স'য়া সের সোণা দিয়া করিলে আদর॥ স'য়া সের আটা আর যাহা নিয়মিত। তাহা দিয়া কর সির্নি হয়ে হৃষ্টচিত॥ স্বপনে এমন দেখি সাধু ভাগ্যবান্। পরদিন কৈল তাহা যেমতি বিধান॥ যত ভক্তজনে ডাকি পুর-মাঝে আনি। নিয়মিত দ্রব্য দিয়া করিল সিরিনি॥

প্রসাদ লইল তবে যত জন তথা। বিরচিল শঙ্কর আচার্য্য এই কথা ॥

অতএব শুন লোক, না করিও হেলা। কে বুঝিতে পারে সেই দেবতার খেলা ॥ স্বামীর দৌর্ভাগ্য যায় রমণী-মণ্ডলে। সে হয় প্রাণের সখা এ কথা শুনিলে ॥ এ কথা শুনিতে যে বা পাশ-কথা পাড়ে। মনোদুঃখ অবিরাম, তার লক্ষ্মী ছাড়ে ॥ রোঝায় কি করে, যায় কামড়ায় সাপে। সত্যপীর রুষিলে রাখিবে কার বাপে ॥ মৃতবৎসা দোষ ঘুচে আর কাকবন্ধ্যা। দুর্জ্জনের দুঃখ বাড়ে সত্যপীরে নিন্দা ॥ সত্যপীর কিছু নহে যেই জন বলে। শমন-শিকল তার লাগে পায় গলে ॥ সিরিনি মানয়ে যে বা হয়ে দুই-মনা। কদাপি না সিদ্ধ হয় তাহার কামনা ॥ শঙ্কর আচার্য্য ইহা করিল রচন। শুনিলে আপদ খণ্ডে পায় বহু ধন ॥ আমেন্ আমেন্ বল হয়ে হৃষ্টচিত। এতদূরে সাঙ্গ সত্য-নারায়ণ-গীত ॥

অনন্তব্রত *

আদৌ স্বস্তি বাচয়িত্বা সূর্য্যঃ সোম ইতি পঠিত্বা সংকল্পং কুর্য্যাৎ। বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য ভাদ্রে মাসি শুক্লে পক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং তিথাবারভ্য চতুর্দ্দশবর্ষপর্য্যন্তম্ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অনন্তসংসারার্ণবোদ্ধরণ-পূর্ব্বক—বিষ্ণুলোক—গমনকামঃ অনন্তব্রতমহং করিষ্যে ইতি। ততঃ

* অবশ্যপালনীয়—উপবাসদিনে দন্তধাবন, তৈল ও বিলাসদ্রব্য উপভোগ, দিবানিদ্রা, স্ত্রীপুরুষ সংসর্গ এবং পাশাখেলা নিষিদ্ধ। পারণদিনে দ্বিতীয়বার ভোজন, পরান্ন (জ্ঞাতি, গুরু, মাতুল ও শ্বশুরের অন্ন পরান্ন নহে) শাক, দধি ও মধুভোজন, ক্লেশকর কার্য্য, স্ত্রীপুরুষ সংসর্গ এবং দিবানিদ্রা নিষিদ্ধ। সধবা স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ব্যতীত উপবাস ব্রত (শিবরাত্রি প্রভৃতি) করিতে পারিবে না।

সঙ্কল্পসূক্তং পঠেৎ। ততো ভূতশুদ্ধ্যাদিকং বিধায় গণেশাদিদেবতাশ্চ সংপূজ্য কৃতাঞ্জলিঃ পঠেৎ। ওঁ ইদং ব্রতং ময়া দেব গৃহীতং পুরতস্তব। নির্ব্বিঘ্নাং সিদ্ধিমাপ্নোতু ত্বৎপ্রসাদাজ্জনার্দ্দন ইতি। ততঃ পঞ্চগুণ্ডিকয়া সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলমষ্টদলপদ্মং বা নির্ম্মায় তন্মধ্যে ঘটমারোপ্য অনন্তপ্রতিমং স্থাপয়েৎ। শালগ্রামে ঘটাদৌ বা গণেশাদিন্ সংপূজ্য ইন্দ্রং ধ্যাত্বা পূজয়েৎ। যথা—ওঁ ঐরাবতগজারূঢ়ং নানালঙ্কারভূষিতম্। দ্বিভুজং বজ্রহস্তঞ্চ সহস্রাক্ষং মহাবলম্। চামরৈর্বীজ্যমানস্তু দিব্যনারীভিরাবৃতম্॥ ইতি ধ্যাত্বা আবাহয়েৎ। ওঁ আগচ্ছ শক্র দেবেশ দেবানাঞ্চ সুপূজিত। পূজাভাগং গৃহাণ ত্বমেহি ত্বং সুস্থিরো ভব। ইত্যাবাহ্য গন্ধাদিভিঃ সংপূজ্য প্রণয়েৎ। ওঁ শক্রঃ সুরপতিশ্চৈব বজ্রহস্তো মহাবলঃ। ঐরাবতগজারূঢ়ঃ সহস্রাক্ষ নমোঽস্তু তে ইতি॥ ততস্তস্যাবরণং পূজয়েৎ যথা—ইন্দ্রায়, লোকপালায়, শচীপতয়ে, বজ্রহস্তায়, সহস্রাক্ষায়, অখণ্ডলায়, মেঘবাহনায়, উচ্চৈঃশ্রবসে, পারিজাতায়, অমরাবত্যৈ, পুলোমজায়ৈ, প্রণবাদিনমোঽন্তেন পূজয়েৎ। ততঃ সমুদ্রং পূজয়েৎ। ওঁ সমুদ্রং পাশহস্তঞ্চ গৌরবর্ণং ভুজদ্বয়ম্। মকরস্থং মহাকায়ং নানালঙ্কারভূষিতম্। জলাধিদৈবতং ভক্ত্যা চিন্তয়েৎ সরিতাম্পতিম্। ইতি ধ্যাত্বা আবাহয়েৎ। ওঁ আয়ান্তু সর্ব্বপাপঘ্নাঃ সর্ব্বলোকশুভপ্রদাঃ॥ সমুদ্রাঃ সরিতঃ সর্ব্বাঃ সন্নিধ্যমিহ কল্প্যতাম্। ততঃ সংপূজ্য স্তুতিং পঠেৎ। ওঁ রত্নাকর নমস্তেঽস্তু নমস্তে ত্রিদশেশ্বর। অপাং নাথোঽসি দেবেশ সর্ব্বপাপহরো ভব॥ তত অনন্তায়, বাসুকয়ে, তক্ষকায়, কর্কোটকায়, কুলীরায়, শঙ্খায়, পদ্মায়, মহাপদ্মায়, প্রণবাদিনমোঽন্তেন পূজয়েৎ। অনন্তরমনন্তং ধ্যায়েৎ। যথা—ওঁ অনন্তং শ্বেতবর্ণঞ্চ সহস্রফণমণ্ডিতম্। চতুর্ভুজং মহাদেবং সর্ব্বদুঃখাপহারকম্। নাগোপরিপ্রসুপ্তঞ্চ নানালঙ্কারভূষিতম্। দিব্যমাল্যধরং দেবং দিব্যগন্ধানুলেপনম্। যোগনিদ্রাস্থিতঞ্চৈব লক্ষ্মীধৃত-পদাম্বুজম্। ইতি ধ্যাত্বা স্ব-শিরসি পুষ্পং দত্ত্বা মানসোপচারৈঃ সম্পূজ্য

অর্ঘ্যং সংস্থাপ্য পুনর্ধ্যাত্বা আবাহয়েৎ। যথা—"আগচ্ছানন্ত দেবেশ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বরূপধৃক্। ফণাসহস্রং বিস্তার্য্য সান্নিধ্যমিহ কল্পয়" ইতি। ততঃ ষোড়শোপচারৈঃ পূজয়েৎ ॥ ১। ইদমাসনম্। ওঁ আসনং গৃহ্ন দেবেশ রজতাদিবিনির্ম্মিতম্। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ পরমেশ্বর ॥ ওঁ আং অনন্তায় নমঃ ইত্যুক্ত্বা দত্বাৎ ॥ ততঃ আং অনন্ত স্বাগতম্। ২ ॥ ইদং পাদ্যম্। ওঁ পাদ্যস্তু পাদয়োর্দ্দেব জগদ্বন্ধো সনাতন। ময়া নিবেদিতং দেব গৃহাণ কৃপয়া বিভো। ৩ ॥ ইদমর্ঘ্যম্। ওঁ পদ্মপত্রবিশালাক্ষ নমস্তে গরুড়ধ্বজ। অর্ঘ্যমেতৎ প্রযচ্ছামি প্রসীদ পুরুষোত্তম। ৪ ॥ ইদমাচমনীয়ম্। ওঁ ইদমাচমনীয়ন্তে গঙ্গাতোয়োদ্ভবং প্রভো। ভক্ত্যাপ্যহং দদাম্যেতদ্ গৃহাণ পরমেশ্বর। ৫ ॥ এষ মধুপর্কঃ। ওঁ মধুপর্কো মহাদেব ব্রহ্মাদ্যৈঃপরিকল্পিতঃ। ময়া নিবেদিতো ভক্ত্যা গৃহ্যতাঞ্চ জনার্দ্দন। ৬ ॥ ইদমাচমনীয়ং পূর্ব্ববৎ। ৭ ॥ ইদং স্নানীয়ম্। ওঁ গন্ধপুষ্পঞ্চ তোয়ঞ্চ শঙ্খাদিপাত্রসংস্থিতম্। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা স্নানীয়ং পরিগৃহ্যতাম্। ৮ ॥ ইদং বসনম্ ওঁ তন্তুসন্তানসম্বদ্ধং নানাচিত্রসমন্বিতম্ ॥ ভক্ত্যা নিবেদিতং দেব বসনং পরিগৃহ্যতাম্। ৯ ॥ ইদমাভরণম্। ওঁ অঙ্গুরীয়ং মহারত্নং নির্ম্মিতং কাঞ্চনাদিনা। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ পরমেশ্বর। ১০ ॥ এষ গন্ধঃ। ওঁ গন্ধোঽয়ং দেবদেবেশ কুঙ্কুমাগুরুসম্ভবঃ। যথাশক্তি ময়া দত্তো দেবেশ প্রতিগৃহ্যতাম্। ১১ ॥ ইদং পুষ্পম্। ওঁ অম্লানপঙ্কজাং মালাং মালতীচম্পকাদিভিঃ। পুষ্পং গৃহাণ দেবেশ ব্রতং মে সফলং কুরু। ১২ ॥ এষ ধূপঃ। ওঁ ধূপং গৃহাণ দেবেশ দশাঙ্গাভরণৈঃ সহ। পদ্মনাভ নমস্তেঽস্তু দেহি মে বিপুলং ধনম্। ১৩ ॥ এষ দীপঃ। ওঁ দীপং গৃহাণ দেবেশ নাগকোটীশ্বর প্রভো। দামোদর নমস্তেঽস্তু ত্রাহি মাং ভবসাগরাৎ। ১৪ ॥ ইদং নৈবেদ্যম্। ওঁ চতুর্দ্দশফলান্যেব অপূপসহিতানি চ। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা নৈবেদ্যং প্রতিগৃহ্যতাম্। ১৫ ॥ চতুর্দ্দশফলানি

অনেন মন্ত্রেণ দদ্যাৎ। ইদমপূপম্। ওঁ অপূপং ঘৃতসংযুক্তং সিতধান্যসমুদ্ভবম্। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ পুরুষোত্তম। ১৬॥ ইদং তাম্বূলম্। ওঁ তাম্বূলং সর্ব্বভোগানাং দেবানাং প্রিয়কারকম্। ত্রয়োদশ-গুণৈর্যুক্তং গৃহাণ পরমেশ্বর। ১৭॥ ইদং যজ্ঞোপবীতম্। ওঁ ব্রহ্মসূত্রো-তুরীয়ঞ্চ সাবিত্রীগ্রন্থিসংযুতম্। পবিত্রন্তে প্রযচ্ছামি হৃষীকেশ নমোঽস্তু তে। ১৮॥ ইত্যাদি সংপূজ্য স্তুতিং পঠেৎ। ওঁ অনন্তসংসারবিমোচনায়, সর্ব্বাত্মনে সর্ব্বসুখপ্রদায়। ত্রৈলোক্যনাথায় মহেশ্বরায়, তস্মৈ নমঃ পাপবিমোচনায়॥ ওঁ নমোঽস্ত্বনন্তায় সহস্রমূর্ত্তয়ে, সহস্রপাদাক্ষিশিরোরুবাহবে। সহস্রনাম্নে পুরুষায় শাশ্বতে, সহস্রকোটিযুগধারিণে নমঃ॥ ইতি স্তুত্বা পুরাতনডোরকং দুগ্ধপাত্রে নিঃক্ষিপ্য নিবেদয়েৎ। ওঁ ইন্দ্রাদয়ো লোকপালাঃ সোমসূর্য্যযমাদয়ঃ। ভবন্তু সাক্ষিণঃ সর্ব্বে পূর্ব্বডোরসমর্পণে। ইদং পুরাতনং ডোরকং ওঁ আং অনন্তায় নমঃ। ততঃ সর্পাকৃতিচতুর্দ্দশ-গ্রন্থিযুক্তং অভিনবডোরকমনেন মন্ত্রেণ বাহুমূলে বধ্নীয়াৎ। ওঁ অনন্তসংসার-মহাসমুদ্রে মগ্নং সমভ্যুদ্ধর বাসুদেব। অনন্তরূপে বিনিয়োজয়স্ব অনন্ত-রূপায় নমো নমস্তে॥ ইতি পুরুষস্য দক্ষিণকরে স্ত্রিয়া বামকরে বধ্নীয়াৎ। ততো ভোজ্যমুৎসৃজ্য কথাং শৃণুয়াৎ॥

ব্রতকথা

অরণ্যে বর্ত্তমানাস্তে পাণ্ডবা দুঃখকর্ষিতাঃ। কৃষ্ণং দৃষ্ট্বা যথান্যায়ং প্রতিগৃহ্যেদমব্রুবন্॥ পাণ্ডবা ঊচুঃ। বয়ং দুঃখায় সংজাতাঃ পৃথিব্যাং পুরুষোত্তম। কথং মুক্তির্ব্বদাস্মাকমনন্তদুঃখসাগরাৎ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। অনন্তব্রতমস্ত্যন্যৎ সর্ব্বপাপহরং শুভম্। সর্ব্বকামপ্রদং নৃণাং স্ত্রীণাঞ্চৈব যুধিষ্ঠির॥ শুক্লপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং মাসি ভাদ্রপদে তথা॥ তস্যানুষ্ঠানমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। কৃষ্ণ কোঽয়ং ত্বয়া খ্যাতো যোঽনন্ত ইতি বিশ্রুতঃ। কিং শেষো নাগরাজো বা অনন্তস্তক্ষকোঽপি

বা। বাসুকির্ব্বাথ পদ্মশ্চ মহাপদ্মশ্চ বিশ্রুতঃ ।। পরমাত্মাথবানন্ত উতাহো ব্রহ্ম এব বা। য এষোঽনন্তসংজ্ঞো বৈ কথাং মে ব্রূহি কেশব ॥ শ্রীভগবানুবাচ। অনন্ত ইত্যহং পার্থ মম রূপং নিবোধ তৎ। আদিত্যাদি-প্রচারেণ যঃ কাল উপপদ্যতে। কলাকাষ্ঠামুহূর্ত্তাদিনরাত্রিশরীরবান্। পক্ষমাসর্ত্তুবর্ষাদিযুগকল্পব্যবস্থয়া। যোঽয়ং কালো ময়া খ্যাতঃ সোঽনন্ত ইতি বিশ্রুতঃ। সোঽহং কালোঽবতীর্ণোঽস্মি ভুবো ভারাবতারণাৎ। দানবানাং বিনাশায় বসুদেবতনূদ্ভবঃ। অনন্তং বিদ্ধি মাং পার্থ কৃষ্ণং বিষ্ণুং হরিং শিবম্। ব্রহ্মাণং ভাস্করং শেষং সর্ব্বব্যাপিনমীশ্বরম্। বিশ্বরূপং মহাত্মানং সৃষ্টিসংহারকারকম্। বিশ্বরূপোঽহনন্তোঽস্মি যস্মিন্নিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ। বসবোঽষ্টৌ দ্বাদশার্কা রুদ্রা একাদশ স্মৃতাঃ। সপ্তর্ষয়ঃ সমুদ্রাশ্চ পর্ব্বতাঃ সরিতো দ্রুমাঃ। নক্ষত্রাণি দিশো ভূমিঃ পাতালং ভূর্ভুবাদিকম্। মা কুরুষাত্র সন্দেহং সোঽহং পার্থ ন সংশয়ঃ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। অনন্ত-ব্রতমাহাত্ম্যং বদ বেদবিদাম্বর। কিং পুণ্যং কিং ফলং তস্য কিং দানং কস্য পূজনম্। কেন বাদৌ পুরা চীর্ণং কেন লোকে প্রকাশিতম্। এতৎ সমস্তং বিস্তার্য্য তন্মে ব্রূহি জগৎপতে। শ্রীভগবানুবাচ। আসীৎ পুরা কৃতযুগে সুমন্তুর্নাম বৈ দ্বিজঃ। বশিষ্ঠগোত্রজো বিদ্বান্ শীলবান্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ। পত্নী তস্যাভবদ্দীক্ষা সতী সত্যব্রতে স্থিতা। চরিত্রশীলসম্পন্না সুরূপা ভৃগুবংশজা। তস্যাঃ কালেন সংজাতা দুহিতা সর্ব্বলক্ষণা ॥ শীলা নাম সুশীলা চ বর্দ্ধতে পিতৃবেশ্মনি ॥ মাতা চ তস্যাঃ কালেন জ্বরদাহেন পীড়িতা। প্রবিশ্য চ নদীতোয়ে মৃতা স্বর্গপুরং যযৌ। কৃত্বৌর্দ্ধদেহিকং তস্যা ধর্ম্মোপার্জ্জনকারণাৎ। সুমন্তুশ্চ ততঃ কন্যাং ধর্ম্মপুত্রস্য ধীমতঃ। উপযেমে সুদূর্দ্ধর্ষাং কর্কশাং নামতঃ সুধীঃ ॥ কর্কশা সাপি দুঃশীলা নিত্যং কলহকারিণী ॥ অত্যন্তমভবচ্চণ্ডী সদা নিষ্ঠুরভাষিণী। সাপি শীলা পিতুর্গেহে গৃহার্চ্চনরতা সদা ॥ কুড্যস্তম্ভগৃহদ্বারদেহলীতোরণাদিষু ॥ চতুর্ব্বিধৈস্ততো বর্ণৈর্নীলপীতসিতাসিতৈঃ। স্বস্তিকৈঃ শঙ্খপদ্মৈশ্চ স্বর্চ্চয়ন্তী

মুহুর্মুহুঃ ॥ ততঃ সুমন্তুস্তাং শীলাং কদাচিৎ প্রাপ্তযৌবনাম্। দৃষ্ট্বা সংচিন্তয়ামাস বরান্ বিগণয়ন্ ভুবি। ঋষিসংঘৈঃ পরিবৃতঃ সুমন্তুঃ প্রত্যভাষত। কন্যার্থমাগতঃ শ্রীমান্ কৌণ্ডিল্যো মুনিসত্তমঃ ॥ শীলাং দদৌ সুমন্তুশ্চ কৌণ্ডিন্যায় শুভে দিনে। গৃহ্যোক্তবেদবিধিনা বিবাহমকরোদ্দ্বিজঃ। নির্ব্বর্ত্ত্যৌদ্বাহিকং কর্ম্ম প্রোবাচ কর্কশাং দ্বিজঃ ॥ কিঞ্চিদ্ভদ্রে ধনং দেয়ং জামাতুঃ পারিতোষিকম্। তচ্ছ্রুত্বা কর্কশা ক্রুদ্ধা প্রবিশ্য গৃহমধ্যকম্। কপাটং সুস্থিরং দত্ত্বা পারুষ্যমবদদ্ভৃশং। হোমাবশিষ্টদ্রব্যেণ পাথেয়মকরোদ্দ্বিজঃ। কৌণ্ডিল্যোঽপি বিবাহ্যৈনামগমৎ প্রান্তরেব চ। শীলাং সুশীলামাদায় গোযানেন স্বমন্দিরম্॥ ততো মধ্যাহ্নসময়ে সংপ্রাপ্তে তু সরিত্তটে। অবতীর্য্য দ্বিজস্তত্র স্নানং চক্রে নৃপোত্তম। তস্যাস্তু সরিতস্তীরে গোময়েনোপলেপিতে। দদর্শ শীলা সা স্ত্রীণাং সমূহং রক্তবাসসাং। চতুর্দ্দশ্যামর্চ্চয়ন্তং ভক্ত্যানন্তং পৃথক্ পৃথক্। উপবিশ্য শনৈঃ শীলা পপ্রচ্ছ স্ত্রীকদম্বকম্। কিমিদং ক্রিয়তে কার্য্যং ভবতীভিস্তদুচ্যতাম্॥ নার্য্য ঊচুঃ। শুক্লপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং মাসি ভাদ্রপদে ব্রতম্। কর্ত্তব্যং সরিতস্তীরে তড়াগে বা সুশোভনে। স্নাত্বানন্তং নমস্কৃত্য নববস্ত্রধরঃ শুচিঃ। শুচৌ দেশে সমালিপ্য গোময়েন বিচক্ষণঃ। মণ্ডলং কারয়েত্তত্র সর্ব্বতোভদ্রসংজ্ঞকম্। কৃত্বা দর্ভময়ং দেবং বারিধানীসমন্বিতম্। পুষ্পধূপাদিভির্দেবমনন্তং পূজয়েদ্ধরিম্। ধ্যাত্বা নারায়ণং দেবমনন্তং বিশ্বরূপিণম্। অনন্তসংসারমহাসমুদ্রে, মগ্নং সমভ্যুদ্ধর বাসুদেব। অনন্তরূপে বিনিয়োজয়স্ব, অনন্তরূপায় নমো নমস্তে। মন্ত্রেণানেনার্চ্চয়িত্বা ফলানি চ চতুর্দ্দশ। পূপপ্রস্থদ্বয়ঞ্চৈব ঘৃতপক্বং নিবেদয়েৎ। অর্দ্ধং বিপ্রায় দাতব্যমর্দ্ধমাত্মনি যোজয়েৎ। চতুর্দ্দশগ্রন্থিযুক্তং পূজয়িত্বা সুডোরকং। অনন্ত ইতি মন্ত্রেণ নারী বামকরে পুনঃ ॥ দক্ষিণে চ পুমান্ কুর্য্যাৎ জ্ঞাত্বানন্তং সনাতনম্। দক্ষিণাং বিধিবদ্দত্ত্বা বিপ্রান্ সন্তোষয়েদ্ভৃশং। যোঽনন্তস্য ব্রতং কুর্য্যাদ্বর্ষাণি নব পঞ্চ চ। সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি বিষ্ণুলোকং

স গচ্ছতি। সাপি তাসাং কথাঃ শ্রুত্বা শীলা বদ্ধা সুডোরকম্। পাথেয়-শেষং বিপ্রায় দত্ত্বা ভুক্ত্বা তথৈব চ। আজগামাথ সা হৃষ্টা গোযানেন স্বমাশ্রমং॥ তেনানন্তপ্রভাবেণ বহুগোধনসংকুলম্। সুবর্ণমণিমাণিক্য-রত্নরৌপ্যধনানি বৈ। দাসদাসীসহস্রাণি মেষাশ্বমহিষাদিভিঃ। গৃহং তস্যাঃ শ্রিয়া যুক্তং ধনধান্যসমাকুলম্। শীলা মাণিক্যকাঞ্চীভির্মুক্তাহারৈর্বিভূষিতা। দিব্যবস্ত্রসমাচ্ছন্না সাবিত্রীপ্রতিমাভবৎ। ততঃ কালেন কিয়তা সমায়াতে হিমাগমে। কদাচিদুপবিষ্টস্তু কৌণ্ডিল্যো বহ্নিসন্নিধৌ। শীলয়া সহিতো বিপ্রস্তাপয়ন্নগ্নিমুত্তমম্। শীলায়া বামহস্তে তু দৃষ্ট্বা বদ্ধং সুডোরকম্। কিমিদং ডোরকং হস্তে শীলাং প্রোবাচ স দ্বিজঃ। সুবর্ণমণিমাণিক্যভূষিতে বাহুপল্লবে। তন্মধ্যে সূত্রডোরঞ্চ কিমিদং ধার্য্যতে ত্বয়া॥ শীলোবাচ। অনন্তস্য হি দেবস্য ব্রতাঙ্গং সূত্রডোরকম্॥ যৎপ্রসাদাত্তু ধর্ম্মজ্ঞ ধনধান্যং গৃহে তব। তচ্ছ্রুত্বা প্রাবদত্তাস্তু মুনিঃ কোপপরায়ণঃ। কোঽনন্ত ইত্যুদীর্য্যাথ ধৃত্বা চ করপল্লবম্। হস্তাদাকৃষ্য তড্ডোরং ক্ষিপ্তবান্ পাবকোপরি। হা হা কৃত্বা চ তড্ডোরং ক্ষীরৈর্নির্ব্বাপিতং তয়া। তৎসূত্রং পট্টসূত্রেণ বেষ্টয়িত্বা পুনর্দ্দধৌ॥ বিস্ময়াপন্নহৃদয়া মনসীদং ব্যচিন্তয়ৎ॥ ইত্থং বিচিন্ত্য সা সাধ্বী তুষ্ণীমালম্ব্য সংস্থিতা। তেন কর্ম্মবিপাকেন তস্য সা শ্রীঃ ক্ষয়ং গতা। অনন্তাক্ষেপদোষেণ জাতাস্তস্য বিপদ্গণাঃ। কিয়দ্বিত্তং জলে মগ্নং স্থলে দগ্ধঞ্চ বহ্নিনা। সুবর্ণমণিমাণিক্যং রাজ্ঞা বৈ সংহৃতং বলাৎ। গোধনং তস্করৈর্নীতং গৃহঞ্চাগ্নিপ্রদীপিতম্। যত্র যে বৈ গতা গেহাৎ তে তত্রৈব চ সংস্থিতাঃ॥ স্বজনৈঃ কলহো নিত্যং তর্জ্জনং গর্জ্জনং তথা। অনন্তা-ক্ষেপদোষেণ মম দুর্গতিরীদৃশী॥ ইতি মত্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ শীলাং পপ্রচ্ছ দুঃখিতঃ॥ ব্রাহ্মণ উবাচ। কথমেতন্মহাদৈন্যমকস্মাৎ সমুপস্থিতম্। যদি জানাসি চার্ব্বঙ্গি কারণং কথয়স্ব মে। ততঃ সা বিনয়ৈর্যুক্তা বক্তুং কিঞ্চিৎ প্রচক্রমে॥ শীলোবাচ। যদনন্তস্য ডোরং তে ক্ষিপ্তমাসীচ্চ পাবকে। নূনং তেন স্বদোষেণ সংপ্রাপ্তেয়ং বিপদ্দশা। স শীলাবচনং

শ্রুত্বা কৌণ্ডিল্যশ্চিন্তিতোঽভবৎ॥ অনন্তাক্ষেপদোষেণ জাতদৈন্যো হি নিশ্চিতম্। তস্মাদনন্তমুদ্দিশ্য গন্তব্যং গহনং বনম্॥ ইতি নিশ্চিত্য মুনিনা কৌণ্ডিন্যেন তথা কৃতম্। কুত্র পশ্যামি তং দেবং ব্রুবন্নেবং যযৌ বনম্। ব্রতঞ্চ নিয়মঞ্চৈব ব্রহ্মচর্য্যং চরন্ দ্বিজঃ॥ বিকলঃ প্রযযৌ পার্থ সোঽরণ্যং জনবর্জ্জিতম্। তত্রাপশ্যন্মহাচূতং ফলিতং পুষ্পিতং তথা। বর্জ্জিতং পক্ষিসঙ্ঘেন কীটৈশ্চৈব বিশেষতঃ॥ তমপৃচ্ছদ্ দ্বিজোঽনন্তঃ কচিদ্দৃষ্টস্ত্বয়া দ্রুম। চূতদ্রুমোঽপ্যুবাচৈনং নানন্তো বীক্ষিতো ময়া। অনন্তং যদি পশ্যামি কিমবস্থা মমেদৃশী। এবং নিরাকৃতস্তেন গাং দদর্শ সবৎসিকাম্। তৃণমধ্যে প্রধাবন্তীমিতশ্চেতশ্চ পাণ্ডব॥ সোঽব্রবীদ্ধেনো মে ব্রূহি কিমনন্তস্ত্বয়েক্ষিতঃ। গৌরপ্যুবাচ কৌণ্ডিন্যং নানন্তো বীক্ষিতো ময়া॥ অনন্তং যদি পশ্যামি কিমবস্থা মমেদৃশী। ততো ব্রজন্ দদর্শাগ্রে গোবৃষং শাদ্বলে স্থিতম্। দৃষ্ট্বা পপ্রচ্ছ গোস্বামিন্ কিমনন্তস্ত্বয়েক্ষিতঃ॥ গোবৃষস্তমুবাচাথ নানন্তো বীক্ষিতো ময়া। অনন্তং যদি পশ্যামি কিমবস্থা মমেদৃশী। ততো ব্রজন্ দদর্শাগ্রে রম্যং পুষ্করিণীদ্বয়ম্॥ ছন্নং কুমুদকহ্লারৈঃ কমলোৎপলমণ্ডিতম্। অন্যো২ন্যজলকল্লোলবীচিবিক্ষেপশীকরম্। প্রাণিভির্নহি পীয়ন্তে তজ্জলানি তৃষার্ত্তিভিঃ। একা তু ভ্রমরৈর্হংসৈশ্চক্রবাকৈশ্চ সেবিতা। অন্যা পক্ষিগণৈর্হীনা পদ্মসৌগন্ধবর্জ্জিতা। পুষ্করিণ্যৌ চ পপ্রচ্ছ কিমনন্তস্ত্বয়েক্ষিতঃ॥ আবাভ্যাং বীক্ষিতো বিপ্র নানন্তেতি তমুচতুঃ॥ ততো ব্রজন্ দদর্শাগ্রে গর্দ্দভং কুঞ্জরং তথা। খরশ্চ কুঞ্জরঃ পৃষ্টঃ কিমনন্তস্ত্বয়েক্ষিতঃ॥ তমূচতুস্তাবাবাভ্যাং নানন্তো বীক্ষিতঃ কচিৎ। তয়োর্বার্ত্তামবিজ্ঞায় ততশ্চিন্তাপরোঽভবৎ। শ্রীমন্নাথ পরিত্রাহি ব্রুবন্ স মূর্চ্ছিতো ভুবি। তস্মিন্ ক্ষীণেঽতিনির্বিণ্নে কৌণ্ডিন্যে মুনিসত্তমে॥ কৃপয়ানন্তদেবোঽপি প্রত্যক্ষং সমুপাগতঃ। বৃদ্ধব্রাহ্মণরূপেণ প্রত্যক্ষমভবত্তদা। ঈষদ্ধাস্যসমাযুক্তো বভাষে তং দ্বিজোত্তমম্। উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভো বিপ্র ত্যজ খেদং মুদং কুরু। দর্শয়ামি তবানন্তং ভক্তানুগ্রহকারকম্।

ইত্যুক্ত্বা চ করে ধৃত্বা প্রবিবেশ গুহাগৃহম্। স্বরূপং দর্শয়ামাস দিব্য-নারীগণৈর্বৃতম্। সিংহাসনে সুখাসীনং শঙ্খচক্রাব্জশোভিতম্। গদয়া গরুড়েনাপি সেবিতং বিশ্বরূপিণম্। তং দৃষ্ট্বা স দ্বিজো ভূমৌ দণ্ডবন্নিপপাত চ॥ পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ॥ ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বপাপহরো ভব। অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতম্। যত্তবাঙ্ঘ্রিযুগাব্জান্তে মন্মূর্দ্ধা ভ্রমরায়তে॥ জানতাঽজানতা বাপি যোঽপরাধঃ কৃতো ময়া। তৎক্ষমস্ব জগন্নাথ ত্বদ্ব্রতং প্রকরোম্যহং॥ ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ সর্ব্বভূতান্তরস্থিতঃ। উবাচ তং মহাভাগঃ কৌণ্ডিন্যং ভক্তবৎসলঃ॥ বরং বৃণুষ্ব বিপ্রেন্দ্র যং বরং মনসেচ্ছসি। ইতি শ্রুত্বা ততো বাক্যমনন্তস্য জগৎপতেঃ। স বিপ্রঃ প্রার্থয়ামাস বরমেকং সুদুর্ল্লভম্॥ তচ্ছ্রুত্বানন্তদেবোঽপি দদৌ তস্মৈ বরত্রয়ম্॥ দারিদ্র্যনাশনং ধর্ম্মং বিষ্ণুলোকমথাক্ষয়ম্। তস্মাদ্ বিপ্র গৃহং গচ্ছ ধনধান্যসুতান্বিতঃ। শীলয়া সহিতঃ স্বর্গমন্তকালে প্রযাস্যসি। প্রতিগৃহ্য দ্বিজোঽপ্যাহ ভগবন্ কিং ময়েক্ষিতঃ। প্রসন্নো যদি মে দেব কথয়স্ব মহাপ্রভো। যে যে দৃষ্টা ময়ারণ্যে কে তে চূতক্রমাদয়ঃ॥ কোঽয়ং বৃষশ্চ কা ধেনুর্বৃক্ষঃ পুষ্করিণীদ্বয়ম্। কঃ খরঃ কুঞ্জরো বাপি তন্মে ব্রূহি জনার্দ্দন॥ শ্রীভগবানুবাচ। যো বৈ চূতস্ত্বয়া দৃষ্টস্বভোগ্যফলপুষ্পকঃ॥ গোদাবরীতীরবাসী স বিদ্যাপতিনামকঃ। বেদবিদ্যাসমাযুক্তঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ। উপাসন্নেভ্যঃ শিষ্যেভ্যো গর্ব্বাদ্বিদ্যাং ন দত্তবান্। অভোগ্যাৎ ফলকীটৈশ্চ তেনাসৌ চূততাং গতঃ। সা গৌর সুন্দরা যা তু নিষ্ফলা প্রতিপাদিতা। পুরা কৃতবতী কাচিৎ নিষ্ফলা ভূমিদানতঃ॥ গৃহীতা তেন পাপেন বনে গৌর্নির্জ্জনেঽভবৎ। অরণ্যে গোবৃষো বিপ্রস্ত্বয়া দৃষ্টঃ সুবিস্মিতঃ। কর্ম্মচৌরোঽতিদুষ্টাত্মা সেবকঃ প্রভুবঞ্চকঃ। তেন পাপেন দুষ্টাত্মা বৃষভোঽসৌ বনেঽভবৎ॥ পুষ্করিণ্যৌ চ যে দৃষ্টে ভবতা দ্বিজসত্তম। পুরা তাভ্যাং সপত্নীভ্যামন্যোন্যং বঞ্চিতঃ পতিঃ। তেনৈবাদানমাত্রেণ পুষ্করিণ্যৌ বভুবতুঃ। কুঞ্জরো মদগর্ব্বিত্বাৎ

থরস্তু ক্রোধসম্ভবঃ। ব্রাহ্মণোঽহমনন্তোঽস্মি গৃহং গচ্ছ ব্রতং কুরু॥ পুনস্তব সমৃদ্ধিশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ। ভুক্ত্বা ভোগাংশ্চ বিপুলান্ সংপ্রাপ্স্যসি পরং পদম্। ইতি তস্মৈ বরং দত্ত্বা স দেবোঽন্তর্দধেঽপি চ। ততো বিপ্রো ব্রজন্ মার্গে তান্ সর্ব্বাংশ্চ দদর্শ হ। তেভ্য এবং সমুক্ত্বা চ জগাম নিজমন্দিরম্॥ ধনঞ্চ পূর্ব্ববদ্দৃষ্ট্বা ব্রতং কৃত্বা যথাবিধি। শীলয়া সহ ধর্ম্মাত্মা ভুক্ত্বা ভোগান্ যথেপ্সিতান্॥ অন্তে জগাম স মুনির্ব্বিষ্ণুলোক-মথাক্ষয়ম্। অনন্তব্রতধর্ম্মেণ পরিপূর্ণেন পার্থিব। অনন্তস্য প্রিয়ো ভূত্বা পদং গচ্ছত্যনাময়ং। শৃণোতি যো বৈ সততং বাচ্যমানং যুধিষ্ঠির। ব্রহ্মহাপি বিমুক্তঃ সন্ পরং যাতি পদং ধ্রুবম্। ইদং ব্রতং ময়োক্তন্তে ত্বয়া প্রোক্তং যদীপ্সিতম্। লোকানামুপকারায় অবতীর্ণোঽস্মি ভূতলে॥ এবং ময়া তে কথিতং ব্রতানাং ব্রতমুত্তমম্। চরানন্তব্রতং পার্থ বর্ষাণি নব পঞ্চ চ। সর্ব্বদুঃখাদ্বিনিস্তীর্য্য মামন্তে ত্বমবাপ্স্যসি॥ ইত্যনন্তব্রতকথা সমাপ্তা।

জলসংক্রান্তিব্রত

স্নাতঃ প্রাঙ্মুখ আচান্তঃ শুচির্দ্দর্ভাসনোপবিষ্টঃ সূর্য্যঃ সোম ইতি পঠিত্বা উদঙ্মুখঃ কুশপুষ্পতিলতুলসীপত্রফলসহিততাম্রপাত্রমাদায় সংকল্পং কুর্য্যাৎ॥ বিষ্ণুর্ন্মোঽদ্য বৈশাখে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ মহাবিষুবসংক্রান্ত্যাং অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী দাসী বা যমলোকাবস্থিতান্ধকারপ্রশমনায় শ্বশুর-মাতাপিতৃবন্ধুবর্গাদ্যুদ্ধরণপূর্ব্বক-অন্তে বিষ্ণুলোকগমনকামা অদ্যারভ্য একবর্ষ-পর্য্যন্তং প্রতিসংক্রান্ত্যাং যথাশক্তি গণেশাদিনানাদেবতাপূজা-পূর্ব্বক-সলক্ষ্মীক-নারায়ণপূজা-তৎকথা-শ্রবণরূপজলসংক্রান্তিব্রতমহং করিষ্যে। ইতি সংকল্প্য তজ্জলমৈশান্যাং দিশি ক্ষিপেৎ॥ ততঃ সংকল্পসূক্তং পঠেৎ॥ ততঃ কৃতাঞ্জলিঃ পঠেৎ ওঁ ইদং ব্রতং ময়া দেব গৃহীতং পুরতস্তব। নির্ব্বিঘ্নাং সিদ্ধিমাপ্নোতু ত্বৎপ্রসাদাজ্জনার্দ্দন॥ গৃহীতেঽস্মিন্ ব্রতে দেব যদ্যপূর্ণে

ত্বহং ব্রিয়ে। সাঙ্গং ভবতু তৎ সর্ব্বং তৎপ্রসাদাৎ কৃপাময়॥ ততো ভূতানপসার্য্যাসনশুদ্ধ্যাদিকং কৃত্বা বিষ্ণুং ধ্যাত্বা মানসোপচারৈরারাধ্যা-র্ঘ্যস্থাপনং কুর্য্যাৎ। ততো গণেশাদীন্ পূজয়িত্বা পুনর্ধ্যাত্বা পাদ্যাদিভির্বিষ্ণুং সংপূজ্য নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় ইতি পঠিত্বা নমস্কুর্য্যাৎ। ততো লক্ষ্মীং ধ্যাত্বা সংপূজয়েৎ। ততো জলপূর্ণঘটমুৎসৃজেৎ॥ বিষ্ণুর্নমোঽস্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী দাসী বা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামা ইমং জলপূর্ণঘটং অর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদে। ততো দক্ষিণাং দদ্যাৎ এবং ভোজ্যমুৎসৃজেৎ ততঃ কথাং শৃণুয়াৎ॥

ব্রত কথা

ঋষিরুবাচ॥ শরতল্পগতং ভীষ্মং ধর্ম্মশাস্ত্রার্থকোবিদম্। প্রণম্য শিরসা দেবং পপ্রচ্ছেদং যুধিষ্ঠিরঃ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ॥ রূপবান্ জায়তে কেন ধর্ম্মবান্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ। নানাবিধানি পাপানি সংমুচ্যৈব বিশেষতঃ। সর্ব্বদা লভতে বারি যমলোকগতোনরঃ। নরকঞ্চ ন পশ্যেত্তু তন্মে ব্রূহি পিতামহ॥ ভীষ্ম উবাচ॥ আসীদ্ গুণবতী নাম্নী গুণসারসমুদ্ভবা। সাধ্বী সর্ব্বগুণোপেতা পতিভক্তিপরায়ণা। শুচিভিঃ শ্বেতপীতৈশ্চ মণ্ডয়ন্তী গৃহাঙ্গনম্॥ একদা সা তু শালায়াং সহ ভর্ত্রা সমাস্থিতা। পপ্রচ্ছ মধুরাং ভাষাং ভর্ত্তারং মণিমাণ্ডবম্॥ গুণবত্যুবাচ। কেন ব্রতেন দেবেশ দুর্ভগা সুভগা ভবেৎ। বিষ্ণুনা সহ সংভূয় দিবি লক্ষ্মীর্যথা বসেৎ॥ ন পশ্যেন্নরকঞ্চাপি ইহ লোকে পরত্র চ। কথয়স্ব বিশেষেণ যদি স্নেহোঽস্তি মাং প্রতি॥ ব্রাহ্মণ উবাচ। সুভগে শৃণু বক্ষ্যামি ব্রতানাং ব্রতমুত্তমম্। অস্তীহ ভুবনে রম্যং জলসংক্রান্তিনামকম্॥ যৎ কৃত্বা যোষিতঃ সর্ব্বা লভন্তে বৈষ্ণবং পদম্। নরকঞ্চ ন পশ্যন্তি যমলোকে সুদুস্তরে॥ লভন্তে সর্ব্বদা বারি ত্রৈলোক্যে নাত্র সংশয়ঃ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ॥ যদি তুষ্টোঽসি মে তাত বিধানং তস্য কথ্যতাম্। কেন বা লভতে তচ্চ তন্মে নিগদ

সত্তম ॥ ভীষ্ম উবাচ ॥ শুভে কালে শুভে লগ্নে সংপ্রাপ্তে বিষুবে শুভে। আরভেত ব্রতং তচ্চ ধর্ম্মকামফলপ্রদম্ ॥ প্রাতঃ স্নাতঃ শুচির্ভূত্বা পিধায় বস্ত্রমুত্তমম্। নারায়ণঞ্চ সংপূজ্য সঙ্কল্পং কারয়েদ্‌ব্রতী ॥ পূজয়েদ্বাসুদেবঞ্চ সলক্ষ্মীকঞ্চ ভক্তিতঃ। দীপং দদ্যাদ্‌যথাশক্তি তৈলেনাথ ঘৃতেন বা ॥ নৈবেদ্যেন চ গন্ধেন ধূপেন বিবিধেন চ। নারী বাপি নরোবাপি যঃ কুর্য্যাৎ প্রয়তঃ শুচিঃ ॥ মাতরং পিতরঞ্চৈব শ্বশুরঞ্চ বিশেষতঃ। বিষ্ণুসংক্রামিতশ্রীকন্তেনৈব সহ মোদতে ॥ শচীব পুরহূতস্য বশিষ্ঠারুন্ধতী যথা। শম্ভোঃ সতী যথা ভার্য্যা লক্ষ্মীর্লক্ষ্মী-পতের্যথা ॥ রূপসৌভাগ্যসংযুক্তা স্বামিনা সহ মোদতে ॥ পুত্রপৌত্র-ধনৈর্যুক্তা সতী সাধ্বী পতিব্রতা। ইত্যেতৎ কথিতং পুত্রবাৎসল্যেন তবানঘ। মাসি মাসি চ যঃ কুর্য্যাৎ স যাতি বৈষ্ণবং পদম্ ॥ জলপূর্ণঘটং দদ্যাৎ সুভোজ্যং দক্ষিণান্বিতম্। শ্রুত্বা কথাং বিধানেন বৎসরান্তে প্রতিষ্ঠয়েৎ ॥ ব্রতান্তে বাসসাচ্ছাদ্য ঘটং বৈ তাম্রনির্ম্মিতম্। ব্রাহ্মণায় প্রদদ্যাত্তু সর্ব্বমেতদশেষতঃ। বিষ্ণুমুদ্দিশ্য হোমঞ্চ বিষ্ণুমন্ত্রেণ কারয়েৎ। অষ্টোত্তরশতং বাপি অষ্টাবিংশতিমেব বা ॥ অশ্বত্থস্য সমিদ্ভিশ্চ জুহুয়াদ্ ভক্তিসংযুতঃ। সংপূর্ণে দক্ষিণাং দদ্যাদ্ ব্রাহ্মণায় বিশেষতঃ ॥ ভোজ্যং দদ্যাদ্‌যথাশক্তি যজ্ঞোপবীতসংযুতম্। পায়সং বিষ্ণবে দদ্যাৎ সলক্ষ্মীকায় ভক্তিতঃ ॥ অচ্ছিদ্রমবধার্য্যাথ বামদেব্যঞ্চ কীর্ত্তয়েৎ। শ্রীবিষ্ণুপ্রীতয়ে বিপ্রান্ ভোজয়েদ্‌ঘৃতপায়সম্। যা করোতি ব্রতঞ্চৈতজ্জলসংক্রান্তিনামকম্। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তা চান্তে যাতি হরেঃ পুরম্ ॥ যে শৃণ্বন্তি কথাং দিব্যাং শ্রদ্ধয়া চ যুধিষ্ঠির। নানাসুখমিহাস্থায় তে যান্তি পরমাং গতিম্ ॥ ইতি শ্রীভবিষ্যপুরাণে জলসংক্রান্তিব্রতকথা সমাপ্তা ॥

অক্ষয়তৃতীয়াব্রত

আচমনং কৃত্বা স্বস্তিবাচনং কুর্য্যাদ্ যথা—কর্ত্তব্যেঽস্মিন অক্ষয়তৃতীয়া-

ব্রতকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু ওঁ পুণ্যাহং, ততঃ স্বস্তিং ঋদ্ধিঞ্চ ব্রূয়াৎ। ততঃ সূর্য্যসোম ইতি পঠিত্বা সংকল্পং কুর্য্যাৎ। বিষ্ণুর্নমোঽদ্য বৈশাখে মাসি শুক্লপক্ষে অক্ষয়তৃতীয়ায়াং তিথাবারভ্য অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী দাসী বা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামা অষ্টবর্ষং যাবৎ প্রতিবর্ষীয়-বৈশাখশুক্লতৃতীয়ায়াং গণপত্যাদিদেবতাপূজাপূর্ব্বকভবিষ্যপুরাণোক্তবিধিনা অক্ষয়তৃতীয়াব্রতমহং করিষ্যে। ততঃ সংকল্পসূক্তং পঠেৎ। ততো যথাশক্তি গণেশাদিদেবতা-পূজাপূর্ব্বকং বিষ্ণুং লক্ষ্মীঞ্চ পূজয়েৎ। ততো ঘটদানং—সযবভোজ্যজল-পূরিতঘটায় নমঃ। তত উৎসর্গঃ। ততঃ কথাং শৃণুয়াৎ।

ব্রতকথা

যুধিষ্ঠির উবাচ। জলদানস্য মাহাত্ম্যং যৎ-ত্বয়, কথিতং পুরা। তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তো ব্রহ্মবিদাম্বর॥ শতানীক উবাচ। আসীদ্দ্বিজাধমঃ কশ্চিদ্ ধর্ম্মকর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ। কদাচিৎ তদ্‌গৃহে রাজন্ ব্রাহ্মণস্তৃষয়ান্বিতঃ॥ জলং দেহীতি ভো বিপ্র প্রার্থ্যতে বিনয়ান্বিতঃ। বিপ্রোবাচ॥ অন্নং নাস্তি জলং নাস্তি মদ্‌গৃহে নাস্তি চাসনম্। অন্যত্র গচ্ছ দুর্ব্বুদ্ধে জলং পিব যথোচিতম্॥ তস্য পত্নী সুশীলা চ তৎ-শ্রুত্বা চ পতিব্রতা। স্বামিনং প্রাহ সা রাজন্ জলং দেহি দ্বিজাতয়ে। কিমর্থং ধনসম্পত্তিঃ কিমর্থং ত্বদ্‌গৃহাদিকম্। স্বকীয়োদরপূর্ণঞ্চ মূঢ়বৎ কুরুষে বিভো॥ এবমুক্তা তস্য পত্নী ব্রাহ্মণায় জলং দদৌ। তিথেরস্যাঃ প্রভাবেণ তজ্জলেন মহাফলম্॥ বৈশাখস্য সিতে পক্ষে অক্ষয়া সা তিথির্ভবেৎ। তত্র তোয়প্রদানস্য ফলমক্ষয়মীরিতম্॥ কদাচিদায়ুষঃ শেষে যমদূতঃ সমাগতঃ। ধৃত্বা পাশেন তং বদ্ধ্বা নীতং যমপুরং ততঃ॥ বিপ্র উবাচ। জলং মে দেহি ধর্ম্মজ্ঞ তৃষ্ণয়া পরিপীড়িতঃ। জলং দেহীতি শ্রুত্বা বৈ যমদূত উবাচ হ। ন দত্তং বারি বিপ্রেভ্যঃ কথং বা প্রাপ্স্যতে জলম্। ইত্যুক্ত্বা যমদূতশ্চ যমাগ্রে চ ন্যবেদয়ৎ॥ যম উবাচ। ত্যক্তৈনং দূত

ধর্ম্মজ্ঞ অস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ বৈশাখে শুক্লপক্ষস্য তৃতীয়ায়াং বিধানতঃ। অস্য পত্নী সুধর্ম্মজ্ঞা ব্রাহ্মণায় জলং দদৌ। তদ্দানলভ্যপুণ্যেন নরকঞ্চ নিবর্ত্ততে। বিপ্র উবাচ। অক্ষয়াং তিথিমাসাদ্য কিং কর্ত্তব্যং তদা বদ। যম উবাচ। স্নানং দানং তপো হোমঃ শ্রদ্ধয়া পিতৃতর্পণম্। বিধিবৎ পূজনং বিষ্ণোস্তদক্ষয়মুদাহৃতম্ ॥ ত্বঞ্চ জন্মান্তরং প্রাপ্য বিষ্ণুং সংপূজ্য ভক্তিতঃ। ভুক্ত্বা মনোরমান্ ভোগান্ বিষ্ণুলোকমবাপ্স্যসি। অক্ষয়া সা তিথিঃ প্রোক্তা তত্র বিষ্ণুব্রতং শুভম্ ॥ তদ্বিধানং শৃণু প্রাজ্ঞ যেন লোকঃ সুখী ভবেৎ। বৈশাখস্য সিতে পক্ষে তৃতীয়ায়াং দ্বিজোত্তম। বিষ্ণুমভ্যর্চ্চ্য বিধিবৎ বৎসরাষ্টৌ সমাচরেৎ। সংপূর্ণে তু ব্রতে তত্র প্রতিষ্ঠামাচরেত্ততঃ ॥ এবমুক্ত্বা ধর্ম্মরাজস্তত্রৈবান্তরধীয়ত। ততো জন্মান্তরং প্রাপ্য স চ বিপ্রবরোঽভবৎ ॥ ধর্ম্মজ্ঞশ্চ ক্রতুজ্ঞশ্চ বিবেকী দান-তৎপরঃ। জাতিস্মরা দয়াশীলা তস্য ভার্য্যা চ সাভবৎ। জলদানপ্রভাবেণ বিষ্ণুবল্লভতামিয়াৎ ॥ এবং করোতি যা নারী মর্ত্ত্যো বা সংজিতেন্দ্রিয়ঃ। ইন্দ্রলোকং সমাসাদ্য বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ইতি ভবিষ্যপুরাণোক্তা অক্ষয়তৃতীয়াব্রতকথা সমাপ্তা।

সাবিত্রীব্রত

গৌণ জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর নাম সাবিত্রী-চতুর্দ্দশী। ঐদিন উপবাস করিয়া সায়ংকালে বটবৃক্ষমূলে সাবিত্রীপূজা করিলে বিধবা হইতে হয় না। স্বস্তিবাচনাদিসমাপনান্তে নিম্নলিখিত রূপে সংকল্প করিবে। যথা—বিষ্ণুর্ন-মোঽদ্য জ্যৈষ্ঠে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে চতুর্দ্দশ্যাস্তিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী দাসী বা অবৈধব্যকামা (ব্রতগ্রহণের বর্ষে "অদ্যারভ্য চতুর্দ্দশবর্ষপর্য্যন্তং প্রতিবর্ষীয়-জ্যৈষ্ঠকৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং"—পাঠ্য) যথোক্তবিধিনা সাবিত্রীব্রতমহং করিষ্যে। পরে সঙ্কল্পসূক্তাদি পাঠ্য। ব্রতগ্রহণের বর্ষে ব্রতীকেই সঙ্কল্প করিতে হয়। অতঃপর পঞ্চবর্ণের গুণ্ডিকাদ্বারা মণ্ডল অঙ্কন, ঘটস্থাপন

এবং বটবৃক্ষশাখাদি আরোপণপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিবে। যথাবিধানে আসনশুদ্ধি, জলশুদ্ধি, সামান্যার্ঘ্য ও ন্যাসাদিসমাপনান্তে গণেশাদিপঞ্চদেবতা, আদিত্যাদিনবগ্রহ, ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পাল প্রভৃতির অর্চ্চনা করিয়া বটবৃক্ষকে স্নান করাইয়া স্পর্শপূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

"ওঁ বটোঽসি বৃক্ষনাথস্ত্বং খ্যাতো হরিহরাত্মকঃ। ভবতু ত্বৎপ্রসাদেন ব্রতং হি সফলং মম ॥"

পরে ওঁ বটবৃক্ষায় নমঃ, এই মন্ত্রে অর্চ্চনান্তে প্রণাম করিবে, যথা—

"ওঁ বটবৃক্ষ মহাভাগ জগন্নিস্তারক প্রভো। পৃথিব্যামবতীর্ণোঽসি নমস্যামি সুরেশ্বর ॥" পরে "সাং হৃদয়ায় নমঃ" ইত্যাদি প্রণালীতে অঙ্গন্যাস করন্যাস করিয়া ধ্যান মানসার্চ্চন, অর্ঘ্যস্থাপন, পরে পীঠপূজাপূর্ব্বক পুনর্ধ্যান করিয়া আবাহন করত ষোড়শোপচারে সাবিত্রীর অর্চ্চনা ও নমস্কার করিবে। পরে স্তব পাঠ করিবে, যথা—ওঁ দেবাসুরমনুষ্যাণাং পূজনীয়া বিধানতঃ। পতিব্রতে মহাভাগে বন্দিতে চ শুচিস্মিতে ॥ অবৈধব্যঞ্চ সৌভাগ্যং দেহি ত্বং মম সুব্রতে। পুত্রং পৌত্রঞ্চ মোক্ষঞ্চ দেহি দেবি নমোঽস্তু তে ॥ সাবিত্রি ব্রহ্মগায়ত্রি সত্যবাক্‌ প্রিয়ভাষিণি। তেন সত্যেন মাং ত্রাহি সদ্যঃ সংসারসাগরাৎ। দৃঢ়ব্রতে দৃঢ়মতে ভর্ত্তৃ-সুপ্রিয়ভাষিণি। অবৈধব্যঞ্চ সৌভাগ্যং দেবি ত্বং মম সুব্রতে। গৌরী ত্বং হি শচী ত্বং হি ত্বং প্রভা চন্দ্রমণ্ডলে। ত্বমেব জগতাং মাতা ত্বং মাং পাহি বরাননে। ত্রিসন্ধ্যং সর্ব্বভূতানাং বন্দনীয়াসি সুব্রতে। ময়া দত্তামিমাং পূজাং গৃহাণ ত্বং নমোঽস্তু তে। যন্ময়া দুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ কৃতং জন্মশতৈরপি। ভস্মীভবতু তৎ সর্ব্বমবৈধব্যঞ্চ দেহি মে। পরে "সাবিত্র্যৈ নমঃ" মন্ত্রে নমস্কার পূর্ব্বক যমের অর্চ্চনা ও ধ্যান করিয়া প্রণাম করিবে, যথা—"ওঁ সূর্য্যপুত্র জগন্নাথ সর্ব্বপ্রাণেশ্বর প্রভো। প্রসাদাত্তব দেবেশ দীর্ঘায়ুরস্তু মে পতিঃ ॥"

অনন্তর সাবিত্রী সত্যবানের পূজা করিবে ও অশ্বপতি, শৈব্যা, মালবী

প্রভৃতির অর্চ্চনান্তে স্বামীর অর্চ্চনা করিবে এবং শ্বশুর শাশুড়ীকে বসনাদি দ্বারা পূজা করিয়া ভোজ্যাদি উৎসর্গ করত কথা শুনিবে।

ব্রত কথা

বনবাসগতো রাজা ধর্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ। ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ সর্ব্বৈর্দ্রৌপদ্যা চ সমন্বিতঃ॥ মার্কণ্ডেয়ং মহাত্মানং মুনিং ধর্ম্মভৃতাং বরং। পপ্রচ্ছ রাজশার্দ্দূলো বিনয়াবনতঃ স্থিতঃ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। ভগবন্ দীর্ঘজীবী ত্বং দৃষ্টলোকপরাবরঃ। দৃষ্টা পূর্ব্বং ত্বয়া কাচিৎ ক্বচিদেবং পতিব্রতা। স্বয়ং প্রাপ্য মহৎ কষ্টং ভর্ত্তুরুদ্ধারকারিণী। যথৈবং দ্রৌপদী কৃষ্ণা তন্মে সংশিতুমর্হসি॥ এবমুক্তো নৃপেনাথ মার্কণ্ডেয়ো মহাতপাঃ। কথাং স কথয়ামাস ধর্ম্মরাজায় ধীমতে॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। মদ্রদেশে মহারাজঃ বভূবাশ্বপতির্নৃপঃ। ব্রহ্মণ্যঃ শীলসম্পন্নঃ প্রজাপালনতৎপরঃ। অভূত্তস্য মহাদেবী মালবী নাম সুন্দরী॥ পতিব্রতা মহাভাগা শীলাচারসমন্বিতা। অনপত্যঃ স রাজর্ষিঃ সাবিত্রীং সমপূজয়ৎ। ষষ্ঠে ষষ্ঠে তদা কালে বভূব মিতভোজনঃ॥ এতেন নিয়মেনাসীৎ বর্ষাণি চ চতুর্দ্দশ। সাবিত্র্যা হুতবানগ্নিং পুত্রকামো মহামনাঃ॥ অথাগ্নিহোত্রে সাবিত্রী তস্য প্রত্যক্ষতাং গতা। বরং দদৌ নৃপায়াথ কন্যা তব ভবিষ্যতি॥ বংশস্থিতিকরী দুঃখং ন কর্ত্তব্যং ত্বয়ানঘ। ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে দেবী সাবিত্রী নৃপসত্তম॥ অথ সা মালবী রাজ্ঞো মহিষ্যশ্বপতের্নৃপ। প্রাসূত কন্যাং সংযুক্তাং লক্ষণৈর্লোক-সুন্দরীম্। সাবিত্র্যা বরদানেন যস্মাজ্জাতেয়মুত্তমা। সাবিত্রীতি ততস্তস্যা নাম চক্রে পিতা নৃপ॥ অথ সা রাজভবনে ববৃধে লক্ষণান্বিতা। অতীত-শৈশবা রাজন্ বভূবাদ্ভুতদর্শনা॥ ন চ তাং বরয়ামাস কশ্চিদাগত্য ভূমিপঃ। রাজা চ চিন্তয়াবিষ্টো দুহিতুর্ব্বরকারণাৎ॥ রাজোবাচ॥ সাবিত্রি শৃণু মদ্বাক্যং বরং বরয় সুব্রতে। স্বদেশ্যং পরদেশ্যং বা বংশজং গুণশালিনম্॥ অথ সা পিতুরাজ্ঞাতো রথমারুহ্য শোভনম্। যযৌ তপোবনং রম্যং বৃদ্ধা-

মাত্যৈরধিষ্ঠিতা। নানাতপস্বিনস্তত্র দদর্শ বিপুলেক্ষণা। তপোবনানি রম্যাণি সা বভ্রাম মনোহরা। বানপ্রস্থান্ বহুবিধান্ রাজর্ষীন্ সংশিতব্রতান্॥ নানাতপস্বিসংযুক্তানপশ্যদ্বিনম্বিতা। ততঃ শাল্বপতেঃ পুত্রং দ্যুমৎসেনস্য ভূপতেঃ। মনসা বরয়ামাস সত্যবন্তং স্বকং পতিম্॥ অথাজগাম নগরং সা পিতুঃ প্রীতিবর্দ্ধিনী। তস্মিন্ কালেঽথাশ্বপতের্নারদেন সমাগমঃ। অথ তং পরিপপ্রচ্ছ দেবর্ষির্নারদো নৃপম্॥ কেয়ং কুত্র গতবতী তমথ প্রাবদন্নৃপঃ। দেবর্ষে মম কন্যেয়ং সাবিত্রী নামতঃ শ্রুতা॥ মমৈবানুজ্ঞয়া যাতা তপোবনমনিন্দিতা। স্বয়ং বরং বরয়িতুং তদস্যাঃ শ্রূয়তাং বরঃ। এতয়া যোঽভিলষিতঃ স কঃ কীদৃগ্ গুণাশ্রয়ঃ॥ অথ সা নারদেনোক্তা মনোঽভিলষিতং বরম্। কথয়ামাস মুনয়ে পিত্রে চ বিনয়াম্বিতা॥ সাবিত্র্যুবাচ। আসীচ্ছাল্বেষু ধর্ম্মাত্মা দ্যুমৎসেনাহ্বয়ো নৃপঃ। নিজস্থানাত্ততো রাজা ভূমিপালৈঃ পরাজিতঃ॥ বনং জগামানুগতঃ পত্ন্যা বালসুতেন চ। তপস্যাভিরতস্যাথ তস্য পুত্রো গুণাকরঃ॥ সত্যবান্নাম দেবর্ষে মনসা স বৃতো ময়া। এবমুক্তস্তয়া পুত্র্যা স রাজা প্রাহ নারদম্॥ রাজোবাচ। ভগবন্ কীদৃশো রাজা পুত্রো বাসৌ বৃতোঽনয়া। কে গুণাস্তত্র বা সন্তি কে দোষাশ্চ মহামুনে॥ এতৎ সর্ব্বমশেষেণ কথয়স্ব মুনে মম। এবমুক্তস্ত্বশ্বপতিং নারদো বাক্যমব্রবীৎ॥ মহাত্মা সত্যবান্ বাগ্মী শীলবান্ প্রিয়দর্শনঃ। মাতৃপিতৃহিতে যুক্তঃ পণ্ডিতঃ শূরসম্মতঃ॥ আচারযুক্তঃ সুমনাঃ সত্যবাদী দৃঢ়ব্রতঃ। এতে চান্যে চ বহবো গুণাঃ সত্যবতি প্রভো। দোষস্ত্বেকো মহাংস্তত্র গুণানাক্রম্য তিষ্ঠতি। অদ্যপ্রভৃতি রাজেন্দ্র বর্ষমেকং স সত্যবান্। জীবিষ্যতি ততস্ত্বায়ুস্তস্য হানিমবাপ্স্যতি॥ তৎ সাবিত্র্যা ন বিহিতং ভদ্রমেতৎ কদাচন। অন্যং বরং বরয়তু সাবিত্রি নৃপতেঃ সুতম্। এতচ্ছ্রুত্বা তু সাবিত্রী প্রত্যুবাচ শুভাননা। দীর্ঘায়ুরথবাল্পায়ুঃ সগুণো নির্গুণোঽপি বা। সকৃদ্‌বৃতো ময়া ভর্ত্তা ন দ্বিতীয়ং বৃণোম্যহম্॥ স এব সত্যবান্ ভর্ত্তা ময়া যো মনসা বৃতঃ॥ সকৃদংশো নিপততি সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে। সকৃদাহ

দদানীতি ত্রীণেত্যানি সতাং সকৃৎ॥ মনসা নিশ্চয়ং কৃত্বা ততো বাচাভিধীয়তে। ক্রিয়তে কর্ম্মণা পশ্চাৎ প্রমাণং মে মনস্ততঃ॥ নারদেনাথ সাবিত্রী বাক্যৈর্নানাবিধৈঃ শুভৈঃ। নিষিধ্যমানাপি ভৃশং নান্যং বরমমন্যত॥ নারদ উবাচ। স্থিরা বুদ্ধির্নরশ্রেষ্ঠ সাবিত্র্যা দুহিতুস্তব॥ নৈষা বারয়িতুং শক্যা ধর্ম্মাদস্মাৎ কথঞ্চন। নান্যস্মিন্ পুরুষে সন্তি যে সত্যবতি বৈ গুণাঃ॥ প্রদানমেব তস্মান্মে রোচতে দুহিতুস্তব॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। এবমুক্ত্বা খমুৎপত্য নারদস্ত্রিদিবং গতঃ। রাজাপি দুহিতুঃ সজ্জং বৈবাহিকমকারয়ৎ॥ অথাস্যা নিশ্চয়ং বুদ্ধ্বা স রাজাশ্বপতিস্তদা। রথমারোপ্য তাং কন্যাং প্রযযৌ সপুরোহিতঃ। তপোবনং মুনিগণৈরাবৃতং কৃতসম্ভৃতিঃ। অথ সোঽশ্বপতির্গত্বা দ্যুমৎসেনং মহীপতিম্। উবাচ নৃপতে কন্যা মমেয়ং বরবর্ণিনা। ভবৎসুতং সত্যবন্তং বরয়ামাস চেতসা॥ তত্ত্বমেতাং শুভাং রাজন্ গৃহাণোপহৃতাং ময়া। এবমুক্তো দ্যুমৎসেনঃ প্রত্যুবাচ নৃপস্তদা॥ বয়ং রাজ্যাৎ পরিভ্রষ্টা ধনৈর্হীনাশ্চ সর্ব্বতঃ। চক্ষুর্হীনো তথাচাবাং দম্পতী বসুধা-পতে॥ অন্ধযষ্টিরয়ং বালস্তৎকন্যার্হো ন ভূপতে। অথাশ্বপতিরাচখ্যৌ দ্যুমৎসেনং মহীপতিম্॥ যাদৃশস্তাদৃশো বাস্তু তব পুত্রো মহীপতে তথাপি তব পুত্রায় সুতাং দাস্যামি শোভনাম্॥ অথ সোঽশ্বপতিঃ কন্যাং সাবিত্রীং সমলঙ্কৃতাম্। দদৌ সত্যবতে রাজা সন্নিধানে তপস্বিনাম্॥ দক্ষিণামপি দত্ত্বা গাং সমর্প্য চ সুতাং তদা। আজগাম স্বনগরং স রাজা সপুরোহিতঃ॥ গতে পিতরি সর্ব্বাণি সন্ত্যজ্যাভরণানি চ। জগৃহে বল্কলান্যেব বস্ত্রং কাষায়মেব চ॥ অথ সা রাজতনয়া সাবিত্রী সুগুণান্বিতা। শ্বশ্রূশ্বশুরয়োঃ সেবাং ভর্ত্তুরপ্য-করোৎ সদা॥ ভক্ত্যা পরময়া সাথ শ্বশ্রূশ্বশুরয়োঃ সদা॥ ভর্ত্তুশ্চ দয়িতা হ্যাসীত্তাপসানাঞ্চ সম্মতা॥ ততঃ সা নারদবচো ধ্যায়ন্তী চ স্বচেতসা। গণয়ামাস দিবসান্ পক্ষং মাসং তথায়নম্। ততস্ত্রিরাত্রমাত্রেণ তস্মিন্ সংবৎসরে স্থিতে। শ্বশ্রূশ্বশুরয়োঃ পত্যুরাজ্ঞাং জগ্রাহ সা সতী॥ কর্ত্তুং ব্রতং ত্রিরাত্রাখ্যমুপবাসসমন্বিতম্। অথ তস্মিন্ দিনে প্রাপ্তে নারদেন

নিবেদিতে। সত্যবান্ বিপিনং গন্তুমুপক্রমমথাকরোৎ ॥ স্কন্ধে পরশুমাদায় হস্তে কৃত্বা করণ্ডিকাম্। ফলং কাষ্ঠং তথানেতুমাশ্বাস্য পিতরৌ তদা ॥ সাবিত্রী চোদিতে সূর্য্যে কৃত্বা পৌর্ব্বাহ্নিকীং ক্রিয়াম্। সর্ব্বানেব দ্বিজান্ বৃদ্ধান্ শ্বশ্রূং শ্বশুরমেব চ ॥ অভিবাদ্যানুপূর্ব্বেণ প্রাঞ্জলি-র্নিয়মান্বিতা। অবৈধব্যাশিষস্তেষাং জগ্রাহ বিনয়ান্বিতা ॥ শ্বশুরাবথ সাবিত্রী জগাদৈকান্তমাশ্রিতা। বিপিনং দ্রষ্টুমিচ্ছামি সহ ভর্ত্রা কুতুহলাৎ ॥ তামূচতুস্তৌ শ্বশুরৌ পারণাদিবস-স্তব। অকৃত্বা তৎ কথং গন্তুং বনমিচ্ছসি শোভনে ॥ অথ প্রোবাচ সাবিত্রী নেদানীং পারণা ময়া। কর্ত্তব্যা সহ ভর্ত্রা তু গন্তব্যং বনমেব হি ॥ অস্তং গতে ময়া সূর্য্যে ভোক্তব্যং কৃতকাময়া। ন পত্যুঃ সন্নিধৌ ক্লান্তির্মম কাচন বিদ্যতে ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। ততোঽনুজ্ঞাং প্রদদতুস্তস্যৈ তৌ শ্বশুরৌ তদা। জগাম সত্যবান্ সোঽপি বিপিনং সহ ভার্য্যয়া ॥ তত্র গত্বা ফলৈর্ব্বন্যৈঃ করণ্ডিকামপূরয়ৎ। অথ কাষ্ঠং কুঠারেণ পাটয়ামাস সত্যবান্ ॥ তস্য পাটয়তঃ কাষ্ঠং মধ্যাহ্নে মহতী ব্যথা। মূর্দ্ধ্নি জাতা ততঃ সোঽথ সুষ্বাপ নৃপনন্দনঃ। সাবিত্র্যা উরুদেশে তু সন্নিবেশ্য শিরস্তদা। অথ সা নারদবচো ধ্যায়ন্তী দৈবতানি চ ॥ জগাম শরণং সাধ্বী ভর্ত্তুর্জীবনবাঞ্ছয়া। অথ সা পাশহস্তঞ্চ কৃষ্ণং রক্তেক্ষণং যমম্ ॥ দদর্শ সত্যবৎ-পার্শ্বে স্থিতং বিপুলতেজসম্। ততঃ সত্যবতস্তস্য রাজপুত্রস্য দেহতঃ। অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ যমো বলাৎ। যমস্তু তং তদা বদ্ধা প্রয়াতো দক্ষিণামুখঃ। তদানীং সা চ সাবিত্রী সম্ভ্রমাক্রান্তমানসা ॥ শনৈঃ শরীরং তদ্ভর্ত্তুর্মৃতং ভূমাবশায়য়ৎ। বিনম্রাবনতা ভূত্বা প্রাঞ্জলির্যমমভ্যগাৎ ॥ যত্র পাশেন বদ্ধা তু পতিস্তস্যা যমোঽনয়ৎ। অথ তামব্রবীত্তত্র যমস্তু মধুরং বচঃ ॥ যম উবাচ। ত্বং নিবর্ত্তস্ব সাবিত্রি কুরুষ্বাস্যৌর্দ্ধদেহিকম্। গতির্হি কর্ম্মণাং ভিন্না নৃণাং সাবিত্রি শোভনে। এবমুক্তা তু সাবিত্রি বৈবস্বতমভাষত ॥ সাবিত্র্যুবাচ। যত্র মে নীয়তে ভর্ত্তা তত্র যাস্যাম্যহং স্বয়ম্। পতিরেব গতিঃ স্ত্রীণামেব

ধর্ম্মঃ সনাতনঃ। তপসা গুরুভক্ত্যা চ ভর্তৃস্নেহেন তেন চ। তব চৈব প্রসাদেন ন মে প্রতিহতা গতিঃ॥ ধর্ম্মঃ প্রধানং মুনয়ো বদন্তি ধর্ম্মাধিপং ত্বামপি চামনন্তি। সর্ব্বস্য লোকস্য হৃদঙ্করোঽসি, সর্ব্বে ততস্ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ॥ অথ তুষ্টো যমঃ প্রাহ সাবিত্রীং সত্যবাদিনীম্। বরং বরয় সুশ্রোণি সত্যবজ্জীবনাদৃতে॥ সাবিত্র্যুবাচ। মমাঙ্কৌ শ্বশ্রূশ্বশুরৌ তপোবনমুপাগতৌ॥ সচক্ষুষৌ ভবেতাং তৌ ত্বৎপ্রসাদেন সূর্য্যজ॥ যম উবাচ। এবমস্তু নিবর্ত্তস্ব গচ্ছ শ্বশুরয়োর্গৃহম্। শ্রমস্ত্বামস্পৃশদ্ ভদ্রে ত্বাং গ্লানামিব লক্ষয়ে॥ সাবিত্র্যুবাচ। শ্রমঃ কুতো ভর্তৃসমীপতো মে, যতো হি ভর্ত্তা মম সা গতির্ধ্রুবা। যতঃ পতিং নেষ্যসি তত্র মে গতির্দেবেশ ভূয়োঽপি বচো নিবোধ মে। সতাং সুহৃৎ-সঙ্গতমীপ্সিতং পরং, ততঃ পরং মিত্রমিতি প্রচক্ষতে। ন চাফলা সৎপুরুষেণ সঙ্গতি,—রতঃ সতাং সন্নিবসেৎ সমাগমে॥ যম উবাচ। তুষ্টোঽস্মি তেঽনয়া বাচা বরং বরয় সুব্রতে। ঋতে সত্যবতো জীবাদ্ যদিচ্ছসি দদামি তৎ॥ সাবিত্র্যুবাচ। হৃতং পুরা মে শ্বশুরস্য বৈরিভিঃ, স্বমেব রাজ্যং লভতাং স পার্থিবঃ। জহ্যাং স্বধর্ম্মং ন চ মে গুরুর্যথা, দ্বিতীয়মেতদ্ বরয়ামি তে বরম্॥ যম উবাচ। এবমস্তু নিবর্ত্তস্ব ত্বং সাবিত্রি স্বমন্দিরম্॥ সাবিত্র্যুবাচ। অদ্রোহঃ সর্ব্বভূতেষু কর্ম্মণা মনসা গিরা। অনুগ্রহশ্চ দানঞ্চ সতাং ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥ সন্তস্তৈশ্চৈব মিত্রেষু দয়াং প্রাপ্তেষু কুর্ব্বতে॥ যম উবাচ। জীবনেন বিনা ভর্ত্তুর্ব্বরং বৃণু শুভাননে। তৃতীয়ন্তে বরং ভদ্রে দদামি প্রীতিমান্ ভৃশম্। ততোঽপি বরয়ামাস ধর্ম্মরাজং পতিব্রতা॥ পুত্রহীনো মম পিতা তস্য পুত্রশতম্ভবেৎ॥ যম উবাচ। কুলস্য সন্তান-করং পিতুঃ পুত্রশতম্ভবেৎ। ত্বং নিবর্ত্তস্ব সাবিত্রি দূরং পন্থানমাগতা॥ সাবিত্র্যুবাচ। বিবস্বতস্ত্বং তনয়ঃ প্রতাপবান্, ততোঽথ বৈবস্বত উচ্যসে বুধৈঃ। শমেন ধর্ম্মেণ চ রঞ্জিতাঃ প্রজাঃ, ততস্তবেহেশ্বর ধর্ম্মরাজতা॥ আত্মন্যপি চ বিশ্বাসস্তথা ভবতি সূর্য্যজ, তস্মাৎ সৎসু বিশেষেণ সর্ব্বঃ

প্রণয়মৃচ্ছতি ।। যম উবাচ। পরিতুষ্টোঽস্মি ভদ্রে তে চতুর্থস্তু বরং বৃণু। বিনা সত্যবতঃ প্রাণান্ যদিচ্ছসি দদামি তৎ ॥ সাবিত্র্যুবাচ। অস্য সত্যবতঃ পুত্রশতমৌরসসম্ভবম্। জায়তাং ময়ি দেবেশ ত্বংপ্রসাদেন সূর্য্যজ ॥ যম উবাচ। ভবিষ্যত্যেবমেবং হি পরিতুষ্টো দদামি তে। অতিদূরং সমায়াতা নিবর্ত্তস্ব স্বমন্দিরম্ ॥ সাবিত্র্যুবাচ। সতাং সদা শাশ্বতধর্ম্মবৃত্তিঃ সন্তো ন সীদন্তি ন চ ব্যথন্তে। সতাং সদ্ভির্নাফলঃ সঙ্গমোঽস্তি, সদ্ভ্যো ভয়ং নানুবিদন্তি সন্তঃ ॥ সন্তো হি সত্যেন নয়ন্তি সূর্য্যং সন্তো ভূমিং তপসা ধারয়ন্তি। সন্তো গতির্ভূতভব্যস্য রাজন্, সতাং মধ্যে নাবসীদন্তি সন্তঃ। ন কাময়ে ভর্ত্তরি নাকৃতার্থতাং, ন ভর্ত্তৃহীনা ব্যবসামি জীবিতুম্। ত্বয়ৈব দত্তঃ শতপুত্রতাবরঃ, কথং ত্বয়া মে হ্রিয়তে পতিঃ পুনঃ ॥ বরং বৃণে জীবতু সত্যবানয়ং, ত্বমেব সত্যং বচনং কুরুষ তে ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। এবমুক্তস্তু সব্রীড়ো যমঃ পাশাদমোচয়ৎ ॥ অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং সত্যবদ্দেহনিঃসৃতম্ ॥ ধর্ম্মরাজঃ প্রহৃষ্টাত্মা সাবিত্রীমিদমব্রবীৎ। এষ ভদ্রে ময়া মুক্তো ভর্ত্তা তে কুলনন্দিনি ॥ চতুর্ব্বর্ষশতায়ুশ্চ ত্বয়া সার্দ্ধমবাপ্স্যতি। ইষ্ট্বা যজ্ঞৈশ্চ ধর্ম্মেণ খ্যাতিং লোকে গমিষ্যতি ॥ ত্বয়ি পুত্রশতঞ্চৈব সত্যবান্ জনয়িষ্যতি। এবং তস্যৈ বরং দত্ত্বা ধর্ম্মরাজঃ প্রতাপবান্ ॥ নিবর্ত্তয়িত্বা সাবিত্রীং স্বমেব ভবনং যযৌ। সাবিত্র্যপি জগামাশু যত্র সুপ্তঃ স সত্যবান্। চেতনাং প্রাপ্য চ ততঃ সত্যবাংস্তামভাষত। চিরং সুপ্তোঽস্মি দয়িতে ত্বয়া কিং ন প্রবোধিতঃ ॥ ক চাসৌ পুরুষঃ শ্যামো যোঽসৌ মাং সঙ্কর্ষ হি ॥ অথ তং প্রাহ সাবিত্রী কথয়িষ্যামি তে কথাম্। পশ্চাদহমিমাং সর্ব্বামিদানীং স্থৈর্য্যবান্ ভব ॥ বিশ্রান্তোঽসি মহাভাগ কথয়িষ্যামি তেঽখিলাম্। যদি শক্যস্ত্বমুত্তিষ্ঠ বিগাঢ়াং পশ্য শর্ব্বরীম্ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ। উপলভ্য ততঃ সংজ্ঞাং সত্যবান্ সমচিন্তয়ৎ। কথমদ্য গমিষ্যামি পিত্রোরন্তি-কমাকুলঃ ॥ করণ্ডিকা ফলৈঃ পূর্ণা কাষ্ঠভারশ্চ তিষ্ঠতু। রক্ষার্থমেতৎ পরশুং গৃহীত্বা গম্যতাং শুভে ॥ অন্যথা কা গতিস্তত্র পিত্রোরদ্য ভবিষ্যতি।

ততস্তমাহ সাবিত্রী ব্রজামো যদি মন্যসে ॥ ততস্তাং সত্যবানাহ পরশু ত্বং গৃহাণ মে ॥ পলাশদণ্ডৈঃ সাবিত্রী পন্থা ব্যাবর্ত্ততে দ্বিধা। তত্রোত্তরেণ যঃ পন্থাস্তেনাগচ্ছ দ্রুতং শুভে ॥ এতস্মিন্নেব কালে তু দ্যুমৎসেনো মহীপতিঃ। লব্ধচক্ষুস্তদা রাত্রৌ শৈব্যয়া সহ ভার্য্যয়া ॥ আশ্রমং তাপসানাঞ্চ ব্যচরৎ পুত্রলিপ্সয়া। স চ শোকাতিদুঃখার্ত্তঃ পুত্রং তাঞ্চ শুভাং বধূম্। স গৌতমাদিভির্ব্বিপ্রৈঃ সান্ত্বিতঃ শোককর্ষিতঃ। সর্ব্বে তমূচুর্মুনয়ো ন শোকং কুরু ভূপতে ॥ যথাস্য ভার্য্যা সাবিত্রী শীলাচারসমন্বিতা। তথাচ তে দৃশোর্লাভ-শ্চিরং জীবতি সত্যবান্ ॥ এতস্মিন্নেব কালে তু সাবিত্র্যা সহ ভার্য্যয়া। সত্য-বানাগতস্তত্র পিত্রোঃ প্রীতিং বিবর্দ্ধয়ন্। অথ তৈঃ সর্ব্বতো বিপ্রৈঃ পৃষ্টস্ত্বং কেন হেতুনা। দিবসে ন সমায়াতঃ পিতরৌ তব দুঃখিতৌ ॥ ততঃ স কথয়ামাস শিরঃপীড়াদিকম্ তথা। ততস্তে বিপ্রসংঘাশ্চ সাবিত্রীমিদমব্রুবন্ ॥ কথয়স্বাস্ত সাবিত্রী বৃত্তান্তং যদ্বনেঽভবৎ। ততঃ সা কথয়ামাস যম-সন্দর্শনাদিকম্। চক্ষু-র্লাভঞ্চ রাজ্যঞ্চ দ্বৌ বরৌ শ্বশুরস্য তু। পিতুঃ পুত্রশতঞ্চৈব পুত্রাণাঞ্চাত্মনঃ শতম্। চতুর্ব্বর্ষশতায়ুশ্চ ভর্ত্তুঃ প্রাপ্তং যথা যমাৎ। তচ্ছ্রুত্বা পরমপ্রীতা বিপ্রাঃ স্বস্বগৃহং যযুঃ। সত্যবানপি সংসুপ্তঃ পিতৃভ্যাং সহ ভার্য্যয়া। অথ রাত্রৌ ব্যতীতায়াং সঙ্গতাস্তে তপোধনাঃ। কৃতপূর্ব্বাহ্নিকাস্তত্র সাবিত্রীং প্রশশংসিরে। শাল্বদেশাদথামাত্যা দ্যুমৎসেনং মহীপতিম্। আগত্যোচুর্মহারাজ স্বামাত্যেন হতো রিপুঃ ॥ তব পূর্ব্বেণ সত্যেন বয়মত্রাগতা ইহ। অচক্ষুর্ব্বা সচক্ষুর্ব্বা ত্বং রাজা ভব ভূপতে ॥ ততস্তৈরভ্যনুজ্ঞাতো ব্রাহ্মণৈঃ স মহীপতিঃ। তৈরমাত্যৈঃ পরিবৃতো মহাদেব্যা চ শৈব্যয়া। পুত্রেণ চ তয়া বধ্বা সাবিত্র্যা শীলযুক্তয়া ॥ যযৌ স্বপুরমব্যগ্রো হর্ষসম্পূর্ণমানসঃ। তত্র গত্বা দ্যুমৎসেনঃ সত্যবন্তং প্রিয়ং সুতম্। যৌবরাজ্যে মহারাজ স্থাপয়ামাস ধর্ম্মতঃ। সাবিত্র্যাশ্চাপি কালেন যজ্ঞে পুত্রশতং বরম্। ভ্রাতৄণাঞ্চ শতং জাতং সৌদর্য্যাণাং মহাত্মনাম্। এবমাত্মা পিতা মাতা শ্বশ্রূশ্চ শ্বশুরঃ পতিঃ। ভর্ত্তুঃ কুলঞ্চ সাবিত্র্যা কৃতং সর্ব্বং সমুদ্ধৃতম্। এবমেবাপি পাঞ্চালী শীলচার-

সমন্বিতা। তারয়িষ্যতি বঃ সর্ব্বান্ সাবিত্রীব বরাঙ্গনা ॥ এবমাশ্বাসিতস্তেন মার্কণ্ডেয়েন ধীমতা। যুধিষ্ঠিরঃ প্রীতমনাঃ কাম্যকেঽপ্যবসদ্বনে। য ইদং শৃণুয়াদ্ ভক্ত্যা সাবিত্র্যাখ্যানমুত্তমম্। স সুখী সর্ব্বসিদ্ধার্থো ন দুঃখং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ ॥ শৃণ্বন্তি যাঃ স্ত্রিয়শ্চৈবং সাবিত্রীচরিতং শুভম্। সুসৌভাগ্যম-বৈধব্যং লভন্তে সন্ততিং শুভাম্। ষ নষ্ট তু ভয়ং নাস্তি বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ইতি মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি সাবিত্রী-ব্রতকথা সমাপ্তা ॥

অনন্তর সবস্ত্র ভোজ্য উৎসর্গ করত স্বীয় পতিকে সবস্ত্র পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবেন। ব্রতের পরদিনে "ওঁ হলায় নমঃ" মন্ত্রে লাঙ্গলের পূজা করিয়া পারণাদি করিবেন।

ধ্যানমালা

দেব-দেবীর ধ্যান, প্রণাম ও বীজমন্ত্র প্রভৃতি।

গণেশের ধ্যান (১)

(ওঁ) খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং,
প্রস্যন্দন্মদগন্ধ-লুব্ধ-মধুপ-ব্যালোল-গণ্ডস্থলম্ ॥
দন্তাঘাতবিদারিতারি-রুধিরৈঃ সিন্দূর-শোভাকরম্,
বন্দে শৈলসুতা-সুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদম্ ॥

পূজার মন্ত্র :—(ওঁ) গণেশায় নমঃ। বীজমন্ত্র—গং। গণেশপূজায়

"পুষ্টি" ও "মূষিককে" "পুষ্ট্যৈ নমঃ" "মূষিকায় নমঃ" মন্ত্র বলিয়া পূজা করিতে হয়। গণেশের স্ত্রী পুষ্টি এবং বাহন মূষিক।

প্রণাম

(ওঁ) দেবেন্দ্র-মৌলি-মন্দার-মকরন্দ-কণারুণাঃ।
বিঘ্নং হরন্তু হেরম্ব-চরণাম্বুজ-রেণবঃ ॥

সূর্য্যের ধ্যান

(ওঁ) রক্তাম্বুজাসনশেষ-গুণৈক-সিন্ধুং
ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি।
পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাব্জৈ-
র্মাণিক্যমৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্ ॥

পূজার মন্ত্র—ওঁ ভগবতে শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। বীজমন্ত্র—ওঁ হ্রীঁ। মূলমন্ত্র—হ্রীং হংসঃ, অথবা ওঁ ঘৃণিঃ সূর্য্য আদিত্যঃ।

প্রণাম

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্ ॥

বিষ্ণুর ধ্যান (৩)

(ওঁ) ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী,
নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ মকর (কনক) কুণ্ডলবান্ কিরীটী,
হারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ ॥

পূজার মন্ত্র :—ওঁ নমঃ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। মূলমন্ত্র—ওঁ নমো নারায়ণায়। বীজমন্ত্র—ওঁ। হোমের মন্ত্র—ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং, সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ, দিবীব চক্ষুরাততং স্বাহা।

তুলসী দিবার মন্ত্র—ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা।
বিষ্ণুর পূজার পর লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গরুড়ের পূজা করিবে।

প্রার্থনা

(ওঁ) পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বপাপহরো ভব॥
নমঃ কমলনেত্রায় হরয়ে পরমাত্মনে।
অশেষ-ক্লেশ-নাশায় লক্ষ্মীকান্ত নমোঽস্তু তে॥
হরে মুরারে মধুকৈটভারে,
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো,
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ॥

প্রণাম

ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ-হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

শিবের ধ্যান (৪)

শিবপূজা বিধিতে ধ্যান ও প্রণামমন্ত্র দেখ। (১৯৬ পৃঃ)
মূলমন্ত্র—নমঃ শিবায় (কিংবা ওঁ নমঃ শিবায়)।
বীজমন্ত্র—হৌং।

বিল্বপত্রদানের বিশেষ মন্ত্র—ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয়মামৃতাৎ স্বাহা॥

দুর্গার ধ্যান (৫)

(ওঁ) জটাজূটসমাযুক্তামর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরাম্।
লোচনত্রয়সংযুক্তাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাম্॥

তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাম্।
নবযৌবন-সম্পন্নাং সর্ব্বাভরণ-ভূষিতাম্॥
সুচারুদশনাং দেবীং পীনোন্নত-পয়োধরাম্।
ত্রিভঙ্গস্থানসংস্থানাং মহিষাসুরমর্দ্দিনীম্॥
মৃণালায়ত-সংস্পর্শ-দশবাহুসমন্বিতাম্।
ত্রিশূলং দক্ষিণে ধ্যেয়ং খড়্গং চক্রং ক্রমাদধঃ॥
তীক্ষ্ণবাণঞ্চ শক্তিঞ্চ দক্ষিণে সন্নিবেশয়েৎ।
খেটকং পূর্ণচাপঞ্চ পাশমঙ্কুশমেব চ॥
ঘণ্টাং বা পরশুং বাপি বামতঃ সন্নিবেশয়েৎ।
অধস্তান্মহিষং তদ্বদ্ বিশিরস্কং প্রদর্শয়েৎ॥
শিরশ্ছেদোদ্ভবং তদ্বদ্ দানবং খড়্গপাণিনম্।
হৃদি শূলেন নির্ভিন্নং নির্যদন্ত্রবিভূষিতম্॥
রক্তারক্তীকৃতাঙ্গঞ্চ রক্তবিস্ফুরিতেক্ষণম্॥
বেষ্টিতং নাগপাশেন ভ্রূকুটী-ভীষণাননম্।
সপাশ-বামহস্তেন ধৃতকেশঞ্চ দুর্গয়া॥
বমদ্রুধিরবক্ত্রঞ্চ দেব্যাঃ সিংহং প্রদর্শয়েৎ।
দেব্যাস্তু দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরিস্থিতম্॥
কিঞ্চিদূর্দ্ধং তথা বামমঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি।
স্তূয়মানঞ্চ তদ্রূপমমরৈঃ সন্নিবেশয়েৎ॥
উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা।
চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতিচণ্ডিকা॥
অষ্টাভিঃ শক্তিভি-স্তাভিঃ সততং পরিবেষ্টিতাম্।
চিন্তয়েজ্জগতাং ধাত্রীং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদাম্॥

পূজার মন্ত্র—(ওঁ) দুর্গায়ৈ নমঃ। **বীজমন্ত্র**—হ্রীং। **মূলমন্ত্র**—ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা। **বাহন**—সিংহ [বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হুং ফট্ নমঃ]।

প্রণাম

ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

জয়দুর্গার ধ্যান

কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুল-ভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাং,
শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাম্।
সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলং তেজসাপূরয়ন্তীং,
ধ্যায়েদ্দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ॥

পূজার মন্ত্র, বীজমন্ত্র, প্রণাম প্রভৃতি দুর্গার ন্যায়।

লক্ষ্মী, সরস্বতী, শীতলা, মনসা, মঙ্গলচণ্ডী, শুভসূচনী, গঙ্গা, সত্যনারায়ণ, ষষ্ঠী প্রভৃতির ধ্যান পূজাপদ্ধতিতে দ্রষ্টব্য।

দক্ষিণাকালীর ধ্যান

করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম্।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্॥
সদ্যশ্ছিন্নশিরঃ-খড়্গ-বামাধোর্দ্ধ্ব-করাম্বুজাম্।
অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণোর্দ্ধ্বাধ-পাণিকাম্॥
মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীম্।
কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালী-গলদ্রুধির-চর্চ্চিতাম্॥
কর্ণাবতংসতানীত-শবযুগ্ম-ভয়ানকাম্।
ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নত-পয়োধরাম্॥
শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীম্।
সৃক্কদ্বয়-গলদ্রক্ত-ধারা-বিস্ফুরিতাননাম্॥

ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীম্ ।
বালার্ক-মণ্ডলাকার-লোচনত্রিতয়ান্বিতাম্ ॥
দন্তুরাং দক্ষিণব্যাপি-লম্বমান-কচোচ্চয়াম্ ।
শবরূপ-মহাদেব-হৃদয়োপরি-সংস্থিতাম্ ॥
শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দ্দিক্ষু সমন্বিতাম্ ।
মহাকালেন চ সমং বিপরীত-রতাতুরাম্ ।
সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরাননসরোরুহাম্ ।
এবং সঞ্চিন্তয়েৎ কালীং ধর্ম্মকাম-সমৃদ্ধিদাম্ ॥

প্রকারান্তর

[যাঁহারা 'ক্রীং' এই একাক্ষর বীজমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহারা এই মন্ত্র বলিয়া কালীর ধ্যান করিবেন] ।

শবারূঢ়াং মহাভীমাং ঘোরদংষ্ট্রাং বরপ্রদাম্ ।
হাস্যযুক্তাং ত্রিনেত্রাঞ্চ কপাল-কর্ত্তৃকাকরাম্ ॥
মুক্তকেশীং ললজ্জিহ্বাং পিবন্তীং রুধিরং মুহুঃ ।
চতুর্ব্বাহু-সমাযুক্তাং বরাভয়করাং স্মরেৎ ।

পূজার মন্ত্র—(ওঁ) দক্ষিণাকালিকায়ৈ নমঃ। বীজমন্ত্র—হ্রীং। মূলমন্ত্র—ক্রীং, অথবা ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং স্বাহা। আবাহনে—দক্ষিণে কালিকে দেবি ইত্যাদি। দক্ষিণাকালিকার পূজার সময় শবরূপী শিবকে পূজা করিতে হয়। শবরূপী শিব—'মহাপ্রেত-পদ্মাসন'। পূজার মন্ত্র—হ্সৌঃ সদাশিব-মহাপ্রেত-পদ্মাসনায় নমঃ।

পুষ্পাঞ্জলি

আয়ুর্দ্দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে ।
পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি সর্ব্বান্ কামাংশ্চ দেহি মে ॥ ১

দুর্গোত্তারিণি দুর্গে ত্বং সর্ব্বাশুভ-নিবারিণি।
ধর্ম্মার্থমোক্ষদে দেবি নিত্যং মে বরদা ভব ॥ ২
কালি কালি মহাকালি কালিকে পাপহারিণি।
ধর্ম্মকামপ্রদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ৩

প্রণাম মন্ত্র—দুর্গার ন্যায়।

প্রত্যেক শক্তিমূর্ত্তিকেই এই মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি দিতে পারা যায় এবং সকলেরই প্রণাম মন্ত্র 'সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে' ইত্যাদি। কালীপূজার পরে মহাকাল ভৈরবের পূজা করিবে, কারণ এই মহাকাল শিবেরই মূর্ত্তিবিশেষ।

অন্নপূর্ণার ধ্যান

রক্তাং বিচিত্রবসনাং নবচন্দ্রচূড়া-
মন্নপ্রদান-নিরতাং স্তনভারনম্রাম্।
নৃত্যন্ত-মিন্দুশকলাভরণং বিলোক্য
হৃষ্টাং ভজে ভগবতীং ভবদুঃখহন্ত্রীম্ ॥

পূজার মন্ত্র—(ওঁ) অন্নপূর্ণায়ৈ দেব্যৈ নমঃ। বীজমন্ত্র—হ্রীং। মূলমন্ত্র—হ্রীং নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা। আবাহনে—অন্নপূর্ণে দেবি ইত্যাদি। পুষ্পাঞ্জলি ও প্রণাম কালীরই ন্যায়।

জগদ্ধাত্রীর ধ্যান

সিংহস্কন্ধাধিসংরূঢ়াং নানালঙ্কারভূষিতাম্
চতুর্ভুজাং মহাদেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্।
শঙ্খ-শার্ঙ্গ-সমাযুক্ত-বামপাণিদ্বয়ান্বিতাম্।
চক্রঞ্চ পঞ্চ বাণাংশ্চ ধারয়ন্তীঞ্চ দক্ষিণে।
রক্তবস্ত্রপরীধানাং বালার্কসদৃশীতনুম্।

নারদাদ্যৈর্মুনিগণৈঃ সেবিতাং ভবসুন্দরীম্।
ত্রিবলীবলয়োপেত-নাভিনালমৃণালিনীম্।
রত্নদ্বিপময়দ্বীপে সিংহাসন-সমন্বিতে।
প্রফুল্ল-কমলারূঢ়াং ধ্যায়েত্তাং ভবগেহিনীম্॥

পূজার মন্ত্র—(ওঁ) জগদ্ধাত্রী দুর্গায়ৈ নমঃ। বীজমন্ত্র—দুং। মূলমন্ত্র—হ্রুং দুং স্বাহা। আবাহনে—জগদ্ধাত্রীদুর্গে দেবি ইত্যাদি।

প্রণাম ও পুষ্পাঞ্জলির মন্ত্র দক্ষিণাকালীর ন্যায়।

মহাকালের ধ্যান

মহাকালং যজেদ্দেব্যা দক্ষিণে ধূম্রবর্ণকম্।
বিভ্রতং দণ্ডখট্বাঙ্গৌ দংষ্ট্রাভীমমুখং শিশুম্।
ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতকটিং তুন্দিলং রক্তবাসসম্।
ত্রিনেত্রমূর্দ্ধকেশঞ্চ মুণ্ডমালা-বিভূষিতম্।
জটাভার-লসচ্চন্দ্র-খণ্ডমুগ্রং জ্বলন্নিভম্॥

পূজার মন্ত্র—ওঁ মহাকালভৈরবায় নমঃ। মূলমন্ত্র—হুং ক্ষ্রোং যাং রাং লাং বাং ক্রোং মহাকালভৈরব সর্ব্ববিঘ্নান্ নাশয় নাশয় হ্রীং শ্রীং ফট্ স্বাহা। মহাকালের পূজা করিয়া পুনর্ব্বার পঞ্চোপচারে কালীর পূজা করিতে হয়।

তুলসীর ধ্যান

ওঁ ধ্যায়েদ্ দেবীং নবশশিমুখীং পক্কবিম্বাধরোষ্ঠীম্,
বিদ্যোতন্তীং কুচযুগভরানম্রকল্পাঙ্গযষ্টিম্।
ঈষদ্ধাস্যাং ললিতবদনাং চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিনেত্রাম্,
শ্বেতাঙ্গীং তামভয়বরদাং শ্বেতপদ্মাসনস্থাম্॥

পূজার মন্ত্র—ওঁ তুলসীদেব্যৈ নমঃ। তুলসীবৃক্ষে হরির পূজাও হয়। মন্ত্র, যথা—"ওঁ হরয়ে নমঃ"।

তুলসী-স্নান

ওঁ গোবিন্দবল্লভাং দেবীং ভক্তচৈতন্যকারিণীম্।
স্নাপয়ামি জগদ্ধাত্রীং বিষ্ণুভক্তিপ্রদায়িনীম্॥

প্রণাম

বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ।
বিষ্ণুভক্তিপ্রদায়িন্যৈ সত্যবত্যৈ নমো নমঃ॥

রামের ধ্যান

কোমলাঙ্গং বিশালাক্ষ-মিন্দ্রনীল-সমপ্রভম্।
দক্ষিণাংশে দশরথং পুত্রাবেষ্টন-তৎপরম্।
পৃষ্ঠতো লক্ষ্মণং দেবং সচ্ছত্রং কনকপ্রভম্।
পার্শ্বে ভরতশত্রুঘ্নৌ তালবৃন্ত-করাবুভৌ।
অগ্রে ব্যগ্রং হনুমন্তং রামানুগ্রহকাঙ্ক্ষিণম্॥

পূজার মন্ত্র—ওঁ শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ। বীজমন্ত্র—রাং। বাহন—হনুমান্। ইঁহার পূজার মন্ত্র—ওঁ হনুমতে নমঃ।

প্রণাম

রামায় রামভদ্রায় রামচন্দ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ॥

সীতার ধ্যান

নীলাম্ভোজ-দলাভিরাম-নয়নাং নীলাম্বরালঙ্কৃতাং,
গৌরাঙ্গীং শরদিন্দু-সুন্দরমুখীং বিস্মের-বিম্বাধরাম্।
কারুণ্যামৃতবর্ষিণীং হরিহরব্রহ্মাদিভির্বন্দিতাং,
ধ্যায়েৎ সর্ব্বজনেপ্সিতার্থফলদাং রামপ্রিয়াং জানকীম্॥

পূজার মন্ত্র—(ওঁ) সীতায়ৈ দেব্যৈ নমঃ। বীজমন্ত্র—সীং।

প্রণাম

দ্বিভুজাং স্বর্ণবর্ণাভাং রামালোকন-তৎপরাম্।
শ্রীরাম-বনিতাং সীতাং প্রণমামি পুনঃ পুনঃ॥

গুরুর ধ্যান

ওঁ ধ্যায়েচ্ছিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুম্।
শ্বেতাম্বরপরীধানং শ্বেতমাল্যানুলেপনম্॥
বরাভয়করং শান্তং করুণাময়বিগ্রহম্।
বামেনোৎপলধারিণ্যা শক্ত্যালিঙ্গিতবিগ্রহম্।
স্মেরাননং সুপ্রসন্নং সাধকাভীষ্টদায়কম্॥

পূজার মন্ত্র।—ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ। বীজমন্ত্র।—ঐং।

প্রণাম

ওঁ অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুঃ সাক্ষাৎ পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

ব্রহ্মার ধ্যান

ওঁ ব্রহ্মা কমণ্ডলুধর-শ্চতুর্বক্ত্র-শ্চতুর্ভুজঃ।
কদাচিদ্রক্ত-কমলে হংসারূঢ়ঃ কদাচন॥
বর্ণেন রক্তগৌরাঙ্গঃ প্রাংশুস্তুঙ্গাঙ্গ উন্নতঃ।
কমণ্ডলুর্বামকরে স্রুবো হস্তে তু দক্ষিণে॥

দক্ষিণাধস্তথা মালা বামাধশ্চ তথা স্রুচা।
আজ্যস্থালী বামপার্শ্বে বেদাঃ সর্ব্বেঽগ্রতঃ স্থিতাঃ॥
সাবিত্রী বামপার্শ্বস্থা দক্ষিণস্থা সরস্বতী।
সর্ব্বে চ ঋষয়ো হ্যগ্রে কুর্য্যাদেভিশ্চ চিন্তনম্॥

পূজার মন্ত্র।—ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। বীজমন্ত্র—ব্রোং। আবাহন—ওঁ ব্রহ্মন্ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি।

গায়ত্রী—পদ্মাসনায় বিদ্মহে, হংসারূঢ়ায় ধীমহি; তন্নো ব্রহ্মন্ প্রচোদয়াৎ।

অষ্টদল পদ্মে প্রথমে "ওঁ আধার শক্তয়ে নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিয়া পরে প্রত্যেক দলে পূর্ব্বাদিক্রমে দক্ষিণাবর্ত্তে ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈর্ঋত, বরুণ, বায়ু, কুবের, ঈশান, এই অষ্ট দিক্‌পালের পূজা করিবে। অনন্তর ব্রহ্মার পূজা করিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে শিব, বামপার্শ্বে বিষ্ণু, দক্ষিণ হস্তে স্রুব ও মালা, বাম হস্তে কমণ্ডলু ও স্রুক্, দক্ষিণ পার্শ্বে সরস্বতী, বামপার্শ্বে সাবিত্রী, সম্মুখে পদ্ম, হংস, বেদ ও ঋষিগণকে পূজা করিবে। পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথিই ব্রহ্মাপূজার প্রশস্ত কাল।

প্রণাম

চতুর্ব্বদনসম্পন্ন-চতুর্ব্বেদকুটুম্বিনে।
দ্বিজাদ্যুক্তৈ-সৎকর্ম্ম-সাক্ষিণে ব্রহ্মণে নমঃ॥

ইতুপূজা

অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি রবিবারে প্রচুর শস্যসম্পত্তিকামী প্রতি গৃহস্থেরই এ পূজা করা কর্ত্তব্য। ইহা সূর্য্য দেবের পূজা; এইজন্য রবিবারে পঞ্চশস্য ছড়াইয়া তাহার উপর ঘট স্থাপন করিয়া এই পূজা করিতে হয়। সূর্য্যের ধ্যান ও আবাহন করিয়া "ওঁ মিত্রায় নমঃ" এই মন্ত্র বলিয়া পূজা করিতে হয়। মিত্র স্থলে "মিতু" পরে "ইতু" দাঁড়াইয়াছে।

তারার ধ্যান

প্রত্যালীঢ়পদাং ঘোরাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্।
খর্ব্বাং লম্বোদরীং ভীমাং ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতাং কটৌ।
নবযৌবন-সম্পন্নাং পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতাম্।
চতুর্ভুজাং লোলজিহ্বাং মহাভীমাং বরপ্রদাম্।
খড়্গাকর্ত্তৃ-সমাযুক্ত-সব্যেতর-ভুজদ্বয়াম্।
কপালোৎপল-সংযুক্ত-সব্যপাণি-যুগান্বিতাম্।
পিঙ্গোগ্রৈকজটাং ধ্যায়েন্মৌলাবক্ষোভ্যভূষিতাম্।
বালার্কমণ্ডলাকার-লোচনত্রয়ভূষিতাম্।
জ্বলচ্চিতামধ্যগতাং ঘোরদংষ্ট্রাং করালিনীম্।
স্বাবেশস্মেরবদনাং স্ত্র্যলঙ্কার-বিভূষিতাম্।
বিশ্বব্যাপক-তোয়ান্তঃ শ্বেতপদ্মোপরিস্থিতাম্॥

পূজার মন্ত্র—(ওঁ) তারায়ৈ দেব্যৈ নমঃ। বীজমন্ত্র—স্ত্রীং। মূলমন্ত্র—হ্রীং স্ত্রীং হূং ফট্। আবাহনে—তারে দেবি ইত্যাদি। প্রণাম মন্ত্র—জয়দুর্গার ন্যায়। পুষ্পাঞ্জলির মন্ত্র—কালীর ন্যায়। বামাকালী ও নীলসরস্বতী তারার নামান্তর।

গোপালের ধ্যান

পঞ্চবর্ষ-মতিদৃপ্তমঙ্গনে ধাবমান-মতিচঞ্চলেক্ষণম্।
কিঙ্কিণীবলয়হারনূপুরৈ-রঞ্জিতং নমত গোপবালকম্॥

পূজার মন্ত্র—(ওঁ) গোপালায় নমঃ। বীজমন্ত্র—ক্লীং। মূলমন্ত্র—গোপালায় স্বাহা।

প্রণাম

নীলোৎপলদলশ্যামং যশোদানন্দনন্দনম্।
গোপিকানয়নানন্দং গোপালং প্রণমাম্যহম্॥

শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান

স্মরেদ্ বৃন্দাবনে রম্যে মোহয়ন্ত-মনারতম্।
গোবিন্দং পুণ্ডরীকাক্ষং গোপকন্যাঃ সহস্রশঃ।
আত্মনো বদনাম্ভোজে প্রেরিতাক্ষিমধুব্রতাঃ।
পীড়িতাঃ কামবাণেন চিরমাশ্লেষণোৎসুকাঃ।
মুক্তাহার-লসৎপীন-তুঙ্গস্তন-ভরানতাঃ।
স্রস্ত-ধম্মিল্ল-বসনা মদস্খলিত-ভাষণাঃ।
দন্তপঙ্‌ক্তি-প্রভোদ্ভাসি-স্পন্দমানাধরাঞ্চিতাঃ।
বিলোভয়ন্তী-র্বিবিধৈ-র্বিভ্রমৈর্ভাবগর্ভিতৈঃ।
ফুল্লেন্দীবরকান্তি-মিন্দুবদনং বর্হাবতংস-প্রিয়ম্।
শ্রীবৎসাঙ্ক-মুদার-কৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরম্।
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিত-তনুং গো-গোপসংঘাবৃতম্।
গোবিন্দং কমলবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে।

পূজার মন্ত্র—(ওঁ) শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। বীজমন্ত্র—ক্লীং। মূলমন্ত্র—ক্লীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা। প্রণাম মন্ত্র—বিষ্ণুর ন্যায়।

রাধিকার ধ্যান

অমল-কমল-কান্তিং নীলবস্ত্রাং সুকেশীং,
শশধর-সম-বক্ত্রাং খঞ্জনাক্ষীং মনোজ্ঞাম্।
স্তনযুগ-গত-মুক্তা-দামদীপ্তাং কিশোরীং,
ব্রজপতি-সুতকান্তাং রাধিকা-মাশ্রয়েঽহম্॥

পূজার মন্ত্র—(ওঁ) শ্রীরাধিকায়ৈ দেব্যৈ নমঃ। বীজমন্ত্র—রাং।

প্রণাম

নবীনাং হেমগৌরাঙ্গীং পূর্ণানন্দবতীং সতীম্।
বৃষভানুসুতাং দেবীং বন্দে রাধাং জগৎপ্রসূম্॥

বাণলিঙ্গের ধ্যান

প্রমত্তং শক্তিসংযুক্তং বাণাখ্যঞ্চ মহাপ্রভম্।
কামবাণান্বিতং দেবং সংসার-দহনক্ষমম্।
শৃঙ্গারাদি-রসোল্লাসং ভাবয়েৎ পরমেশ্বরম্॥

পূজার মন্ত্র—(ওঁ) বাণেশ্বরায় শিবায় নমঃ। বীজমন্ত্র ও মূলমন্ত্র—ঐং।

স্ত্রী, শূদ্র এবং ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণের পক্ষে কৃষ্ণবর্ণ বাণলিঙ্গই প্রশস্ত; কিন্তু আবার ব্রাহ্মণের পক্ষে শুক্লবর্ণ বাণলিঙ্গ ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে রক্তবর্ণ বাণলিঙ্গের পূজা প্রশস্ত বলিয়া উক্ত আছে।

প্রণাম

বাণেশ্বরায় নরকার্ণব-তারণায়, জ্ঞানপ্রদায় করুণামৃত-সাগরায়।
কর্পূর-কুন্দ-ধবলেন্দু-জটাধরায়, দারিদ্র্যদুঃখ-দহনায় নমঃ শিবায়॥

পঞ্চাননের ধ্যান

[পঞ্চানন শিবের এক নাম বিশেষ, কিন্তু শিবের প্রমথগণের মধ্যেও একজনের নাম পঞ্চানন, ইঁহার অপর একনাম পঞ্চানন্দ।]

দ্বিভুজং জটিলং শান্তং করুণাসাগরং বিভুম্।
ব্যাঘ্রচর্ম্মপরীধানং যজ্ঞসূত্রসমন্বিতম্।
লোচনত্রয়সংযুক্তং ভক্তাভীষ্টফলপ্রদম্।
ব্যাধীনামীশ্বরং দেবং পঞ্চানন মহৎ ভজে॥

মার্কণ্ডেয়ের ধ্যান

দ্বিভুজং জটিলং সৌম্যং সুবৃদ্ধং চিরজীবিনম্।
(মার্কণ্ডেয়ং নরো ভক্ত্যা পূজয়েৎ প্রযতস্তথা)।
দণ্ডাক্ষসূত্রহস্তঞ্চ মার্কণ্ডেয়ং বিচিন্তয়েৎ॥

পূজার মন্ত্র—ওঁ মার্কণ্ডেয়ায় নমঃ। বীজমন্ত্র—মাং। আবাহনে—মার্কণ্ডেয় ইত্যাদি।

প্রার্থনা

চিরজীবী যথা ত্বং ভো ভবিষ্যামি তথা মুনে।
রূপবান্ বিত্তবাংশ্চৈব শ্রিয়া যুক্তশ্চ সর্ব্বদা॥
মার্কণ্ডেয় মহাভাগ সপ্তকল্লান্তজীবন।
আয়ুরিষ্টার্থসিদ্ধ্যর্থমস্মাকং বরদো ভব॥

প্রণাম

আয়ুঃপ্রদ মহাভাগ সোমবংশসমুদ্ভব।
মহাতপো মুনিশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয় নমোঽস্তু তে॥

ঘেঁটুপূজা

[চৈত্রমাসের সংক্রান্তিতে (ফাল্গুনের শেষদিনে ঘেঁটুপূজা হয়।]

পূজার মন্ত্র—(ওঁ) ঘণ্টাকর্ণায় নমঃ। বীজমন্ত্র—ঘং। আবাহনে (ওঁ) ঘণ্টাকর্ণ ইত্যাদি। পূজার পর যোড়হস্তে এই মন্ত্রে প্রার্থনা করিবে। মন্ত্র, যথা—

ঘণ্টাকর্ণ মহাবীর সর্ব্বব্যাধি-বিনাশন।
বিস্ফোটকভয়ে প্রাপ্তে রক্ষ রক্ষ মহাবল॥

নূতন খাতা

বৎসরের প্রথম দিনে ব্যবসায়ীদিগকে খাতা বদলাইতে হয়। ঐ দিনে বিষ্ণু ও লক্ষ্মীপূজা করিয়া একটী নূতন খাতার প্রথম পৃষ্ঠায় সিন্দূর গোলা দিয়া একটী পুত্তলী আঁকিতে হয়। তাহার পর ঐ পুত্তলিকাতে চন্দনের তিলক দিয়া তাহার উভয় পার্শ্বে স্বর্ণমোহর বা রৌপ্যের টাকার ছাপ দিতে হয়।

শ্মশানকালীর ধ্যান

অঞ্জনাদ্রিনিভাং দেবীং শ্মশানালয়বাসিনীম্ ।
রক্তনেত্রাং মুক্তকেশীং শুষ্কমাংসাতিভৈরবাম্ ॥
পিঙ্গাক্ষীং বামহস্তেন মদ্যপূর্ণং সমাংসকম্ ।
সদ্যঃকৃত্তশিরো দক্ষহস্তেন দধতীং শিবাম্ ॥
স্মিতবক্ত্রাং সদা চামমাংসচর্ব্বণতৎপরাম্ ।
নানালঙ্কারভূষাঙ্গীং নগ্নাং মত্তাং সদা-সবৈঃ ॥
মন্ত্র—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ কালিকে ক্লীং শ্রীঁ হ্রীঁ ঐঁ ।

রক্ষাকালীর ধ্যান

চতুর্ভুজা কৃষ্ণবর্ণা মুণ্ডমালাবিভূষিতা ।
খড়্গঞ্চ দক্ষিণে পাণৌ বিভ্রতীন্দীবরদ্বয়ম্ ॥
কর্ত্রীঞ্চ খর্পরঞ্চৈব ক্রমাদ্বামেন বিভ্রতী ।
দ্যাং লিখন্তীং জটামেকাং বিভ্রতীং শিরসা দ্বয়ীম্ ॥
মুণ্ডমালাধরাশীর্ষে গ্রীবায়ামথ চাপরাম্ ।
বক্ষসা নাগহারঞ্চ বিভ্রতী রক্তলোচনা ॥
কৃষ্ণবস্ত্রধরা কট্যাং ব্যাঘ্রাজিনসমন্বিতা ।
বামপাদং শবহৃদি সংস্থাপ্য দক্ষিণং পদম্ ॥
বিলাপ্য সিংহ পৃষ্ঠে তু লেলিহানাসবং স্বয়ম্ ।
সাট্টহাসা মহাঘোররাবযুক্তা সুভীষণা ॥
মন্ত্র—ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ ।

চণ্ডীর ধ্যান

বন্ধূককুসুমাভাসাং পঞ্চমুণ্ডাধিবাসিনীম্ ।
স্ফুরচ্চন্দ্রকলারত্নমুকুটাং মুণ্ডমালিনীম্ ।

ত্রিনেত্রাং রক্তবসনাং পীনোন্নতঘটস্তনীম্ ।
পুস্তকঞ্চাক্ষমালাঞ্চ বরদঞ্চাভয়ং ক্রমাৎ ।
দধতীং সংস্মরেন্নিত্যমুত্তরাম্নায়মানিতাম্ ॥
মন্ত্র—হ্রীং চণ্ডিকায়ৈ নমঃ ।

উমার ধ্যান

স্বর্ণসদৃশীং গৌরীং ভুজদ্বয়সমন্বিতাম্ ।
নীলারবিন্দং বামেন পাণিনা বিভ্রতীং সদা ॥
সুশুভ্রং চামরং ধৃত্বা ভর্গস্যাঙ্গে চ দক্ষিণে ।
বিন্যস্য দক্ষিণং হস্তং তিষ্ঠন্তীং পরিচিন্তয়েৎ ॥
বিনাপি মাতরং তাং হি রুদ্রাং ভক্তস্তু চিন্তয়েৎ ।
দ্বিভুজাং স্বর্ণগৌরাঙ্গীং পদ্মচামরধারিণীম্ ।
ব্যাঘ্রচর্ম্মস্থিতে পদ্মে পদ্মাসনগতাং সতীম্ ॥
মন্ত্র—হ্রীঁ উমায়ৈ নমঃ ।

জগন্নাথের ধ্যান

পীনাঙ্গং দ্বিভুজং কৃষ্ণং পদ্মপত্রায়তেক্ষণম্ ।
মহোরসং মহাবাহুং পীতবস্ত্রং শুভাননম্ ॥
শঙ্খচক্রগদাপাণিং মুকুটাঙ্গদভূষিতম্ ।
সর্ব্বলক্ষণসংযুক্তং বনমালাবিভূষিতম্ ॥
দেবদানবগন্ধর্ব্বযক্ষবিদ্যাধরোরগৈঃ ।
সেব্যমানং সদা চারুকোটিসূর্য্যসমপ্রভম্ ॥
ধ্যায়েন্নারায়ণং দেবং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদম্ ॥
মন্ত্র—ওঁ জগন্নাথদেবায় নমঃ ।

হরগৌরীর ধ্যান

চন্দ্রকোটিপ্রতীকাশং ত্রিনেত্রং চন্দ্রভূষণম্ ।
আদিলিঙ্গং জটাজুটরত্নমৌলিবিরাজিতম্ ॥

নীলগ্রীবং মহাবাহুং নাগহারাভিশোভিতম্ ।
বরদাভয়হস্তঞ্চ হরিণঞ্চ পরম্পরম্ ॥
দধানং নাগবলয়ং কেয়ূরাঙ্গদমুদ্রিকাঃ ।
ব্যাঘ্রচর্ম্মপরীধানং রত্নসিংহাসনস্থিতম্ ॥
মন্ত্র—ওঁ হরগৌর্য্যৈ নমঃ ।

শনির ধ্যান

সৌরাষ্ট্রং কাশ্যপং শূদ্রং সূর্য্যাস্যং চতুরঙ্গুলম্ ।
কৃষ্ণং কৃষ্ণাম্বরং গৃধ্রগতং সৌরিং চতুর্ভুজম্ ॥
তদ্বদ্বাণবরং শূলং ধনুর্হস্তং সমাহ্বয়েৎ ।
যমাধিদৈবতং প্রজাপতিপ্রত্যধিদৈবতম্ ॥
মন্ত্র—ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ শনৈশ্চরায় ।

ইন্দ্রের ধ্যান

পীতবর্ণং সহস্রাক্ষং বজ্রপদ্মকরম্ বিভুম্ ।
সর্ব্বালঙ্কারসংযুক্তং নৌমীন্দ্রং দিক্‌পতীশ্বরম্ ॥
মন্ত্র—ইং ইন্দ্রায় নমঃ ।

যমের ধ্যান

ওঁ বৈবস্বতং মহাকায়ং দণ্ডপাশকরদ্বয়ম্ ।
পিঙ্গোর্দ্ধকেশং ধ্যায়েচ্চ মহিষোপরি সংস্থিতম্ ।
মন্ত্র—ওঁ যমায় নমঃ ।

প্রণাম

ওঁ যমস্ত্বং পিতৃলোকানাং শাস্তা বৈ কর্ম্মিণাং নৃণাম্ ।
ফলদঃ সর্ব্বভূতানাং যমোঽপি বরদো ভব ॥

ওঁ ধর্ম্মরাজ নমস্তুভ্যং নমস্তে যমুনাগ্রজ।
ত্রাহি মাং কিঙ্করৈঃ সার্দ্ধং সূর্য্যপুত্র নমোঽস্তু তে॥

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ধ্যান

শ্রীগৌরাঙ্গমহং বন্দে রাধাকৃষ্ণস্বরূপকম্।
অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দ্বিভুজং করুণাময়ম্।
তপ্তকাঞ্চনপুঞ্জাভং রক্তবস্ত্রং সুনাসিকম্॥
মন্ত্র—ক্লীং চৈতন্যমহাপ্রভবে নমঃ।

নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর ধ্যান

বিদ্যুদ্দামমদাভিমর্দ্দনরুচিং বিস্তীর্ণবক্ষঃস্থলম্।
প্রেমোদ্ঘূর্ণিতলোচনাঞ্চললসৎ স্মেরাভিরম্যাননম্॥
নানাভূষণভূষিতং সুমধুরং বিভ্রদ্ঘনাভাম্বরম্।
নিত্যানন্দবরং ভজামি সততং সর্ব্বপ্রিয়ং পণ্ডিতম্॥

মুদ্রা-প্রকরণ

আবাহনীমুদ্রা—

দুই হস্তে অঞ্জলি করিয়া চিৎ করিয়া ধরিয়া অনামিকার মূলপর্ব্বে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় স্থাপন করিলে আবাহনীমুদ্রা হয়।
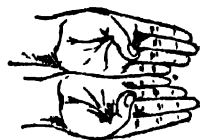
স্থাপনীমুদ্রা—

ঐরূপ হস্তদ্বয়কে অধোমুখ করিলে স্থাপনীমুদ্রা হয়।

সন্নিধাপনীমুদ্রা—

হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ করিয়া এবং একত্র যোগ করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয় উন্নত রাখিলেই সন্নিধাপনীমুদ্রা হয়।

সংনিরোধনীমুদ্রা—

অঙ্গুষ্ঠদ্বয়কে ঐরূপ মধ্যে রাখিয়া হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ করিলে সংনিরোধনীমুদ্রা হয়।

সম্মুখীকরণীমুদ্রা—

ঐরূপ মুষ্টিবদ্ধ হস্তদ্বয়কে চিৎ করিলেই সম্মুখীকরণীমুদ্রা হয়।

সকলীকরণমুদ্রা—দেবতার অঙ্গে ষড়ঙ্গন্যাস (অঙ্গন্যাস) করাকে সকলীকরণ মুদ্রা কহে।

মৎস্যমুদ্রা-

দক্ষিণহস্তের পৃষ্ঠদেশে বামহস্তের তলদেশ স্থাপন করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয়কে নাড়িতে থাকিলে মৎস্যমুদ্রা হয়।

অঙ্কুশমুদ্রা—

দক্ষিণহস্তের মধ্যমাকে সরলভাবে রাখিয়া উহার মধ্যপর্ব্বে তর্জ্জনী সংযুক্ত করিয়া কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত করিলে অঙ্কুশমুদ্রা হয়।

অবগুণ্ঠনমুদ্রা—

দক্ষিণ ও বামহস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া তর্জ্জনী প্রসারণ পূর্ব্বক অধোমুখে
মুদ্রা হয়।

ধেনুমুদ্রা—

বাম কনিষ্ঠায় দক্ষিণ অনামিকা, দক্ষিণ কনিষ্ঠায় বাম অনামিকা, বাম তর্জ্জনীতে দক্ষিণ মধ্যমা এবং দক্ষিণ তর্জ্জনীতে বাম-মধ্যমা সংযুক্ত করিলে ধেনুমুদ্রা হয়।

বরমুদ্রা—

দক্ষিণহস্তকে অধোদিকে প্রসারিত করিয়া ধরিলে বরমুদ্রা হয়।

প্রার্থনামুদ্রা—

দুই হস্তের সমস্ত অঙ্গুলি প্রসারণ করিয়া এবং সম্মুখভাবে পরস্পর মিলিত করিয়া হৃদয়ের নিকট ধরিলে (অর্থাৎ হৃদয়ের নিকট যোড়হাত করিলে) প্রার্থনামুদ্রা হয়।

আকর্ষণীমুদ্রা—

দক্ষিণ ও বাম হস্তে অঙ্কুশমুদ্রা করিয়া মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠাকে সরলভাবে রাখিলে এবং অঙ্গুষ্ঠদ্বয়কে কনিষ্ঠা ও অনামিকার উপর স্থাপন করিলে আকর্ষণীমুদ্রা হয়।

কূর্ম্মমুদ্রা—

বামহস্তের তর্জ্জনীতে দক্ষিণহস্তের কনিষ্ঠা সংযুক্ত করিবে, দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনীতে বাম অঙ্গুষ্ঠ সংযুক্ত করিবে, দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠটি উন্নত রাখিবে, বামহস্তের মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠাকে দক্ষিণহস্তের ক্রোড়ে সংযুক্ত করিবে, দক্ষিণহস্তের মধ্যমা ও অনামিকাকে বামহস্তের পিতৃতীর্থে (অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যে) অধোমুখে যোগ করিবে এবং দক্ষিণ হস্তটি কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় করিলে কূর্ম্মমুদ্রা হইবে।
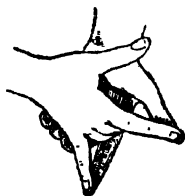
পরমীকরণমুদ্রা—

দুই হস্তের অঙ্গুষ্ঠ পরস্পর আঁকড়াইয়া অপর অঙ্গুলিগুলিকে প্রসারিত করিলে পরমীকরণমুদ্রা (মহামুদ্রা) হইবে।

যোনিমুদ্রা—

দুই হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি পরস্পর আঁকড়াইয়া দুই তর্জ্জনীর দ্বারা দুই অনামিকাকে আঁকড়াইয়া ধরিবে, দুই অনামিকার অগ্রভাগে দুই মধ্যমা সম্মিলিত করিয়া প্রসারিত করতঃ ঐ মধ্যমাদ্বয়ের মূলপর্ব্বে অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ের অগ্রভাগ স্থাপন করিলে যোনিমুদ্রা হইবে।

লেলিহামুদ্রা-

দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামিকাকে সমভাবে অধোমুখ করিয়া অনামিকার উপর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ রাখিয়া কনিষ্ঠাকে [illegible] করিলে লেলিহা মুদ্রা হইবে।

সংহারমুদ্রা—

বামহস্তকে অধোমুখ করিয়া তদুপরি দক্ষিণহস্তকে উর্দ্ধ্বমুখে রাখিয়া বামহস্তের অঙ্গুলিগুলির মধ্যে দক্ষিণহস্তের অঙ্গুলিগুলি প্রবেশ করাইয়া একটি মোচড় দিয়া আবদ্ধ হস্তদ্বয় ঘুরাইয়া লইলে সংহার মুদ্রা হইবে।

নারাচমুদ্রা—দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা তর্জ্জনীর উর্দ্ধ্বরেখা স্পর্শ করিয়া প্রসারিত করিবে এবং অন্য অঙ্গুলিগুলি আনত করিলে নারাচমুদ্রা হইবে।

তত্ত্বমুদ্রা—দক্ষিণহস্তের অনামিকার অগ্রভাগে অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ যোগ করিলে তত্ত্বমুদ্রা হইবে।

গালিনীমুদ্রা—উভয়হস্তের কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ পরস্পর সংযুক্ত করিয়া তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামিকাকে মিলিত করিয়া কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত করিলে গালিনীমুদ্রা হইবে।

গ্রাসমুদ্রা—বামহস্তকে চিৎ করিয়া সমস্ত অঙ্গুলিগুলিকে কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত করিলে গ্রাসমুদ্রা হইবে।

পঞ্চ প্রাণাহুতিমুদ্রা—(২৮০ পৃষ্ঠা, ৭ পঙ্ক্তি দেখ)।

পঞ্চম অধ্যায়

—○:*:○—

স্তব-কবচমালা

শিবাষ্টক।

প্রভুমীশমনীশমশেষগুণং, গুণহীনমহীশ-গরলাভরণম্।
রণনির্জ্জিতদুর্জ্জয়দৈত্যপুরং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥ ১

গিরিরাজসুতান্বিতবামতনুং, তনু-নিন্দিতরাজিতকোটিবিধুম্।
বিধিবিষ্ণুশিবস্তুতপাদযুগং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥ ২

শশলাঞ্ছিত-রঞ্জিতসন্মুকুটং, কটিলম্বিত-সুন্দর-কৃত্তিপটম্।
সুরশৈবলিনীকৃতপূতজটং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥ ৩

নয়নত্রয়ভূষিতচারুমুখং, মুখপদ্মপরাজিতকোটিবিধুম্।
বিধুখণ্ডবিমণ্ডিত-ভালতটং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥ ৪

বৃষরাজনিকেতনমাদিগুরুং, গরলাশনমাজিবিষাণধরম্।
প্রমথাধিপসেবকরঞ্জনকং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥ ৫

মকরধ্বজমত্তমতঙ্গহরং, করিচর্ম্মগনাগবিবোধকরম্।
বরমার্গণশূলবিষাণধরং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥ ৬

জগদুদ্ভবপালননাশকরং, করুণৈবপুনস্ত্রয়রূপধরম্॥
প্রিয়মানবসাধুজনৈকগতিং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥ ৭

অনাথং সুদীনং বিভো বিশ্বনাথ, পুনর্জন্মদুঃখাৎ পরিত্রাহি শম্ভো।
ভজতোঽখিলদুঃখসমূহহরং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥ ৮

ইতি শ্রীশিবাষ্টকং সমাপ্তম্।

বিশ্বনাথাষ্টক-স্তোত্র

গঙ্গাতরঙ্গ-রমণীয়-জটা-কলাপং,
গৌরীনিরন্তর-বিভূষিত-বামভাগম্।
নারায়ণ-প্রিয়মনঙ্গ-মদাপহারং,
বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥ ১

বাচামগোচরমনেক-গুণস্বরূপং,
বাগীশবিষ্ণু-সুরসেবিত-পাদপীঠম্।
বামেন বিগ্রহবরেণ কলত্রবন্তং,
বারাণসীপুর-পতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥ ২

ভূতাধিপং ভুজগভূষণ-ভূষিতাঙ্গং,
ব্যাঘ্রাজিনাম্বর-ধরং জটিলং ত্রিনেত্রম্।
পাশাঙ্কুশাভয়-বরপ্রদ-শূলপাণিং,
বারাণসীপুর-পতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥ ৩

শীতাংশু-শোভিত-কিরীট-বিরাজমানং,
ভালেক্ষণানল-বিশোষিত-পঞ্চবাণম্।
নাগাধিপারচিত-ভাসুর-কর্ণপূরং,
বারাণসীপুর-পতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥ ৪

পঞ্চাননং দুরিত-মত্ত-মতঙ্গজানাং,
নাগান্তকং দনুজ-পুঙ্গব-পন্নগানাম্।
দাবানলং মরণশোকজরাটবীনাং,
বারাণসীপুর-পতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥ ৫

তেজোময়ং সগুণ-নির্গুণমদ্বিতীয়-
মানন্দ-কন্দমপরাজিতমপ্রমেয়ম্।
নাগাত্মকং সকলনিষ্কলমাত্মরূপং,
বারাণসীপুর-পতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥ ৬

আশাং বিহায় পরিহৃত্য পরস্য নিন্দাং,
পাপে রতিঞ্চ সুনিবার্য্য মনঃ সমাধৌ।
আধায় হৃৎকমলমধ্যগতং পরেশং,
বারাণসীপুর-পতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥ ৭
রাগাদিদোষরহিতং স্বজনানুরাগং,
বৈরাগ্যশান্তি-নিলয়ং গিরিজাসহায়ম্।
মাধুর্য্য-ধৈর্য্য-সুভগং গরলাভিরামং,
বারাণসীপুর-পতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥ ৮
বারাণসীপুরপতেঃ স্তবনং শিবস্য,
ব্যাখ্যাতমষ্টকমিদং পঠতে মনুষ্যঃ।
বিদ্যাং শ্রিয়ং বিপুল-সৌখ্যমনন্তকীর্ত্তিং,
সংপ্রাপ্য দেহ-বিলয়ে লভতে চ মোক্ষম্ ॥ ৯
বিশ্বনাথাষ্টকং পুণ্যং য পঠেচ্ছিবসন্নিধৌ,
শিবলোকমবাপ্নোতি শিবেন সহ মোদতে ॥ ১০
ইতি শ্রীব্যাসকৃতং বিশ্বনাথাষ্টকং সমাপ্তম্।

চন্দ্রশেখরাষ্টক

চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর পাহি মাং
চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর রক্ষ মাম্ ॥ ১
রত্নসানুশরাসনং রজতাদ্রিশৃঙ্গনিকেতনং,
শিঞ্জিনীকৃতপন্নগেশ্বরমচ্যুতাননসায়কম্।
ক্ষিপ্রদগ্ধপুরত্রয়ং ত্রিদিবালয়ৈরভিবন্দিতং,
চন্দ্রশেখরমাশ্রয়ে মম কিং করিষ্যতি বৈ যমঃ ॥ ২
পঞ্চপাদপপুষ্পগন্ধপদাম্বুজদ্বয়শোভিতং,
ভাললোচনজাতপাবকদগ্ধমন্মথবিগ্রহম্।

ভস্মদিগ্ধকলেবরং ভবনাশনং ভবমব্যয়ং,

চন্দ্রশেখরমাশ্রয়ে মম কিং করিষ্যতি বৈ যমঃ ॥ ৩

মত্তবারণমুখ্যচর্ম্মকৃতোত্তরীয়মনোহরং,

পঙ্কজাসনপদ্মলোচন-পূজিতাঙ্ঘ্রি-সরোরুহম্ ।

দেবসিন্ধুতরঙ্গসীকরসিক্তশুভ্রজটাধরং,

চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর রক্ষ মাম্ ॥ ৪

যক্ষরাজসখং ভগাক্ষহরং ভুজঙ্গবিভূষণং,

শৈলরাজসুতাপরিষ্কৃতচারুবামকলেবরম্ ।

ক্ষেড়নীলগলং পরশ্বধধারিণং মৃগধারিণং,

চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর রক্ষ মাম্ ॥ ৫

কুণ্ডলীকৃতকুণ্ডলেশ্বরকুণ্ডলং বৃষবাহনং,

নারদাদিমুনীশ্বরস্তুতিবৈভবং ভুবনেশ্বরম্ ।

অন্ধকান্ধকমাশ্রিতামরপাদপং শমনান্তকং,

চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর রক্ষ মাম্ ॥ ৬

ভেষজং ভবরোগিণামখিলাপদামপহারিণং

দক্ষযজ্ঞবিনাশনং ত্রিগুণাত্মকং ত্রিবিলোচনম্ ।

ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদং সকলাঘসঙ্ঘনিবর্হণং

চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর রক্ষ মাম্ ॥ ৭

ভক্তবৎসল-মর্চ্চিতং নিধি-মক্ষয়ং হরিদম্বরম্ ।

সর্ব্বভূতপতিং পরাৎপরমপ্রমেয়মনুত্তমম্ ।

সোমবারিদভূহুতাশনসোমপানিলখাকৃতিং

চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর রক্ষ মাম্ ॥ ৮

বিশ্বসৃষ্টিবিধায়িনং পুনরেব পালনতৎপরং

সংহরন্তমপি প্রপঞ্চমশেষলোকনিবাসিনম্ ।

ক্রীড়য়ন্তমহর্নিশং গণনাথযূথসমন্বিতং
চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর রক্ষ মাম্ ।। ৯
মৃত্যুভীতমৃকণ্ডুসূনুকৃতস্তবং শিবসন্নিধৌ
যত্র কুত্র চ যঃ পঠেন্ন হি তস্য মৃত্যুভয়ং ভবেৎ ।
পূর্ণমায়ুররোগিতামখিলার্থসম্পদমাদরং
চন্দ্রশেখর এব তস্য দদাতি মুক্তিমযত্নতঃ ॥ ১০

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়কৃত-শ্রীচন্দ্রশেখরাষ্টকস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

শিবষড়ক্ষরস্তোত্র

ওঁকারং বিন্দুসংযুক্তং নিত্যং ধ্যায়ন্তি যোগিনঃ ।
কামদং মোক্ষদঞ্চৈব ওঁকারায় নমো নমঃ ॥ ১
নায়াতং নৈব সম্ভূতং ক্ষয়ো যস্য ন বিদ্যতে ।
নমন্তি দেবতাঃ সর্ব্বে ন-কারায় নমো নমঃ ॥ ২
মহাদেবং মহাত্মানং মহাযোগিনমীশ্বরম্ ।
মহাপাপ-হরং দেবং ম-কারায় নমো নমঃ ॥ ৩
শিবং শান্তং জগন্নাথং লোকানুগ্রহকারকম্ ।
শিবমেকং পরং ব্রহ্ম শি-কারায় নমো নমঃ ॥ ৪
বাহনং বৃষভো যস্য বাসুকিঃ কণ্ঠভূষণম্ ।
বামে শক্তিধরং দেবং বা-কারায় নমো নমঃ ।। ৫
যত্র যত্র স্থিতো দেবঃ জগদ্ব্যাপী মহেশ্বরঃ ।
জগৎকর্ত্তা জগন্নাথঃ য-কারায় নমো নমঃ ।। ৬
ষড়ক্ষরমিদং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ শিবসন্নিধৌ ।
শিবলোকমবাপ্নোতি শিবেন সহ মোদতে ।। ৭

ইতি শ্রীরুদ্রযামলে উমামহেশ্বর-সংবাদে শিবষড়ক্ষর-স্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

শিব-মহিম্নস্তোত্র

পুষ্পদন্ত উবাচ

মহিম্নঃ পারং তে পর-মবিদুষো যদ্যসদৃশী
স্তুতির্ব্রহ্মাদীনামপি তদবসন্নাস্ত্বয়ি গিরঃ।
অথাবাচ্যঃ সর্ব্বঃ স্বমতিপরিণামাবধি গৃণন্
মমাপ্যেষ স্তোত্রে হর নিরপবাদঃ পরিকরঃ ॥ ১

অতীতঃ পন্থানং তব চ মহিমা বাঙ্মনসয়ো-
রতদ্ব্যাবৃত্ত্যা যং চকিতমভিধত্তে শ্রুতিরপি।
স কস্য স্তোতব্যঃ কতিবিধগুণঃ কস্য বিষয়ঃ
পদে ত্বর্ব্বাচীনে পততি ন মনঃ কস্য ন বচঃ ॥ ২

মধুস্ফীতা বাচঃ পরম-মমৃতং নির্ম্মিতবত-
স্তব ব্রহ্মন্ কিং বাগপি সুরগুরোর্ব্বিস্ময়পদম্।
মম ত্বেতাং বাণীং গুণকথনপুণ্যেন ভবতঃ
পুণামীত্যর্থেঽস্মিন্ পুরমথন বুদ্ধির্ব্যবসিতা ॥ ৩

তবৈশ্বর্য্যং যত্তজ্জগদুদয়-রক্ষা-প্রলয়কৃৎ
ত্রয়ীবস্তু ব্যস্তং তিসৃষু গুণভিন্নাসু তনুষু।
অভব্যানামস্মিন্ বরদ রমণীয়ামরমণীং
বিহন্তুং ব্যাক্রোশীং বিদধত ইহৈকে জড়ধিয়ঃ ॥ ৪

কিমীহঃ কিং কায়ঃ স খলু কিমুপায়স্ত্রিভুবনং
কিমাধারো ধাতা সৃজতি কিমুপাদানমিতি চ।
অতর্ক্যৈশ্বর্য্যে ত্বয্যনবসরদুঃস্থো হতধিয়ঃ
কুতর্কোঽয়ং কাংশ্চিন্মুখরয়তি মোহায় জগতঃ ॥ ৫

অজন্মানো লোকাঃ কিমবয়ববন্তোঽপি জগতা-
মধিষ্ঠাতারং কিং ভববিধিরনাদৃত্য ভবতি।

অনীশো বা কুর্য্যাদ্ভুবনজননে কঃ পরিকরং
যতো মন্দাস্ত্বাং প্রত্যমরবর সংশেরত ইমে ॥ ৬
ত্রয়ী সাংখ্যং যোগং পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব ॥ ৭
মহোক্ষঃ খট্বাঙ্গং পরশুরজিনং ভস্ম ফণিনঃ
কপালঞ্চেতীয়ত্তব বরদ তন্ত্রোপকরণম্।
সুরাস্তাং তামৃদ্ধিং দধতি চ ভবদ্ভ্রূ-প্রণিহিতাং
ন হি স্বাত্মারামং বিষয়মৃগতৃষ্ণা ভ্রময়তি ॥ ৮
ধ্রুবং কশ্চিৎ সর্ব্বং সকলমপরস্ত্বধ্রুবমিদং
পরো ধ্রৌব্যাধ্রৌব্যে জগতি গদতি ব্যস্তবিষয়ে।
সমস্তেঽপ্যেতস্মিন্ পুরমথন তৈর্ব্বিস্মিত ইব
স্তুবন্ জিহ্রেমি ত্বাং ন খলু নমু ধৃষ্টা মুখরতা ॥ ৯
তবৈশ্বর্য্যং যত্নাদ্যদুপরি বিরিঞ্চির্হরিরধঃ
পরিচ্ছেত্তুং যাতাবনল-মনলস্কন্ধবপুষঃ।
ততো ভক্তিশ্রদ্ধাভরগুরুগৃণদ্ভ্যাং গিরিশ যৎ
স্বয়ং তস্থে তাভ্যাং তব কিমনুবৃত্তির্ন ফলতি ॥ ১০
অযত্নাদাসাদ্য ত্রিভুবনমবৈরব্যতিকরং
দশাস্যো যদ্বাহূনভৃতরণকণ্ডুপরবশান্।
শিরঃপদ্মশ্রেণীরচিতচরণাম্ভোরুহবলেঃ
স্থিরায়াস্ত্বদ্ভক্তেস্ত্রিপুরহর বিস্ফূর্জ্জিতমিদম্ ॥ ১১
অমুষ্য ত্বৎসেবাসমধিগতসারং ভুজবনং
বলাৎ কৈলাসেঽপি ত্বদধিবসতৌ বিক্রময়তঃ।

অলভ্যা পাতালেঽপ্যলসচলিতাঙ্গুষ্ঠশিরসি
প্রতিষ্ঠা ত্বয্যাসীদ্ধ্রুবমুপচিতো মুহ্যতি খলঃ ॥ ১২

যদৃদ্ধিং সুত্রাম্ণো বরদ পরমোচ্চৈরপি সতী-
মধশ্চক্রে বাণঃ পরিজনবিধেয়ত্রিভুবনঃ।
ন তচ্চিত্রং তস্মিন্ বরিবসিতরি ত্বচ্চরণয়ো-
র্ন কস্যা উন্নত্যৈ ভবতি শিরসস্ত্বয্যবনতিঃ ॥ ১৩

অকাণ্ড-ব্রহ্মাণ্ড-ক্ষয়চকিত-দেবাসুরকৃপা-
বিধেয়স্যাসীদ্যস্ত্রিনয়ন-বিষং সংহৃতবতঃ।
স কল্মাষঃ কণ্ঠে তব ন কুরুতে ন শ্রিয়মহো
বিকারোঽপি শ্লাঘ্যো ভুবনভয়ভঙ্গব্যসনিনঃ ॥ ১৪

অসিদ্ধার্থা নৈব ক্বচিদপি সদেবাসুরনরে
নিবর্ত্তন্তে নিত্যং জগতি জয়িনো যস্য বিশিখাঃ।
স পশ্যন্নীশ ত্বামিতরসুরসাধারণমভূৎ
স্মরঃ স্মর্ত্তব্যাত্মা ন হি বশিষু পথ্যঃ পরিভবঃ ॥ ১৫

মহী পাদাঘাতাদ্‌ব্রজতি সহসা সংশয়পদং
পদং বিষ্ণোর্ভ্রাম্যদ্‌ভুজপরিঘরুগ্‌ণ-গ্রহগণম্।
মুহুর্দ্যৌর্দ্দৌস্থ্যং যাত্যনিভৃতজটা তাড়িততটা
জগদ্রক্ষায়ৈ ত্বং নটসি ননু বামৈব বিভুতা ॥ ১৬

বিয়দ্‌ব্যাপী তারাগণগুণিত-ফেনোদ্গমরুচিঃ
প্রবাহো বারাং যঃ পৃষতলঘুদৃষ্টঃ শিরসি তে।
জগদ্দ্বীপাকারং জলধিবলয়ং তেন কৃতমি-
ত্যনেনৈবোন্নেয়ং ধৃতমহিমদিব্যং তব বপুঃ। ১৭

রথঃ ক্ষৌণী যন্তা শতধৃতিরগেন্দ্রো ধনুরথো
রথাঙ্গে চন্দ্রার্কৌ রথচরণ-পাণিঃ শর ইতি।

দিধক্ষোস্তে কোঽয়ং ত্রিপুর-তৃণমাড়ম্বরবিধি-
বিধেয়ৈঃ ক্রীড়ন্ত্যো ন খলু পরতন্ত্রাঃ প্রভুধিযঃ ॥ ১৮

হরিস্তে সাহস্রং কমলবলিমাধায় পদয়ো-
র্যদেকোনে তস্মিন্ নিজমুদহরন্নেত্র-কমলম্ ।
গতো ভক্ত্যুদ্রেকঃ পরিণতিমসৌ চক্রবপুষা
ত্রয়াণাং রক্ষায়ৈ ত্রিপুরহর জাগর্ত্তি জগতাম্ ॥ ১৯

ক্রতৌ সুপ্তে জাগ্রত্ত্বমসি ফলযোগে ক্রতুমতাম্
ক কর্ম্ম প্রধ্বস্তং ফলতি পুরুষারাধনমৃতে ।
অতস্ত্বাং সংপ্রেক্ষ্য ক্রতুষু ফলদানপ্রতিভুবং
শ্রুতৌ শ্রদ্ধাং বদ্ধ্বা দৃঢ়পরিকরঃ কর্ম্মসু জনঃ ॥ ২০

ক্রিয়াদক্ষো দক্ষঃ ক্রতুপতিরধীশস্তনুভৃতা-
মৃষীণামার্ত্বিজ্যং শরণদ সদস্যাঃ সুরগণাঃ ।
ক্রতুভ্রংশস্ত্বত্তঃ ক্রতুফলবিধানব্যসনিনো
ধ্রুবং কর্ত্তুঃ শ্রদ্ধাবিধুরমভিচারায় হি মখাঃ ॥ ২১

প্রজানাথং নাথ প্রসভমভিকং স্বাং দুহিতরং
গতং রোহিদ্ভূতাং রিরময়িষুমৃষ্যস্য বপুষা ।
ধনুষ্পাণের্যাতং দিবমপি সপত্রাকৃতমমুং
ত্রসন্তং তেঽদ্যাপি ত্যজতি ন মৃগব্যাধ-রভসঃ ॥ ২২

স্বলাবণ্যাশংসা-ধৃত-ধনুষমহ্নায় তৃণবৎ
পুরঃ প্লুষ্টং দৃষ্ট্বা পুরমথন পুষ্পায়ুধমপি ।
যদি স্ত্রৈণং দেবী যমনিরতদেহার্দ্ধঘটনা-
দবৈতি ত্বামদ্ধা বত বরদ মুগ্ধা যুবতয়ঃ ॥ ২৩

শ্মশানেষ্বাক্রীড়াঃ স্মরহর পিশাচাঃ সহচরা-
শ্চিতাভস্মালেপঃ স্রগপি নৃকরোটীপরিকরঃ ।

অমঙ্গল্যং শীলং তব ভবতু নাম্নৈবমখিলং
তথাপি স্মর্তৄণাং বরদ পরমং মঙ্গলমসি ॥ ২৪

মনঃ প্রত্যক্ চিত্তে সবিধমধায়াত্তমরুতঃ
প্রহৃষ্যদ্রোমাণঃ প্রমদসলিলোৎসঙ্গিতদৃশঃ।
যদালোক্যাহ্লাদং হ্রদ ইব নিমজ্জ্যামৃতময়ে
দধত্যন্তস্তত্ত্বং কিমপি যমিনস্তৎ কিল ভবান্ ॥ ২৫

ত্বমর্কস্ত্বং সোমস্ত্বমসি পবনস্ত্বং হুতবহ-
স্ত্বমাপস্ত্বং ব্যোম ত্বমু ধরণিরাত্মা ত্বমিতি চ।
পরিচ্ছিন্নামেবং ত্বয়ি পরিণতা বিভ্রতি গিরং
ন বিদ্মস্তত্তত্ত্বং বয়মিহ তু যৎ ত্বং ন ভবসি ॥ ২৬

ত্রয়ীং তিস্রো বৃত্তীস্ত্রিভুবনমথো ত্রীনপি সুরা-
নকারাদ্যৈর্বর্ণৈস্ত্রিভিরভিদধত্তীর্ণবিকৃতি।
তুরীয়ং তে ধাম ধ্বনিভিরবরুন্ধানমণুভিঃ
সমস্তং ব্যস্তং ত্বাং শরণদ গৃণাত্যোমিতি পদম্ ॥ ২৭

ভবঃ সর্ব্বো রুদ্রঃ পশুপতিরথোগ্রঃ সহ মহাং-
স্তথা ভীমেশানাবিতি যদভিধানাষ্টকমিদম্।
অমুষ্মিন্ প্রত্যেকং প্রবিচরতি দেব শ্রুতিরপি
প্রিয়ায়াস্মৈ ধাম্নে প্রবিহিতনমস্যোঽস্মি ভবতে ॥ ২৮

নমো নেদিষ্ঠায় প্রিয়দব দবিষ্ঠায় চ নমো
নমঃ ক্ষোদিষ্ঠায় স্মরহর মহিষ্ঠায় চ নমঃ।
নমো বর্ষিষ্ঠায় ত্রিনয়ন যবিষ্ঠায় চ নমঃ
নমঃ সর্ব্বস্মৈ তে তদিদমিতি সর্ব্বায় চ নমঃ ॥ ২৯

বহুলরজসে বিশ্বোৎপত্তৌ ভবায় নমো নমঃ
প্রবলতমসে তৎসংহারে হরায় নমো নমঃ।

জনসুখকৃতে সত্ত্বোদ্রিক্তৌ মৃড়ায় নমো নমঃ
প্রমহসি পদে নিস্ত্রৈগুণ্যে শিবায় নমো নমঃ ॥ ৩০

কৃশপরিণতি চেতঃ ক্লেশবশ্যং ক চেদং
ক চ তব গুণসীমোল্লঙ্ঘিনী শশ্বদৃদ্ধিঃ।
ইতি চকিতমমন্দীকৃত্য মাং ভক্তিরাধাদ্
বরদ চরণয়োস্তে বাক্যপুষ্পোপহারম্ ॥ ৩১

অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রং
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্ব্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা শারদা সর্ব্বকালং
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি ॥ ৩২

অসুরসুরমুনীন্দ্রৈরর্চ্চিতস্যেন্দুমৌলে-
গ্রথিতগুণমহিম্নো নির্গুণস্যেশ্বরস্য।
সকলগুণবরিষ্ঠঃ পুষ্পদন্তাভিধানো
রুচিরমলঘুবৃত্তৈঃ স্তোত্রমেতচ্চকার ॥ ৩৩

অহরহরনবদ্যং ধূর্জ্জটেঃ স্তোত্রমেতৎ
পঠতি পরমভক্ত্যা শুদ্ধচিত্তঃ পুমান্ যঃ।
স ভবতি শিবলোকে রুদ্রতুল্যস্তথাত্র
প্রচুরতরধনায়ুঃ পুত্রবান্ কীর্ত্তিমাংশ্চ ॥ ৩৪

মহেশান্নাপরো দেবো মহিম্নো নাপরা স্তুতিঃ।
অঘোরান্নাপরো মন্ত্রো নাস্তি তত্ত্বং গুরোঃ পরম্ ॥ ৩৫

দীক্ষা দানং তপস্তীর্থং জ্ঞানং যোগাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
মহিম্নঃস্তবপাঠস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ ৩৬

কুসুমদশননামা সর্ব্বগন্ধর্ব্বরাজঃ
শিশুশশধরমৌলের্দ্দেবদেবস্য দাসঃ।

স শুরুনিজমহিম্নো ভ্রষ্ট এবাস্য রোষাৎ
স্তবনমিদমকার্ষীদ্দিব্যদিব্যং মহিম্নঃ ॥ ৩৭

সুরনরমুনিপূজ্যং স্বর্গমোক্ষৈকহেতুং
পঠতি যদি মনুষ্যঃ প্রাঞ্জলির্নান্যচেতাঃ।
ব্রজতি শিবসমীপং কিন্নরৈঃ স্তূয়মানঃ
স্তবনমিদমমোঘং পুষ্পদন্তপ্রণীতম্ ॥ ৩৮

শ্রীপুষ্পদন্তমুখপঙ্কজনির্গতেন
স্তোত্রেণ কিল্বিষহরেণ হরপ্রিয়েণ।
কণ্ঠস্থিতেন পঠিতেন সমাহিতেন,
সুপ্রীণিতো ভবতি ভূতপতির্মহেশঃ ॥ ৩৯

ইত্যেষা বাঙ্ময়ী পূজা শ্রীমচ্ছঙ্করপাদয়োঃ
অর্পিতা তেন দেবেশঃ প্রীয়তাং চ সদাশিবঃ ॥ ৪০

ইতি শ্রীপুষ্পদন্তপ্রণীতং শিবমহিম্নঃ স্তোত্রং সমাপ্তম্।

বটুকভৈরব স্তোত্র

কৈলাসশিখরাসীনং দেবদেবং জগদ্‌গুরুম্।
শঙ্করং পরিপপ্রচ্ছ পার্ব্বতীপরমেশ্বরম্ ॥ ১

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্রাগমাদিষু।
আপদুদ্ধারণং মন্ত্রং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং নৃণাম্ ॥ ২
সর্ব্বেষাঞ্চৈব ভূতানাং হিতার্থং বাঞ্ছিতং ময়া।
বিশেষতস্তু রাজ্ঞাং বৈ শান্তি-পুষ্টি-প্রসাধকম্ ॥ ৩
অঙ্গন্যাস-করন্যাস-বীজন্যাস-সমন্বিতম্।
বক্তুমর্হসি দেবেশ মম হর্ষ-বিবর্দ্ধনম্ ॥ ৪

শ্রীভগবানুবাচ

শৃণু দেবি মহামন্ত্রমাপদুদ্ধার-হেতুকম্।
সর্ব্বদুঃখ-প্রশমনং সর্ব্বশত্রুনিবর্হণম্॥ ৫
অপস্মারাদিরোগাণাং জ্বরাদীনাং বিশেষতঃ।
নাশনং স্মৃতিমাত্রেণ মন্ত্ররাজমিমং প্রিয়ে॥ ৬
গ্রহরাজভয়ানাঞ্চ নাশনং সুখবর্দ্ধনম্।
স্নেহাদ্ বক্ষ্যামি তে মন্ত্রং সর্ব্বসারমিমং প্রিয়ে॥ ৭
সর্ব্বকামার্থদং মন্ত্রং রাজ্যভোগপ্রদং নৃণাম্।
আপদুদ্ধারণং মন্ত্রং বক্ষ্যামীতি বিশেষতঃ॥ ৮
প্রণবং পূর্ব্বমুচার্য্য দেবী-প্রণবমুদ্ধরেৎ।
বটুকায়েতি বৈ পশ্চাদাপদুদ্ধারণায় চ॥ ৯
কুরুদ্বয়ং ততঃ পশ্চাদ্‌বটুকায় পুনঃ ক্ষিপেৎ।
দেবীপ্রণবমুদ্ধৃত্য মন্ত্রোদ্ধারমিমং প্রিয়ে॥ ১০
মন্ত্রোদ্ধারমিমং দেবি ত্রৈলোক্যস্যাপি দুর্ল্লভম্।
অপ্রকাশ্যমিমং মন্ত্রং সর্ব্বশক্তিসমন্বিতম্॥ ১১
স্মরণাদেব মন্ত্রস্য ভূতপ্রেতপিশাচকাঃ।
বিদ্রবন্তি ভয়ার্ত্তা বৈ কালরুদ্রাদিব প্রজাঃ॥ ১২
পঠেদ্ বা পাঠয়েদ্‌বাপি পূজয়েদ্ বাপি পুস্তকম্।
নাগ্নিচৌরভয়ং বাপি গ্রহরাজভয়ং তথা॥ ১৩
ন চ মারীভয়ং তস্য সর্ব্বত্র সুখবান্ ভবেৎ।
আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং পুত্রপৌত্রাদিসম্পদঃ।
ভবন্তি সততং তস্য পুস্তকস্যাপি পূজনাৎ॥ ১৪

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ

য এব ভৈরবো নাম আপদুদ্ধারকো মতঃ।
ত্বয়া চ কথিতো দেব ভৈরবঃ কল্প উত্তমঃ॥ ১৫

তস্য নামসহস্রাণি অযুতান্যর্ব্বুদানি চ।
সারমুদ্ধৃত্য তেষাং বৈ নামাষ্টকশতকং বদ॥ ১৬

শ্রীভগবানুবাচ

যস্তু সংকীর্ত্তয়েদেতৎ সর্ব্বদুষ্টনিবর্হণম্।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি সাধকঃ সিদ্ধিমেব চ॥ ১৭
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি ভৈরবস্য মহাত্মনঃ।
আপদুদ্ধারকস্যেহ নামাষ্টশতমুত্তমম্॥ ১৮
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং সর্ব্বাপদ্বিনিবারকম্।
সর্ব্বকামার্থদং দেবি সাধকানাং সুখাবহম্॥ ১৯
দেহাঙ্গন্যাসনঞ্চৈব পূর্ব্বং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ।
ভৈরবং মূর্দ্ধ্নি বিন্যস্য ললাটে ভীমদর্শনম্॥ ২০
অক্ষোর্ভূতাশ্রয়ং ন্যস্য বদনে তীক্ষ্নদর্শনম্।
ক্ষেত্রজ্ঞং কর্ণয়োর্মধ্যে ক্ষেত্রপালং হৃদি ন্যসেৎ॥ ২১
ক্ষেত্রাখ্যং নাভিদেশে তু কট্যাং সর্ব্বঘনাশনম্।
ত্রিনেত্রমূর্ব্বোর্বিন্যস্য জঙ্ঘয়ো রক্তপাণিকম্।
পাদয়োর্দ্দেবদেবেশং সর্ব্বাঙ্গে বটকং ন্যসেৎ॥ ২২
এবং ন্যাসবিধিং কৃত্বা তদনন্তরমুত্তমম্।
নামাষ্টশতকস্যাপি ছন্দোঽনুষ্টুবুদাহৃতম্॥ ২৩
বৃহদারণ্যকো নাম ঋষিশ্চ পরিকীর্ত্তিতঃ।
দেবতা কথিতা চেহ সদ্ভির্বটুকভৈরব॥
সর্ব্বকামার্থসিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ প্রকর্ত্তিতঃ॥ ২৪
ভৈরবো ভূতনাথশ্চ ভূতাত্মা ভূতভাবনঃ।
ক্ষেত্রদঃ ক্ষেত্রপালশ্চ ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষেত্রিয়ো বিরাট্॥ ২৫
শ্মশানবাসী মাংসাশী খর্পরাশী মখান্তকৃৎ।
রক্তপঃ প্রাণপঃ সিদ্ধঃ সিদ্ধিদঃ সিদ্ধসেবিতঃ॥ ২৬

করালঃ কালশমনঃ কলাকাষ্ঠাতনুঃ কবিঃ ।
ত্রিনেত্রো বহুনেত্রশ্চ তথা পিঙ্গললোচনঃ ॥ ২৭
শূলপাণিঃ খড়্গপাণিঃ কঙ্কালী ধূম্রলোচনঃ ।
অভীরুর্ভৈরবো ভীমো ভূতপো যোগিনীপতিঃ ॥ ২৮
ধনদো ধনহারী চ ধনপঃ প্রতিভাববান্ ।
নাগহারো নাগকেশো ব্যোমকেশঃ কপালভৃৎ ॥ ২৯
কালঃ কপালমালী চ কমনীয়ঃ কলানিধিঃ ।
ত্রিলোচনো জ্বলন্নেত্রস্ত্রিশিখী চ ত্রিলোকপাৎ ॥ ৩০
ত্রিবৃত্তনয়নো ডিম্ভঃ শান্তঃ শান্তজনপ্রিয়ঃ ।
বটুকো বটুকেশশ্চ খট্বাঙ্গবরধারকঃ ॥ ৩১
ভূতাধ্যক্ষঃ পশুপতির্ভিক্ষুকঃ পরিচারকঃ ।
ধূর্ত্তো দিগম্বরঃ শৌরির্হরিণঃ পাণ্ডুলোচনঃ ॥ ৩২
প্রশান্তঃ শান্তিদঃ শুদ্ধঃ শঙ্কর-প্রিয়বল্লভঃ ।
অষ্টমূর্ত্তিনিধীশশ্চ জ্ঞানচক্ষুস্তমোময়ঃ ॥ ৩৩
অষ্টাধারঃ কলাধারঃ সর্পযুক্ শশিশেখরঃ ।
ভূধরো ভূধরাধীশো ভূপতির্ভূধরাত্মকঃ ॥ ৩৪
কঙ্কালধারী মুণ্ডী চ নাগযজ্ঞোপবীতবান্ ।
জৃম্ভণো মোহনঃ স্তম্ভী মারণঃ ক্ষোভণস্তথা ॥ ৩৫
শুদ্ধনীলাঞ্জনপ্রখ্যদেহো মুণ্ডবিভূষিতঃ ।
বলিভুক্ বলিভূতাত্মা কামী কামপরাক্রমঃ ॥ ৩৬
সর্ব্বাপত্তারকো দুর্গো দুষ্টভূত-নিষেবিতঃ ।
কালী কলানিধিঃ কান্তঃ কামিনীবশকৃদ্বশী ।
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদো বৈদ্যঃ প্রভবিষ্ণুঃ প্রভাববান্ ॥ ৩৭
অষ্টোত্তরশতং নাম ভৈরবস্য মহাত্মনঃ ।
ময়া তে কথিতং দেবি রহস্যং সর্ব্বকামদম্ ॥ ৩৮

য ইদং পঠতি স্তোত্রং নামাষ্টশতমুত্তমম্ ।
ন তস্য দুরিতং কিঞ্চিন্ন রোগেভ্যো ভয়ং তথা ॥ ৩৯
ন শত্রুভ্যো ভয়ং কিঞ্চিৎ প্রাপ্নোতি মানবঃ কচিৎ ।
পাতকানাং ভয়ং নৈব পঠেৎ স্তোত্রমনন্যধীঃ ॥ ৪০
মারীভয়ে রাজভয়ে তথা চৌরাগ্নিরুদ্ভয়ে ।
ঔৎপাতিকে মহাঘোরে তথা দুঃস্বপ্নজে ভয়ে ॥ ৪১
বন্ধনে চ মহাঘোরে পঠেৎ স্তোত্রং সমাহিতঃ ।
সর্ব্বে প্রশমনং যান্তি ভয়াদ্ ভৈরবকীর্ত্তনাৎ ॥ ৪২
একাদশসহস্রন্তু পুরশ্চরণমিষ্যতে ।
ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেদ্দেবি সম্বৎসরমতন্দ্রিতঃ ॥ ৪৩
স সিদ্ধিংপ্রাপ্নুয়াদিষ্টাং দুর্লভামপি মানবঃ ।
ষন্মাসাদ্ ভূমিকামস্তু স্তোত্রং জপ্ত্বাঽখিলাং মহীম্ ॥ ৪৪
রাজা শত্রুবিনাশায় জপেন্মাসাষ্টকং পুনঃ ।
রাত্রৌ বারত্রয়ঞ্চৈব নাশয়ত্যেব শাত্রবান্ ॥ ৪৫
জপেন্মাসত্রয়ং রাত্রৌ রাজানং বশমানয়েৎ ।
ধনার্থী চ সুতার্থী চ দারার্থী যশ্চ মানবঃ ॥ ৪৬
পঠেদ্ বারত্রয়ং যদ্বা বারমেকং তথা নিশি ।
ধনং পুত্রাংস্তথা দারান্ প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৭
ভীতো ভয়াৎ প্রমুচ্যেত দেবি সত্যং ন সংশয়ঃ ।
যান্ যান্ সমীহতে কামাংস্তাংস্তান্ প্রাপ্নোতি নিত্যশঃ ॥ ৮৪
অপ্রকাশ্যমিদং গুহ্যং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ ।
সুকুলীনায় শান্তায় ঋজবে চানসূয়বে ॥ ৪৯
অথবা প্রিয়শিষ্যায় পুত্রায় সুহৃদে ভৃশম্ ।
দত্তাৎ স্তোত্রমিদং পুণ্যং সর্ব্বকামফলপ্রদম্ ।
ধ্যানং বক্ষ্যামি দেবস্য যথা ধ্যাত্বা পঠেন্নরঃ ॥ ৫০

শুদ্ধস্ফটিকশঙ্কাশং সহস্রাদিত্যবর্চ্চসম্।
অষ্টবাহুং ত্রিনয়নং চতুর্ব্বাহুং দ্বিবাহুকম্ ॥ ৫১
ভুজঙ্গমেখলং দেবমগ্নিবর্ণশিরোরুহম্।
দিগম্বরং কুমারীশং বটুকাখ্যং মহাবলম্ ॥ ৫২
খট্বাঙ্গমসিপাশঞ্চ শূলঞ্চৈব তথা পুনঃ।
ডমরুঞ্চ কপালঞ্চ বরদং ভুজগং তথা ॥ ৫৩
নীলজীমূতসঙ্কাশং নীলাঞ্জন-চয়প্রভম্।
দংষ্ট্রাকরালবদনং নূপুরাঙ্গদ-সঙ্কুলম্ ॥ ৫৪
আত্মবর্ণসমোপেত-সারমেয়-সমন্বিতম্।
ধ্যাত্বা জপেৎ সুসংহৃষ্টঃ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৫
এতৎ শ্রুত্বা ততো দেবী নামাষ্টশতমুত্তমম্।
ভৈরবায় প্রহৃষ্টাভূৎ স্বয়ঞ্চৈব মহেশ্বরী ॥ ৫৬

ইতি শ্রীবিশ্বসারোদ্ধারে আপদুদ্ধারকল্পে শ্রীবটুকভৈরব-
স্তবরাজঃ সমাপ্তঃ।

শ্রীগণেশ-স্তোত্রম্

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ।

ঈশ ত্বাং স্তোতুমিচ্ছামি ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্।
নিরূপিতুমশক্তোঽহং মনুরূপমনূহকম্ ॥
প্রবরঃ সর্ব্বদেবানাং সিদ্ধানাং যোগিনাং গুরুম্।
সর্ব্বস্বরূপং সর্ব্বেশং জ্ঞানরাশিস্বরূপিণম্ ॥
অব্যক্তমক্ষরং নিত্যং সত্যমাত্মস্বরূপিণম্।
বায়ুতুল্যাতিনির্লিপ্তং চাক্ষতং সর্ব্বসাক্ষিণম্ ॥
সংসারার্ণবপারে চ মায়াপোতে সুদুর্ল্লভম্।
কর্ণধারস্বরূপঞ্চ ভক্তানুগ্রহকারকম্ ॥

বরং বরেণ্যং বরদং বরদানামপীশ্বরম্ ।
সিদ্ধং সিদ্ধিস্বরূপঞ্চ সিদ্ধিদং সিদ্ধিসাধনম্ ॥
ধ্যানাতিরিক্তং ধ্যেয়ঞ্চ ধ্যানাসাধ্যঞ্চ ধার্ম্মিকম্ ।
ধর্ম্মস্বরূপং ধর্ম্মজ্ঞং ধর্ম্মাধর্ম্মফলপ্রদম্ ।
বীজং সংসারবৃক্ষাণামঙ্কুরঞ্চ তদাশ্রয়ম্ ।
স্ত্রীপুংনপুংসকানাঞ্চ রূপমেতদতীন্দ্রিয়ম্ ॥
সর্ব্বাগ্যমগ্রপূজ্যঞ্চ সর্ব্বপূজ্যং গুণার্ণবম্ ।
স্বেচ্ছয়া সগুণং ব্রহ্ম নির্গুণঞ্চাপি স্বেচ্ছয়া ॥
সমং প্রকৃতিরূপঞ্চ প্রাকৃতং প্রকৃতেঃ পরম্ ।
ত্বাং স্তোতুমক্ষমোঽনন্তঃ সহস্রবদনেন চ ॥
ন ক্ষমঃ পঞ্চবক্ত্রশ্চ ন ক্ষমশ্চতুরাননঃ ।
সরস্বতী ন শক্তা চ ন শক্তোঽহং তব স্তুতৌ ॥
ন শক্তাশ্চ চতুর্ব্বেদাঃ কে বা তে বেদবাদিনঃ ।
ইত্যেবং স্তবনং কৃত্বা সুরেশং সুরসংসদি ॥
সুরেশশ্চ সুরৈঃ সার্দ্ধং বিররাম রমাপতিঃ ।
ইদং বিষ্ণুকৃতং স্তোত্রং গণেশস্য চ যঃ পঠেৎ ।
সায়ং প্রাতশ্চ মধ্যাহ্নে ভক্তিযুক্তঃ সমাহিতঃ ।
তদ্বিঘ্নং নিঘ্নং কুরুতে বিঘ্নেশঃ সততং মুনে ॥
বর্দ্ধতে সর্ব্বকল্যাণং কল্যাণজনকঃ সদা ।
যাত্রাকালে পঠিত্বা তু যো যাতি ভক্তিপূর্ব্বকম্ ॥
তস্য সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধির্ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ।
তেন দৃষ্টঞ্চ দুঃস্বপ্নং সুস্বপ্নমুপজায়তে ॥
কদাপি ন ভবেত্তস্য গ্রহপীড়া চ দারুণা ।
ভবেদ্বিনাশঃ শত্রূণাং বন্ধূনাঞ্চ বিবর্দ্ধনম্ ॥
শশ্বদবিঘ্নবিনাশশ্চ শশ্বৎ সম্পদ্বিবর্দ্ধনম্ ।

স্থিরা ভবেদ্‌গৃহে লক্ষ্মীঃ পুত্রপৌত্রবিবর্দ্ধিনী।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যমিহ প্রাপ্য অন্তে বিষ্ণুপদং ভবেৎ।
ফলঞ্চাপি চ তীর্থনাং যজ্ঞানাং যদ্ভবেদ্ ধ্রুবম্।।
মহতাং সর্ব্বদানানাং শ্রীগণেশপ্রসাদতঃ।।

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে গণেশখণ্ডে বিষ্ণুকৃতং গণেশস্তোত্রং সমাপ্তম্।

শ্রীগুরুস্তোত্রম

ওঁ নমস্তুভ্যং মহামন্ত্রদায়িনে শিবরূপিণে।
ব্রহ্মজ্ঞানপ্রকাশায় সংসারদুঃখতারিণে।।
অতিসৌম্যায় দিব্যায় বীরায়াজ্ঞানহারিণে।
নমস্তে কুলনাথায় কুলকৌলিন্যদায়িনে।।
শিবতত্ত্বপ্রবোধায় ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশিনে।
নমস্তে গুরবে তুভ্যং সাধকাভয়দায়িনে।।
অনাচারাচারভাব-বোধায় কামহেতবে।
ভাবাভাববিনির্মুক্ত-মুক্তিদাত্রে নমো নমঃ।।
নমোঽস্তু শম্ভবে তুভ্যং দিব্যভাবপ্রকাশিনে।
জ্ঞানাজ্ঞানস্বরূপায় বিভবায় নমো নমঃ।।
শিবায় শক্তিনাথায় সচ্চিদানন্দরূপিণে।
কামরূপায় কামায় কামকেলিকলাত্মনে।।
কুলপূজোপদেশায় কুলাচারস্বরূপিণে।
আরক্তনিজতচ্ছক্তি-সমভাগবিভূতয়ে।
নমস্তেঽস্তু মহেশায় নমস্তেঽস্তু নমো নমঃ।।
ইদং স্তোত্রং পঠেন্নিত্যং সাধকো গুরুদিঙ্মুখঃ।
প্রাতরুত্থায় দেবেশি ততো বিদ্যা প্রসীদতি।।

ইতি কুব্জিকাতন্ত্রোক্তং শ্রীগুরুস্তোত্রং সমাপ্তম্।।

স্ত্রীগুরু-স্তোত্র

নমস্তে দেবদেবেশি নমস্তে হরপূজিতে।
ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপায়ৈ তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
যয়া চক্ষুরুন্মীলিতং তস্যৈ স্ত্রীগুরবে নমঃ ॥
ভববন্ধনপারস্য তারিণী জননী পরা।
জ্ঞানদা মোক্ষদা নিত্যা তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ।
শ্রীনাথবামভাগস্থা সদয়া সুরপূজিতা।
সদা বিজ্ঞানদাত্রী চ তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ।
সহস্রারে মহাপদ্মে সদানন্দস্বরূপিণী।
মহামোক্ষপ্রদা দেবী তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ।
ব্রহ্মবিষ্ণুস্বরূপা চ মহারুদ্রস্বরূপিণী।
ত্রিগুণাত্মস্বরূপা চ তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ।
চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপা চ মদাঘূর্ণিতলোচনা।
স্বনাথঞ্চ সমালিঙ্গ্য তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবত্বাদিজীবন্মুক্তিপ্রদায়িনী।
জ্ঞানবিজ্ঞানদাত্রী চ তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥
ইদং স্তোত্রং মহেশানি যঃ পঠেৎদ্ ভক্তিসংযুতঃ ॥
স সিদ্ধিং লভতে নিত্যাং সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥
প্রাতঃকালে পঠেদ্‌যস্তু গুরুপূজা-পুরঃসরম্।
স এব ধন্যো লোকেষু দেবীপুত্র ইব ক্ষিতৌ ॥
ইতি মাতৃকাভেদতন্ত্রে স্ত্রীগুরোঃ স্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

দুর্গাস্তব

নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে, নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে।
নমস্তে জগদ্বন্দ্য-পাদারবিন্দে, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ১

নমস্তে জগচ্চিন্ত্যমান-স্বরূপে, নমস্তে মহাযোগিনি জ্ঞানরূপে।
নমস্তে সদানন্দরূপ-স্বরূপে, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ২
অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য, ক্ষুধার্ত্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তোঃ।
ত্বমেকা গতির্দ্দেবি নিস্তারকর্ত্রী, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ৩
অরণ্যে রণে দারুণে শত্রুমধ্যে,-ঽনলে সাগরে প্রান্তরে রাজগেহে।
ত্বমেকা গতির্দ্দেবি নিস্তারহেতু, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ৪
অপারে মহাদুস্তরেঽত্যন্তঘোরে, বিপৎসাগরে মজ্জতাং দেহভাজাম্।
ত্বমেকা গতির্দ্দেবি নিস্তারনৌকা, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ৫
নমশ্চণ্ডিকে চণ্ডদোর্দ্দণ্ডলীলা-সমুৎখণ্ডিতাখণ্ডলাশেষভীতে।
ত্বমেকা গতির্বিঘ্ন-সন্দোহ-হন্ত্রী, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ৬
ত্বমেকাজিতারাধিতা সত্যবাদি,-ন্যমেয়াজিতা ক্রোধনাক্রোধনিষ্ঠা।
ইড়া পিঙ্গলা ত্বং সুষুম্ণা চ নাড়ী, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ৭
নমস্তে নমস্তে শিবে ভীমনাদে, সরস্বত্যরুন্ধত্যমোঘস্বরূপে।
বিভূতিঃ শচী কালরাত্রিঃ সতী ত্বং, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ৮
শরণমসি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং
মুনি-দনুজ-নরাণাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাম্ ॥
নৃপতিগৃহ-গতানাং দস্যুভির্ব্বা বৃতানাং
ত্বমসি শরণমেকা দেবি দুর্গে প্রসীদ ॥ ৯

ইদং স্তোত্রং ময়া প্রোক্ত-মাপদুদ্ধার-হেতুকম্। ত্রিসন্ধ্য-মেকসন্ধ্যং বা পঠনাদেব সঙ্কটাৎ। মুচ্যতে নাত্র সন্দেহো ভুবি স্বর্গে রসাতলে ॥ ১০

স্তবরাজমিমং দেবি সংক্ষেপাৎ কথিতং ময়া। সমস্তং শ্লোকমেকং বা পঠেদ্ যস্তু সমাহিতঃ। স সর্ব্বদুষ্কৃতং ত্যক্ত্বা প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্ ॥ ১১

ইতি বিশ্বসারতন্ত্রে আপদুদ্ধারকল্পে শ্রীদুর্গাস্তবরাজঃ সমাপ্তঃ।

ভবান্যষ্টকস্তোত্র

ন তাতো ন মাতা ন বন্ধু র্ন দাতা, ন পুত্রো ন পুত্রী ন ভৃত্যো ন ভর্ত্তা।
ন জায়া ন বিদ্যা ন বৃত্তির্মমৈব, গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥ ১
ভবাব্ধাবপারে মহাদুঃখভীরুঃ, প্রপন্নঃ প্রকামী প্রলোভী প্রমত্তঃ।
কুমার্গঃ কুরজ্জু প্রবদ্ধঃ সদাহং, গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥ ২
ন জানামি দানং ন চ ধ্যানযোগং, ন জানামি তন্ত্রং ন চ স্তোত্র-মন্ত্রম্। ৩
ন জানামি পূজাং ন চ ন্যাসযোগং, গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥
ন জানামি পুণ্যং ন জানামি তীর্থং, ন জানামি মুক্তিং লয়ং বা কদাচিৎ।
ন জানামি ভক্তিং ব্রতং বাপি মাত-র্গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥ ৪
কুকর্ম্মী কুসঙ্গী কুবুদ্ধিঃ কুদাসঃ, কুলাচারহীনঃ কদাচারলীনঃ।
কুদৃষ্টিঃ কুবাক্য-প্রবন্ধঃ সদাহং, গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥ ৫
প্রজেশং রমেশং মহেশং সুরেশং, দিনেশং নিশীথেশ্বরং বা কদাচিৎ।
ন জানামি চান্যং সদাহং শরণ্যে, গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥ ৬
বিবাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে, জলে চানলে পর্ব্বতে শত্রুমধ্যে।
অরণ্যে শরণ্যে সদা মাং প্রপাহি, গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥ ৭
অনাথো দরিদ্রো জরারোগযুক্তো, মহাক্ষীণদীনঃ সদা জাড্যবক্ত্রঃ।
বিপত্তিং প্রবিষ্টঃ প্রবুদ্ধঃ সদাহং, গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥ ৮
ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং শ্রীভবান্যষ্টকস্তোত্রং সমাপ্তম্॥

অন্নপূর্ণাস্তোত্র

নিত্যানন্দকরী বরাভয়করী সৌন্দর্য্য-রত্নাকরী
নির্দ্ধূতাখিলঘোরপাবনকরী প্রত্যক্ষমাহেশ্বরী।
প্রলেয়াচলবংশপাবনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥ ১

নানারত্নবিচিত্রভূষণকরী হেমাম্বরাড়ম্বরী
মুক্তাহারবিলম্বমানবিলসদ্বক্ষোজকুম্ভান্তরী।
কাশ্মীরাগুরুবাসিতা রুচিকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ২

যোগানন্দকরী রিপুক্ষয়করী ধর্ম্মার্থনিষ্ঠাকরী
চন্দ্রার্কানলভাসমানলহরী ত্রৈলোক্যরক্ষাকরী।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমস্তবাঞ্ছিতকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৩

কৈলাসাচলকন্দরালয়করী গৌরী উমা শঙ্করী
কৌমারী নিগমার্থ-গোচরকরী ওঙ্কারবীজাক্ষরী।
মোক্ষদ্বার-কপাটপাটনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৪

দৃশ্যাদৃশ্যসমস্তবাহনকরী ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী
লীলানাটকসূত্রভেদনকরী বিজ্ঞানদীপাঙ্কুরী।
শ্রীবিশ্বেশ-মনঃপ্রসাদনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী। ৫

উর্ব্বী সর্ব্বজনেশ্বরী ভগবতী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী
বেণীনীলসমানকুন্তলহরী নিত্যান্নদানেশ্বরী।
সর্ব্বানন্দকরী দৃশা শুভকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৬

আদীক্ষান্তসমস্তবর্ণনকরী শম্ভোস্ত্রিভাবাকরী
কাশ্মীরাত্রিজলেশ্বরী ত্রিলহরী নিত্যাঙ্কুরী শর্ব্বরী।
কামাকাঙ্ক্ষকরী জনোদয়করী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নর্ণেশ্বরী পূ॥ ৭

দর্ব্বী স্বর্ণবিচিত্ররত্ন-রচিতা দক্ষে করে সংস্থিতা
বামে স্বাদুপয়োধরী সহচরী সৌভাগ্যমাহেশ্বরী।
ভক্তাভীষ্টকরী দৃশা শুভকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৮

চন্দ্রার্কানলকোটিকোটিসদৃশী চন্দ্রাংশুবিম্বাধরী
চন্দ্রার্কাগ্নিসমানকুণ্ডলধরী চন্দ্রার্কবর্ণেশ্বরী।
মালাপুস্তকপাশকাঙ্কুশধরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৯

ক্ষত্রত্রাণকরী মহাভয়করী মাতা কৃপাসাগরী
সাক্ষান্মোক্ষকরী সদা শিবকরী বিশ্বেশ্বরী শ্রীধরী।
দক্ষাক্রন্দকরী নিরাময়করী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ১০

অন্নপূর্ণে সদা পূর্ণে শঙ্কর-প্রাণবল্লভে।
জ্ঞানবৈরাগ্যসিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি চ পার্ব্বতি ॥ ১১
মাতা মে পার্ব্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্ ॥ ১২
ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-বিরচিতং
অন্নপূর্ণাস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

বগলামুখী-স্তোত্র

চলৎকনককুণ্ডলোল্লসিত-চারুগণ্ডস্থলীং
লসৎকনকচম্পকদ্যুতিমদিন্দুবিম্বাননাম্।
গদাহত-বিপক্ষকাং কলিতলোলজিহ্বাঞ্চলাং
স্মরামি বগলামুখীং বিমুখবাঙ্মনঃস্তম্ভিনীম্ ॥ ১

পীযূষোদধি—মধ্যচারু-বিলসদ্রক্তোৎপলে মণ্ডপে
যৎসিংহাসনমৌলিপাতিত-রিপুপ্রেতাসনাধ্যাসিনীম্।
স্বর্ণাভাং কর-পীড়িতারিরসনাং ভ্রাম্যদ্গদাবিভ্রমা-
মিত্থং ধ্যায়তি যাস্তি তস্য সহসা সদ্যোঽথ সর্ব্বাপদঃ ॥ ২

দেবি ত্বচ্চরণাম্বুজার্চ্চনকৃতে যঃ পীতপুষ্পাঞ্জলিং
ভক্ত্যা বামকরে নিধায় চ মনুং মন্ত্রী মনোজ্ঞাক্ষরম্।
পীঠধ্যানপরোঽথ কুম্ভকবশাদ্ বীজং স্মরেৎ পার্থিবং
তস্যামিত্রমুখস্য বাচি হৃদয়ে জাড্যং ভবেৎ তৎক্ষণাৎ ॥ ৩

বাদী মূকতি রঙ্কতি ক্ষিতিপতির্বৈশ্বানরঃ শীততি
ক্রোধী শাম্যতি দুর্জ্জনঃ সুজনতি ক্ষিপ্রানুগঃ খঞ্জতি।
গর্ব্বী খর্ব্বতি সর্ব্ববিচ্চ জড়তি ত্বন্মন্ত্রিণা মন্ত্রিতঃ।
শ্রীনিত্যে বগলামুখি প্রতিদিনং কল্যাণি তুভ্যং নমঃ ॥ ৪

মন্ত্রস্তাবদলং বিপক্ষদলনে স্তোত্রং পবিত্রঞ্চ তে
যন্ত্রং বাদিনিয়ন্ত্রণং ত্রিজগতাং জৈত্রন্তু চিত্রং ন তে।
মাতঃ শ্রীবগলেতি নাম ললিতং যস্যাস্তি জন্তোর্মুখে
তন্নামগ্রহণেন সংসদি মুখস্তম্ভো ভবেদ্বাদিনাম্ ॥ ৫

দুষ্টস্তম্ভনমুগ্রবিঘ্নশমনং দারিদ্র্যবিদ্রাবণম্
ভূভৃদ্ভী-শমনং চলন্মৃগদৃশাং চেতঃসমাকর্ষণম্।
সৌভাগ্যৈকনিকেতনং মম দৃশোঃ কারুণ্যপূর্ণামৃতং
মৃত্যোর্মারণমাবিরস্তু পুরতো মাতস্ত্বদীয়ং বপুঃ ॥ ৬

মাতর্ভঞ্জয় মে বিপক্ষবদনং জিহ্বাং চলাং কীলয়
ব্রাহ্মীং মুদ্রয় নাশয়াশু ধিষণামুগ্রাং গতিং স্তম্ভয়।
শত্রূংশ্চূর্ণয় দেবি তীক্ষ্ণগদয়া গৌরাঙ্গি পীতাম্বরে
বিঘ্নৌঘং বগলে হর প্রণমতাং কারুণ্যপূর্ণেক্ষণে ॥ ৭

মাতর্ভৈরবি ভদ্রকালি বিজয়ে বারাহি বিশ্বাশ্রয়ে
শ্রীবিদ্যে সময়ে মহেশি বগলে কামেশি রামে রমে।
মাতঙ্গি ত্রিপুরে পরাৎপরতরে স্বর্গাপবর্গপ্রদে
দাসোঽহং শরণাগতঃ করুণয়া বিশ্বেশ্বরি ত্রাহি মাম্॥ ৮

সংরম্ভে চৌরসঙ্ঘে প্রহরণসময়ে বন্ধনে ব্যাধিমধ্যে
বিদ্যাবাদে বিবাদে প্রকুপিতনৃপতৌ দিব্যকালে নিশায়াম্।
বশ্যে বা স্তম্ভনে বা রিপুবধসময়ে নির্জ্জনে বা বনে বা
গচ্ছংস্তিষ্ঠংস্ত্রিকালং যদি পঠতি শিবং প্রাপ্নুয়াদাশু ধীরঃ॥ ৯

নিত্যং স্তোত্রমিদং পবিত্রমিহ যো দেব্যাঃ পঠত্যাদরাদ্
ধৃত্বা যন্ত্রমিদং তথৈব সময়ে বাহৌ করে বা গলে।
রাজানোঽপ্যরয়ো মদান্ধকরিণঃ সর্পা মৃগেন্দ্রাদিকা-
স্তে বৈ যান্তি বিমোহিতা রিপুগণা লক্ষ্মীঃ স্থিরাঃ সিদ্ধয়ঃ॥ ১০

ত্বং বিদ্যা পরমা ত্রিলোকজননী বিঘ্নৌঘ-সংচ্ছেদিনী
যোষাকর্ষণকারিণী জনমনঃসম্মোহসন্দায়িনী।
স্তম্ভোৎসারণকারিণী পশুমনঃসম্মোহসন্দায়িনী
জিহ্বা-কীলনভৈরবী বিজয়তে ব্রহ্মাদিমন্ত্রো যথা॥ ১১

বিদ্যাং লক্ষ্মীং সর্ব্বসৌভাগ্যমায়ুঃ
পুত্রৈঃ পৌত্রৈঃ সর্ব্বসাম্রাজ্যসিদ্ধিম্।
মানং ভোগো বশ্যমারোগ্য-সৌখ্যং
প্রাপ্তং তত্তদ্ভূতলেঽস্মিন্ নরেণ॥ ১২

ত্বং কৃতং জপসন্নাহং গদিতং পরমেশ্বরি।
দুষ্টানাং নিগ্রহার্থায় ত্বং গৃহাণ নমোঽস্তু তে।। ১৩

ব্রহ্মাস্ত্রমিতি বিখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু দুর্ল্লভম্॥
গুরুভক্তায় দাতব্যং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ॥ ১৪

পীতাম্বরাং দ্বিভুজাঞ্চ ত্রিনেত্রাং গাত্রকোজ্জ্বলাম্।
শিলামুদ্গরহস্তাঞ্চ স্মরেৎ তাং বগলামুখীম্ ॥ ১৫
ইতি শ্রীরুদ্রযামলে শ্রীবগলামুখী-স্তোত্রং সমাপ্তম্।

জগদ্ধাত্রীস্তোত্র

শ্রীশিব উবাচ।

আধারভূতে চাধেয়ে ধৃতিরূপে ধুরন্ধরে।
ধ্রুবে ধ্রুবপদে ধীরে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে ॥ ১
শবাকারে শক্তিরূপে শক্তিস্থে শক্তিবিগ্রহে।
শাক্তাচারপ্রিয়ে দেবি জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে ॥ ২
জয়দে জগদানন্দে জগদেকপ্রপূজিতে।
জয় সর্ব্বগতে দুর্গে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে ॥ ৩
পরমাণুস্বরূপে চ দ্ব্যণুকাদিস্বরূপিণি।
স্থূলাতিস্থূলরূপে চ জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে ॥ ৪
সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে চ প্রাণাপানাদিরূপিণি।
ভাবাভাবস্বরূপে চ জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে ॥ ৫
কালাদিরূপে কালেশে কালাকালবিভেদিনি।
সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বজ্ঞে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে ॥ ৬
মহাবিঘ্নে মহোৎসাহে মহামায়ে বরপ্রদে।
প্রপঞ্চসারে সাধ্বীশে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে ॥ ৭
অগম্যে জগতামাদ্যে মাহেশ্বরি বরাঙ্গনে।
অশেষরূপে রূপস্থে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে ॥ ৮
দ্বিসপ্তকোটিমন্ত্রাণাং শক্তিরূপে সনাতনি।
সর্ব্বশক্তিস্বরূপে চ জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে ॥ ৯

তীর্থ-যজ্ঞতপোদান-যোগসারে জগন্ময়ি।
ত্বমেব সর্ব্বং সর্ব্বস্থে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে ॥ ১০
দয়ারূপে দয়াদৃষ্টে দয়ার্দ্রে দুঃখমোচনি।
সর্ব্বাপত্তারিকে দুর্গে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে ॥ ১১
অগম্য-ধাম-ধামস্থে মহাযোগীশ-হৃৎপুরে।
অমেয়ভাবকূটস্থে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে ॥ ১২
ইতি শ্রীজগদ্ধাত্রীকল্পে শ্রীজগদ্ধাত্রীস্তবঃ সমাপ্তঃ ॥

আদ্যাস্তোত্র

ওঁ শ্রীআদ্যায়ৈ নমঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

ওঁ শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি আদ্যাস্তোত্রং মহাফলম্।
যঃ পঠেৎ সততং ভক্ত্যা স এব বিষ্ণুবল্লভঃ ॥ ১
মৃত্যুব্যাধিভয়ং তস্য নাস্তি কিঞ্চিৎ কলৌ যুগে।
অপুত্রো লভতে পুত্রং ত্রিপক্ষং শ্রবণং যদি ॥ ২
দ্বৌ মাসৌ বন্ধনান্মুক্তো বিপ্রবক্ত্রাৎ শ্রুতং যদি।
মৃতবৎসা জীববৎসা ষণ্মাসং শ্রবণং যদি ॥ ৩
নৌকায়াং সঙ্কটে যুদ্ধে পঠনাজ্জয়মাপ্নুয়াৎ।
লিখিত্বা স্থাপয়েদ্ গেহে নাগ্নিচৌরভয়ং কচিৎ ॥ ৪
রাজস্থানে জয়ী নিত্যং প্রসন্নাঃ সর্ব্বদেবতাঃ।
(ওঁ হ্রীং) ব্রহ্মাণী ব্রহ্মলোকে চ বৈকুণ্ঠে সর্ব্বমঙ্গলা ॥ ৫
ইন্দ্রাণী অমরাবত্যা-মম্বিকা বরুণালয়ে।
যমালয়ে কালরূপা কুবেরভবনে শুভা ॥ ৬
মহানন্দাগ্নিকোণে চ বায়ব্যাং মৃগবাহিনী।
নৈঋর্ত্যাং রক্তদন্তা চ ঐশান্যাং শূলধারিণী ॥ ৭

পাতালে বৈষ্ণবীরূপা সিংহলে দেবমোহিনী।
সুরসা চ মণিদ্বীপে লঙ্কায়াং ভদ্রকালিকা ॥ ৮

রামেশ্বরী সেতুবন্ধে বিমলা পুরুষোত্তমে।
বিরজা ওড্রদেশে চ কামাখ্যা নীলপর্ব্বতে ॥ ৯

কালিকা বঙ্গদেশে চ অযোধ্যায়াং মহেশ্বরী।
বারাণস্যামন্নপূর্ণা গয়াধামে গয়েশ্বরী ॥ ১০

কুরুক্ষেত্রে ভদ্রকালী ব্রজে কাত্যায়নী পরা।
দ্বারকায়াং মহামায়া মথুরায়াং মহেশ্বরী ॥ ১১

ক্ষুধা ত্বং সর্ব্বভূতানাং বেলা ত্বং সাগরস্য চ।
নবমী কৃষ্ণপক্ষস্য শুক্লস্যৈকাদশী পরা ॥ ১২

দক্ষস্য দুহিতা দেবী দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী।
রামস্য জানকী ত্বাত্রী রাবণ-ধ্বংসকারিণী ॥ ১৩
চণ্ডমুণ্ডবধে দেবি রক্তবীজবিনাশিনী।
নিশুম্ভশুম্ভমথনী মধুকৈটভ-ঘাতিনী ॥ ১৪
বিষ্ণুভক্তিপ্রদা দুর্গা সুখদা মোক্ষদা সদা।
ইমমাদ্যাস্তবং পুণ্যং যঃ পঠেৎ সততং নরঃ ॥ ১৫
সর্ব্বজ্বরভয়ং ন স্যাৎ সর্ব্বব্যাধিবিনাশনম্।
কোটিতীর্থফলং তস্য ভবতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৬
জয়া মে চাগ্রতঃ পাতু বিজয়া পাতু পৃষ্ঠতঃ।
নারায়ণী শীর্ষদেশে সর্ব্বাঙ্গে সিংহবাহিনী ॥ ১৭
শিবদূতী উগ্রচণ্ডা প্রত্যঙ্গে পরমেশ্বরী।
বিশালাক্ষী মহামায়া কৌমারী শঙ্খিনী শিবা ॥ ১৮
চক্রিণী জয়দাত্রী চ রণমত্তা রণপ্রিয়া।
দুর্গা জয়ন্তী কালী চ ভদ্রকালী মহোদরী ॥ ১৯

নারসিংহী চ বারাহী সিদ্ধিদাত্রী সুখপ্রদা।
ভয়ঙ্করী মহারৌদ্রী মহাভয়-বিনাশিনী ॥ ২০

ইতি শ্রীব্রহ্মযামলে ব্রহ্মনারদসংবাদে
শ্রীশ্রীআদ্যাস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

সঙ্কটাস্তোত্র

ওঁ হ্রীং শ্রীং সঙ্কটায়ৈ নমঃ।

নারদ উবাচ।

জৈগীষব্য মুনিশ্রেষ্ঠ সর্ব্বজ্ঞ সুখদায়ক।
আখ্যানানি সুপুণ্যানি শ্রুতানি ত্বৎপ্রসাদতঃ ॥ ১

ন তৃপ্তিমধিগচ্ছামি তব বাগমৃতেন চ।
বদস্বৈকং মহাপ্রাজ্ঞ সঙ্কটাখ্যানমুত্তমম্ ॥ ২

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা জৈগীষব্যোঽব্রবীদ্ বচঃ।
সঙ্কটনাশনং স্তোত্রং শৃণু দেবর্ষি-সত্তম ॥ ৩

দ্বাপরে তু পুরাবৃত্তে ভ্রষ্টরাজ্যো যুধিষ্ঠিরঃ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতোঽরণ্যে নির্ব্বেদং পরমং গতঃ ॥ ৪

তদানীন্তু ততঃ কাশীপুরীয়াতো মহামুনিঃ।
মার্কণ্ডেয় ইতিখ্যাতঃ সহশিষ্যৈ র্মহাতপাঃ ॥ ৫

তং দৃষ্ট্বাহ সমুত্থায় প্রণিপত্য সুপূজিতঃ।
কিমর্থং ম্লানবদনমেতৎ ত্বং মাং নিবেদয় ॥ ৬

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সঙ্কটং মে মহৎ প্রাপ্তমেতাদৃগ্ বদনং ততঃ।
এতন্নিবারণোপায়ং কিঞ্চিদ্ ব্রূহি মহামতে ॥ ৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

আনন্দকাননে দেবী সঙ্কটা নাম বিশ্রুতা।
বীরেশ্বরোত্তরে ভাগে চন্দ্রেশস্য চ পূর্ব্বতঃ।
শৃণু নামাষ্টকং তস্যাঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং নৃণাম্ ॥ ৮
সঙ্কটা প্রথমং নাম দ্বিতীয়ং বিজয়া তথা।
তৃতীয়ং কামদা প্রোক্তা চতুর্থং দুঃখহারিণী ॥ ৯
শর্ব্বাণী পঞ্চমং নাম ষষ্ঠং কাত্যায়নী তথা।
সপ্তমং ভীমবদনা সর্ব্বরোগহরাষ্টমম্ ॥ ১০
নামাষ্টকমিদং পুণ্যং ত্রিসন্ধ্যং শ্রদ্ধয়াম্বিতঃ।
যঃ পঠেৎ পাঠয়েদ্বাপি নরো মুচ্যেত সঙ্কটাৎ ॥ ১১
ইত্যুক্ত্বা তু দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ স্বয়ং বারাণসীং যযৌ ॥ ১২
তত্র সংপূজ্য তাং দেবীং-বীরেশ্বর-সমম্বিতাম্।
ভুজৈশ্চ দশভির্যুক্তাং লোচনত্রিতয়াম্বিতাম্ ॥ ১৩
মালাকমণ্ডলূপেতাং বরাভয়গদাধরাম্।
ত্রিশূল-চাপ-ডমরু-খড়্গ-চর্ম্ম-বিভূষিতাম্ ॥ ১৪
বরদাভয়হস্তাং তাং প্রণম্য বিধিনন্দনঃ।
বরত্রয়ং গৃহীত্বা তু ততো বিষ্ণুপুরং যযৌ ॥ ১৫
এতৎ স্তোত্রস্য পঠনং পুত্রপৌত্রাদিবর্দ্ধনম্।
সঙ্কটনাশনঞ্চৈব ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্।
গোপনীয়ং প্রযত্নেন মহাবন্ধ্যা প্রসূতিকৃৎ ॥ ১৬
ইতি পদ্মপুরাণে শ্রীসঙ্কটাস্তোত্রং সমাপ্তম্।

অপরাজিতাস্তোত্র

ওঁ অপরাজিতায়ৈ নমঃ। অস্য অপরাজিতামন্ত্রস্য বেদব্যাস-ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ অপরাজিতা দেবতা ঐং বীজং হ্রীং শক্তিঃ সর্ব্ব-কামার্থসিদ্ধ্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ।

ধ্যানম্—ওঁ নীলোৎপলদলশ্যামাং ভুজগাভরণোজ্জ্বলাম্। বালেন্দু-মৌলিনীং দেবীং নয়নত্রিতয়াম্বিতাম্॥ ১॥ শঙ্খচক্রধরাং দেবীং বরদাং ভয়নাশিনীম্। পীনোত্তুঙ্গস্তনাং শ্যামাং বরপদ্মস্রুমালিনীম্॥ ২॥ (ইতি ধ্যাত্বা পঠেৎ)—

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সর্ব্বে সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিদাম্।
অসাধ্যসাধিনীং দেবীং বৈষ্ণবীমপরাজিতাম্॥ ৩

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়, নমোঽস্ত্বনন্তায় সহস্রশীর্ষায় ক্ষীরোদার্ণব-শায়িনে শেষভোগপর্য্যঙ্কায় গরুড়বাহনায় অজায় অজিতায় অমিতায় অপরাজিতায় পীতবাসসে, বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ-হয়শিরো-মহাবরাহাচ্যুত-নৃসিংহ-বামন ত্রিবিক্রম-রাম-রাম-শ্রীরাম-মৎস্য-কূর্ম্ম-বরপ্রদ নমোঽস্তু তে স্বাহা॥ ৪

ওঁ অসুর-দৈত্য-দানব-নাগ-গন্ধর্ব্ব-যক্ষ-রাক্ষস-ভূত-প্রেত-পিশাচ-কুষ্মাণ্ড-সিদ্ধ-যোগিনী-ডাকিনী-স্কন্দপুরোগান্ গ্রহ-নক্ষত্রদোষাংস্তানন্যাংশ্চ হন হন দহ দহ পচ পচ মথ মথ বিধ্বংসয় বিধ্বংসয় বিদ্রাবয় বিদ্রাবয় চূর্ণয় চূর্ণয় শঙ্খেন চক্রেণ বজ্রেণ খড়্গেন শূলেন গদয়া মুসলেন হলেন দামোদর ভস্মীকুরু কুরু স্বাহা॥ ৫

ওঁ সহস্রবাহো সহস্রপ্রহরণায়ুধ জয় জয় বিজয় বিজয় অজিত অমিত অপরাজিত অপ্রতিহত সহস্রনেত্র জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল বিশ্বরূপ বিরূপ বহুরূপ মধুসূদন-মহাবরাহাচ্যুত- নৃসিংহ-মহাপুরুষ-পুরুষোত্তম-পদ্মনাভ-নারায়ণ-বৈকুণ্ঠ-বামন-গোবিন্দ-দামোদর-হৃষীকেশ-কেশব সর্ব্বাসুরোচ্ছেদন সর্ব্বনাগপ্রমর্দ্দন সর্ব্বায়ুধবিমোক্ষণ মহেশ্বর সর্ব্বভূতবশঙ্কর সর্ব্বশত্রুপ্রমর্দ্দন সর্ব্বমন্ত্র-প্রভঞ্জন সর্ব্বারিষ্ট-প্রমর্দ্দন সর্ব্বজ্বর-বিনাশন সর্ব্ববন্ধবিমোক্ষণ সর্ব্বপাপ-প্রণাশন সর্ব্বদুঃস্বপ্ননাশন সর্ব্বদেবমহেশ্বর সর্ব্বগ্রহনিবারণ ডাকিনী বিধ্বংসন জনার্দ্দন নমোঽস্তু তে স্বাহা॥ ৬

ওঁ য ইমামপরাজিতাং পরমবৈষ্ণবীং পঠতিসিদ্ধাং জপতিসিদ্ধাং স্মরতিসিদ্ধাং মহাবিদ্যাং পঠতি জপতি স্মরতি শৃণোতি ধারয়তি কীর্ত্তয়তি বা গৃহীত্বা পথি গচ্ছতি ভক্ত্যা লিখিত্বা গৃহে স্থাপয়তি বা ন তস্যাগ্নিবায়ুবর্ষোপলাশনের্ভয়ং ন গ্রহভয়ং ন চৌরভয়ং ন সর্পভয়ং ন সমুদ্রভয়ং ন বর্ষভয়ং ন শ্বাপদভয়ং বা ভবেৎ ।। ৭

কচিদ্রাত্র্যন্ধকার- স্ত্রীরাজকুলবিষোত্থগরল-বশীকরণ- বিদ্বেষণোচ্চাটন-বধ-বন্ধন-ভয়ং বা ভবেৎ। এতৈর্ম্মন্ত্রৈরুদাহৃতৈঃ সিদ্ধৈঃ সংসিদ্ধপূজিতৈঃ ।। ৮

ওঁ নমস্তেঽস্তু অনঘে অভয়ে অজিতে অমিতে অপরে অপরাজিতে পঠতিসিদ্ধে জপতিসিদ্ধে স্মরতিসিদ্ধে মহাবিদ্যে একানংশে উমে ধ্রুবে অরুন্ধতি সাবিত্রি গায়ত্রি জাতবেদসে মানস্তোকে সরস্বতি রমণি রামিণি ধরণি ধারিণি তপনি তাপিনি সৌদামিনি অদিতি দিতি বিনতে গৌরি গান্ধারি শবরি কিরাতি মাতঙ্গি কৃষ্ণে যশোদে সত্যবাদিনি ব্রহ্মবাদিনি কালি কপালিনি ভীমনাদিনি করালনেত্রে বিকরালনেত্রে সদ্যোপযাতনকরি ভূভূর্জ্জলগতং পাতালগতং স্থলগতমন্তরীক্ষগতং মাং রক্ষ রক্ষ সর্ব্বভূতেভ্যঃ সর্ব্বোপদ্রবেভ্যো মহাভূতেভ্যঃ স্বাহা ।। ৯

ওঁ যস্যাঃ প্রণশ্যতে পুষ্পং গর্ভো বা পততে যদি।
ম্রিয়ন্তে বালকা যস্যাঃ কাকবন্ধ্যা চ যা ভবেৎ ॥ ১০
ভূর্জ্জপত্রে ত্বিমাং বিদ্যাং গন্ধচন্দনচর্চ্চিতাং।
বাহৌ গলে বা যত্নেন লিখিত্বা ধারয়েদ্ যদি।
এতৈর্দোষৈন লিপ্যেত সুভগা পুত্রিণী ভবেৎ।। ১১
রণে রাজকুলে দ্যূতে সংগ্রামে রিপুসঙ্কুলে।
অগ্নিচৌরভয়ে ঘোরে নিত্যং তস্য জয়ো ভবেৎ ॥ ১২
শস্ত্রঞ্চ বারয়ত্যেষা সমরে কাণ্ডধারিণী।
গুল্মশূলাক্ষিরোগাণাং ক্ষিপ্রং নাশয়তে ব্যথাম্।
শিরোরোগজ্বরাদীনাং নাশিনী সর্ব্বদেহিনাম্ ॥ ১৩

তদ্যথা—ঐকাহিক দ্ব্যাহিক-ত্র্যাহিক-চাতুর্থিক-মাসিক-দ্বৈমাসিক ত্রৈমাসিক-চাতুর্মাসিক- ষাণ্মাসিক- মৌহূর্ত্তিক- বাতিক- পৈত্তিক- সান্নিপাতিক- শ্লৈষ্মিকজ্বর-সততজ্বর-বিষমজ্বর-গ্রহনক্ষত্রদোষান্ গ্রহাংশ্চান্যান্ হর হর কালি শর শর গৌরি ধম ধম বিদ্যে আলে মালে তালে গন্ধে বন্ধে পচ পচ বিদ্যে মথ মথ বিদ্যে নাশয় পাপং হর দুঃস্বপ্নং বিধ্বংসয় বিঘ্নং বিঘ্নবিনাশিনি রজনি সন্ধ্যে দুন্দুভিনাদে মর্দ্দয় মর্দ্দয় মানসবেগে শঙ্খিনি চক্রিণি বজ্রিণি চাপিনি শূলিনি অপমৃত্যুবিনাশিনি বিশ্বেশ্বরি দ্রাবিড়ি দ্রাবিড়ি কেশবদয়িতে পশুপতিসহিতে দুঃখদুরন্তে ভীমমর্দ্দিনি দমনি দামিনি শবরি কিরাতি মাতঙ্গি ওঁ হ্রাং হ্রীং হ্রূং হ্রৈং হ্রৌং হ্রঃ ক্ষোং গ্রূং তুরু তুরু স্বাহা॥ ১৪

ওঁ যে মাং দ্বিষন্তি প্রত্যক্ষং পরোক্ষং বা তান্ সর্ব্বান্ হন হন দহ দহ পচ পচ মর্দ্দয় মর্দ্দয় তাপয় তাপয় শোষয় শোষয় উৎসাদয় উৎসাদয় ব্রহ্মাণি মাহেশ্বরি বারাহি নারসিংহি কৌমারি বৈনায়কি বৈষ্ণবি ঐন্দ্রি চান্দ্রি আগ্নেয়ি চণ্ডি চামুণ্ডি বারুণি বায়ব্যে রক্ষ রক্ষ প্রচণ্ডবিদ্যে ইন্দ্রোপেন্দ্রভগিনি জয়ে বিজয়ে শান্তি-স্বস্তি-পুষ্টি-তুষ্টি-কীর্ত্তি-বিবর্দ্ধিনি কামাঙ্কুশে কামদুঘে সর্ব্বকামবরপ্রদে সর্ব্ব-ভূতেষু মাং প্রিয়ং কুরু কুরু স্বাহা॥ ১৫

ওঁ আকর্ষণি আবেশিনি জ্বালাংশুমালিনি রমণি রামণি ধরণি ধারিণি তপনি তাপিনি মদোন্মাদিনি সংশোষিণি সংমোহিনি মহানীলে নীলপতাকে মহাগৌরি মহাশ্রয়ে মহাচান্দ্রি মহাময়ূরি মহাপ্রিয়ে মহামায়ে আদিত্য-মহারশ্মি জাহ্নবি যমঘণ্টে কিলি কিলি চিন্তামণি সুরভি সুরোৎপন্নে সর্ব্বকামদুঘে যথাভিলষিতং কার্য্যং তন্মে সিধ্যতু স্বাহা॥ ১৬

ওঁ ভূঃ স্বাহা ওঁ ভুবঃ স্বাহা ওঁ স্বঃ স্বাহা ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা। ওঁ যত এবাগতং পাপং তত্রৈব প্রতিগচ্ছতু স্বাহা। ওঁ বলে বলে মহাবলে অসিদ্ধ-সাধিনি স্বাহা॥ ১৭

ইতি শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তৃতীয়কণ্ডে ত্রৈলোক্য-
বিজয়াপরাজিতা-স্তোত্রং সমাপ্তম্।

সূর্য্যদ্বাদশনাম-স্তোত্র

ওঁ নমো ভগবতে শ্রীসূর্য্যায়।

প্রথমং ভাস্করং নাম দ্বিতীয়ঞ্চ দিবাকরম্।
তৃতীয়ং তিমিরারিঞ্চ চতুর্থং লোকচক্ষুষম্॥ ১
প্রভাকরং পঞ্চমঞ্চ ষষ্ঠঞ্চৈব বিভাবসুম্।
মার্ত্তণ্ডং সপ্তমং নাম আদিত্যঞ্চ তথাষ্টমম্॥ ২
নবমং রবিনামেতি দশমং সূর্য্যমেব চ।
অর্কমেকাদশং নাম দ্বাদশং তীক্ষ্ণতেজসম্॥ ৩
দ্বাদশৈতানি নামানি ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নরঃ।
আন্ধ্যং কুষ্ঠঞ্চ দারিদ্র্যং রোগশোক-বিনাশনম্॥ ৪
সর্ব্বতীর্থকৃতস্নানং সর্ব্বলোকৈকবন্দনম্।
প্রভাতে ব্রহ্মরূপঞ্চ মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপিণম্।
সায়াহ্নে হররূপঞ্চ সূর্য্যদেব নমোঽস্তুতে॥ ৫

ইতি শ্রীশাম্বপুরাণে শ্রীসূর্য্য-দ্বাদশনাম-স্তোত্রং সমাপ্তম্।

শ্রীসূর্য্যস্তবরাজ

বশিষ্ঠ উবাচ—

স্তুবংস্তত্র ততঃ শাম্বঃ কৃশো ধমনিসন্ততঃ।
রাজন্ নামসহস্রেণ সহস্রাংশুং দিবাকরম্॥ ১
খিদ্যমানন্তু তং দৃষ্ট্বা সূর্য্যঃ কৃষ্ণাত্মজং তদা।
স্বপ্নে তু দর্শনং দত্ত্বা পুনর্ব্বচনমব্রবীৎ॥ ২

শ্রীসূর্য্য উবাচ—

শাম্ব শাম্ব মহাবাহো শৃণু জাম্ববতীসুত।
অলং নাম সহস্রেণ পঠস্বেমং স্তবং শুভম্॥ ৩

যানি নামানি গুহ্যানি পবিত্রাণি শুভানি চ।
তানি তে কীর্ত্তয়িষ্যামি শ্রুত্বা বৎসাবধারয় ॥ ৪

অস্য শ্রীসূর্য্যস্তবরাজস্তোত্রস্য বশিষ্ঠঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ শ্রীসূর্য্যোদেবতা সর্ব্ব-পাপক্ষয়পূর্ব্বক-সর্ব্বরোগোপশমনার্থে বিনিয়োগঃ।

(ওঁ) রথস্থং চিন্তয়েদ্‌ভানুং দ্বিভুজং রক্তবাসসম্।
দাড়িম্বীপুষ্পসঙ্কাশং পদ্মাদিভিরলঙ্কৃতম্ ॥ ৫

(ওঁ) বিকর্ত্তনো বিবস্বাংশ্চ মার্ত্তণ্ডো ভাস্করো রবিঃ।
লোকপ্রকাশকঃ শ্রীমান্ লোকচক্ষুর্গ্রহেশ্বরঃ ॥ ৬

লোকসাক্ষী ত্রিলোকেশঃ কর্ত্তা হর্ত্তা তমিস্রহা।
তপনস্তাপনশ্চৈব শুচিঃ সপ্তাশ্ববাহনঃ । ৭

গভস্তিহস্তো ব্রহ্মা চ সর্ব্বদেব-নমস্কৃতঃ।
একবিংশতিরিত্যেষ স্তব ইষ্টঃ সদা মম ॥ ৮

শ্রীরারোগ্যকরশ্চৈব ধনবৃদ্ধির্যশস্করঃ।
স্তবরাজ ইতি খ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ ॥ ৯

য এতেন মহাবাহো দ্বে সন্ধ্যেহস্তমনোদয়ে।
স্তৌতি মাং প্রণতো ভূত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১০

কায়িকং বাচিকঞ্চৈব মানসং যচ্চ দুষ্কৃতম্।
একজপ্যেন তৎসর্ব্বং প্রণশ্যতি মমাগ্রতঃ ॥ ১১

এষ জপ্যশ্চ হোমশ্চ সন্ধ্যোপাসনমেব চ।
বলিমন্ত্রোহর্ঘ্যমন্ত্রশ্চ ধূপমন্ত্রস্তথৈব চ ॥ ১২

অন্নপ্রদানে স্নানে চ প্রণিপাতে প্রদক্ষিণে।
পূজিতোহয়ং মহামন্ত্রঃ সর্ব্বব্যাধিহরঃ শুভঃ ॥ ১৩

এবমুক্ত্বা তু ভগবান্ ভাস্করো জগদীশ্বরঃ।
আমন্ত্র্য কৃষ্ণতনয়ং তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ১৪

শাম্বোঽপি স্তবরাজেন স্তুত্বা সপ্তাশ্ববাহনম্ ॥
পূতাত্মা নীরুজঃ শ্রীমান্ তস্মাদ্রোগাদ্‌বিমুক্তবান্ ॥ ১৫

ইতি শ্রীশাম্বপুরাণে রোগাপনয়নে শ্রীসূর্য্যবক্ত্র-বিনির্গতঃ
শ্রীসূর্য্যস্তবরাজঃ সমাপ্তঃ ॥

নবগ্রহস্তোত্র

ওঁ জবাকুসুম-সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্ ॥ ১

দিব্য-শঙ্খ-তুষারাভং ক্ষীরার্ণব-সমুদ্ভবম্।
নমামি শশিনং ভক্ত্যা শম্ভোর্মুকুটভূষণম্ ॥ ২

ধরণীগর্ভ-সম্ভূতং বিদ্যুৎপুঞ্জ-সমপ্রভম্।
কুমারং শক্তিহস্তঞ্চ লোহিতাঙ্গং নমাম্যহম্ ॥ ৩

প্রিয়ঙ্গু-কলিকা-শ্যামং রূপেণাপ্রতিমং বুধম্।
সৌম্যং সর্ব্বগুণোপেতং নমামি শশিনঃ সুতম্ ॥ ৪

দেবতানামৃষীণাঞ্চ গুরুং কনকসন্নিভম্।
বন্দ্যভূতং ত্রিলোকেশং তং নমামি বৃহস্পতিম্ ॥ ৫

হিম-কুন্দ-মৃণালাভং দৈত্যানাং পরমং গুরুম্।
সর্ব্বশাস্ত্রপ্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৬

নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যং রবিসূনুং মহাগ্রহম্।
ছায়ায়া গর্ভসম্ভূতং বন্দে ভক্ত্যা শনৈশ্চরম্ ॥ ৭

অর্দ্ধকায়ং মহাঘোরং চন্দ্রাদিত্যবিমর্দ্দকম্।
সিংহিকায়াঃ সুতং রৌদ্রং তং রাহুং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৮

পলাল-ধূম-সঙ্কাশং তারাগ্রহ-বিমর্দ্দকম্।
রৌদ্রং রুদ্রাত্মকং ক্রূরং তং কেতুং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৯

ব্যাসেনোক্তমিদং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ শুচিঃ।
দিবা বা যদি বা রাত্রৌ শান্তিস্তস্য ন সংশয়ঃ॥ ১০
ঐশ্বর্য্যমতুলং তেষামারোগ্যং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
নরনারী-প্রিয়ত্বঞ্চ ভবেদ্দুঃস্বপ্ন-নাশনম্॥ ১১
তক্ষকোঽগ্নির্যমো বায়ু র্যে চান্যে গ্রহপীড়কাঃ।
তে সর্ব্বে প্রশমং যান্তি ব্যাসো ব্রূতে ন সংশয়ঃ॥ ১২
ইতি ব্যাসবিরচিতং নবগ্রহস্তোত্রং সমাপ্তম্।

গঙ্গাস্তোত্র—(শঙ্করাচার্য্যকৃত)

দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে, ত্রিভুবনতারিণি তরলতরঙ্গে।
শঙ্করমৌলিনিবাসিনি বিমলে, মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে॥ ১
ভাগীরথি সুখদায়িনি মাত-স্তব জলমহিমা নিগমে খ্যাতঃ।
নাহং জানে তব মহিমানং ত্রাহি কৃপাময়ি মামজ্ঞানম্॥ ২
হরিপদপদ্মবিহারিণি গঙ্গে, হিমবিধুমুক্তাধবলতরঙ্গে।
দূরীকুরু মম দুষ্কৃতিভারং কুরু কৃপয়া ভবসাগর-পারম্॥ ৩
তব জলমমলং যেন নিপীতং, পরমপদং খলু তেন গৃহীতম্॥
মাতর্গঙ্গে ত্বয়ি যো ভক্তঃ, কিল তং দ্রষ্টুং ন যমঃ শক্তঃ॥ ৪
পতিতোদ্ধারিণি জাহ্নবি গঙ্গে, খণ্ডিতগিরিবর-মণ্ডিত-ভঙ্গে।
ভীষ্মজননি খলু মুনিবরকন্যে, নরকনিবারিণি ত্রিভুবনধন্যে॥ ৫
কল্পলতামিব ফলদাং লোকে, প্রণমতি যস্ত্বাং ন পততি শোকে।
পারাবারবিহারিণি গঙ্গে, বুধবনিতাকৃত-তরলাপাঙ্গে॥ ৬
তব কৃপয়া চেৎ স্রোতঃস্নাতঃ, পুনরপি জঠরে সোঽপি ন জাতঃ।
যমভয়বারিণি জাহ্নবি গঙ্গে, কলুষবিনাশিনি মহিমোত্তুঙ্গে॥ ৭
পরিলসদঙ্গে পুণ্যতরঙ্গে, জয় জয় জাহ্নবি করুণাপাঙ্গে।
ইন্দ্রমুকুটমণিরাজিতচরণে, সুখদে শুভদে সেবকশরণে॥ ৮

রোগং শোকং তাপং পাপং, হর মে ভগবতি কুমতি-কলাপম্ ॥
ত্রিভুবনসারে বসুধাহারে, ত্বমসি গতির্মম খলু সংসারে ॥ ৯

অলকানন্দে পরমানন্দে, কুরু ময়ি করুণাং কাতর-বন্দ্যে ।
তব তটনিকটে যস্য নিবাসঃ, খলু বৈকুণ্ঠে তস্য হি বাসঃ ॥ ১০

বরমিহ নীরে কমঠো মীনঃ, কিংবা তীরে সরটঃ ক্ষীণঃ ।
অথবা শ্বপচো গব্যূতিদীনঃ, ন চ তব দূরে নৃপতিকুলীনঃ ॥ ১১

ভো ভুবনেশ্বরি পুণ্যে ধন্যে, দেবি দ্রবময়ি মুনিবরকন্যে ।
গঙ্গাস্তবমিমমমলং নিত্যং, পঠতি নরো যঃ স জয়তি সত্যম্ ॥ ১২
যেষাং হৃদয়ে গঙ্গাভক্তিঃ, তেষাং ভবতি সদা সুখমুক্তিঃ ।
মধুরমনোমদপজ্ঝটিকাভিঃ, পরমানন্দকলিতললিতাভিঃ ॥ ১৩
গঙ্গাস্তোত্রমিদং ভবসারং, বাঞ্ছিতফলদং বিগলিতভারম্ ।
শঙ্কর-সেবক-শঙ্কররচিতং, পঠতু চ বিষয়ীদমিতি সমাপ্তম্ ॥ ১৪

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং গঙ্গাস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

বাল্মীকিকৃত-গঙ্গাষ্টক-স্তোত্র

ওঁ নমো গঙ্গায়ৈ ।

মাতঃ শৈলসুতাসপত্নি বসুধা-শৃঙ্গারহারাবলি
স্বর্গারোহণবৈজয়ন্তি ভবতীং ভাগীরথীং প্রার্থয়ে ।
ত্বত্তীরে বসতস্ত্বদম্বু পিবতস্ত্বদ্বীচিমুৎপ্রেঙ্খত-
স্ত্বন্নাম স্মরতস্ত্বদর্পিতদৃশঃ স্যান্মে শরীরব্যয়ঃ ॥ ১

ত্বত্তীরে তরুকোটরান্তরগতো গঙ্গে বিহঙ্গো বরং
ত্বন্নীরে নরকান্তকারিণি বরং মৎস্যোঽথবা কচ্ছপঃ ।
নৈবান্যত্র মদান্ধসিন্ধুরঘটাসঙ্ঘট্টঘণ্টারণৎ-
কারত্রস্তসমস্তবৈরিবনিতালব্ধস্তুতির্ভূপতিঃ ॥ ২

[উক্ষা পক্ষী তুরগ উরগঃ কোঽপি বা বারণো বা-
বারীণঃ স্যাং জননমরণক্লেশদুঃখাসহিষ্ণুঃ।
ন ত্বন্যত্র প্রবিরলরণৎকঙ্কণ-কাণ মিশ্রং
বারস্ত্রীভিশ্চমরমরুতা বীজিতো ভূমিপালঃ॥]
কাকৈর্নিষ্কুষিতং শ্বভিঃ কবলিতং গোমায়ুভির্লুণ্ঠিতং
স্রোতোভিশ্চলিতং তটাম্বুলুলিতং বীচিভিরান্দোলিতম্।
দিব্যস্ত্রীকরচারুচামরমরুৎসংবীজ্যমানঃ কদা
দ্রক্ষ্যেঽহং পরমেশ্বরি ত্রিপথগে ভাগীরথি স্বং বপুঃ॥ ৩

অভিনববিষবল্লী পাদপদ্মস্য বিষ্ণো-
র্মদনমথনমৌলের্মালতীপুষ্পমালা।
জয়তি জয়পতাকা কাপ্যসৌ মোক্ষলক্ষ্মী
ক্ষপিতকলিকলঙ্কা জাহ্নবী নঃ পুনাতু॥ ৪
যত্তত্তালতমালশালসরলব্যালোলবল্লীলতা-
চ্ছন্নং সূর্য্যকরপ্রতাপরহিতং শঙ্খেন্দুকুন্দোজ্জ্বলম্।
গন্ধর্ব্বামরসিদ্ধকিন্নরবধূতুঙ্গস্তনাস্ফালিতং,
স্নানায় প্রতিবাসরং ভবতু মে গাঙ্গং জলং নির্ম্মলম্॥ ৫
গাঙ্গং বারি মনোহারি মুরারিচরণচ্যুতম্।
ত্রিপুরারি শিরশ্চারি পাপহারি পুনাতু মাম্॥ ৬
পাপাপহারি দুরিতারি তরঙ্গধারি
দূরপ্রচারি গিরিরাজগুহাবিদারি।
ঝঙ্কারকারি হরিপাদরজোবিহারি
গাঙ্গং পুনাতু সততং শুভকারি বারি॥ ৭
বরমিহ গঙ্গাতীরে শরটঃ করটঃ
কৃশঃ শুনীতনয়ো ন হি দূরতরস্থঃ।

অযুতশতবরনারীভিঃ পরিবৃতঃ
কবিবরকোটীশ্বরো নৈব হি নৃপতিঃ ॥ ৮

গঙ্গাষ্টকং পঠতি যঃ প্রযতঃ প্রভাতে
বাল্মীকিনা বিরচিতং শুভদং মনুষ্যঃ।
প্রক্ষাল্য সোঽত্র কলিকল্মষপঙ্কমাশু
মোক্ষং লভেৎ পততি নৈব পুনর্ভবাব্ধৌ ॥ ৯

ইতি শ্রীবাল্মীকি-বিরচিতং গঙ্গাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

দশাবতার-স্তোত্র

প্রলয়-পয়োধিজলে, ধৃতবানসি বেদম্।
বিহিত-বহিত্র-চরিত্র-মখেদম্ ॥
কেশব ধৃত মীনশরীর,—জয় জগদীশ হরে ॥ ১

ক্ষিতি-রতিবিপুলতরে, তব তিষ্ঠতি পৃষ্ঠে।
ধরণি-ধরণ-কিণচক্র-গরিষ্ঠে ॥
কেশব ধৃতকূর্ম্মশরীর,—জয় জগদীশ হরে ॥ ২

বসতি দশনশিখরে, ধরণী তব লগ্না।
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না ॥
কেশব ধৃতশূকররূপ,—জয় জগদীশ হরে ॥ ৩

তব কর-কমলবরে, নখ-মদ্ভুতশৃঙ্গম্।
দলিত-হিরণ্যকশিপু-তনুভৃঙ্গম্ ।
কেশব ধৃত-নরহরিরূপ,—জয় জগদীশ হরে ॥ ৪

ছলয়সি বিক্রমণে, বলি-মদ্ভুতবামন।
পদনখ-নীর-জনিত-জনপাবন ॥
কেশব ধৃত-বামনরূপ,—জয় জগদীশ হরে ॥ ৫

ক্ষত্রিয়-রুধিরময়ে, জগদপগত-পাপম্ ।
স্নপয়সি পয়সি শমিত ভবতাপম্ ॥
কেশব ধৃত-ভৃগুপতিরূপ,—জয় জগদীশ হরে ॥ ৬

বিতরসি দিক্ষু রণে, দিক্‌পতি কমনীয়ম্ ।
দশমুখ-মৌলিবলিং রমণীয়ম্ ॥
কেশব ধৃত-রামশরীর,—জয় জগদীশ হরে ॥ ৭

বহসি বপুষি বিশদে, বসনং জগদাভম্ ।
হলহতি-ভীতি-মিলিত-যমুনাভম্ ॥
কেশব ধৃত-হলধররূপ,—জয় জগদীশ হরে ॥ ৮

নিন্দসি যজ্ঞবিধে,-রহহ শ্রুতিজাতম্ ।
সদয়হৃদয় দর্শিত-পশুঘাতম্ ॥
কেশব ধৃত-বুদ্ধশরীর,— জয় জগদীশ হরে ॥ ৯

ম্লেচ্ছ-নিবহ-নিধনে, কলয়সি করবালম্ ।
ধূমকেতুমিব কমপি করালম্ ॥
কেশব ধৃত কল্কিশরীর,—জয় জগদীশ হরে ॥ ১০

শ্রীজয়দেবকবে-রিদ,-মুদিত-মুদারম্ ।
শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারম্ ॥
কেশব ধৃত দশবিধরূপ,—জয় জগদীশ হরে ॥ ১১

বেদানুদ্ধরতে, জগন্তি বহতে, ভূগোল-মুদ্বিভ্রতে,
দৈত্যং দারয়তে, বলিং ছলয়তে, ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে ।
পৌলস্ত্যং জয়তে, হলং কলয়তে, কারুণ্য-মতান্বতে,
ম্লেচ্ছান্, মূর্চ্ছয়তে, দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ ॥ ১২

ইতি শ্রীজয়দেব-বিরচিতং দশাবতার-স্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত-স্তোত্র

হে দেব হে দয়িত হে জগদেকবন্ধো,
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো।
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম,
হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে॥ ১॥
অংসালম্বিত-বামকুণ্ডলভরং মন্দোন্নতভ্রূলতং,
কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত-কোমলাধরপুটং সাচিপ্রসারেক্ষণম্।
আলোলাঙ্গুলিপল্লবৈর্মুরলিকা মাপূরয়ন্তং মুদা,
মূলে কল্পতরোস্ত্রিভঙ্গললিতং জানে জগন্মোহনম্॥ ২॥
হে গোপালক হে কৃপাজলনিধে হে সিন্ধুকন্যাপতে,
হে কংসান্তক হে গজেন্দ্র-করুণাবারীন হে মাধব।
হে রামানুজ হে জগত্রয়গুরো হে পুণ্ডরীকাক্ষ মাং
হে গোপীজননাথ পালয় পরং জানামি ন ত্বাং বিনা॥ ৩
কস্তূরীতিলকং ললাটফলকে বক্ষঃস্থলে কৌস্তভং,
নাসাগ্রে নবমৌক্তিকং করতলে বেণুং করে কঙ্কণম্।
সর্ব্বাঙ্গে হরিচন্দনঞ্চ কলয়ন্ কণ্ঠে চ মুক্তাবলিং,
গোপস্ত্রীপরিবেষ্টিতো বিজয়তে গোপাল-চূড়ামণিঃ॥ ৪॥
লোকানুন্মদয়ন্ শ্রুতিং মুখরয়ন্ ক্ষৌণীরুহান্ হর্ষয়ন্,
শৈলান্ বিদ্রবয়ন্ মৃগান্ বিবশয়ন্ গোবৃন্দমানন্দয়ন্।
গোপান্ সংভ্রময়ন্ মুনীন্ মুকুলয়ন্ সপ্তস্বরান্ জৃম্ভয়ন্,
ওঁকারার্থ-মুদীরয়ন্ বিজয়তে বংশীনিনাদঃ শিশোঃ॥ ৫॥
সন্ধ্যাবন্দন ভদ্রমস্তু ভবতে ভো স্নান তুভ্যং নমো,
ভো দেবাঃ পিতরশ্চ তর্পণবিধৌ নাহং ক্ষমঃ ক্ষম্যতাম্।
যত্র কাপি নিষিদ্য যাদবকুলোত্তংসস্য কংসদ্বিষঃ,
স্মারং স্মারমঘং হরামি তদলং মন্যে কিমন্যেন মে॥ ৬॥
ইতি শ্রীবিল্বমঙ্গলবিরচিতং শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত-স্তোত্রং সমাপ্তম্॥

শ্রীবিষ্ণুনামাষ্টকস্তোত্র

অচ্যুতং কেশবং বিষ্ণুং হরিং সত্যং জনার্দ্দনম্।
হংসং নারায়ণঞ্চৈব এতন্নামাষ্টকং শুভম্॥ ১
ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নিত্যং পাপং তস্য ন বিদ্যতে।
শত্রুসৈন্যং ক্ষয়ং যাতি দুঃস্বপ্নঃ সুস্বপ্নো ভবেৎ॥ ২
গঙ্গায়াং মরণঞ্চৈব দৃঢ়া ভক্তিশ্চ কেশবে।
ব্রহ্মবিদ্যা-প্রবোধশ্চ তস্মান্নিত্যং পঠেন্নরঃ॥ ৩
ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণে শ্রীবিষ্ণোর্নামাষ্টকস্তোত্রং সমাপ্তম্।

শ্রীবিষ্ণুষোড়শনামস্তোত্র

ঔষধে চিন্তয়েদ্ বিষ্ণুং ভোজনে চ জনার্দ্দনম্।
শয়নে পদ্মনাভঞ্চ বিবাহে চ প্রজাপতিম্॥ ১
যুদ্ধে চক্রধরং দেবং প্রবাসে চ ত্রিবিক্রমম্।
নারায়ণং তনুত্যাগে শ্রীধরং প্রিয়সঙ্গমে॥ ২
দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দং সঙ্কটে মধুসূদনম্।
কাননে নরসিংহঞ্চ পাবকে জলশায়িনম্॥ ৩
জলমধ্যে বরাহঞ্চ পর্ব্বতে রঘুনন্দনম্।
গমনে বামনঞ্চৈব সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবম্॥ ৪
ষোড়শৈতানি নামানি প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥ ৫
ইতি শ্রীবিষ্ণোঃ ষোড়শনামস্তোত্রং সমাপ্তম্।

শ্রীকৃষ্ণস্তোত্র

ব্রহ্মোবাচ।

রক্ষ রক্ষ হরে মাঞ্চ নিমগ্নং কামসাগরে।
দুষ্কীর্ত্তিজলপূর্ণে চ দুষ্পারে বহুসঙ্কটে॥ ১

ভক্তিবিস্মৃতিবীজে চ বিপৎসোপানদুস্তরে।
অতীব নির্ম্মলজ্ঞানচক্ষুঃ-প্রচ্ছন্নকারিণে॥ ২
জন্মোর্ম্মিসঙ্গসহিতে যোষিন্নক্রৌঘসঙ্কুলে।
রতিস্রোতঃসমাযুক্তে গম্ভীরে ঘোর এব চ॥ ৩
প্রথমামৃতরূপে চ পরিণামবিষালয়ে।
যমালয়-প্রবেশায় মুক্তিদ্বারাতিবিস্মৃতৌ॥ ৪
বুদ্ধ্যা তরণ্যা বিজ্ঞানৈরুদ্ধরাস্মানতঃ স্বয়ম্।
স্বয়ঞ্চ ত্বং কর্ণধারঃ প্রসীদ মধুসূদন॥ ৫
মদ্‌বিধাঃ কতিচিন্নাথ নিযোজ্যা ভবকর্ম্মণি।
সন্তি বিশ্বেশ বিধয়ো হে বিশ্বেশ্বর মাধব॥ ৬
ন কর্ম্মক্ষেত্রমেবেদং ব্রহ্মলোকোঽয়মীপ্সিতঃ।
তথাপি নঃ স্পৃহা কামে ত্বদ্ভক্তিব্যবধায়কে॥ ৭
হে নাথ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো কৃপাং কুরু।
ত্বং মহেশ মহাজ্ঞাতা দুঃস্বপ্নং মাং ন দর্শয়॥ ৮
ইত্যুক্ত্বা জগতাং ধাতা বিররাম সনাতনঃ।
ধ্যায়ং ধ্যায়ং মৎপদাব্জং শশ্বৎ সস্মার মামিতি॥ ৯
ব্রহ্মণা চ কৃতং স্তোত্রং ভক্তিযুক্তশ্চ যঃ পঠেৎ।
স চৈবাকর্ম্মবিষয়ে ন নিমগ্নো ভবেদ্ ধ্রুবম্॥ ১০
মম মায়াং বিনির্জ্জিত্য স জ্ঞানং লভতে ধ্রুবম্।
ইহলোকে ভক্তিযুক্তো মদ্ভক্তপ্রবরো ভবেৎ॥ ১১
ইতি শ্রীব্রহ্মদেব-কৃতং শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

শ্রীরামচন্দ্রাষ্টক

ভজে বিশেষসুন্দরং, সমস্ত-পাপখণ্ডনম্।
স্বভক্তচিত্তরঞ্জনং, সদৈব রামমদ্বয়ম্॥ ১

জটাকলাপশোভনং, সমস্তপাপনাশনম্ ।
স্বভক্তভীতিভঞ্জনং, ভজে হ রামমদ্বয়ম্ ॥ ২
নিজস্বরূপবোধকং, কৃপাকরং ভবাপহম্ ।
সমং শিবং নিরঞ্জনং, ভজে হ রামমদ্বয়ম্ ॥ ৩
সদা প্রপঞ্চকল্পিতং, হ্যনামরূপবাস্তবম্ ।
নিরাকৃতিং নিরাময়ং, ভজে হ রামমদ্বয়ম্ ॥ ৪
প্রপঞ্চহীননির্ম্মলং, বিকল্পহং নিরাময়ম্ ।
চিদেকরূপসন্ততং, ভজে হ রামমদ্বয়ম্ ॥ ৫
ভবাব্ধিপোতরূপকং, হ্যশেষদেহকল্পিতম্ ।
গুণাকরং কৃপাকরং, ভজে হ রামমদ্বয়ম্ ॥ ৬
মহর্ষিবাক্যবোধকৈ, র্বিরাজমানবাক্‌পদৈঃ ।
সরোজ-যোনি-সেবিতং, ভজে হ রামমদ্বয়ম্ ॥ ৭
শিবপ্রদং সুখপ্রদং, ভবচ্ছিদং ভ্রমাপহম্ ।
বিরাজমানদৈশিকং, ভজে হ রামমদ্বয়ম্ ॥ ৮
রামাষ্টকং পঠতি যঃ সুকরং সুপুণ্যম্,
ব্যাসেন ভাষিতমিদং শৃণুতে মনুষ্যঃ ।
বিদ্যাং শ্রিয়ং বিপুলসৌখ্যমনন্তকীর্ত্তিম্,
সংপ্রাপ্য দেহবিলয়ে লভতে চ মোক্ষম্ ॥ ৯
ইতি শ্রীব্যাসবিরচিতং শ্রীরামচন্দ্রাষ্টকং সমাপ্তম্ ॥

জগন্নাথ-স্তোত্র

শ্রীজগন্নাথায় নমঃ ।

কদাচিৎ কালিন্দীতটবিপিনসঙ্গীতকরবো,
মুদাভীরীনারীবদনকমলাস্বাদমধুপঃ ।
রমাশম্ভুব্রহ্মাসুরপতিগণেশার্চ্চিতপদো,
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ১ ॥

ভুজে সব্যে বেণুং শিরসি শিখিপুচ্ছং কটিতটে,
দুকূলং নেত্রান্তে সহচর-কটাক্ষং বিদধতে।
সদা শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনবসতিলীলাপরিচয়ো,
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ২ ॥

মহাম্ভোধেস্তীরে কনকরুচিরে নীলশিখরে,
বসন্ প্রাসাদান্তে সহজবলভদ্রেণ বলিনা।
সুভদ্রামধ্যস্থঃ সকলসুরসেবাবসরদো,
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৩ ॥

কৃপাপারাবারঃ সজলজলদশ্রেণিরুচিরো,
রমাবাণীরামঃ স্ফুরদমলপঙ্কেরুহমুখঃ।
সুরেন্দ্রৈরারাধ্যঃ শ্রুতিগণশিখাগীতচরিতো,
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৪ ॥

রথারূঢ়ো গচ্ছন্ পথি মিলিতভূদেবপটলৈঃ,
স্তুতিপ্রাদুর্ভাবং প্রতিপদমুপাকর্ণ্য সদয়ঃ।
দয়াসিন্ধুর্বন্ধুঃ সকলজগতাং সিন্ধুসুতয়া,
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৫ ॥

পরব্রহ্মাপীড়ঃ কুবলয়দলোৎফুল্লনয়নো,
নিবাসী নীলাদ্রৌ নিহিতচরণোঽনন্তশিরসি।
রসানন্দো রাধা সরসবপুরাঙ্গিনসুখো,
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৬ ॥

ন বৈ যাচে রাজ্যং ন চ কনকমাণিক্যবিভবং,
না যাচেঽহং রম্যাং সকলজনকাম্যাং বরবধূম্।
সদা কালে কালে প্রমথপতিনা গীতচরিতো,
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৭ ॥

হর ত্বং সংসারং দ্রুততরমসারং সুরপতে,
হর ত্বং পাপানাং বিততিমপরাং যাদবপতে।
অহো ! দীনেঽনাথে নিহিতমচলং নিশ্চিতপদং,
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ।। ৮ ।।
জগন্নাথাষ্টকং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ শুচিঃ।
সর্ব্ব-পাপবিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৯ ॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রমুখপদ্মবিনির্গতং শ্রীজগন্নাথাষ্টকং সমাপ্তম্ ।।

লক্ষ্মীস্তোত্র

ঈশ্বর উবাচ।

ওঁ ত্রৈলোক্য-পূজিতে দেবি কমলে বিষ্ণুবল্লভে।
যথা ত্বং সুস্থিরা কৃষ্ণে তথা ভব ময়ি স্থিরা ॥ ১
ঈশ্বরী কমলা লক্ষ্মী-শ্চলা ভূতির্হরিপ্রিয়া।
পদ্মা পদ্মালয়া সম্পদ্রমা শ্রীঃ পদ্মধারিণী ॥ ২
দ্বাদশৈতানি নামানি লক্ষ্মীং সংপূজ্য যঃ পঠেৎ।
স্থিরা লক্ষ্মীর্ভবেৎ তস্য পুত্রদারাদিভিঃ সহ ॥ ৩
ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে শ্রীলক্ষ্মীস্তোত্রং সমাপ্তম্।

সরস্বতীস্তোত্র

ব্রহ্মোবাচ

হ্রীঁ হ্রীঁ হৃদ্যেকবীজে শশিরুচি কমলাকল্পবিস্পষ্টশোভে,
ভব্যে ভব্যানুকূলে কুমতিবনদবে বিশ্ববন্দ্যাঙ্ঘ্রিপদ্মে।
পদ্মে পদ্মোপবিষ্টে প্রণতজনমনোমোদ-সম্পাদয়িত্রি,
প্রোৎপ্লুষ্টাজ্ঞানকূটে মুরহরদয়িতে দেবি সংসারসারে ॥ ১

ঐঁ ঐঁ ঐঁ ইষ্টমন্ত্রে কমলভবমুখাম্ভোজভূতি-স্বরূপে,
রূপারূপ-প্রকাশে সকলগুণময়ে নির্গুণে নির্বিকারে।
ন স্থূলে নাপি সূক্ষ্মেঽপ্যবিদিত-বিষয়ে নাপি বিজ্ঞাততত্ত্বে,
বিশ্বে বিশ্বান্তরালে সুরবর-নমিতে নিষ্কলে নিত্যশুদ্ধে ॥ ২

হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ জাপতুষ্টে হিমরুচিমুকুটে বল্লকীব্যগ্রহস্তে,
মাতর্মাতর্নমস্তে দহ দহ জড়তাং দেহি বুদ্ধিং প্রশস্তাম্।
বিদ্যে বেদান্তগীতে শ্রুতিপরিপঠিতে মোক্ষদে মুক্তিমার্গে,
মার্গাতীত-প্রভাবে ভব মম বরদা শারদে শুভ্রহারে ॥ ৩

ধীর্ধীর্ধীর্ধারণাখ্যে ধৃতিমতিনুতিভির্নামভিঃ কীর্তনীয়ে,
নিত্যেঽনিত্যে নিমিত্তে মুনিগণ-নমিতে নূতনে বৈ পুরাণে।
পুণ্যে পুণ্যপ্রবাহে হরিহর-নমিতে নিত্যশুদ্ধে সুবর্ণে,
মাত্রে মাত্রার্দ্ধতত্ত্বে ত্রিভুবনজয়দে মাধবপ্রীতিদানে ॥ ৪

হ্রীঁ ক্ষীঁ ধীঁ হ্রীং স্বরূপে দহ দহ দুরিতং পুস্তক-ব্যগ্রহস্তে,
সন্তুষ্টাকারচিত্তে স্মিতমুখি সুভগে জৃম্ভিনি স্তম্ভবিদ্যে।
মোহে মুগ্ধপ্রবাহে কুরু মম কুমতি-ধ্বান্ত-বিধ্বংসমীড্যে,
গীর্গৌর্বাগ্‌ভারতী ত্বং কবিবৃষরসনা সিদ্ধিদা সিদ্ধবিদ্যা ॥ ৫

স্তৌমি ত্বাং ত্বাঞ্চ বন্দে ভজ মম রসনাং মা কদাচিৎ ত্যজেথাঃ,
মা মে বুদ্ধির্বিরুদ্ধা ভবতু ন চ মনো দেবি মে যাতু পাপম্।
মা মে দুঃখং কদাচিদ্ বিপদি চ সময়েঽপ্যস্তু মে নাকুলত্বম্,
শাস্ত্রে বাদে কবিত্বে প্রসরতু মম ধীর্মাস্তু কুণ্ঠা কদাচিৎ ॥ ৬

ইত্যেতৈঃ শ্লোকমুখ্যৈঃ প্রতিদিনমুষসি স্তৌতি যো ভক্তিনম্রো,
বাণীং বাচস্পতেরপ্যভিমতবিভবো বাক্‌পটুর্মৃষ্টপঙ্কঃ।
স স্যাদিষ্টার্থলাভী সুতমিব সততং পালয়েৎ তং হি দেবী,
সৌভাগ্যং তস্য গেহে প্রসরতি কবিতা বিঘ্নমস্তং প্রযাতি ॥ ৭

ব্রহ্মচারী ব্রতী মৌনী ত্রয়োদশ্যাং নিরামিষঃ।
সারস্বতো নরঃ পাঠাৎ স স্যাদিষ্টার্থলাভবান্ ॥ ৮
পক্ষদ্বয়েঽপি যে ভক্ত্যা ত্রয়োদশ্যেকবিংশতিম্।
অবিচ্ছেদং পঠেদ্ধীমান্ ধ্যাত্বা দেবীং সরস্বতীম্ ॥ ৯
শুক্লাম্বরধরাং দেবীং শুক্লাভরণভূষিতাম্।
বাঞ্ছিতং ফলমাপ্নোতি স লোকে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১০
ইতি ব্রহ্মা স্বয়ং প্রাহ সরস্বত্যাঃ স্তবং শুভম্।
প্রযত্নেন পঠেন্নিত্যং সোঽমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥ ১১
ইতি শ্রীব্রহ্মভাষিতং সরস্বতীস্তোত্রং সমাপ্তম্।

শীতলাষ্টক

স্কন্দ উবাচ—

ভগবন্ দেবদেবেশ শীতলায়াঃ স্তবং শুভম্।
বক্তুমর্হস্যশেষেণ বিস্ফোটক-ভয়াপহম্ ॥

ঈশ্বর উবাচ—

বন্দেঽহং শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরাম্।
মার্জ্জনীকলসোপেতাং সূর্পা-লঙ্কৃতমস্তকাম্ ॥ ১
বন্দেঽহং শীতলাং দেবীং বিস্ফোটক-ভয়াপহাম্।
যামাসাদ্য নিবর্ত্তেত বিস্ফোটকভয়ং মহৎ ॥ ২
শীতলে শীতলে চেতি যো ব্রুয়াদ্দাহপীড়িতঃ।
বিস্ফোটকভয়ং ঘোরং ক্ষিপ্রং তস্য প্রণশ্যতি ॥ ৩
যস্ত্বামুদকমধ্যে তু ধ্যাত্বা সম্পূজয়েন্নরঃ।
বিস্ফোটকভয়ং ঘোরং গৃহে তস্য ন জায়তে ॥ ৪
শীতলে জ্বরদগ্ধস্য পূতিগন্ধযুতস্য চ।
প্রনষ্টচক্ষুষঃ পুংসস্ত্বামাহুর্জীবনৌষধম্ ॥ ৫

শীতলে তনুজান্ রোগান্ নৃণাং হরসি দুস্তরান্।
বিস্ফোটকবিশীর্ণানাং ত্বমেকামৃতবর্ষিণী ॥ ৬
গলগণ্ডগ্রহা রোগা যে চান্যে দারুণা নৃণাম্।
ত্বদনুধ্যানমাত্রেণ শীতলে যান্তি সংক্ষয়ম্ ॥৭
ন মন্ত্রো নৌষধং কিঞ্চিৎ পাপরোগস্য বিদ্যতে।
ত্বমেকা শীতলে ত্রাত্রী নান্যাং পশ্যামি দেবতাম্ ॥ ৮
মৃণালতন্তুসদৃশীং নাভি-হৃন্মধ্যসংস্থিতাম্।
যস্ত্বাং সঞ্চিন্তয়েদ্দেবি ভক্তিশ্রদ্ধাসমন্বিতঃ ॥
উপসর্গবিনাশায় পরং স্বস্ত্যয়নং মহৎ ॥ ৯
অষ্টকং শীতলাদেব্যা যো নরঃ প্রপঠেৎ সদা।
বিস্ফোটকভয়ং ঘোরং গৃহে তস্য ন জায়তে ॥ ১০
শ্রোতব্যং পঠিতব্যঞ্চ শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিতৈঃ।
শীতলে ত্বং জগন্মাতা শীতলে ত্বং জগৎপিতা।
শীতলে ত্বং জগদ্ধাত্রী শীতলায়ৈ নমো নমঃ ॥ ১১
রাসভো গর্দ্দভশ্চৈব খরো বৈশাখনন্দনঃ।
শীতলাবাহনশ্চৈব দূর্ব্বাকন্দনিকৃন্তনঃ ॥ ১২
এতানি খরনামানি শীতলাগ্রে তু যঃ পঠেৎ।
তস্য গেহে শিশূনাঞ্চ শীতলারুক্ ন জায়তে ॥ ১৩
অষ্টকং শীতলা দেব্যা ন দেয়ং যস্য কস্য চিৎ।
দাতব্যং হি সদা তস্মৈ ভক্তিশ্রদ্ধান্বিতো হি যঃ ॥ ১৪

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে শ্রীশীতলাষ্টকং সমাপ্তম্

মনসাদেবী-স্তোত্র

জরৎকারুর্জগদ্গৌরী মনসা সিদ্ধযোগিনী।
বৈষ্ণবী নাগভগিনী শৈবী নাগেশ্বরী তথা ॥ ১

জরৎকারুপ্রিয়াস্তীক-মাতা বিষহরেতি চ।
মহাজ্ঞানযুতা চৈব সা দেবী বিশ্বপূজিতা ॥ ২
দ্বাদশৈতানি নামানি পূজাকালে চ যঃ পঠেৎ।
তস্য নাগভয়ং নাস্তি তস্য বংশোবস্তস্য চ ॥৩
নাগভীতে চ শয়নে নাগগ্রস্তে চ মন্দিরে।
নাগক্ষতে মহাদুর্গে নাগবেষ্টিতবিগ্রহে ॥৪
ইদং স্তোত্রং পঠিত্বা তু মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥
নিত্যং পঠেদ্‌যস্তং দৃষ্ট্বা নাগবর্গঃ পলায়তে ॥৫
দশলক্ষজপেনৈব স্তোত্রসিদ্ধির্ভবেন্নৃণাম্।
স্তোত্রসিদ্ধির্ভবেদ্‌যস্য স বিষং ভোক্তুমীশ্বরঃ ।৬
নাগৌঘং ভূষণং কৃত্বা স ভবেন্নাগবাহনঃ।
নাগাসনো নাগতল্পো মহাসিদ্ধো ভবেন্নরঃ ॥
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মনসাদেবীস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

পিতৃস্তোত্র

ব্যাস উবাচ—

শৃণু বিপ্র প্রবক্ষ্যামি পিতৃস্তোত্রম্ মহাফলম্।
পঠনীয়ং প্রযত্নেন তনয়ৈর্ভক্তিপূর্ব্বকম্ ॥ ১
নমঃ পিত্রে জন্মদাত্রে সর্ব্বদেবময়ায় চ।
সুখদায় প্রসন্নায় সুপ্রীতায় মহাত্মনে ॥ ২
সর্ব্বযজ্ঞ-স্বরূপায় স্বর্গায় পরমেষ্ঠিনে।
সর্ব্বতীর্থাবলোকায় করুণাসাগরায় চ ।৷ ৩
পিত্রে তুভ্যং নমো নিত্যং সদারাধ্যতমাশুতোষে।
বিমলজ্ঞানদাত্রে চ নমস্তে গুরবে সদা ॥ ৪

নমস্তে জীবনাধিক্যদর্শিনে সুখহেতবে।
নমঃ সদাশুতোষায় শিবরূপায় তে নমঃ॥ ৫
সদাপরাধক্ষমিণে সুখদায় সুখায় চ।
দুর্লভং মানুষমিদং যেন লব্ধং ময়া বপুঃ।
সম্ভাবনীয়ং ধর্ম্মার্থে তস্মৈ পিত্রে নমো নমঃ॥ ৬
ইদং স্তোত্রং পিতুঃ পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতো নরঃ।
প্রত্যহং প্রাতরুত্থায় পিতৃশ্রাদ্ধদিনেঽপি চ॥৭
স্বজন্মদিবসে সাক্ষাৎ পিতুরগ্রে স্থিতোঽপি বা।
ন তস্য দুর্লভং কিঞ্চিৎ সর্ব্বং জপ্যাদি বাঞ্ছিতম্॥ ৮
নানাপকর্ম্ম কৃত্বাপি যঃ স্তৌতি পিতরং সুতঃ।
স ধ্রুবং প্রবিধায়ৈবং প্রায়শ্চিত্তং সুখী ভবেৎ॥ ৯
অকর্ম্মণ্যস্তু যঃ স্তূয়াৎ পিতরং সুভাবতঃ।
পিতুঃ প্রীতিকরো নিত্যং সর্ব্বকর্ম্মান্বিতো ভবেৎ॥ ১০

ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে পিতৃস্তোত্রং সমাপ্তম্।

ষষ্ঠী-স্তোত্র

স্তোত্রং শৃণু মুনিশ্রেষ্ঠ সর্ব্বকামশুভাবহম্।
আজ্ঞাপ্রদঞ্চ সর্ব্বেষাং গূঢ়ং বেদেষু নারদ॥

প্রিয়ব্রত উবাচ।

নামো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ সিদ্ধ্যৈ শান্ত্যৈ নমো নমঃ।
শুভায়ৈ দেবসেনায়ৈ ষষ্ঠ্যৈ দেব্যৈ নমো নমঃ॥
বরদায়ৈ পুত্রদায়ৈ ধনদায়ৈ নমো নমঃ।
সুখদায়ৈ মোক্ষদায়ৈ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ॥
শক্তিষষ্ঠাংশরূপায়ৈ সিদ্ধায়ৈ চ নমো নমঃ।
মায়ায়ৈ সিদ্ধযোগিন্যৈ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ॥

সারায়ৈ সারদায়ৈ চ পারায়ৈ সর্ব্বকারিণ্যৈ।
বালাধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ চ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ॥
কল্যাণদায়ৈ কল্যাণ্যৈ ফলদায়ৈ চ কর্ম্মণাম্।
প্রত্যক্ষায়ৈ চ ভক্তানাং ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ॥
পূজ্যায়ৈ স্কন্দকান্তায়ৈ সর্ব্বেষাং সর্ব্বকর্ম্মসু।
দেবরক্ষণকারিণ্যৈ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ।
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপায়ৈ বন্দিতায়ৈ নৃণাং সদা।
হিংসাক্রোধবর্জ্জিতায়ৈ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ॥
ধনং দেহি প্রিয়ং দেহি পুত্রং দেহি সুরেশ্বরি।
ধর্ম্মং দেহি যশো দেহি ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ॥
দেহি ভূমিং প্রজাং দেহি বিদ্যাং দেহি সুপূজিতে।
কল্যাণঞ্চ জয়ং দেহি ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ।
ইতি দেবীঞ্চ সংস্তূয় লেভে পুত্রং প্রিয়ব্রতঃ।
যশস্বিনঞ্চ রাজেন্দ্রং ষষ্ঠীদেবী-প্রসাদতঃ।
ষষ্ঠীস্তোত্রমিদং ব্রহ্মন্ যঃ শৃণোতি চ বৎসরম্।
অপুত্রো লভতে পুত্রং বরং সুচিরজীবিনম্॥
বর্ষমেকঞ্চ যা ভক্ত্যা সংস্তত্যেদং শৃণোতি চ।
সর্ব্বপাপ-বিনির্ম্মুক্তা মহাবন্ধ্যা প্রসূয়তে॥
বীরং পুত্রঞ্চ গুণিনং বিদ্যাবন্তং যশস্বিনম্।
সুচিরায়ুষ্মন্তমেব ষষ্ঠীদেবী-প্রসাদতঃ॥
কাকবন্ধ্যা চ যা নারী মৃতাপত্যা চ যা ভবেৎ।
বর্ষং শ্রুত্বা লভেৎ পুত্রং ষষ্ঠীদেবী-প্রসাদতঃ॥
রোগযুক্তে চ বালে চ পিতা মাতা শৃণোতি চেৎ।
মাসঞ্চ মুচ্যতে বালঃ ষষ্ঠীদেবী-প্রসাদতঃ॥
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতিখণ্ডে ষষ্ঠী-স্তোত্রং সমাপ্তম্।

কর্প্পূরাদিস্তোত্র

কর্প্পূরং মধ্যমান্ত্যস্বর-পরিরহিতং সেন্দুবামাক্ষিযুক্তং
বীজন্তে মাতরেতৎ ত্রিপুরহর-বধূ ত্রিঃকৃতং যে জপন্তি।
তেষাং গদ্যানি পদ্যানি চ মুখকুহরা-দুল্লসন্ত্যেব বাচঃ
স্বচ্ছন্দং ধ্বান্তধারাধর-রুচি-রুচিরে সর্ব্বসিদ্ধিং গতানাম্ ॥ ১

ঈশানঃ সেন্দুবামশ্রবণ-পরিগতো বীজমন্যন্মহেশি
দ্বন্দ্বন্তে মন্দচেতা যদি জপতি জনো বারমেকং কদাচিৎ।
জিত্বা বাচামধীশং ধনদমপি চিরং মোহয়ন্নম্বুজাক্ষী-
বৃন্দং চন্দ্রার্দ্ধচূড়ে প্রভবতি স মহাঘোর-বাণাবতংসে ।। ২

ঈশো বৈশ্বানরস্থঃ শশধর-বিলসদ্ বামনেত্রেণ যুক্তো
বীজন্তে দ্বন্দ্বমন্যদ্ বিগলিত-চিকুরে কালিকে যে জপন্তি।
দ্বেষ্টারং ঘ্নন্তি তে চ ত্রিভুবনমপি তে বশ্যভাবং নয়ন্তি
সৃক্কদ্বন্দ্বাস্রধারাদ্বয়ধরবদনে দক্ষিণে কালিকেতি ।। ৩

ঊর্দ্ধে বামে কৃপাণং করকমলতলে ছিন্নমুণ্ডং তথাধঃ
সব্যে চাভীর্ব্বরঞ্চ ত্রিজগদঘহরে দক্ষিণে কালিকেতি।
জপ্ত্বৈতন্নাম যে বা তব মনুবিভবং ভাবয়ন্ত্যেতদম্ব
তেষামষ্টৌ করস্থাঃ প্রকটিতবদনে সিদ্ধয়স্ত্র্যম্বকস্য ॥ ৪

বর্গাদ্যং বহ্নিসংস্থং বিধুরতি-বলিতং তত্রয়ং কূর্চ্চযুগ্মং
লজ্জাদ্বন্দ্বঞ্চ পশ্চাৎ স্মিতমুখি তদধষ্ঠদ্বয়ং যোজয়িত্বা।
মাতর্যে যে জপন্তি স্মরহর-মহিলে ভাবয়ন্তঃ স্বরূপং
তে লক্ষ্মীলাস্যলীলা-কমলদলদৃশঃ কামরূপা ভবন্তি ॥ ৫

প্রত্যেকং বা দ্বয়ং বা ত্রয়মপি চ পরং বীজমত্যন্তগুহ্যং
ত্বন্নাম্না যোজয়িত্বা সকলমপি সদা ভাবয়ন্তো জপন্তি।
তেষাং নেত্রারবিন্দে বিহরতি কমলা বক্ত্রশুভ্রাংশুবিম্বে
বাগ্দেবী দেবি মুণ্ডস্রগতিশয়লসৎকণ্ঠি পীনস্তনাঢ্যে ॥ ৬

গতাসূনাং বাহুপ্রকর-কৃতকাঞ্চী-পরিলস-
ন্নিতম্বাং দিগ্বস্ত্রাং ত্রিভুবনবিধাত্রীং ত্রিনয়নাম্ ।
শ্মশানস্থে তল্পে শবহৃদি মহাকালসুরত-
প্রযুক্তাং ত্বাং ধ্যায়ন্ জননি জড়চেতা অপি কবিঃ ॥ ৭

শিবাভির্ঘোরাভিঃ শবনিবহ-মুণ্ডাস্থিনিকরৈঃ
পরং সঙ্কীর্ণায়াং প্রকটিতচিতায়াং হরবধূম্ ।
প্রবিষ্টাং সন্তুষ্টামুপরি-সুরতেনাতিযুবতীং
সদা ত্বাং ধ্যায়ন্তি কচিদপি ন তেষাং পরিভবঃ ॥ ৮

বদামস্তে কিং বা জননি বয়মুচ্চৈর্জড়ধিয়ো
ন ধাতা নাপীশো হরিরপি ন তে বেত্তি পরমম্ ।
তথাপি ত্বদ্ভক্তির্মুখরয়তি চাস্মাক-মসিতে
তদেতৎ ক্ষন্তব্যং ন খলু পশুরোষঃ সমুচিতঃ ॥ ৯

সমন্তাদাপীন-স্তনজঘনধৃগ্ যৌবনবতী-
রতাসক্তো নক্তং যদি জপতি ভক্তস্তব মনুম্ ।
বিবাসাস্ত্বাং ধ্যায়ন্ গলিতচিকুরস্তস্য বশগাঃ
সমস্তাঃ সিদ্ধৌঘা ভুবি চিরতরং জীবতি কবিঃ ॥ ১০

সমাঃ স্বস্থীভূতো জপতি বিপরীতাং যদি সদা
বিচিন্ত্য ত্বাং ধ্যায়ন্নতিশয়-মহাকাল-সুরতাম্ ।
তদা তস্য ক্ষৌণীতল-বিহরমাণস্য বিদুষঃ
করাম্ভোজে বশ্যা হরবধূ মহাসিদ্ধি-নিবহাঃ ॥ ১১

প্রসূতে সংসারং জননি ভবতী পালয়তি চ
সমস্তং ক্ষিত্যাদি প্রলয়-সময়ে সংহরতি চ ।
অতস্ত্বং ধাতাসি ত্রিভুবনপতিঃ শ্রীপতিরহো
মহেশোঽপি প্রায়ঃ সকলমপি কিং স্তৌমি ভবতীম্ ॥ ১২

অনেকে সেবন্তে ভবদধিক-গীর্ব্বাণ-নিবহান্
বিমূঢ়াস্তে মাতঃ কিমপি নহি জানন্তি পরমম্।
সমারাধ্যামাদ্যাং হরিহরবিরিঞ্চ্যাদি-বিবুধৈঃ
প্রপন্নোঽস্মি স্বৈরং রতিরস-মহানন্দ-নিরতাম্ ॥ ১৩

ধরিত্রী কীলালং শুচিরপি সমীরোঽপি গগনং
ত্বমেকা কল্যাণী গিরিশরমণী কালি সকলম্।
স্তুতিঃ কা তে মাতস্তব করুণয়া মামগতিকং
প্রসন্না ত্বং ভূয়া ভবমনু ন ভূয়ান্মম জনুঃ ॥ ১৪

শ্মশানস্থঃ স্বস্থো গলিতচিকুরো দিক্‌পটধরঃ
সহস্রং ত্বর্কাণাং নিজগলিতবীর্য্যেণ কুসুমম্।
জপংস্ত্বৎ প্রত্যেকং মনুমপি তব ধ্যাননিরতো
মহাকালি স্বৈরং স ভবতি ধরিত্রীপরিবৃঢ়ঃ ॥ ১৫

গৃহে সম্মার্জ্জন্যা পরিগলিতবীজং হি চিকুরং
সমূলং মধ্যাহ্নে বিতরতি চিতায়াং কুজদিনে।
সমুচ্চার্য্য প্রেম্ণা মনুমপি সকৃৎ কালি সততং
গজারূঢ়ো যাতি ক্ষিতিপরিবৃঢ়ঃ সৎকবিবরঃ ॥ ১৬

স্বপুষ্পৈরাকীর্ণং কুসুমধনুষো মন্দিরমহো
পুরো ধ্যায়ন্ ধ্যায়ন্ যদি জপতি ভক্তস্তব মনুম্।
স গন্ধর্ব্বশ্রেণীপতিরপি কবিত্বামৃতনদী-
নদীনঃ পর্য্যান্তে পরমপদলীনঃ প্রভবতি ॥ ১৭

ত্রিপঞ্চারে পীঠে শবশিবহৃদি স্মেরবদনাং
মহাকালোনাচ্চৈর্ম্মদন-রস-লাবণ্য-নিরতাম্।
সমাসক্তো নক্তং স্বয়মপি রতানন্দনিরতো
জনো যো ধ্যায়েত্ত্বা-ময়ি জননি স স্যাৎ স্মরহরঃ ॥ ১৮

সলোমাস্থি স্বৈরং পললমপি মার্জ্জার-মসিতে
পরং চৌষ্ট্রং মৈষং নর-মহিষয়োশ্ছাগমপি বা।
বলিন্তে পূজায়া-মপি বিতরতাং মর্ত্ত্যবসতাং
সতাং সিদ্ধিঃ সর্ব্বা প্রতিপদ-মপূর্ব্বা প্রভবতি ।। ১৯

বশী লক্ষং মন্ত্রং প্রজপতি হবিষ্যাশনরতো
দিবা মাতর্যুষ্মচ্চরণ-যুগলধ্যান-নিপুণঃ।
পরং নক্তং নগ্নো নিধুবন-বিনোদেন চ মনুং
জপেল্লক্ষং স স্যাৎ স্মরহর-সমানঃ ক্ষিতিতলে ।। ২০

ইদং স্তোত্রং মাতস্তব মনুসমুদ্ধারণজনুঃ
স্বরূপাখ্যং পাদাম্বুজযুগল-পূজাবিধিযুতম্।
নিশার্দ্ধং বা পূজাসময়মধি বা যস্ত পঠতি
প্রলাপস্তস্যাপি প্রসরতি কবিত্বামৃতরসঃ ।। ২১

কুরঙ্গাক্ষীবৃন্দং তমনুসরতি প্রেমতরলং
বশস্তস্য ক্ষৌণীপতিরপি কুবের-প্রতিনিধিঃ।
রিপুঃ কারাগারং কলয়তি চ তং কেলিকলয়া
চিরং জীবন্মুক্তঃ স ভবতি চ ভক্তঃ প্রতিজনুঃ ।। ২২

ইতি বিশ্বসারতন্ত্রে মহাকালবিরচিতং স্বরূপাখ্যং শ্যামাস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।।

যম-স্তোত্র

সাবিত্র্যুবাচ।

তপসা ধর্ম্মমারাধ্য পুষ্করে ভাস্করঃ পুরঃ।
ধর্ম্মাংশং যং সুতং পাপ ধর্ম্মরাজং নমাম্যহম্ ।।
সমতা সর্ব্বভূতেষু যস্য সর্ব্বস্য সাক্ষিণঃ।
অতো যন্নাম শমনমিতি তং প্রণমাম্যহম্।

যেনাস্তশ্চ কৃতো বিশ্বে সর্ব্বেষাং জীবিনাং পরম্।
কর্ম্মানুরূপকালে চ তং কৃতান্তং নমাম্যহম্॥
বিভর্ত্তি দণ্ডং দণ্ডায় পাপিনাং শুদ্ধিহেতবে।
নমামি তং দণ্ডধরং যঃ শাস্তা সর্ব্বকর্ম্মণাম্॥
বিশ্বে যঃ কলয়ত্যেব সর্ব্বায়ুশ্চাপি সন্ততম্।
অতীব দুর্নিবার্য্যঞ্চ তং কালং প্রণমাম্যহম্॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে সাবিত্রীকৃত যম-স্তোত্রং সমাপ্তম্॥

শ্রীরাধিকা-স্তোত্র

উদ্ধব উবাচ।

বন্দে রাধাপদাম্ভোজং ব্রহ্মাদিসুরবন্দিতম্।
যৎকীর্ত্তিকীর্ত্তনেনৈব পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥
নমো গোলোকবাসিন্যৈ রাধিকায়ৈ নমো নমঃ।
শতশৃঙ্গনিবাসিন্যৈ রাধিকায়ৈ নমো নমঃ॥
রাসমণ্ডলবাসিন্যৈ রাসেশ্বর্য্যৈ নমো নমঃ।
বিরজাতীরবাসিন্যৈ বৃন্দায়ৈ চ নমো নমঃ॥
বৃন্দাবনবিলাসিন্যৈ কৃষ্ণায়ৈ চ নমো নমঃ।
নমঃ কৃষ্ণপ্রিয়ায়ৈ চ শান্তায়ৈ চ নমো নমঃ॥
কৃষ্ণবক্ষঃস্থিতায়ৈ চ তৎপ্রিয়ায়ৈ নমো নমঃ।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যাধিদেব্যৈ চ কমলায়ৈ নমো নমঃ॥
পদ্মনাভপ্রিয়ায়ৈ চ পদ্মায়ৈ চ নমো নমঃ।
মহদ্বিষ্ণোশ্চ মাত্রে চ পরমাত্মৈ নমো নমঃ॥
তেজঃসু সর্ব্বদেবানাং পুরা কৃতযুগে মুদা।
অধিষ্ঠানং কৃতা যা চ প্রকৃত্যৈ চ নমো নমঃ॥

নমো দুর্গবিনাশিন্যৈ দুর্গাদেব্যৈ নমো নমঃ।
নমস্ত্রিপুরহারিণ্যৈ ত্রিপুরায়ৈ নমো নমঃ।
সুন্দরীষু চ রম্যায়ৈ সুন্দর্য্যৈ চ নমো নমঃ॥
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপায়ৈ সগুণায়ৈ নমো নমঃ॥
নমো ব্রহ্মস্বরূপায়ৈ নির্গুণায়ৈ নমো নমঃ।
নমো নিদ্রাস্বরূপায়ৈ সগুণায়ৈ নমো নমঃ।
নমো দক্ষসুতায়ৈ চ নমঃ সত্যৈ নমো নমঃ।
নমঃ শৈলসুতায়ৈ চ পার্ব্বত্যৈ চ নমো নমঃ॥
নমো নমস্তপস্বিন্যৈ উমায়ৈ চ নমো নমঃ।
নমো নীহাররূপায়ৈ অপর্ণায়ৈ নমো নমঃ।
গৌরীলোকনিবাসিন্যৈ নমো গৌর্য্যৈ নমো নমঃ।
নমঃ কৈলাসবাসিন্যৈ মাহেশ্বর্য্যৈ নমো নমঃ॥
নিদ্রায়ৈ চ দয়ায়ৈ চ শ্রদ্ধায়ৈ চ নমো নমঃ।
নমো ধৃত্যৈ ক্ষমায়ৈ চ লজ্জায়ৈ চ নমো নমঃ॥
তৃষ্ণায়ৈ ক্ষুৎপিপাসায়ৈ ভ্রান্ত্যৈ কান্ত্যৈ নমো নমঃ।
নমঃ শান্ত্যৈ চ বিদ্যায়ৈ সিদ্ধায়ৈ চ নমো নমঃ॥
নমঃ সৃষ্টিস্বরূপায়ৈ স্থিতিকর্ত্র্যৈ নমো নমঃ।
নমঃ সংহাররূপিণ্যৈ মায়ায়ৈ চ নমো নমঃ॥
ভদ্রায়ৈ চ শুভায়ৈ চ মুক্তিদায়ৈ নমো নমঃ।
নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ শান্ত্যৈ কান্ত্যৈ নমো নমঃ॥
নমস্তুষ্ট্যৈ চ পুষ্ট্যৈ চ দয়ায়ৈ চ নমো নমঃ।
সর্ব্বশক্তিস্বরূপায়ৈ সর্ব্বমাত্রে নমো নমঃ॥
বহ্নৌ দাহস্বরূপায়ৈ ভদ্রায়ৈ ভাস্করেঽপি চ।
শোভায়ৈ পূর্ণচন্দ্রে চ সর্ব্বদ্রব্যেষু বৈ নমঃ॥

নাস্তি ভেদো যথা দেবি দুগ্ধধারণয়োঃ সদা।
যথৈব গন্ধো ভূম্যাশ্চ যথৈবং জলশৈত্যয়োঃ ॥

যথৈব শব্দ-নভসোর্জ্জ্যোতিঃ সূর্য্যময়ো যথা।
লোকে বেদে পুরাণে চ রাধামাধবয়োস্তথা ॥

চেতনং কুরু কল্যাণি দেহি মামুত্তমাং গতিম্।
ইত্যুক্ত্বা চোদ্ধবস্তত্র প্রণনাম পুনঃ পুনঃ।

ইত্যুদ্ধবকৃতং স্তোত্রং যঃ পঠেদ্ ভক্তিপূর্ব্বকম্।
ইহলোকে সুখং ভুক্ত্বা যাত্যন্তে হরিমন্দিরম্।

ন ভবেদ্বন্ধুবিচ্ছেদো রোগঃ শোকঃ সুদারুণঃ।
প্রোষিতা স্ত্রী লভেৎ কান্তং ভার্য্যাভেদী লভেৎ প্রিয়াম্

অপুত্রো লভতে পুত্রান্নির্দ্ধনো লভতে ধনম্।
নির্ভূমির্লভতে ভূমিং প্রজ্ঞাহীনো লভেদ্ধিয়ম্ ॥

রোগাদ্বিমুচ্যতে রোগী বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ।
ভয়ান্মুচ্যেত ভীতস্তু মুচ্যেতাপন্ন আপদঃ।

অস্পষ্টকীর্ত্তিঃ সুযশো মূর্খো ভবতি পণ্ডিতঃ ॥

ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শ্রীনারায়ণনারদসংবাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে
শ্রীরাধিকাস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

শনিস্তোত্র

ওঁ খোড়ঃ শনৈশ্চরো বক্রশ্ছায়া-হৃদয় নন্দনঃ।
মার্ত্তণ্ডজস্তথা সৌরিঃ পাতঙ্গির্গ্রহনায়কঃ ॥

ব্রহ্মণ্যঃ ক্রূরকর্ম্মা চ নীলবস্ত্রোঽঞ্জনদ্যুতিঃ।
দ্বাদশৈতানি নামানি প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ ॥

বিষমস্থোঽপি ভগবান্ সুপ্রীতস্তস্য জায়তে।
গার্গ্যশ্চ কৌষিকশ্চৈব পিপ্পলাদো মহামুনিঃ ॥
শনৈশ্চরকৃতান্ দোষান্নাশয়ন্তি ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ।
ইতি শ্রীশনৈশ্চরস্তবঃ সমাপ্তঃ ॥

মাতৃস্তোত্র

ব্যাস উবাচ—

মাতা ধরিত্রী জননী দয়ার্দ্র হৃদয়া সতী।
দেবী ভূ-রমণীশ্রেষ্ঠা নির্দ্দোষা সর্ব্বদুঃখহা ॥ ১
আরাধ্যা পরমা মায়া তুষ্টিঃ শান্তিঃ ক্ষমা গতিঃ।
স্বাহা স্বধা চ গৌরী মা পদ্মা চ বিজয়া জয়া ॥২
দুঃখহন্ত্রী চ নামানি মাতুর্বৈ পঞ্চবিংশতিঃ।
শ্রবণাৎ পঠনান্নিত্যং সর্ব্বদুঃখাদ্ বিমুচ্যতে ॥ ৩
দুঃখবান্ সুখবান্ বাপি দৃষ্ট্বা মাতরমীশ্বরীম্।
মহানন্দং লভেন্নিত্যং মোক্ষং বা চোপপদ্যতে ॥ ৪
ইতি তে কথিতং বিপ্র মাতৃস্তোত্রং মহাগুণম্।
পরাশরমুখাৎ পূর্ব্বমশ্রৌষং মাতৃসংস্তবৌ ॥ ৫
যঃ স্তৌতি মাতরং সাক্ষাৎ পাদাব্জং প্রণিপত্য চ।
প্রায়শ্চিত্তী পাপমুক্তো দুঃখবাংশ্চ সুখী ভবেৎ ॥ ৬
ইতি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে মাতৃস্তোত্রং সমাপ্তম্।

অপরাধভঞ্জন-স্তোত্র

প্রাগ্দেহস্থো যদাসং তব চরণযুগং নাশ্রিতো নার্চ্চিতোঽহং,
তেনাদ্যাকৃত্যবর্গৈর্জঠরজদহনৈর্বাধ্যমানো বলিষ্ঠৈঃ।
স্থিত্বা জন্মান্তরং নো পুনরিহ ভবিতা ক্বাশ্রয়ঃ ক্বাপি সেবা,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে ॥ ১

বাল্যে বালাভিলাষৈর্জ্জড়িতজড়মতি-র্বাললীলাপ্রসক্তো
ন ত্বাং জানামি মাতঃ কলিকলুষহরাং ভোগমোক্ষৈকদাত্রীম্।
নাচারো নৈব পূজা ন চ যজনকথা ন স্মৃতির্নৈব সেবা
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥ ২

প্রাপ্তোঽহং যৌবনঞ্চেদ্ বিষধরসদৃশৈ-রিন্দ্রিয়ৈর্দ্দষ্টগাত্রো,
নষ্টপ্রজ্ঞঃ পরস্ত্রী-পরধন-হরণে সর্ব্বদা সাভিলাষঃ।
ত্বৎপাদাম্ভোজযুগ্মং ক্ষণমপি মনসা ন স্মৃতোঽহং কদাপি,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥ ৩

প্রৌঢ়ঃ প্রৌঢ়াভিলাষৈঃ সুতদুহিতৃকলত্রার্থ-মন্নাদিচেষ্টৈঃ,
ক্ব প্রাপ্তিঃ কুত্র যামীত্যনিশ-মনুদিনং চিন্তয়া জীর্ণদেহঃ।
নো তে ধ্যানং ন চাস্থা ন চ ভজনকথা নামসংকীর্ত্তনং বা,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥ ৪

বৃদ্ধত্বে বুদ্ধিহীনঃ কৃশবিবশতনুঃ শ্বাসকাসাতিসারৈঃ,
কর্ম্মানর্হোঽক্ষিহীনঃ প্রগলিতদশনঃ ক্ষুৎপিপাসাভিভূতঃ।
পশ্চাত্তাপেন দগ্ধো মরণমনুদিনং ধ্যেয়মাত্রং ন চান্যৎ,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥ ৫

কৃত্বা স্নানং দিনাদৌ ক্বচিদপি সলিলং নাহৃতং নৈব পুষ্পং,
নো নৈবেদ্যাদিচেষ্টা ক্বচিদপি চ কৃতা নাপি ভাবো ন ভক্তিঃ।
ন ন্যাসো নৈব পূজা ন চ মনুজপনং নাপি চর্চ্চা কৃতা তে,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥ ৬
জানামি ত্বাং ন চাহং ভবভয়হরণীং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাত্রীং,
নিত্যানন্দোদয়েশীং নিগমফলময়ীং নিত্যশুদ্ধাং দয়াঢ্যাম্।
মিথ্যাকার্য্যাভিলাষৈ-রনুদিন-মভিতঃ পীড়িতো দুঃখসঙ্ঘৈঃ,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥ ৭

কালাভ্রশ্যামলাঙ্গীং বিগলিতচিকুরাং খড়্গমুণ্ডাভিরামাং,
ত্রাসত্রাণেষ্টদাত্রীং কুণপগণশিরোমালিনীং দীর্ঘদেহাম্।
সংসারস্যৈকসারাং ন চ জননহরাং ভাবিতো ভাবনাভিঃ,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥ ৮

ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথেশঃ পরিণমতি সদা ত্বৎপদাম্ভোজযুগ্মং,
ভাগ্যাভাবান্ন চাহং ভবজননি ভবৎপাদপদ্মং ভজামি।
মিথ্যালোভপ্রমোহৈঃ কৃতবিবশমতিঃ কামুকোঽহং প্রযাচে,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥ ৯

রাগদ্বেষপ্রমত্তঃ কলুষযুত-তনুঃ কামলোভাতিমুগ্ধঃ,
কার্য্যাকার্য্যাবিচারী কুলমতিরহিতঃ কৌলসঙ্গৈর্বিহীনঃ।
ক ধ্যানং তে ক চার্চ্চা ক চ মন্ত্রজপনং নৈব কিঞ্চিৎ কৃতোঽহং
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥ ১০

রোগী দুঃখী দরিদ্রঃ পরবশকৃপণঃ পাংশুলঃ পাপচেতা,
নিদ্রালস্যপ্রসক্তঃ স্বজঠরভরণে সর্ব্বদা ব্যাকুলাত্মা।
কিন্তে পূজাবিধানং কচন তব মতিঃ কানুরাগঃ ক চাস্থা,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥ ১১

মিথ্যাব্যামোহবর্গৈঃ পরিবৃতমনসঃ ক্লেশসঙ্ঘাবৃতস্য,
ক্ষুত্তৃন্নিদ্রান্বিতস্য স্মরণবিরহিণঃ পাপকৃত্যপ্রবৃত্তেঃ।
দারিদ্রস্য ক ধর্ম্মঃ ক চ ভজনবিধিঃ ক স্থিতিঃ সাধুসঙ্গে,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥ ১২

মাতস্তাতস্য দেহাজ্জননি-জঠরজ-স্তাবত্যা ত্বদশোঽহং,
ত্বং কর্ত্রী কারয়িত্রী করণগুণময়ী কর্ম্মহেতুস্বরূপা।
ত্বং বুদ্ধিনিশ্চেতসংস্থাপ্যহমভিকুমতিঃ সর্ব্বমেব ত্বদর্থং,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥ ১৩

ত্বং ভূমিস্ত্বং জলোঘস্ত্বমসি হুতবহস্ত্বং জগদ্ বায়ুরূপং,
ত্বঞ্চাকাশো মনশ্চ প্রকৃতিরপি মহৎপূর্ব্বিকাহঙ্কৃতিশ্চ।
আত্মা চৈবাসি মাতঃ পরমপি ভবতী ত্বৎপরং নৈব কিঞ্চিৎ,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ।। ১৪
ত্বং কালী ত্বঞ্চ তারা ত্বমসি গিরিসুতা সুন্দরী ভৈরবী ত্বং,
ত্বং দুর্গা ছিন্নমস্তা ত্বমসি চ ভুবনা ত্বং হি লক্ষ্মীঃ শিবা ত্বম্।
ধূমা মাতঙ্গিনী ত্বং ত্বমসি চ বগলা মঙ্গলা হিঙ্গুলাখ্যা,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ।। ১৫
স্তোত্রেণানেন দেবীং পরিচরতি জনো যঃ সদা ভক্তিযুক্তো,
দুষ্কীর্ত্তিং দুর্গসজ্ঘং পরিতরতি সমুদ্‌বিগ্রতা নাশমেতি।
নাধির্ব্যাধিঃ কদাচিদ্ যদি ভবতি পুনঃ সর্ব্বদা সাপরাধঃ,
সর্ব্বং তৎ কামরূপা ত্রিভুবনজননী ক্ষাময়েৎ পুত্রবুদ্ধ্যা ।। ১৬
জেতা বক্তা কবীশো ভবতি ধনপতির্দানশীলো দয়াত্মা,
নিষ্পাপো নিষ্কলঙ্কঃ কুলমতিকুশলঃ সত্যবাগ্ ধার্ম্মিকশ্চ।
নিত্যানন্দোদয়াঢ্যঃ পশুগুণবিমুখঃ সৎকথাভ্যাসশীলঃ,
সংসারাব্ধিং সুখেন প্রতরতি গিরিজাপাদপদ্মাবলম্বাৎ ।। ১৭
ইতি গুপ্তার্ণবতন্ত্রে শ্রীহরপার্ব্বতীসংবাদে অপরাধ-ভঞ্জন-স্তোত্রং সমাপ্তম্।

কবচ-মালা

মৃত্যুঞ্জয়কবচ

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ। ব্রহ্মাদি-দেববৃন্দেশ তপোময় জগৎপতে। যদ্ধৃত্বা পুত্রবান্ মর্ত্ত্যো নারী পুত্রবতী ভবেৎ। কথয়স্ব মহাদেব যদি স্নেহোঽস্তি মাং প্রতি ॥ ১

শ্রীশিব উবাচ। মৃত্যুঞ্জয়স্য কবচং দেবানামপি দুর্ল্লভম্। কথয়ামি সুরশ্রেষ্ঠে সাবধানাবধারয় ॥ ২ কবচং দেবদেবস্য ত্রৈলোক্যহিতকারকম্। পঠনাদ্ধারণান্নারী পুরুষো বাপি নিত্যশঃ। নাপমৃত্যুমবাপ্নোতি সুতার্থী পুত্রবান্ ভবেৎ ॥ ৩ অস্য শ্রীমৃত্যুঞ্জয়কবচস্য করালভৈরবঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ, শ্রীমহারুদ্রো দেবতা চিরজীবিপুত্রপ্রাপ্ত্যর্থং জপধারণে বিনিয়োগঃ। ওঁ মৃত্যুঞ্জয়ঃ শিরঃ পাতু কেশান্ কামাঙ্গনাশনঃ। কপালং কালিকানাথঃ কপোলৌ পাতু ভৈরবঃ ॥ ৪ নেত্রে নারায়ণসখঃ কর্ণৌ মে কালিকাপতিঃ। নাসিকে ভীষণঃ পাতু বদনং রক্ষসাং প্রিয়ঃ ॥ ৫ দন্তান্ কপালধৃগোষ্ঠাধরং পাতু ত্রিলোচনঃ। সোমার্দ্ধধারী চিবুকং গলং বিশ্বেশ্বরো বিভুঃ ॥ ৬ কপর্দ্দী হৃদয়ং পাতু বক্ষো বৃদ্ধিবিবর্দ্ধকঃ। হস্তৌ শূলী সদা পাতু নখান্ গঙ্গাধরঃ স্বয়ম্ ॥ ৭ অষ্টসিদ্ধিপ্রদঃ পাতু স্তনাবুদরদেশকম্। যোনিং দিগম্বরঃ পাতু গুদং জঙ্ঘে শশীশিখঃ ॥ ৮ কটিং দশাননগ্রীবো গুল্ফং পাত্বস্থিমালধৃক্। শ্রীশঃ পাদাঙ্গুলীঃ পাতু সর্ব্বাঙ্গং বিশ্বলোচনঃ ॥ ৯ ইদং কবচমজ্ঞাত্বা ন ধৃত্বা বামলোচনা। পুত্রশোকবতী নিত্যং নষ্টপুষ্পা চ সা ভবেৎ ॥ ১০ তস্মাদ্ রহস্যং দেবশি ভক্ত্যা তব মরোদিতম্। ধারণীয়ং সদা দেবি পঠনীয়ং পরাৎপরম্ ॥ ১১ গোপনীয়ং প্রযত্নেন স্বযোনিরিব পার্ব্বতি। ভূর্জ্জে বিলিখ্য কবচং শাত-কৌম্ভেন বেষ্টয়েৎ ॥ ১২ পূজয়িত্বা

যথাম্নায়ং ধারয়েৎ কণ্ঠদেশকে। অথবা দক্ষিণে বাহৌ নারী বামভুজে তথা॥ ১৩ বিভৃয়াৎ কবচং দিব্যং সুরকল্পদ্রুমোপমম্। যো ধারয়তি পুণ্যাত্মা সোঽপি পুণ্যবতাং বরঃ॥ ১৪ মার্কণ্ডেয় ইবায়ুষ্মৎপুত্রং প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্। বায়ুতুল্যবলং লোকে রূপেণ মদনোপমম্। কুবের ইব বিত্তাঢ্যং সত্যং সত্যং বদাম্যহম্॥ ১৫ বন্ধ্যা বা কাকবন্ধ্যা বা নষ্টপুষ্পা চ যা ভবেৎ। চিরজীবিবহ্বপত্যা সা ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ॥ ১৬ ভূতপ্রেত-পিশাচাস্তা যক্ষরাক্ষস-পন্নগাঃ। দূরাদেব পলায়ন্তে দ্বীপাদ্দ্বীপান্তরং ধ্রুবম্॥ ১৭ যস্মিন্ দেশে চ কবচং গেহে বা যদি তিষ্ঠতি। তদ্দেশন্তু পরিত্যজ্য প্রযান্তি চাতিদূরতঃ॥ ১৮

ইতি শ্রীসংমোহনতন্ত্রে-শ্রীপার্ব্বতীশিবসংবাদে
শ্রীমৃত্যুঞ্জয়কবচং সমাপ্তম্।

রামকবচ

ধ্যাত্বা নীলোৎপলশ্যামং রামং রাজীবলোচনম্। জানকীলক্ষ্মণোপেতং জটামুকুটমণ্ডিতম্॥ ১ সাসিতূণধনুর্ব্বাণপাণিং নক্তঞ্চরান্তকম্। স্বলীলয়া জগত্রাতুমাবির্ভূতমজং বিভুম্। রামরক্ষাং পঠেৎ প্রাজ্ঞঃ পাপঘ্নীং সর্ব্ব-কামদাম্॥ ২

অস্য শ্রীরামকবচস্য বুধকৌশিকঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীরামচন্দ্রো দেবতা শ্রীরামচন্দ্রপ্রীত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ॥

ওঁ শিরো মে রাঘবঃ পাতু ভালং দশরথাত্মজঃ। কৌশল্যেয়ো দৃশৌ পাতু বিশ্বামিত্রপ্রিয়ঃ শ্রুতী॥ ৩ ঘ্রাণং পাতু মখত্রাতা মুখং সৌমিত্রিবৎসলঃ। জিহ্বাং বিদ্যানিধিঃ পাতু কণ্ঠং ভরতবন্দিতঃ॥ ৪ স্কন্ধৌ দিব্যায়ুধঃ পাতু ভুজৌ ভগ্নেশকার্ম্মুকঃ। করৌ সীতাপতিঃ পাতু হৃদয়ং জামদগ্ন্যজিৎ॥ ৫ বক্ষঃ পাতু কবন্ধারিঃ স্তনৌ গীর্ব্বাণবন্দিতঃ। পার্শ্বে কুলপতিঃ পাতু কুক্ষিমিক্ষ্বাকুনন্দনঃ॥ ৬ মধ্যং পাতু খরধ্বংসী নাভিং জাম্ববদাশ্রয়ঃ।

গুহ্যং জিতেন্দ্রিয়ঃ পাতু পৃষ্ঠং পাতু রঘূত্তমঃ ॥ ৭ সুগ্রীবেশঃ কটিং পাতু সক্থিনী হনুমৎপ্রভুঃ। উরূ রঘূত্তমঃ পাতু রক্ষঃকুলবিনাশকৃৎ ॥ ৮ জানুনী সেতুকৃৎ পাতু জঙ্ঘে দশমুখান্তকঃ। পাদৌ বিভীষণশ্রীদঃ পাতু রামোঽখিলং বপুঃ ॥ ৯ এতাং রামবলোপেতাং রক্ষাং যঃ সুকৃতী পঠেৎ। স চিরায়ুঃ সুখী পুত্রী বিজয়ী বিনয়ী ভবেৎ ॥ ১০ পাতাল-ভূতল-ব্যোমচারিণশ্ছদ্মচারিণঃ। ন দ্রষ্টুমপি শক্তাস্তে রক্ষিতং রামনামভিঃ ॥ ১১ রামেতি রামভদ্রেতি রামচন্দ্রেতি বা স্মরন্। নরো ন লিপ্যতে পাপৈর্ভুক্তিং মুক্তিঞ্চ বিন্দতি ॥ ১২ জগজ্জৈত্রৈকমন্ত্রেণ রামনাম্নাভিরক্ষিতম্। যঃ কণ্ঠে ধারয়েৎ তস্য করস্থাঃ সর্ব্বসিদ্ধয়ঃ ॥১৩ ভূর্জ্জপত্রে লিখিত্বেমাং বিদ্যাং গন্ধচন্দনচর্চ্চিতাম্। কৃত্বা বৈ ধারয়েদ্যস্তু সোঽভীষ্টং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥১৪ কাকবন্ধ্যা চ যা নারী মৃতাপত্যা চ যা ভবেৎ। বহ্বপত্যা জীববৎসা সা ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ ॥১৫ বজ্রপঞ্জরনামেদং যো রামকবচং পঠেৎ। অব্যাহতাজ্ঞঃ সর্ব্বত্র লভতে জয়মঙ্গলম্ ॥১৬ আদিষ্টবান্ যথা স্বপ্নে রামরক্ষামিমাং হরিঃ। তথা লিখিতবান্ প্রাতঃ প্রবুদ্ধো বুধকৌশিকঃ ॥১৭ ধন্বিনৌ বদ্ধনিস্ত্রিংশৌ কাকপক্ষধরৌ শুভৌ। বীরৌ মাং পথি রক্ষেতাং তাবুভৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥১৮ তরুণৌ রূপসম্পন্নৌ সুকুমারৌ মহাবলৌ। পুণ্ডরীকবিশালাক্ষৌ চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরৌ ॥১৯ ফলমূলাশিনৌ দান্তৌ তাপসৌ ব্রহ্মচারিণৌ। পুত্রৌ দশরথস্যৈতৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥২০ শরণ্যৌ সর্ব্বসত্ত্বানাং শ্রেষ্ঠৌ সর্ব্বধনুষ্মতাম্। রক্ষঃকুলনিহন্তারৌ ত্রায়েতাং নো রঘূত্তমৌ ॥২১ আত্তসজ্যধনুষাবিষুস্পৃশাবক্ষয়াশুগনিষঙ্গসঙ্গিনৌ। রক্ষণায় মম রামলক্ষ্মণাবগ্রতঃ পথি সদৈব গচ্ছতাম্ ॥২২ সন্নদ্ধঃ কবচী খড়্গী চাপবাণধরো যুবা। গচ্ছন্মনোরথশ্চাস্মান্ রামঃ পাতু সলক্ষ্মণঃ ॥২৩ অগ্রতস্তু নৃসিংহো মে পৃষ্ঠতো গরুড়ধ্বজঃ। পার্শ্বয়োস্তু ধনুষ্মন্তৌ সশরৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥২৪ রামো দাশরথিঃ শূরো লক্ষ্মণানুচরো বলী। কাকুৎস্থঃ পুরুষঃ পূর্ণঃ কৌশল্যেয়ো রঘূত্তমঃ ॥২৫ বেদান্তবেদ্যো যজ্ঞেশঃ পুরাণঃ পুরুষোত্তমঃ। জানকীবল্লভঃ

শ্রীমান্ অপ্রমেয়পরাক্রমঃ ।।২৬ দক্ষিণে লক্ষ্মণো ধন্বী বামে চ জানকী শুভা। পুরতো মারুতির্যস্য তং নমামি রঘূত্তমম্ ।।২৭ আপদামপহর্তারং দাতারং সর্ব্বসম্পদাম্। গুণাভিরামং শ্রীরামং ভূয়ো ভূয়ো নমাম্যহম্ ।।২৮ এতানি মম নামানি মদ্ভক্তো যঃ সদা পঠেৎ। অশ্বমেধাযুতং পুণ্যং স প্রাপ্নোতি ন সংশয়ঃ ।।২৯

ইতি পদ্মপুরাণে বজ্রপঞ্জরং নাম শ্রীরামকবচং সমাপ্তম্।

অক্ষয়-কবচ

নারদ উবাচ।—ইন্দ্রাদ্যমরবর্গেষু ব্রহ্মন্ যৎ পরমাদ্ভুতম্। অক্ষয়ং কবচং নাম কথয়স্ব মমি প্রভো। যদ্ধৃত্বা কর্ণবীরস্তু ত্রৈলোক্যবিজয়োঽভবৎ ।।১

ব্রহ্মোবাচ।—শৃণু পুত্র মুনিশ্রেষ্ঠ কবচং পরমাদ্ভুতম্। ইন্দ্রাদিদেববৃন্দৈশ্চ নারায়ণমুখাচ্ছ্রুতম্ ।।২ ত্রৈলোক্যবিজয়স্যাস্য কবচস্য প্রজাপতিঃ। ঋষিশ্ছন্দো দেবতা চ সদা নারায়ণঃ প্রভুঃ ।।৩ ওঁ পাদৌ রক্ষতু গোবিন্দো জঙ্ঘে পাতু জগৎপ্রভুঃ। ঊরূ চ কেশবঃ পাতু কটিং দামোদরস্তথা ।।৪ বদনং শ্রীহরিঃ পাতু নাড়ীদেশঞ্চ মেঽচ্যুতঃ। বামপার্শ্বং তথা বিষ্ণুর্দক্ষিণঞ্চ সুদর্শনঃ ।।৫ বাহুমূলং বাসুদেবো হৃদয়ঞ্চ জনার্দ্দনঃ। কণ্ঠং পাতু বরাহশ্চ কৃষ্ণশ্চ মুখমণ্ডলম্ ।।৬ কর্ণৌ মে মাধবঃ পাতু হৃষীকেশশ্চ নাসিকে। নেত্রে নারায়ণঃ পাতু ললাটং গরুড়ধ্বজঃ ।।৭ কপোলং কেশবঃ পাতু চক্রপাণিঃ শিরস্তথা। প্রভাতে মাধবঃ পাতু মধ্যাহ্নে মধুসূদনঃ ।।৮ দিনান্তে দৈত্যনাশশ্চ রাত্রৌ রক্ষতু চন্দ্রমাঃ। পূর্ব্বস্যাং পুণ্ডরীকাক্ষো বায়ব্যাঞ্চ জনার্দ্দনঃ। আকাশে স্যাদজঃ পাতা পাতালে চ সুদর্শনঃ ।।৯ ইতি তে কথিতং বৎস সর্ব্বমন্ত্রৌঘবিগ্রহম্। তব স্নেহান্ময়াখ্যাতং প্রবক্তব্যং ন কস্যচিৎ ।।১০ কবচং ধারয়েদ্‌যস্তু সাধকো দক্ষিণে ভুজে। দেবা মনুষ্যা গন্ধর্ব্বা বশ্যাস্তস্য ন সংশয়ঃ ।।১১ যোষিদ্‌বামভুজে চৈব পুরুষো দক্ষিণে

ভুজে। বিভৃয়াৎ কবচং পুণ্যং সর্ব্বসিদ্ধিযুতো ভবেৎ ॥১২ কণ্ঠে বো ধারয়েদেতৎ কবচং মৎস্বরূপিণম্। যুদ্ধে জয়মবাপ্নোতি দ্যূতে বাদে চ সাধকঃ। সর্ব্বথা জয়মাপ্নোতি নিশ্চিতং জন্মনি ॥১৩ অপুত্রো লভতে পুত্রং রোগনাশস্তথা ভবেৎ। সর্ব্বপাপপ্রমুক্তশ্চ বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥১৪

ইতি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং দেবদুর্লভং নামাক্ষয়-কবচং সমাপ্তম্।

নৃসিংহ-কবচ

নারদ উবাচ।—ইন্দ্রাদিদেববৃন্দেশ ঈড্যেশ্বর জগৎপতে। মহাবিষ্ণোর্নৃসিংহস্য কবচং ব্রূহি মে প্রভো। যস্য প্রপঠনাদ্বিদ্বান্ ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ ॥১

ব্রহ্মোবাচ।—শৃণু নারদ বক্ষ্যামি পুত্রশ্রেষ্ঠ তপোধন। কবচং নরসিংহস্য ত্রৈলোক্যবিজয়াভিধম্ ॥২ যস্য প্রপঠনাদ্বাগ্মী ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ। স্রষ্টাহং জগতাং বৎস পঠনাদ্ধারণাদ্যতঃ ॥৩ লক্ষ্মীর্জ্জগত্রয়ং পাতি সংহর্ত্তা চ মহেশ্বরঃ। পঠনাদ্ধারণাদ্দেবা বভূবুশ্চ দিগীশ্বরাঃ ॥৪ ব্রহ্মমন্ত্রময়ং বক্ষ্যে ভূতাদিবিনিবারকম্। যস্য প্রসাদাদ্দুর্ব্বাসাস্ত্রৈলোক্যবিজয়ী মুনিঃ। পঠনাদ্ধারণাদ্যস্য শাস্তা চ ক্রোধভৈরবঃ ॥৫ ত্রৈলোক্যবিজয়স্যাস্য কবচস্য প্রজাপতিঃ। ঋষিশ্ছন্দশ্চ গায়ত্রী নৃসিংহো দেবতা বিভুঃ ॥৬ ক্ষ্রৌং বীজং মে শিরঃ পাতু চন্দ্রবর্ণো মহামনুঃ। উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখম্ ॥৭ নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং নমাম্যহম্। দ্বাত্রিংশদক্ষরো মন্ত্রো মন্ত্ররাজঃ সুরদ্রুমঃ ॥৮ কণ্ঠং পাতু ধ্রুবং ক্ষ্রৌং হৃদ্ভগবতে চক্ষুষী মম। নরসিংহায় চ জ্বালামালিনে পাতু মস্তকম্ ॥৯ দীপ্তদংষ্ট্রায় চ তথাগ্নিনেত্রায় চ নাসিকাম্। সর্ব্বরক্ষোঘ্নদেবায় সর্ব্ব-ভূতক্ষয়ায় চ ॥১০ সর্ব্বজ্বরবিনাশায় দহ দহ পচদ্বয়ম্। রক্ষ রক্ষ সর্ব্বমন্ত্রং স্বাহা পাতু মুখং মম ॥১১ তারাদিরামচন্দ্রায় নমঃ পায়াদ্গুহ্যং মম। ক্লীং পায়াৎ পাণিযুগ্মঞ্চ তারং নমঃ পদং ততঃ ॥১২ নারায়ণায়

পার্শ্বঞ্চ আং হ্রীং ক্রোঁ ক্ষ্রৌঁ চ হুঁ চ ফট্। ষড়ক্ষরঃ কটিং পাতু নমো ভগবতে পদম্ ॥১৩ বাসুদেবায় চ পৃষ্ঠং ক্লীং কৃষ্ণায় উরুদ্বয়ম্। ক্লীং কৃষ্ণায় সদা পাতু জানুনী চ মনূত্তমঃ ॥১৪ ক্লীঁ গ্লৌঁ ক্লীঁ শ্যামলাঙ্গায় নমঃ পায়াৎ পদদ্বয়ম্। নরসিংহায় ক্ষ্রৌঁ বীজং সর্ব্বাঙ্গং মে সদাবতু ॥১৫ ইতি তে কথিতং বৎস সর্ব্বমন্ত্রৌঘবিগ্রহম্॥ তব স্নেহান্ময়াখ্যাতং প্রবক্তব্যং ন কস্যচিৎ ॥১৬ গুরুপূজাং বিধায়াথ গৃহ্লীয়াৎ কবচং ততঃ। সর্ব্বপুণ্যযুতো ভূত্বা সর্ব্বসিদ্ধিযুতো ভবেৎ ॥১৭ শতমষ্টোত্তরঞ্চৈব পুরশ্চর্য্যাবিধিঃ স্মৃতঃ। হবনাদীন্ দশাংশেন কৃত্বা সাধকসত্তমঃ ॥১৮ ততস্তু সিদ্ধকবচঃ পুণ্যাত্মা মদনোপমঃ। স্পর্দ্ধামুদ্ধূয় ভবনে লক্ষ্মীর্ব্বাণী বসেৎ ততঃ ॥১৯ পুষ্পাঞ্জল্যষ্টকং দত্ত্বা মূলেনৈব পঠেৎ সকৃৎ। অপি বর্ষসহস্রাণাং পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ ॥২০ ভূর্জে বিলিখ্য গুলিকাং স্বর্ণস্থাং ধারয়েদ্‌যদি। কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ নরসিংহো ভবেৎ স্বয়ম্ ॥২১ যোষিদ্‌বামভুজে চৈব পুরুষো দক্ষিণে করে। বিভৃয়াৎ কবচং পুণ্যং সর্ব্বসিদ্ধিযুতো ভবেৎ ॥২২ কাকবন্ধ্যা চ যা নারী মৃতবৎসা চ যা ভবেৎ। জন্মবন্ধ্যা নষ্টপুত্রা বহুপুত্রবতী ভবেৎ ॥২৩ কবচস্য প্রসাদেন জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ। ত্রৈলোক্যং ক্ষোভয়ত্যেব ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ ॥২৪ ভূতপ্রেতপিশাচাশ্চ রাক্ষসা দানবাশ্চ যে। তং দৃষ্ট্বা প্রপলায়ন্তে দেশাদ্দেশান্তরং ধ্রুবম্ ॥২৫ যস্মিন্ গেহে চ কবচং গ্রামে বা যদি তিষ্ঠতি। তং দেশন্তু পরিত্যজ্য প্রয়ান্তি চাতিদূরতঃ ॥২৬

ইতি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং ত্রৈলোক্যবিজয়ং নাম নৃসিংহকবচং সমাপ্তম্।

নবগ্রহকবচ

ব্রহ্মোবাচ—(ওঁ) শিরো মে পাতু মার্ত্তণ্ডঃ কপালং রোহিণীপতিঃ। মুখমঙ্গারকঃ পাতু কণ্ঠঞ্চ শশিনন্দনঃ ॥১ বুদ্ধিং জীবঃ সদা পাতু হৃদয়ং ভৃগুনন্দনঃ। জঠরঞ্চ শনিঃ পাতু জিহ্বাং মে দিতি-নন্দনঃ ॥২ পাদৌ কেতুঃ সদা পাতু বারাঃ সর্ব্বাঙ্গমেব চ। তিথয়োঽষ্টৌ দিশঃ পান্তু নক্ষত্রাণি বপুঃ

সদা ॥৩ অংসৌ রাশিঃ সদা পাতু যোগাশ্চ স্থৈর্য্যমেব চ। গুহ্যং লিঙ্গং সদা পাতু সর্ব্বে গ্রহাঃ শুভপ্রদাঃ। অণিমাদীনি সর্ব্বাণি লভতে যঃ পঠেদ্ধ্রুবং ॥৪ এতাং রক্ষাং পঠেদ্যস্তু ভক্ত্যা সুপ্রযতঃ সুধীঃ। স চিরায়ুঃ সুখী পুত্রী যুদ্ধে চ বিজয়ী ভবেৎ ॥৫ অপুত্রো লভতে পুত্রং ধনার্থী ধনমাপ্নুয়াৎ। দারার্থী লভতে ভার্য্যাং সুরূপাং সুমনোহরাম্ ॥৬ রোগী রোগাৎ প্রমুচ্যেত বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ। জলে স্থলে চান্তরীক্ষে কারাগারে বিশেষতঃ। যঃ করে ধারয়েন্নিত্যং ভয়ং তস্য ন বিদ্যতে ॥৭ ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ। সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যেত কবচস্য চ ধারণৎ ॥৮ নারী বামভুজে ধৃত্বা সুখৈশ্বর্য্যসমন্বিতা। কাকবন্ধ্যা জন্মবন্ধ্যা মৃতবৎসা চ যা ভবেৎ। বহ্বপত্যা জীববৎসা কবচস্য প্রসাদতঃ ॥৯ ইতি গ্রহযামলে উত্তরখণ্ডে নবগ্রহকবচং সম্পূর্ণম্।

সূর্য্যকবচ

শ্রীসূর্য্য উবাচ। শাম্ব শাম্ব মহাবাহো শৃণু মে কবচং শুভম্। ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম কবচং পরমাদ্ভুতম্ ॥১ যজ্‌জ্ঞাত্বা মন্ত্রবিৎ সম্যক্ ফলং প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্। যদ্ধৃত্বা চ মহাদেবো গণানামধিপোঽভবৎ ॥২ পঠনাদ্ধারণাদ্‌বিষ্ণুঃ সর্ব্বেষাং পালকঃ সদা। এবমিন্দ্রাদয়ঃ সর্ব্বে সর্ব্বৈশ্বর্য্যমবাপ্নুয়ুঃ ॥৩ কবচস্য ঋষির্ব্রহ্মা ছন্দোঽনুষ্টুবুদাহৃতম্। শ্রীসূর্য্যো দেবতা চাত্র সর্ব্বদেবনমস্কৃতঃ ॥৪ যশ-আরোগ্য-মোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥৫

প্রণবো মে শিরঃ পাতু ঘৃণির্মে পাতু ভালকম্। সূর্য্যোঽব্যান্নয়নদ্বন্দ্বমাদিত্যঃ কর্ণযুগ্মকম্ ॥৬ অষ্টাক্ষরো মহামন্ত্রঃ সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদঃ ॥৭ হ্রীং বীজং মে মুখং পাতু হৃদয়ং ভুবনেশ্বরী। চন্দ্রবীজং বিসর্গাঢ্যং পাতু মে গুহ্যদেশকম্ ॥৮ ত্র্যক্ষরোঽসৌ মহামন্ত্রঃ সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতঃ। শিবো বহ্নিসমাযুক্তো বামাক্ষিবিন্দুভূষিতঃ। ৯ একাক্ষরো মহামন্ত্রঃ শ্রীসূর্য্যস্য

প্রকীর্ত্তিতঃ। গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরো মন্ত্রো বাঞ্ছাচিন্তামণিঃ স্মৃতঃ। শীর্ষাদিপাদ-পর্য্যন্তং সদা পাতু মনূত্তমঃ॥১০ ইতি তে কথিতং দিব্যং ত্রিষু লোকেষু দুর্ল্লভম্। শ্রীপ্রদং কান্তিদং নিত্যং ধনারোগ্যবিবর্দ্ধনম্॥১১ কুষ্ঠাদিরোগ-শমনং মহাব্যাধিবিনাশনম্। ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নিত্যমরোগী বলবান্ ভবেৎ॥১২ বহুনা কিং মমোক্তেন যদ্‌যন্মনসি বর্ত্ততে। তত্তৎ সর্ব্বং ভবেৎ তস্য কবচস্য চ ধারণাৎ॥১৩ ভূতপ্রেতপিশাচাশ্চ যক্ষগন্ধর্ব্বরাক্ষসাঃ। ব্রহ্মরাক্ষসবেতালা ন দ্রষ্টুমপি তং ক্ষমাঃ॥১৪ দূরাদেব পলায়ন্তে তস্য সংকীর্ত্তনাদপি। ভূর্জ্জপত্রে সমালিখ্য রোচনাগুরুকুঙ্কুমৈঃ॥১৫ রবিবারে চ সংক্রান্ত্যাং সপ্তম্যাঞ্চ বিশেষতঃ। ধারয়ন্ সাধকশ্রেষ্ঠঃ শ্রীসূর্য্যস্য প্রিয়ো ভবেৎ॥১৬ ত্রিলোহমধ্যগং কৃত্বা ধরায়েদ্দক্ষিণে করে। শিখায়ামথবা কণ্ঠে সোঽপি সূর্য্যো ন সংশয়ঃ॥১৭ ইতি তে কথিতং শাম্ব ত্রৈলোক্য-মঙ্গলাভিধম্। কবচং দুর্ল্লভং লোকে তব স্নেহাৎ প্রকাশিতম্॥১৮ অজ্ঞাত্বা কবচং দিব্যং যো জপেৎ সূর্য্যমন্ত্রকম্। সিদ্ধির্ন জায়তে তস্য কল্পকোটিশতৈরপি॥১৯ ইতি শ্রীব্রহ্মযামলে ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম শ্রীসূর্য্যকচং সমাপ্তম্। মন্ত্র—ওঁ হ্রীং হ্রীং সূর্য্যায় (জপ ৬০০০)। দেবতা মাতঙ্গী।

সোমকবচ

ঈশ্বর উবাচ॥ শৃণু দেবি মহাতত্ত্বং সোমস্য কবচং শুভম্। যস্য প্রপঠনাদ্দেবি সোমরিষ্টং প্রণশ্যতি॥ অস্য শ্রীচন্দ্রমসঃ কবচস্যাত্রিঋষিস্ত্রি-ষ্টুপ্‌ছন্দঃ শ্রীসোমো দেবতা সোমরিষ্টিশান্ত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ॥ কং খং গং ঘং ঙং পাতু হৃদয়ং যামিনীপতিঃ। চং ছং জং ঝং ঞং পাতু মস্তকং মেঽত্রিগোত্রজঃ॥ টং ঠং ডং ঢং ণং পাতু শিখাঞ্চ তাপহা মম। তং থং দং ধং নং কবচং মে মৃগাঙ্কঃ শ্বেতপদ্মভৃৎ॥ পং ফং বং ভং মং পাতু নেত্রে মে রোহিণীপতিঃ। যং রং লং বং শং ষং সং হং সর্ব্বাঙ্গে পাতু চন্দ্রমাঃ॥ কবচং দ্বিজরাজস্য কথিতং বীরবন্দিতে। যস্য প্রপঠনাদ্দেবি সর্ব্বারিষ্টং

বিনশ্যতি ॥ কর্পূরচন্দনৈর্যুক্তং কৃত্বা ভূর্জ্জে বরাননে। ক্ষীরিকামূল-সংযুক্তং রৌপ্যস্থং ধারয়েদ্ যদি। সর্ব্বব্যাধিপ্রশমনং পুত্রদং ধনদং ভবেৎ। সোমবারে মহেশানি কৃত্বোপবসনং মুদা। ভক্তিতঃ সোমমভ্যর্চ্চ্য কবচং ত্রিঃ পঠেত্তু যঃ॥ মাসমধ্যে মহেশানি পুত্রবান্ স ভবেদ্ ধ্রুবম্॥ ইদং কবচমজ্ঞাত্বা সোমযাগং করোতি যঃ। নিষ্ফলা সা ক্রিয়া তস্য জপপূজাদিকং তথা॥ ইতি সোমকবচং সমাপ্তম্॥ মন্ত্র—ওঁ ঐং ক্লীং সোমায় (জপ ১৫০০০)। দেবতা—কমলা।

মঙ্গলকবচ

ঈশ্বর উবাচ॥ শৃণু দেবি মহেশানি ভৌমস্য কবচং মুদা। পঠনা-দ্ধারণাদ্ ভৌমরিষ্টং যস্য প্রণশ্যতি॥ অস্য শ্রীমঙ্গলমহাগ্রহকবচস্য ভরদ্বাজ ঋষিঃ ষড়ষ্টকা পঙ্ক্তিশ্ছন্দঃ শ্রীমঙ্গলো দেবতা মঙ্গলগ্রহপ্রীত্যর্থং পাঠে বিনিয়োগঃ॥ অং আং মে শিরঃ পাতু ইং ঈং পাতু কপোলকম্। উং ঊং কর্ণৌ সদা পাতু ঋং ৠং মে পাতু ভালকম্। ঌং ৡং পাতু সদা গণ্ডৌ এং ঐং পাতু ভ্রুবৌ মম। ওং ঔং পাতু সদা নেত্রদ্বয়ং মে ধরণীসুতঃ॥ অং পাতু মম হৃদয়ং অঃ সর্ব্বাঙ্গে মমাবতু॥ ইদং ভৌমস্য কবচং প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ। সর্ব্বব্যাধিবিনির্ম্মুক্তো গ্রহপীড়া ন দারুণাঃ॥ ভৌমবারে নিশাভাগে উপবাসং করোতি যঃ। ঋণগ্রস্ত ঋণরেখামঙ্গারেণৈব কারয়েৎ॥ প্রোঞ্ছয়েদ্ বামপাদেন ঋণং ত্যক্ত্বা ধনং লভেৎ। কবচং ত্রিঃ পঠেদ্দেবি নিশামধ্যে বরাননে। প্রাতঃ স্নাত্বা দ্বিজোঽভ্যর্চ্চ্য পারণং স্বয়মাচরেৎ॥ এবং সমাপ্তং দেবেশি যঃ কুর্য্যাদ্ ভক্তিভাবতঃ। ঋণান্মুক্তো মহেশানি ধনমাপ্নোতি পুষ্কলম্॥ ভূর্জ্জপত্রে ত্বিমাং বিদ্যাং রক্তচন্দনমিশ্রিতে। সিংহমূলান্বিতাং কৃত্বা তাম্রস্থাং ধারয়েদ্ যদি। ক্ষতব্রণাদ্যা যাবন্তো দোষা নশ্যন্তি পার্ব্বতি॥ ইতি মঙ্গলকবচং সমাপ্তম্॥ মন্ত্র—ওঁ হুং শ্রীং মঙ্গলায় (জপ ৮০০০)। দেবতা—বগলামুখী।

বুধকবচ

ঈশ্বর উবাচ ॥ শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি বুধস্য কবচং প্রিয়ে। যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ নরঃ শুদ্ধত্বমাপ্নুয়াৎ। অস্য শ্রীবুধগ্রহকবচস্য শক্তিঋষি-রনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবুধো দেবতা বুধগ্রহারিষ্টশান্ত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ॥ হ্রীং বীজং মে শিরঃ পাতু হ্রীং হ্রাং পাতু মমোদরম্। হুং হুং পাতু সদা কণ্ঠম্ ঋং ঋং পাতু কটিস্থলম্॥ ওঁ হ্রীং পাতু সদা স্কন্ধৌ হুং ফট্ পাতু স্তনদ্বয়ম্। হ্রীং হ্রীং করঞ্চ মে পাতু হ্রাং ফট্ স্বাহা পদদ্বয়ম্॥ আং নাভিং মে বুধঃ পাতু হ্রী হ্রীং সৌম্যো গুদং তথা। আকারাদি ক্ষকারান্তং সর্ব্বাঙ্গং পাতু সোমজঃ॥ ইতি তে কথিতং দেবি কবচং শশিজস্য চ। ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেদ্দেবি সৌন্দর্য্যং স সমাপ্নুয়াৎ॥ লিখিত্বা ভূর্জ্জপত্রে তু কুঙ্কুমেন বরাননে। বাট্যালমূলসংযুক্তং স্বর্ণস্থং ধারয়েত্তু যঃ। বামে চ দক্ষিণে চৈব স্ত্রিয়াশ্চ পুরুষস্য চ। পুংসঃ স্ত্রী বশমাপ্নোতি স্ত্রিয়াঃ পুমান্ ন সংশয়ঃ॥ ইদং কবচমজ্ঞাত্বা যো যজেচ্চন্দ্রমঃসুতম্॥ জপপূজাদিকং তস্য শরন্মেঘস্য গর্জ্জনম্॥ ইতি বুধকবচং সমাপ্তম্॥ মন্ত্র—ওঁ ঐং স্ত্রীং শ্রীং বুধায় (জপ ১৭০০০)। দেবতা—ত্রিপুরাসুন্দরী।

বৃহস্পতিকবচ

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ॥ দেবদেব মহাদেব লোকানাং হিতকারক। গুরোশ্চ কবচং দেব কৃপয়া মে প্রকাশয়॥ ঈশ্বর উবাচ॥ শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি কবচং ব্রহ্মরূপিণম্। যস্য প্রসাদাদ্দেবেশি সর্ব্ববিদ্যানিধির্ভবেৎ॥ কবীনাং জ্ঞানজননং সাধুনাং সুখদায়কম্। অজ্ঞানাঞ্চ বুদ্ধিকরং ব্যাধিভীতিজরা-পহম্॥ অস্য শ্রীবৃহস্পতিকবচস্য আঙ্গিরস ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীবৃহস্পতি-র্দ্দেবতা সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধ্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ॥ অং কং খং গং ঘং ঙং আং শিরঃ পাতু গুরুঃ সদা। ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং কণ্ঠং পাতু বৃহস্পতিঃ॥

ডং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং নাভিং পাতু সদা গুরুঃ। এং তং থং দং ধং নং ঐং গুরুঃ পাতুদরং মম ॥ ওং পং ফং বং ভং মং ঔং পাতু লিঙ্গং বৃহস্পতির্মম। অং যং রং লং বং শং ষং সং হং অঃ পাতু সর্ব্বাঙ্গং দেবপূজিতঃ ॥ নাসাদিচক্ষুর্ব্বদনং হস্তপাদৌ ত্বচং কটিম্। পাদাধঃকেশপর্য্যন্তং পাতু জীবঃ সদৈব হি॥ ইতি তে কথিতং দেবি কবচং গীষ্পতেঃ শুভম্। অস্য প্রপঠনাদ্দেবি কবির্জ্ঞানী চ সাধকঃ॥ ইদং কবচমজ্ঞাত্বা জীবমন্ত্রং জপেত্তু যঃ। শতলক্ষজপেনাপি তস্য কার্য্যং ন সিদ্ধিদম্। ষস্ত্রিসন্ধ্যং মহেশানি বিদ্যার্থী কবচং পঠেৎ। পঠনাদ্ বর্ষমধ্যে হি বিদ্যা চ বিপুলা ভবেৎ॥ ভূর্জ্জপত্রে রোচনয়া লিখিত্বা যস্তু ধারয়েৎ। ত্রিরাত্রমধ্যে দেবেশি বন্ধনান্মোচনং ভবেৎ॥ ইতি বৃহস্পতিকবচং সমাপ্তম্॥ মন্ত্র—ওঁ হ্রীং ক্লীং হুং বৃহস্পতয়ে (জপ ১৯০০০)। দেবতা—তারা।

শুক্র কবচ

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ॥ মহাদেব বিরূপাক্ষ সর্ব্বতন্ত্রপ্রকাশকৃৎ। কথয়স্ব মহাদেব কবচং ভার্গবস্য চ॥ ঈশ্বর উবাচ॥ শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি শুক্রস্য কবচং মুদা। অস্য প্রপঠনাদ্দেবি পুত্রপৌত্রান্বিতো ভবেৎ॥ কবচস্য প্রসাদেন বন্ধ্যা চ পুত্রিণী ভবেৎ॥ অস্য শ্রীশুক্রকবচস্য ভার্গবঋষিঃ পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দঃ শ্রীশুক্রো দেবতা সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধ্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ। হ্রাং বীজং মে শিরঃ পাতু হ্রীং হৃদয়ং পাতু মে সদা। হ্রূং বীজং মে শিখাং পাতু হ্রৈং বীজং কবচং মম। হ্রৌং নেত্রে মে সদা পাতু হ্রঃ সর্ব্বাঙ্গং সুলোচনে॥ অকারাদি ক্ষকারান্তং বর্ণং পঞ্চাশদেব তু। ঊর্দ্ধমধশ্চতুর্দ্দিক্ষু সর্ব্বত্র পাতু ভার্গবঃ॥ ইদং হি কবচং দিব্যং ভৃগুরিষ্টবিনাশনম্। শতধা পঠনাদ্দেবি পুরশ্চর্য্যাফলং লভেৎ॥ সূর্য্যে তৌলিগতে দেবি ভৃগুবারে নিশামুখে। শতধা পঠনাদ্দেবি শুক্রবৃদ্ধিঃ প্রজায়তে। ধ্বজভঙ্গাদি-রোগশ্চ ক্ষিপ্রং নশ্যতি পার্ব্বতি॥ ইদং কবচমজ্ঞাত্বা ভৃগুমন্ত্রং জপেত্তু

যঃ। নিষ্ফলা জপপূজা চ মৃতে চ নরকং ব্রজেৎ॥ ইতি শুক্রকবচং সমাপ্তম্॥ মন্ত্র—ওঁ হ্রীং শ্রীং শুক্রায় (জপ ২১০০০)। দেবতা—ভুবনেশ্বরী।

শনিকবচ

দেব্যুবাচ। কবচং বহুধা গীতং গ্রহাণাং দেব ভৈরব। ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি শনেঃ কবচমদ্ভুতম্॥ দেব উবাচ॥ সর্ব্বতন্ত্রেষু দেবেশি গোপিতং পরমাদ্ভুতম্। কবচং দুর্লভং লোকে তব স্নেহাৎ প্রকাশিতম্॥ অস্য শ্রীশনেঃ কবচস্য গোতম ঋষির্বিরাট্ ছন্দঃ শ্রীশনৈশ্চরো দেবতা-পদুদ্ধরণে বিনিয়োগঃ॥ ওঁকারো মে শিরঃ পাতু ঐংকারঃ কণ্ঠদেশকে। হ্রীং মে হৃদি সদা পাতু শ্রীং মে পাতু সদা মুখম্॥ ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং শনৈশ্চরঃ পাতু মাং সর্ব্বতঃ স্থিতম্॥ ইতি যঃ কবচং পুণ্যং ধারয়েদ্দক্ষিণে ভুজে। কণ্ঠে বা পরমেশানি সর্ব্বত্র বিজয়ী ভবেৎ। চিরজীবী ভবেন্নিত্য-মরোগী নাত্র সংশয়ঃ। তস্য তুষ্টঃ সদা সৌরিঃ পঠেৎ যঃ সুসমাহিতঃ। শনৈশ্চরকৃতা পীড়া নাস্তি তস্য কদাচন॥ ইতি শনৈশ্চরকবচং সমাপ্তম্। মন্ত্র—ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং শ্রীশনৈশ্চরায় (জপ ১০০০০)। দেবতা—দক্ষিণাকালী।

রাহুকবচ

ঈশ্বর উবাচ। শৃণুষ্ব দেবি চার্ব্বঙ্গি ত্বং মে সর্ব্বস্বরূপিণী। স্বর্ভানু-কবচং দেবি মহাতেজঃপ্রদং শুভম্॥ সর্ব্বগ্রহাণাং তেজস্বী সবিতা বীরবন্দিতে। শক্তস্তমাচ্ছাদয়িতুং যঃ স রাহুর্ম্মহাবলঃ॥ স্বর্ভানোঃ সুরপীতস্য পূজা দেবৈঃ স্বভাবতঃ। দস্যুভয়হরো রাহুস্তেজস্বিত্বপ্রদায়কঃ॥ সৈংহিকেয়স্য কবচধারণাদ্ বরকামিনি। মহাবীরোঽতিবলবান্ মল্লবিদ্যা-বিশারদঃ॥ করিকুম্ভদারণায় শক্তির্ভবতি পার্ব্বতি। অস্য শ্রীমদ্রাহু-কবচস্য বিরূপাক্ষ ঋষিঃ পঙ্ক্তিশ্ছন্দো রাং বীজম্ উং শক্তিঃ স্বর্ভানুর্দেবতা রাহুমহাগ্রহপ্রীত্যর্থং কবচপাঠে বিনিয়োগঃ॥ ওঁ ওঁ আং আং শিরঃ পাতু হ্রীং আং ক্রোং পাতু ভালকম্। ক্ষাং ক্ষীং ক্ষূং চরণং পাতু আং

ঐং উং বাহুযুগ্মকম্। গ্রাং গ্রীং গ্রাং উদরং পাতু হ্রীং স্বাহা ক্লীং কটিং মম। মহাগ্রহঃ পাতু মে বক্ষঃ যাং যীং যূং লিঙ্গমূলকম্॥ ওঁ হ্রীং ক্লীং মে গুদং পাতু ক্লীং স্বাহা জানুযুগ্মকম্। ক্লীং হং সঃ কর্ণজিহ্বে চ ওঁ ক্লীং নাভিং সদাবতু॥ আপাদমস্তকং দেবি স্বর্ভানুকবচং প্রিয়ে॥ কবচেনাবৃতো যো হি রণমধ্যে বিশেন্মুদা। বায়ুবহ্নিসমঃ শত্রুস্তদা জিতো ন সংশয়ঃ॥ মন্দাহে রাহুবেলায়াং কবচং ত্রিঃ পঠেদ্ যদি। সমর্চ্চাং যঃ প্রকুর্ব্বীত তস্য রিষ্টং বিনশ্যতি॥ অমাবস্যান্তে মন্দাহে যা বেলা বাহুরূপিণী। তস্যাং পঠিত্বা নবধা বর্ষং শত্রুবিনাশকৃৎ॥ অজ্ঞাত্বা কবচং দেবি রাহুমর্চ্চয়তে যদা। বিফলং জায়তে সর্ব্বং সাধকো মৃত্যুমাপ্নুয়াৎ॥ পূজাজপাদিকং যত্ সর্ব্বং নিষ্ফলকং ভবেৎ। ইতি রাহুকবচং সমাপ্তম্। মন্ত্র—ওঁ ঐং হ্রীং রাহবে (জপ ১২০০০)। দেবতা—ছিন্নমস্তা।

কেতুকবচ

ঈশ্বর উবাচ॥ শৃণু দেবি মহামায়ে কবচং দেবদুর্লভম্। পঠিত্বা ধারয়িত্বা চ সর্ব্বান্ রোগান্ বিনশ্যতি॥ জ্বরাদীনাং মহেশানি শীঘ্রমেব প্রণাশনম্। কুষ্ঠী শূলী জ্বরী দুঃখী মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ। ধ্বজভঙ্গাদিরোগাণাং নাশনং সুখবৃদ্ধিদম্॥ অস্য শ্রীকেতুকবচস্য জৈমিনির্ঋষিঃ পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দঃ শিখী দেবতা সর্ব্বরোগপ্রশমনার্থং পাঠে বিনিয়োগঃ॥ ওঁ ওঁ ওঁ শিখি-মহাগ্রহ শিরোবদন-নাসাক্ষিকেশান্ রক্ষ ফট্ স্বাহা। ওঁ ক্লীং গ্লোং করচরণাঙ্গুলীত্বগ্রসমাংস-মজ্জাস্থিশুক্রাণি রক্ষ ক্রূং ক্রূং স্বাহা। পূর্ব্বদক্ষিণোত্তরপশ্চিমেশানাগ্নি-নৈর্ঋতবায়ব্যাধউর্দ্ধদিক্ষু সর্ব্ববর্ণোহ্কারাদিক্ষকারান্তঃ, সর্ব্বত্র মাং রক্ষ রক্ষ স্বাহা॥ ইতি তে কথিতং দেবি শিখিনঃ কবচং মুদা। যস্য প্রপঠনাদ্দেবি জ্বরাদিব্যাধিনাশনম্॥ ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকঞ্চ ত্র্যাহিকঞ্চৈব বাতিকম্। চাতুর্থিকং পৈত্তিকঞ্চ শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্॥ গুল্মপ্লীহাদিকুষ্ঠানাং নাশনং ধনদং ভবেৎ॥ ইদং কবচমজ্ঞাত্বা পুরশ্চর্য্যাং করোতি যঃ। তস্য ন

সিদ্ধিমাপ্নোতি মৃতে চ নরকং ব্রজেৎ ।। ইতি কেতুকবচং সমাপ্তম্ ॥ মন্ত্র— ওঁং হ্রীং ঐং কেতবে (জপ ১২০০০)। দেবতা—ধূমাবতী।

লক্ষ্মী-কবচ

ঈশ্বর উবাচ।—অথ বক্ষ্যে মহেশানি কবচং সর্ব্বকামদম্। যস্ত বিজ্ঞান-মাত্রেণ ভবেৎ সাক্ষাৎ সদাশিবঃ ॥১ যো নার্চ্চয়িত্বা দেবেশি মন্ত্রমাত্রং জপেন্নরঃ। স ভবেৎ পার্ব্বতীপুত্রঃ সর্ব্বশাস্ত্রপুরস্কৃতঃ। বিদ্যার্থিনা সদা সেব্যা কমলা বিষ্ণুবল্লভা ॥২

অস্যাশ্চতুরক্ষরীবিষ্ণুবনিতায়াঃ কবচস্য শ্রীভগবান্ শিবঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দো বাগ্ভবী দেবতা বাগ্ভবং বীজং লজ্জা শক্তী রং কীলকং কামবীজাত্মকং কবচং মম সুপাণ্ডিত্যকবিত্ব-সর্ব্বসিদ্ধিসমৃদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ।

ঐঙ্কারো মস্তকে পাতু বাগ্ভবী সর্ব্বসিদ্ধিদা। হ্রীং পাতু চক্ষুষোর্ম্মধ্যে চক্ষুর্যুগ্মে চ শঙ্করী ॥৩ জিহ্বায়াং মুখবৃত্তে চ কর্ণয়োর্গণ্ডয়োর্নসি। ওষ্ঠাধরে দন্তপংক্তৌ তালুমূলে হনৌ পুনঃ ॥৪ পাতু মাং বিষ্ণুবনিতা লক্ষ্মীঃ শ্রীবর্ণরূপিণী। কর্ণযুগ্মে ভুজদ্বন্দ্বে স্তনদ্বন্দ্বে চ পার্ব্বতী ॥৫ হৃদয়ে মণিবন্ধে চ গ্রীবায়াং পার্শ্বয়োঃ পুনঃ। সর্ব্বাঙ্গে পাতু কামেশী মহাদেবী সমুন্নতিঃ ।৬ ব্যুষ্টিঃ পাতু মহামায়া উৎকৃষ্টিঃ সর্ব্বদাবতু। সন্ধিং পাতু সদা দেবী সর্ব্বত্র শম্ভুবল্লভা।।৭ বাগ্ভবী সর্ব্বদা পাতু পাতু মাং হরগেহিনী। রমা পাতু সদা দেবী পাতু মায়া স্বরাট্ স্বয়ম্ ॥৮ সর্ব্বাঙ্গে পাতু মাং লক্ষ্মীর্বিষ্ণুমায়া সুরেশ্বরী। বিজয়া পাতু ভবনে জয়া পাতু সদা মম ।।৯ শিবদূতী সদা পাতু সুন্দরী পাতু সর্ব্বদা। ভৈরবী পাতু সর্ব্বত্র ভেরুণ্ডা সর্ব্বদাবতু ॥১০ ত্বরিতা পাতু মাং নিত্যমুগ্রতারা সদাবতু। পাতু মাং কালিকা নিত্যং কালরাত্রিঃ সদাবতু ॥১১ বনদুর্গা সদা পাতু কামাখ্যা সর্ব্বদাবতু। যোগিন্যঃ সর্ব্বদা পাস্তু মুদ্রাঃ পাস্তু সদা মম ।।১২ মাত্রাঃ পাস্তু সদা দেব্যশ্চক্রস্থা যোগিনীগণাঃ। সর্ব্বত্র সর্ব্বকার্য্যেষু সর্ব্বকর্ম্মসু সর্ব্বদা। পাতু

মাং দেবদেবী চ লক্ষ্মীঃ সর্ব্বসমৃদ্ধিদা ॥১৩ ইতি তে কথিতং দিব্যং কবচং সর্ব্বসিদ্ধয়ে। যত্র তত্র ন বক্তব্যং যদীচ্ছেদাত্মনো হিতম্ ॥১৪ শঠায় ভক্তিহীনায় নিন্দকায় মহেশ্বরি। ন স্তবং দর্শয়েদ্দিব্যং সন্দর্শ্য শিবহা ভবেৎ ॥১৫ কুলীনায় মহোচ্ছ্রায়দুর্গাভক্তিপরায় চ। বৈষ্ণবায় বিশুদ্ধায় দদ্যাৎ কবচমুত্তমম্ ॥১৬ নিজশিষ্যায় শান্তায় ধনিনে জ্ঞানিনে তথা। দদ্যাৎ কবচমিত্যুক্তং সর্ব্বতন্ত্রসমন্বিতম্ ॥১৭ শনৌ মঙ্গলবারে চ রক্তচন্দন-কৈস্তথা। যাবকেন লিখেন্মন্ত্রং সর্ব্বতন্ত্রসমন্বিতম্ ॥১৮ বিলিখ্য কবচং দিব্যং স্বয়ম্ভূকুসুমৈঃ শুভৈঃ। স্বশুক্রৈঃ পরশুক্রৈশ্চ নানাগন্ধসমন্বিতৈঃ ॥১৯ গোরোচনা কুঙ্কুমেন রক্তচন্দনকেন বা। সুতিথৌ শুভযোগে বা শ্রবণায়াং রবের্দ্দিনে ॥২০ অশ্বিন্যাং কৃত্তিকায়াং বা ফল্গুন্যাং বা মঘাসু চ। পূর্ব্বভাদ্র-পদাযোগে স্বাত্যাং মঙ্গলবাসরে ॥২১ বিলিখেৎ প্রপঠেৎ স্তোত্রং শুভযোগে সুরালয়ে ॥২২ আয়ুষ্মৎ প্রীতিযোগে চ ব্রহ্মযোগে বিশেষতঃ। ইন্দ্রযোগে শুভযোগে শুক্রযোগে তথৈব চ ॥২৩ কৌলবে বালবে চৈব বণিজে চৈব সত্তমঃ। শূন্যাগারে শ্মশানে বা বিজনে চ বিশেষতঃ ॥২৪ কুমারীং পূজয়িত্বাদৌ যজেদ্দেবীং সনাতনীম্। মৎস্যমাংসৈঃ শাকপূপৈঃ পূজয়েৎ পরদেবতাম্ ॥২৫ ঘৃতাদ্যৈঃ সোপকরণৈঃ পূপসূপৈর্বিশেষতঃ ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা চ পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্ ॥২৬ আখেটকমুপাখ্যানং তত্র কুর্য্যাদ্দিন-ত্রয়ম্। তদা ধরেন্মহারক্ষাং শঙ্করেণেতি ভাষিতম্ ॥২৭ মারণদ্বেষণাদীনি লভতে নাত্র সংশয়ঃ। স ভবেৎ পার্ব্বতীপুত্রঃ সর্ব্বশাস্ত্রপুরস্কৃতঃ ॥২৮ গুরুর্দ্দেবো হরঃ সাক্ষাৎ পত্নী তস্য হরপ্রিয়া। অভেদেন ভজেদ্যস্তু তস্য সিদ্ধিরদূরতঃ ॥২৯ পঠতি য ইহ মর্ত্ত্যো নিত্যমার্দ্রান্তরাত্মা, জপফলমনুমেয়ং লপ্স্যতে যদ্বিধেয়ম্। স ভবতি পদমুচ্চৈঃ সম্পদাং পাদনম্রঃ, ক্ষিতিপমুকুট-লক্ষ্মীলক্ষণানাং চিরায় ॥৩০

ইতি শ্রীবিশ্বসারতন্ত্রে লক্ষ্মীকবচং সমাপ্তম্।

বংশলাভাখ্যকবচ

নারদ উবাচ। ভগবন্ দেবদেবেশ পার্ব্বতীপ্রাণবল্লভ। বংশলাভাখ্য-কবচং কৃপয়া মে প্রকাশয় ॥১ ঈশ্বর উবাচ। বংশলাভাখ্যকবচং দুর্ল্লভং ভুবনত্রয়ে। যস্য প্রভাবাৎ কমলা লেভে তনয়মুত্তমম্ ॥২ কামদেবমপর্ণা চ বিনায়ক-ষড়াননৌ। জয়ন্তমিন্দ্রবনিতা দেবপত্ন্যঃ সুতানপি ॥৩ অস্য শ্রীবংশ-লাভাখ্যকবচস্য ভৈরব ঋষিঃ পঙক্তিশ্ছন্দঃ শ্রীপার্ব্বতী দেবতা জীবপ্রাপ্তৌ বিনিয়োগঃ। ওঁ পার্ব্বতী মে শিরঃ পাতু বক্ত্রং পাতু মহেশ্বরী। ভবানি নয়নং পাতু ভ্রুবৌ শঙ্করসুন্দরী ॥৪ মধ্যং পাতু মহেশানী নিতম্বং সুরবান্দতা। উরূ গৌরী সদা পাতু কৌশিকী জানুযুগ্মকম্ ॥৫ বাহু দ্বৌ সুমুখী পাতু পাণিযুগ্মং শুভাননা। পাদৌ ব্রহ্মময়ী পাতু শ্রবণে ভুবনেশ্বরী ॥৬ নাসিকাং ললিতা পাতু কণ্ঠং ত্রিপুরসুন্দরী। রুদ্রাণী হৃদয়ং পাতু স্তনদ্বন্দ্বং মহেশ্বরী ॥৭ আপাদমস্তকং পাতু সর্ব্বাঙ্গং সর্ব্বমঙ্গলা ॥ ইতি তে কথিতং বিপ্র কবচং দেবপূজিতম্ ॥৮ প্রাতঃ প্রাতঃ পঠিত্বা চ অক্ষয়ং তনয়ং লভেৎ। ধ্যান-মস্যাঃ প্রবক্ষ্যামি যথা ধ্যাত্বা পঠেন্নরঃ ॥৯ সহস্রাদিত্যসঙ্কাশাং সর্ব্বা-ভরণভূষিতাম্। ত্রিনেত্রাং পাণিবিধৃতপাশাঙ্কুশবরাভয়াম্ ॥১০ ইতি শ্রীভৈরবীতন্ত্রে শিবনারদসংবাদে বংশলাভাখ্যকবচং সমাপ্তম্ ॥

কবচশোধন-বিধি

নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া,—

"কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ কবচসংস্কারকর্ম্মণি" ইত্যাদিরূপে স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে,—

অদ্যেত্যাদি অমুকদেবশর্ম্মা অমুকদেবতায়া অমুককবচধারণার্থং অমুক-দেবতা কবচসংস্কারমহং করিষ্যে। পরার্থে করিষ্যামীতি বিশেষঃ।

পরে গণেশাদি দেবতাকে পূজা করিয়া গুরুপূজা করিবে। অনন্তর

কবচকে জলধারা স্নান করাইবে, পরে "হৌং" এই মন্ত্র ১০৮ বার জপ করিয়া, প্রণব উচ্চারণ পূর্ব্বক পঞ্চগব্য দ্বারা কবচ ধৌত করিয়া স্বর্ণাদি পাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক চন্দন, অগুরু, কুঙ্কুমসংযুক্ত শীতলজলে স্নান করাইবে। পুনর্ব্বার "হৌং" মন্ত্র ১০৮ বার জপ করিয়া, মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক পঞ্চামৃত দ্বারা কবচকে স্নান করাইয়া, মূলমন্ত্রে কাঁচা দুগ্ধ ও জল দ্বারা স্নান করাইবে। পরে ধূপ জ্বালিয়া দিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক দধি, ঘৃত, মধু, চিনি, দুগ্ধ, জল, চন্দন, কস্তুরী ও কুঙ্কুম এই সকল দ্রব্য দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ স্নান করাইবে।

তদনন্তর কুঙ্কুমগোরচনামিশ্রিত জলে স্নান করাইয়া জম্বুশাল্মলীবাট্যাল-বদরীবকুলত্বগাত্মকপঞ্চকষায়যুক্ত অষ্ট কলস লইয়া ক্রমশঃ স্নান করাইয়া, শেষে কেবল জলদ্বারা স্নান করাইবে। পরে কবচ বস্ত্রদ্বারা মুছিয়া, স্বর্ণাদি পাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক কুশাগ্র দ্বারা উহা স্পর্শ করিবে।

"ওঁ কবচরাজায় বিদ্মহে মহাকবচায় ধীমহি তন্নঃ কবচং প্রচোদয়াৎ।"

এই মন্ত্র ১০৮ বার জপ করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে; মন্ত্র যথা,—

"অস্য প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রস্য ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরা ঋষয়ঃ ঋগ্-যজুঃ—সামাথর্ব্বা-শ্ছন্দাংসি চৈতন্যং দেবতা প্রাণপ্রতিষ্ঠায়াং বিনিয়োগঃ।"

"ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হোং হংসঃ শ্রীঅমুকদেব-তায়াঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ" ইত্যাদি বলিয়া সমর্থ হইলে বলিদানার্হদেবতার বলিদ্বারা অর্চ্চনারূপে কবচে দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া, আবাহনপূর্ব্বক ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া যথাশক্তি উপচারে দেবতার পূজা করিয়া ষড়ঙ্গের পূজা করিবে। পরে পট্টসূত্র দর্পণ, চামর ও ঘণ্টা উপচারার্থ দিবে, পূজান্তে মূল-মন্ত্র ১০৮ বার জপ করিবে।

অনন্তর ১০৮ সংখ্যক হোম করিয়া, হুতশেষ কবচের উপরে দিবে, হোম করিতে অশক্ত হইলে দ্বিগুণ জপ করিবে। পরে দক্ষিণান্ত করিবে।

—সমাপ্ত—